

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মূখপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ১

সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা

১৩৯৮, বৈশাখ

মুদ্রা



পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগারের নববর্ষ (সম্পাদকীয়)	১
রামকৃষ্ণ সাহা	
ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট : পটভূমি	৩
শ্রীলী কুমার চাকী	
সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ :	
একটি প্রস্তাব	১২
ভাষ্যতী চট্টোপাধ্যায়	
লারিং রিসোর্স সেন্টার	১৪
চিত্রপত্র	১৭
কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধন সংক্রান্ত আদেশনামা	১৯
English Abstracts	২৪

12.53
1.05.21

P 8440

নিজ্ঞাপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাননীয় সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে পরিষদের আর্থিক বছর শুরু হয়েছে এপ্রিল মাস থেকে ; অনেক সদস্যের অন্নবধানতাবশত পরিষদের বার্ষিক চাঁদা বাকী পড়েছে। সদস্যদের এ সম্পর্কে রিমাইণ্ডার পাঠানো শুরু হয়েছে। যে সমস্ত সদস্যের ১৯৮৯-৯০ সালের চাঁদা বাকী আছে তাঁদের আর গ্রন্থাগার পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। যে সমস্ত সদস্যদের ১৯৯০-৯১ সালের চাঁদা বাকী তাঁদের অবিলম্বে চাঁদা পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

প্রজ্ঞাপত্র

756.3
7.28/15

বঙ্গীয় প্রজ্ঞাপত্র পরিষদের মুদ্রাপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ১

সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা

১৩২৮, বৈশাখ

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারের নববর্ষ

গ্রন্থাগার পত্রিকা: এবার একচল্লিশ বছরে পা দিল। বিশত চল্লিশ বছর ধরে পরিষদ নানা আর্থিক লক্ষ্যের মধ্যে থেকেও গ্রন্থাগার পত্রিকাটি প্রকাশের কোন কঠি করে নি। প্রথমে এটা ছিল ত্রৈ-মাসিক। পরবর্তীকালে সমস্তবর্ষের সঙ্গে বেশি যোগাযোগ রাখার জন্য মাসিকে প্রকাশিত করা হয়। দীর্ঘ দিন ধরে, একটা মাসিক পত্রিকাকে নিয়মিত প্রকাশ করা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যারা পত্রিকা প্রকাশ করেন, মুদ্রণ সংস্থার সঙ্গে কাজ করেন তাঁরা জানেন যে নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিত পত্রিকা করা কতটা কঠিন। এখিক থেকে এটা গর্বের বিষয় যে বাংলা ভাষার বিজ্ঞানবিহীন পত্রিকাটি আজও চলছে।

এ বছর বর্তমান সম্পাদকের কাবকালের মেয়াদ শেষ। সমগ্রাঙ্গণের পরিষদের নির্বাচন অগ্রহীত হলে অনেক আগেই সম্পাদকের কার্যকাল শেষ হয়ে যেত কিন্তু নানা কারণে নির্বাচন পিছিয়ে পড়ায় সম্পাদকের আয় বেড়েছে কিছুকাল। এটা আনন্দের কথা পরিষদের নির্বাচন আগামী ৩০শে জুন অগ্রহীত হবে বলে অতি শীঘ্রই সমস্তরা নতুন সম্পাদক নির্বাচন করবেন এবং আশা করা যায় যোগ্য হাতে এই পত্রিকাটির দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ হিসাবে পাঠকের ধরবারে পত্রিকাটি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য উপস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথমত: পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় এত বেড়েছে যে পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে একে নিয়মিত প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। পরিষদের বার্ষিক প্রসিধিবলনে লক্ষ করলে দেখা

যাবে যে তাঁক থেকে পরিষদের যা আয় হয় শুধু গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় ছাড়া থেকে অনেক বেশি। অর্থাৎ পত্রিকাটি মাসিক এবং আনুমানিক নিয়মিত প্রকাশ এবং প্রত্যেক লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে দিতে অস্বাভাবিক বহু। এই আর্থিক লক্ষ্য থেকে বন্ধা পেতে চলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করা প্রয়োজন। একজন শুদ্ধমাত্র কয়েকজন কর্মকর্তার দ্বারা সম্ভব নয়, প্রত্যেক লক্ষ্যের অর্থসংগ্রহেই একাধিক লোকের আবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রত্যেক লক্ষ্যের কাছে অগ্রহীত তাঁরা যেন এপরে এসে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেন।

দ্বিতীয়ত: বঙ্গীয় প্রজ্ঞাপত্র পরিষদ এখন একটি লক্ষ্য যা যা মধ্যে তিনটি ধারা রয়েছে অর্থ একাধারে এটি একটি বিদ্যমান লক্ষ্য—গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অগ্রহীত। গবেষণা, প্রচার ও প্রসারের কাজ এর দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে; অপরদিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্ভারণ, ও উন্নয়ন; অপরদিকে রয়েছে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পক্ষপাতির অধিকার বন্ধা করার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

গ্রন্থাগার পত্রিকার তিনটি বিষয়েরই সমান প্রচার থাকা প্রকার। কিন্তু অগ্রহীত দেখা যাচ্ছে যে উপযুক্ত বিষয়সমূহের সমস্তা ও সমাধান নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা-গ্রন্থত প্রবন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সমস্তবর্ষের পাঠকের সমস্ত করার মত প্রবন্ধের অভাব থেকে যাচ্ছে। আনুমানিক পূর্বস্বীকৃত। বলেন যে 'লেখক ভৈরী কর'। এক্ষেত্রে সম্পাদকের বিনীত নিবেদন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বৃত্তি আর কৈশোরে নেই। (যদি ১২৩৩/৩৪ সাপেক্ষে)

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের উদ্ভি বহু হিদাবে গ্রন্থ কর: যায়) —এখনও যদি লেখক 'ভৌর' করার গ্রন্থ থেকে থাকে তাহলে কৃত্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। এ প্রদেশে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের রাজকোষের ক্তরের প্রশিক্ষণ চলছে. সেখানে কককরে সবমিলিয়ে ৫০ জনের অধিক শিক্ষক গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা ও গঠন-পাঠনে ব্যাপৃত, যাহাে বৃহৎ গ্রন্থাগারের যা সংখ্যা এবং তাতে উচ্চ-পযায়ের পণ্ডে যারা রয়েছেন তাদের সংখ্যা নভাধিক. MLIS পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বোধ হয়—১৫০. ছাত্রের সেজে, তাদের প্রায় সবাই বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করছেন, শিক্ষক সমতুল বেতন প্রাপ্ত কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সংখ্যা ৫০০-এর উপরে, তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা যিয়েই অনেক ভাল প্রবন্ধ হতে পারে। এত মানব সম্পদ থাকতেও ভাল প্রবন্ধ লেখার জন্য সম্পদকে লেখক স্ক্রীর প্রয়ান পেতে হবে কেন? তা বর্তমান সম্পদকের সাধারণ আসে না।

আমেরিকা ইংলেও শিক্ষকদের চাকুরীর পুনর্বীকরণ করার অগ্রতম পুঙ্ক ও শর্ত হলো গবেষণা পত্রের সংখ্যা। ফলে তাদের পাচার জন্য প্রোগ্রাম দিতে হয়েছে 'either Publish or Perish'। প্রত্যেকেই গবেষণা করতে এবং প্রবন্ধ প্রকাশের কাজে বাধ্য। আমেরিক দেশে এরকম কোন গুণায়নের সূচক না থাকায় সবই চলছে গরম গজ-ভাবে। এবং তা সবকয়েকই। অবস্থা এমন যে IASLIC Bulletin, Library, Science with Slant to Documentation, Annals of Library Science প্রভৃতি ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলিও গরমরত প্রকাশ করা যায় না বড় বড় সংখার পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও। সুতরাং ভাল প্রবন্ধ পাওয়ায় জন্য অল্প কোন পথ আবিষ্কারের প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য ইহানীং ২১ জন উৎসাহী ব্যক্তির শবান পাওয়া যাচ্ছে যারা চেষ্টা করছেন।

গ্রন্থাগার পত্রিকার অগ্রতম শীমাবদ্ধতা হলো বহু সত্ত্ব যারা সেপাহার গ্রন্থাগারিক নন, যতাবতই তাদের জন্য উৎসাহকারক প্রবন্ধ থাকা প্রয়োজন; অথচ দেয়কম

আকর্ষণীয় প্রবন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না ফলে এ ধরণের সত্ত্বদের মানসিক খোঁচাক খোঁচানে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

গ্রন্থাগারের পাঠকবর্গের আদেওটা হল গ্রন্থাকলে সাধারণ গ্রন্থাগার, বিভাগীয়—বা কলেজ গ্রন্থাগারের কাজ করেন তাদের কাছে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞান ও তথ্য সহজ-সরলভাবে পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেগুলি হস্ত মৌলিক বক্তব্য নাও হতে পারে। দেয়কম প্রবন্ধও আসছে না।

চতুর্থ বিষয় হলো গ্রন্থাগারে মূল্য কটিপূর্ণ। এটাও আর্থিক মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল: যারা গ্রন্থাগার মূল্য করেন তাদের প্রেস বড় নয়—ফলে তাদেরও নানা ধরণের সমস্যা রয়েছে—সব মিলিয়ে পরিস্থিতি মোটেই সুবিধের নয়।

সম্পদকের বিষয়েমানে ভালো প্রবন্ধ পাওয়া ও না পাওয়ার কারণ হলো গ্রন্থাগার কৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরের আর্থিক অমনত কয়েছে অনেকটা—যেমন কলেজ-বিশ্ব বিভাগের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, সরকারী গ্রন্থাগারিকের বেতন বৃদ্ধি, সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদেরও বেতন বৃদ্ধির ফলে কিছিন্ন মানসিক হারিষ ও হাবিষ টুইই এসেছে—ফলে কৃত্তির মধ্যে একটা অসদতার তাব সর্বত্র দেখা যায়—এরই ফলে সর্বত্র একটা উৎসাহহীনতাও তাব লক্ষ করা যাচ্ছে—এর থেকে ভাল কিছু বেরিয়ে আসছে না।

কৃত্তির বিপদ এখানেই। গ্রন্থাগারগুলিতে আছে আছে নতুন প্রযুক্তি টুকছে অথচ গ্রন্থাগারগুলির সংগঠনিক চিত্র সুখের নয়, নানা ভাঙ্গা বেঁক অভিযোগ আসছে... গ্রন্থাগারিকদেরও নতুন জ্ঞানার আকর্ষণ কম; IASLIC এর পাঠ্যক্রমে উপবিভি হার দেখলে সে রকম প্রত্যয় আসে। যে বেতন ও গুণমর্যাদা বাচ্লেও সংগঠন ও পরিসেবার মান যথেষ্ট নয়। IASLIC-এর Study Circle-ভার প্রয়ান ফলে এক ফাঁক লগ্নি হচ্ছে এই ফাঁক পূরণ করার পথ দেখানোর হারিষ গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃকের। নতুন ধরণের একাবন্ধ আন্দোলনে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে—আশা করা যায় আগামী দিনে এর সমাধান কৃত্তি নিজেই করে নেবে।

ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট : পটভূমি

রামকৃষ্ণ সাহা

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বনেন্দ্রপুর বিশ্ববিদ্যালয়

• অবতরণিকা

বেশ কিছু দিন আগে একজন সিনিয়র গ্রন্থাগারিকের ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। বিষয়টি ছিল গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিতৃতি নিয়ে। সেখানের বক্তব্য ছিল একটা সংগঠনের সভাস্তরে তথ্যের জ্ঞান, প্রবাহ, উপায়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সংগঠন ও পরিবেশা সংক্রান্ত আদ্য গ্রন্থাগার বৃত্তির মধ্যে এসে পড়ছে; হুতরাং সংগঠনের মধ্যে তথ্য সম্পর্কিত ক্রিয়া কলাপের অঙ্গীকার গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সিনিয়রের বক্তব্য ছিল যে গ্রন্থাগারিক বই, পত্র-পত্রিকা সহ নানা ধরনের তথ্য সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ সংগঠিত করবে এবং তাকে ভিত্তি করে পরিবেশা দেবে কিন্তু সংগঠনের আত্মসম্মতি তথ্য প্রবাহ অঙ্গীকার করা গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। সেখানের উন্নত থেকে বক্তব্য ছিল গ্রন্থাগারিকসহ যেহেতু তথ্য পরিবেশার প্রস্তুতি তুলেছে এবং UNESCO-ও সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্তব্যের ক্ষেত্রে শিক্ষা, বিনোদন ও তথ্যের পরিবেশার সংস্থা হিসাবে অভিহিত করেছে, একই গ্রন্থাগারিকের কর্তব্যের মধ্যে তথ্য প্রবাহের বিষয়টি অবতরণানী বিষয় হিসাবে এসে পড়ে। তাছাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়া বিশেষজ্ঞের গ্রন্থাগারে তথ্য প্রবাহের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এরকম একটা বিতর্কের অবলম্বনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে যে সমস্ত পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে অল্প প্রবন্ধ বিশেষে প্রকাশিত হলো মাতৃভাষার তার সংখ্যা ৯৮। হুতরাং বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো এ সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীদের সচেতিত করা।

গ্রন্থাগার যে তথ্য সঙ্গ্রহণের সংস্থা এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই; কিন্তু সমাজে গ্রন্থাগার ছাড়াও বহুতর তথ্য সরবরাহের সংস্থা রয়েছে—তথ্য বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন রূপে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ও তথ্য সরবরাহের ধরণ আলাদা। এদের পরিবেশার বুল নীতিও আলাদা। যেমন, বিভাগীয়, মহাবিভাগীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ধরনের তথ্য সংস্থা; আবার রেডিও, টেলিভিশন মাধ্যমের ধরনের সংস্থা। পত্রী, নাটক, সিনেমা, খবরের কাগজ এদেরও তথ্য নিয়ে কারবার। উকিল, ব্যাবিষ্টার, সরকারের তথ্য বিভাগ, সেলম্যান, প্রচার সংস্থাও তথ্য নিয়ে ব্যস্ত। তবে গ্রন্থাগার ধরনের আরো কিছু সংস্থা সম্ভবিত্ত জন্মলাভ করেছে তারা হলো তথ্য কেন্দ্র, তথ্য বিবেচন কেন্দ্র, তথ্য স্ট্রাথিং হাউস, তথ্যসেন্টেন সেন্টার ইত্যাদি। এদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের মিল যেমন আছে তেমনি অমিলও রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। তথ্য বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি বিষয় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সংস্থার তথ্য চাহিদা পূরণ করার আশ্রয় নিয়ে। এদের মধ্যে আধুনিক কালের তথ্য চাহিদা যেটানোর, বিশেষ করে বৃহৎ নিম্নের তথ্য প্রয়োজন যেটানোর তাগিদে জন্ম হয়েছে তথ্য ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-বিষয়টির বিস্তার গ্রন্থাগারিকদের কাছে নতুন করে উপস্থাপনা করার প্রয়োজন না থাকলেও কয়েকটি বিষয়ের পুনঃক্ষেত্র প্রয়োজন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জন্মকাল পত্রী অভিহিত। গ্রন্থাগারিকতার বৃত্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ বিগত শতকের শেষভাগে গ্রন্থাগারিকতা; শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে। তখন তার নাম ছিল ‘লাইব্রেরী ইকনমি’। নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে

বর্তমান শতকের শেষভাগে এসে আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বলতে একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে বুঝি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূলনীতি চক্ৰনাথ গুপ্তের মধ্যে বিবৃত করেছেন। ফলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটা রূপ পরিধি হয়েছে নির্দিষ্ট ভাবে। পরবর্তীকালে ডুমুরটেন ওয়া বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের আত্মপ্রকাশের ফলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিধির অনেক পরিবর্তন হয়। বিশেষভাবে পরিবর্তন আসে গ্রন্থাগারে নানা ধরনের তথ্যসম্পদের প্রবর্তনের ফলে। কম্পিউটারের প্রবর্তন, নেটওয়ার্কের জন্ম, বড় বড় তথ্য পরিষেবার কেন্দ্রগুলির কর্মসম্পাদন অঙ্গ পদ্ধতিগুলি সার্বিক হয়। এককথায় বলা যায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কর্মসম্পাদন বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তথ্যগত এক নতুন ধরনের সংস্কৃতির জন্মলাভ করেছে গ্রন্থাগারের মধ্যে আর মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূলমন্ত্রটাই অর্থাৎ গ্রন্থাগারের মানবিক দিকগুলি হারিয়ে যাচ্ছে বলে এর উপাশিত হয়েছে।

ডুমুরটেন ও তথ্য বিজ্ঞানের বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে (১,২) এক্ষেত্রে তার পুনরলোচনের প্রয়োজন নেই। তথ্য প্রযুক্তির বিষয়টি অল্প কথায় বিবৃত করা প্রয়োজন।

১ তথ্য প্রযুক্তি

সাধারণভাবে আমরা তথ্য আদান প্রদান করি বা তাৎসবিনিময় করি অসক্তরা ও ভাষার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে দ্রুতির উদ্দেশ্যে সেকে সেকে উন্নতমানের তথ্য সঞ্চালন পদ্ধতি জন্ম হল আর তার সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তির জন্ম হল বলা যেতে পারে। অর্থাৎ মানুষ যখন থেকে কৃত্রিম বস্তু সহায়তার লিখতে শুরু করল তখন থেকেই লেখার সাহায্যী তৈরী করার প্রচেষ্টা চলছিল। কালি, কলম, পাখর, ছেনি, চামড়া, পার্চমেন্ট, কাগজ, গাছের ছাল, পাতা, কাশড় প্রভৃতি উপকরণ প্রস্তুত করাই ছিল তথ্য প্রযুক্তির আদি পর্ব। যুগের লভ্য রক তৈরী প্রভৃতি প্রযুক্তির দ্বিতীয় পর্ব। তার পরের পর্ব হলো লিচাইতে তরলপূর্ণ। পঞ্চম শতকে যুগের যন্ত্রের আবির্ভাব তথ্য সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য

অবদান। এর ফলে তথ্য শুদ্ধতার অল্প ব্যবধানের মধ্যে সীমিত হইলো না জনসাধারণের মধ্যে মুদ্রিত বস্তুর ক্রমাগত বিস্তার আধুনিক লভ্যতার রূপান্তর ঘটালো। তার পরে তথ্য সরবরাহ করার গতি বাড়ানোর দাবী নিয়ে টেলিগ্রাফ টেলিফোন, রেডিও টেলিভিশনের আবিষ্কার এক নতুন সঞ্চালনা এনে দিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তথ্য চাহিদার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন মাধ্যমের ব্যবহার শুরু হলো। পত্রিকার লোক থেকে শুরু হলো কম্পিউটারের জন্ম। তারপর থেকেই চলছে কত ক্রমগত কত বেশি তথ্য সঞ্চালিত করা যায়; কত কম সময়ে কত বেশি তথ্য বিশ্লেষণ করা যায়; কত ভাষাভেদে এক ভাষাবিকৃত; বজায় রেখে কোন কিছুর প্রতিরূপ সৃষ্টি করা যায়। এই সমস্ত কাজের এত উন্নতি হয়েছে যে একটা ক্রমের মুদ্রণ প্রায় মূল বস্তুর কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে; গায়কের বা বাজা-শিল্পীর বাজনাও প্রায় বাস্তবিকের মতই রেকর্ড বা সংরক্ষণ করা যাচ্ছে এবং বাজানো যাচ্ছে। Mass-Communication-এর প্রসার এখন হয়েছে যে যে কোন সংবাদ তা যে দেশেই প্রস্তুত হোক না কেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত দুনিয়ায় পৌঁছে যাচ্ছে; শুধু তাই নয় এখন টেলিভিশনের সাহায্য নিয়ে সঞ্চালন করা যাচ্ছে (Teleconferencing), শব্দ-পদ্ধতির মূলের বিকল্প হিসাবে ভিডিও ব্যাগার্মিনের উদ্ভব হয়েছে তা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সাহায্য নিয়ে স্বপ্নের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে। একটা CD-Rom (4" ব্যাস)-এর মধ্যে Chemical Abstract (এক বছরের) ধরে বাংলা সম্ভব হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে এমন এক ধরনের optical disk তৈরী হচ্ছে তাতে স্বয়ংগোষ্ঠী গ্রন্থাগারের সঞ্চিত হইবে বাংলা সম্ভব হবে। তথ্য ধারণ, তথ্য প্রবাহ, বিভিন্ন তথ্য প্রক্রিয়ার প্রযুক্তিগত দিকগুলিই তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ের মূল বস্তু।

গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ফলে গ্রন্থাগারের চরিত্রও বদলাচ্ছে। তারসর্বপ্রথম আস্তে আস্তে এই পথে পা বাড়ানো; গ্রন্থাগারিকদের এ

লক্ষ্যে নিয়ে অবহিত রাখা কর্তব্য। কেননা গ্রন্থাগারিক একধরনের বিশেষ তথ্য ব্যবহার পরিচালনার দায়িত্বে এক গ্রন্থাগারের যথেষ্ট প্রজ্ঞাযোশী দৃষ্টি হয়ে গেছে এবং এই প্রজ্ঞাযোশীত্বের মধ্য থেকে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বৃত্তিক বস্তুক্য: কয়: প্রধান কর্তব্য হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

২ তথ্য ম্যানেজমেন্ট

ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট বা তথ্য ম্যানেজমেন্ট-এর প্রবর্তক: বলছেন যে এটি মূলত: একটা সংস্থার অভ্যন্তরে যাবতীয় তথ্য সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়। কেউ কেউ একে তথ্য ব্যবস্থা, তথ্যকেন্দ্র পরিচালনা ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপনা করছেন আবার কেউ একে ইনফরমেশন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (IRM) নামেও অভিহিত করেছেন। নানা ধরনের পরিত্যাবার প্রচলনের কালে বর্তমানে অস্থিবিধা বেধা হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে এর ইতিহাস খুঁজে বার্টন হোয়াইট দেখিয়েছেন যে ১৯৬৬ সালে আমেরিকার সেদোই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক সম্মেলনের নাম ছিল 'ইনফরমেশন ম্যানেজ-মেন্ট ইন ইক্সিনিয়ারিং এডুকেশন।' এই বিষয়কে দেখানো ইক্সিনিয়ারিং-এর উপবিভাগ হিসাবে বোঝানো হয়েছে। বিষয়টির মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের ইক্সিনিয়ারিং তথ্য ও ব্যবহার লক্ষ্যে সচেতন করে তোলা। গ্রন্থাগার ও তথ্য-বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত Users' education বা তথ্য ব্যবহার প্রশিক্ষণের সঙ্গে এই বিষয়ের অনেক বিল পাওয়া যায়। সম্মেলনের কাহিনী:গীতে যে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা নীচে দেওয়া হলো—

'Information management can be defined as that engineering subdiscipline designed to acquaint the engineering student with principles, theory and the use of information as an adjunct to his learning process and practice of engineering. Specifically included are: the nature of engineering information, its sources,

dimension, growth and scope; the manipulation of engineering information including storage, retrieval, transfer and application; available resources, including variety, number and location; methods and cost of use, the use of engineering information is directed in study, free reading, problem solving and professional engineering application.'

বর্ত্তমান পরিস্থিতি: পর্য্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইনফরমেশন তথ্য এবং ম্যানেজমেন্ট-এর মধ্যে তিনটি মূল বস্তুক্য রয়েছে -

ক তথ্য হচ্ছে সম্পদ সূত্রাং শর সম্পদে মতই এরও একটা ব্যবস্থাপনা ধাক্কা প্রয়োজন।

খ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা, মজুত করা এবং সরবরাহ করার পদ্ধতি ও প্রকরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি তিন্তিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

গ সংস্থার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনার প্রক্রিয়ার তথ্য সরবরাহ করা—যথা ব্যবসায়িক strategy (যখনোতিমূলক পরিকল্পনা), মানবসম্পদ পরিচালনা, সম্মোজন, ব্যবসায়িক নির্ধারণ, ক্রমবিক্রয়ের পরিকল্পনা, নতুন কিছু গবেষণার প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করা।

উপবিউক্ত দুটো বস্তুক্য বিবেচন করলে দেখা যাবে যে একটার উদ্দেশ্য হলো ইক্সিনিয়ারিং এর ছাত্রদের তথ্য সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করা আর বিতীরাটির উদ্দেশ্য হলো সংস্থার অভ্যন্তরে উন্নতমানের তথ্য ব্যবহার সাহায্যে সর্বস্তরে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রবাহ হনিশিত করা।

গেথকের হতে তথ্য ম্যানেজমেন্টের বিষয়টি শুধুমাত্র সংস্থার আন্তরঙ্গীয় বিষয় নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, লক্ষ্য, লক্ষ্য প্রত্যেকেই তথ্য প্রয়োজন আছে; তারা নিজ প্রয়োজন বস্তু তথ্য সংগ্রহ করে, লক্ষ্যন করে, এবং তাদের উপস্থানগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয়ভাবে সম্মোজনে

বিভরণ করে—কলে আপাত অদৃষ্ট একটা তথ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হয়। অনেক সময় হয়ত এর একটা বাস্তব রূপ ধরা পড়ে না, তবে প্রত্যেকেই শিল্পমিতিক না হলেও সচেতনভাবে একটা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলেন। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলির ঐক্যবদ্ধরূপ দেখতে পাওয়া না গেলেও ব্যবস্থাপনাটা থাকে।

৩. বিশ্বরূপ কৈন?

বর্তমান যুগে আমরা সবাই জটিল তথ্য পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করি। সভ্যতার আদিপূর্বও যেমন অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসেই তথ্য নির্ভরতা ছিল তেমনি আজকের যুগেও তথ্য নির্ভরতা রয়েছে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। কিন্তু আজকের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় অনেকগুলি বেশি জটিল অবস্থায় থাকা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যক্তি যে পরিমাণ তথ্য ব্যবহার করতেন আজকের যুগে তাকে আরো অনেকগুলি বেশি তথ্য ব্যবহার করতে হচ্ছে। প্রত্যেকেই এখন একটা নিজস্ব তথ্য পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন। তথ্য পরিমণ্ডলের রূপ বিবরণ করলে দেখা যাবে যে কোন জীবই এককভাবে ও প্রাথমিকভাবে ভৌতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সংযোগ রাখা করে। মূলবদ্ধ জীব ভৌতিক পরিবেশ ছাড়াও মূলগত পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে তথ্য আহান গ্রহণ করে—এবং সে কাজ প্রাণীবৃত্ততাব্যেই সম্পন্ন হতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাণ্যাক্রম রক্ষার জন্য বেশিরভাগ প্রাণীকেই যৌন উৎপাদনের জড়ই কম করে দুজনের প্রয়োজন হয় ফলে ছুই সদস্যের মূল গঠিত হয়। কালক্রমে দুই সদস্যের মূল বাড়তে বাড়তে পরিবার, পরিবার থেকে গোষ্ঠী; গোষ্ঠী থেকে সমাজ প্রকৃতির উদ্ভব হতে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে সমস্ত জীব মূল গঠন করেছে তাদের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করার কাজ সম্পন্ন হয় তথ্যের মাধ্যমে। মানুষ মূল, মূলগঠন ও সমাজ সৃষ্টি করেছে হাজার হাজার বছর আগে। প্রত্যেককে ঠাট্টা তাসিগেই মূল মূলগঠন ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা করা প্রয়োজন নচেৎ অস্তিত্ব বিপর্যয় হতে

বাধ্য। কারণ আজকের যুগে আর বহিঃসমন ক্রমো হস্তাঃ যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সভ্যতা এবং আন্তঃ সভ্যতার মিশ্রণের ফলে তথ্যের আহান-গ্রহণ, নতুন নতুন বিধর বিশেষ করে দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সমাজ বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে, সমাজে অভ্যন্তরে যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে সেগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বাটের মণ্ডলের পর যে তথ্য বিপর্যয় ঘটে গেছে তার ফলে বিগত দিনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনায় ক্রমশঃ অচল হয়ে যাচ্ছে। একজন ব্যক্তি, তিনি ছাত্রই হোন, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, গৃহস্বামী, তিনি গাই হোন না কেন তাকে অবশ্যই তথ্য সচেতন হতে হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ ক্রমশঃ কমছে—অনিয়মিত হয়ে পড়ছে—কলে প্রতিদিনই প্রত্যেককে অবশ্যম্ভাবী সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে—কলে ব্যক্তিকে তথ্য সচেতন হয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী তথ্য সন্ধান, সংগ্রহ, সঞ্চয় ও ব্যবহার করতে হচ্ছে। যিনি একাজ বৃত্তিভাবে করেন তার সিদ্ধিপাত অনিবাধ্য। যারা এ সম্পর্কে উদাসীন থাকবেন তারা এ যুগে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় বলে ভুলতে বাধ্য হবেন। যারা কর্মক্ষেত্রে থেকে দূরে থাকছেন তাদের সঙ্গতম অবস্থিতি হলো তথ্য ব্যবহারের অবস্থিতি। এটা সাক্ষি, মূল, মূল্য, দেশ বা সমাজ সমগ্র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ কারণেই বিভিন্ন তথ্য সংস্থার রূপ হয়েছে আন্তঃক্ষেত্র প্রয়োজনে।

৪. তথ্য ও সমাজ

বিভিন্ন দেশের সমাজকৃত্র ও বৃহৎ উত্তর অর্থেই গড়ে উঠেছে শ্রম ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। উৎপাদন ব্যবস্থার সবটাই সহযোগিতা নির্ভর তথ্য তথ্য নির্ভর কারণ তথ্য সঞ্চালন ছাড়া সহযোগিতা হয় না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে খাদ্য আত্মরক্ষা ও আত্মরক্ষার সন্ধানই মানুষ ব্যতিব্যস্ত থাকতো। তাই খাদ্যবেশ, আত্মরক্ষার সন্ধান, আত্মরক্ষা, আত্মরক্ষা কবাই ছিল তখনকার

তথা ব্যবহার মূল কাজ। এ কাজটির জন্য যন্ত্রের যান্ত্রিক উদ্ভাবন তথা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও অঙ্গের উপর নির্ভরশীল হয়েই পাঠতে হতো। পরবর্তীকালে সহযোগিতার ক্ষেত্র বাড়ানোর মাধ্যমেই সঠিক ভাষার। পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ বন্ধ। বরাই তথা ব্যবহার মূল কাজ। মূলবস্তু গড়ে উঠলো তথা লকালন বা সহযোগনের মাধ্যমে।

মূল বা গোষ্ঠীগুলিকে পরবর্তীকালে ক্রমশঃ একাধিক হয়ে উন্নতমানের দখল গঠনে সচেষ্ট দেখা যায়। স্বতাবতই জটিল পরিস্থিতিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভাষার উন্নতি, লিপির বিবর্তন, ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রভৃতির উদ্ভব হতে থাকে উন্নততর সমর্থনের মাধ্যমে। যৌথিক তথা লকালনের সঙ্গে তথ্যবাহী সামগ্রীর উদ্ভাবনা চলেতে থাকে। কত বেশি তথা কত দ্রুত গতিতে গ্রাহকের কাছে নিরুদ্বাধে পৌঁছে দেওয়া যায় তার প্রচেষ্টা চলেতে থাকে। এই সময়ে কৃষি, খনি, হাতু বিদ্যা, নৃশিল্প, চর্মশিল্প প্রভৃতির প্ৰবেশ, উৎপাদনের (বহিঃ স্ফূর্তিকারে) জন্য তৎকালীন তথ্যব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক রাজ্য পরিচালনার জন্য বিশেষ তথা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হ'ত। ব্যবসা, বাণিজ্যের জন্যও যে ধরণের তথ্য ব্যবহার ব্যবহার ছিল আজকের মতো তা একেটের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আধুনিক যুগে ইউরোপে ব্যাপক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ভাঙ্গিমে তথা ব্যবহার আধুনিক পরিবর্তন ঘটে। ক্ষমতা, স্বতন্ত্রতা হয় অন্য ধরনের সামাজিকশক্তি হাতে। নতুন শ্রেণীর নতুন উদ্ভব হয়। তার নাম পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক উৎপাদন ব্যবস্থা রূপান্তর নির্ভর উৎপাদন ব্যবহার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকে। ক্ষুদ্র শিল্প থেকে বৃহৎ শিল্প ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বৃহৎ উৎপাদন ব্যবহার সঙ্গে ভাল রাখতে গিয়ে সমস্ট্রনের আন্তর্জাতিক তথা ব্যবহার প্রকৃত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নতুন নতুন বস্তুর প্ৰবেশ, উৎপাদন, চাহিদার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। জনসাধারণের

জ্ঞান বিস্তারিত স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা উৎপাদন ব্যবহার সঙ্গে ভাল রাখতে না পারার ফলে নতুন ধরণের প্রযুক্তির জন্য বিশেষ ধরনের সংস্থা গড়ে ওঠে।

ইউরোপে রেনেসান্স-এর যুগে মূল ব্যবহার জন্ম হয়— সেই সঙ্গে তথা সরবরাহ ব্যবহার উপর রাজ্য ও মিত্রের কর্তৃত্ব ক্রমশঃ হ্রাস পায় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে নানা বিষয়ের তথ্যের দ্রুত সম্প্রদায় লাভ করে। মূল শিল্প দ্রুত সম্প্রদায় লাভ করে। বই পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। বই-পত্র-পত্রিকা ব্যবহারের দ্রুত প্রসার সাহায্যে আসে বেশি করে লিখতে, প্রকাশ করতে প্ররোচিত করে। মূল ব্যবহার জন্ম তথা ব্যবহার দ্বিতীয় বিপ্লব—প্রথম বিপ্লব লিপির আবিষ্কার। বিপ্লব শতকে প্রথম ভাগ থেকেই তথ্য সংক্রান্ত পঠন-পাঠন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ের আন্তঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। পরবর্তীকালে টেলিফোন, টেলিগ্রাম, রেডিও প্রভৃতির আবিষ্কার তথা সরবরাহ ব্যবহার আদ্যুত পরিবর্তন ঘটায়। ১৮৪০ সালেই আমেরিকাতে গ্রন্থাগারিকদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৭৬ সাল থেকে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ক্রমশঃ প্রাণান্বিত হতে থাকে।

বিশ্ব শতকে স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের চেহারা বদলাতে থাকে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকেই এর পরিবর্তন অবতরণ করে উঠেছিল। বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ অস্তিত্বে তথা প্রবাহের ধারাও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে। কাঁচা মালের কম বোমান, জার্মানি, জাপানের যুদ্ধের ফলেই আগ্রহে আমেরিকার বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীগুলি প্ৰবেশাগার স্থাপনে এগিয়ে আসে। প্ৰবেশা পত্রিকার প্রবন্ধের প্রকাশের সংখ্যা আকাশ ছোঁয়া হয়ে যায়। ফলে বিজ্ঞানীদের জন্য বিশেষ তথা ব্যবহার জন্ম হয়—কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ৰবেশাগারের তেজসে। তথ্যের উপর ভিত্তিকরেই পরিসংখ্যান ব্যবস্থা স্থাপন হতে থাকে। কোম্পানীগুলি জাতীয় নীতিমালা অভিক্রম করে বহুজাতিক কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হতে থাকে। সমস্ত

শাখাগতিকে পট্টকভাবে পরিচালনার জন্য অনেক বেশী লম্বা, ক্ষুদ্রাকার, বহু খণ্ডে বিভক্ত করা এবং সরবরাহ করার প্রযুক্তির পরিবর্তন হতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আবহাওয়ায় ক্ষুদ্র তথ্য জনন ও সরবরাহের যে ক্ষুদ্রগামী যানবাহন বা কালচার গড়ে উঠেছিল তা আরো ক্ষুদ্র ও সম্প্রসারিত হয়ে লম্বা স্বাধীন দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারের কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। গ্রন্থাগারকেও এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। অল্পের সেবার মধ্যে উপার পথের আবির্ভাব ডকুমেন্টেশন বিষয়ের প্রতিবৃদ্ধি/শিল্পগোষ্ঠির আগ্রহ প্রভৃতি উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে।

৫ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিবেশ

আমরা গ্রন্থাগারিকতা মূলতঃ তথ্য পরিবেশে হলেও তথ্য আমাদের মূল বিষয় নয়। তথ্যবাহী সামগ্রী বই, পত্র-পত্রিকাগুলি বিভিন্ন নথি, এবং পাঠকের নিয়মিত আমাদের কর্মক্ষেত্র। বই (বৃহৎ) ও পাঠকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার পদ্ধতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল বিষয়। প্রাক্তনকালে যখন বই, পত্র-পত্রিকার প্রয়োজন হবে তখন লিখিত পাঠক গ্রন্থাগারের সংস্পর্শে আসতেন—জান, তথ্য ও বিনোদনের জন্য। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে পাঠকের পাঠপুস্তক বাছানোর পদ্ধতি রয়েছে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান মাত্রের তথ্য প্রয়োজনীয়তা, তথ্য ব্যবহার প্রকৃতি বিষয়ক অন্বেষণ করে থাকে। তথ্য ব্যবস্থাপনার সংগঠন করাও গ্রন্থাগারিকের কাজ ও দায়িত্ব। বসীকরণ, হস্তীকরণ প্রকৃতি শুধু গ্রন্থাগার পরিচালনার পদ্ধতি; অল্পের সেবার মাধ্যমে তথ্য পরিবেশের কাজ চলে। এক্ষত বর্তমানে অল্পের সেবার সঙ্গে তথ্য পরিবেশের কোন পার্থক্য করা হচ্ছে না।

ডকুমেন্টেশন ও তথ্য বিজ্ঞানের মাওতাত্ত্বিক বর্ধকালের সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পার্থক্য পদ্ধতি ও প্রকরণগত।

৬ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে উৎপাদন ব্যবস্থাই প্রথম কাঠামো এক তথ্য ব্যবহার নির্ধারক।

বিদগত পণ্ডকে আমেরিকার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বাড় বাড়ন্তের পিছনে মূল শক্তি ছিল বৃহৎ শিল্পের চাহিদা। শিল্প ও ব্যবসার প্রয়োজনেই বিজ্ঞান গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ গবেষণার প্রকার ঘটে—বর্তমান পণ্ডকের বিশ-ও বিশেষ ক্ষেত্রে ডকুমেন্টেশন গবেষণার বোডাক কোম্পানী মত বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠির সমর্থনের উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। শিল্প, ব্যবসার ভগতে রয়েছে দুবার প্রতিযোগিতা; প্রত্যেক সংস্কারই প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকতে চলে। বাজার দখলের লড়াই, নতুন বস্তুর উৎপাদন, নতুন গবেষণার আহ্বান, প্রকৃতি এক সূত্রে গাঁথা। শিল্পক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা শুধু নিজেদের দেশের বাজার দখলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এর ব্যাপ্তি হলো আন্তর্জাতিক স্তরে—বাজার দখল করতে গিয়ে এখন আর পারের দেশের চেয়ে কোম্পানীর কোম্পানীর ব্যবহার বেশি; কলো রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রত্যেক বিস্তারের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। এক্ষত চাই প্রচুর প্রচুর তথ্য—বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সমাজ বিজ্ঞান, পরিচালনা বিজ্ঞান, কমনিকেশন প্রকৃতি বিষয়ের গবেষণার ক্ষুদ্র বৃত্তি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে কোন কোন বিষয়ের পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১-১০ বছরে বিগত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিকক্ষেত্র বলা হচ্ছে 'publish or perish'। প্রবন্ধ রচনার জন্য গবেষণা এবং তার জন্য ও তথ্য ব্যবহার পরিকাঠামো স্বাক্ষর আবার বৃহৎ বায়নায়িক গোষ্ঠিগুলির পরিচালনার ক্ষমতা চাই তথ্য ব্যবস্থা। এর সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে পূর্বতন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এর কাছাকাছি বিষয় ডকুমেন্টেশনেরও সামাজিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে। কারণ গ্রন্থাগার হলো সামাজিক বৃত্তি আর ডকুমেন্টেশন হলো মূলতঃ নথি ভিত্তিক পরিবেশ। আমাদের যিনি বায়নায়িক ক্ষমতার তথ্য চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে এদের পদ্ধতি ঘেঁষে নয়। এককালে ডকুমেন্টেশনের পিছনে বিশেষতঃ যে ভূমিকা পালন করেছিল—(তারের কর্মক্ষেত্র বিশেষতঃ পাঠক, ক্ষুদ্র নথি, বৃহৎ বিষয় এবং ক্ষুদ্র পরিবেশ) আজ তার প্রয়োজন রয়েছে। ডকুমেন্টেশনের পদ্ধতি ও

প্রকরণ বর্তমান শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।

৭ নতুন পরিমিত্তি

১৯৭৪ সাল থেকেই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়ে আসছিল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়। যুদ্ধকালীন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যে ঘর নির্ভর তথ্য ব্যবস্থা পড়ে উঠেছিল তাকে তিস্তি করেই নতুন যুগের স্বরূপাত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষেই বুটেন, ক্রাশ প্রভৃতি দেশের অধীনস্থ দেশগুলিতে স্বাধীনতা আসতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বাজার দখলের লড়াই ও ঠাণ্ডা লড়াই।

পকালের দশকে কম্পিউটারের আবির্ভাব অবস্থা বদলে দেয় অনেকখানি। 'নবি' আর একমাত্র বস্তু নয়—তার জায়গার স্থান করে নিয়েছে 'তথ্য'। তাই নতুন বিশ্বের নাম তথ্য বিজ্ঞান। ব্যবসায় ও শিল্প ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে নতুন পরিমিত্তির উদ্ভব হয়—আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে। উৎপাদন ব্যবস্থার আয়ুর্ন পরিবর্তন ঘটে—কলে পরিচালন ব্যবস্থারও রূপান্তর ঘটে। শিল্পসংস্থার ক্ষতি করে সচেতনভাবে তথ্যের ব্যবস্থার বাড়তে থাকে। লক্ষ্যবীর জ্ঞান ও বিনোদন মূলক তথ্যের চাহিদা একেত্রে খুবই কম।

ষাটের দশকে তথ্য বিজ্ঞানের বাড়বাড়ন্ত হ'তে থাকে। তথ্য বিজ্ঞানের স্বর্ষবন্ত হলো তথ্যের চরিত্র নির্ধারণ, তথ্য জনন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য মজুত, তথ্যোচ্ছার, তথ্য পরিবেশা তথ্য সঞ্চালন, তথ্য ব্যবস্থার পরিচালনা ও সংগঠন সংক্রান্ত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অন্বেষণ। এগুলি ডকুমেন্টেশন বিশ্ব থেকে আলাদা। তথ্য বিজ্ঞান বিশ্বের আমেরিকার গভীর উৎসাহে সজ্জিত হয় সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে এক ধাক্কা খেয়ে। ১৯৬৬ সালে মিশরের যুদ্ধ, ১৯৭৭ সালে স্পুটনিক উৎক্ষেপণের ফলে আমেরিকার জাতীয়তাবাদের সম্মান ভুলুপ্তি হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্য তাদের প্রেরণিত করে কারণ খুঁজতে—কয়েকটি কমিশন ও কমিটি গঠন করে তারা জানতে পারে যে রাশিয়ার তথ্য ব্যবস্থাই তাদের সাফল্যের

মূলশক্তি। স্বভাবতই তারা নিজ সম্মান পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে তথ্য বিশ্বের গবেষণার দিকে নজর দেয়।

বাণিজ্যিক জগতে যে পরিবর্তনগুলি আসে তা হলো Management Information System বা MIS। এর আগে ছিল Electronic Data Processing (EDP)। দশকের দশকে MIS-এর প্রসার ঘটতে থাকে। আন্তর্জাতিক জগতে প্রতিযোগিতা, জার্মানী ও জাপানের আবির্ভাব প্রভৃতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই সঙ্গে শিল্পে মনো, ক্রয়-বর্ধমান সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, তৃতীয় জগতের আবির্ভাব প্রভৃতি ঘটনার অবস্থা খুবই জটিল হয়ে পড়ে। শিল্পক্ষেত্রের পরিচালকমণ্ডলীকে রপনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে মু'কির সম্মুখীন হতে হয় তাতে তাঁরা এক অসহনীয় অবস্থায় পড়েন। বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক, আর্থিক, শিল্প, কলা, বাণিজ্য, সামরিক শক্তি, কৃষি প্রভৃতির ক্ষেত্রে দ্রুত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সহজতরকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। পরিচালক-বর্গ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজন ঘটে Decision Support System-এর (DSS)। MIS, DSS প্রভৃতির উদ্দেশ্য এক। পরিচালন জগতের প্রয়োজনে এদের জন্ম ও প্রসার। কম্পিউটারের বিবর্তন ঘটে নানা দিকে। কম্পিউটারের গতি ও কর্মতা প্রচুর বেড়ে যায়, আবার দ্রুতও করে। Artificial intelligence, Expert Systems, Telex, Teletext, videotex, viewdata, facsimile transfer, knowledge based systems-এর অবতারণা হতে থাকে।

এম্পায়ার বিজ্ঞান ও ডকুমেন্টেশনের যুগের প্রেক্ষিতে সঙ্গে তথ্য বিজ্ঞানের ও তথ্য মানেজমেন্টের প্রেক্ষিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

৮ তথ্য মানেজমেন্টের রূপ

তথ্য মানেজমেন্টের মূল বস্তু তথ্য ব্যবস্থার পরিচালনা ও পরিচালনার জন্য তথ্য সরবরাহ করা। তথ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আজকের যুগে থাথা শিল্প-ব্যবসায়ের পরিচালনায় যথেষ্ট জড়িত যে পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয় তা হলো—

১. সঙ্গঠনের আত্মতরীণ জটিলতা এবং লক্ষ্যতা পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিল্পে যশা, আর্থিক ব্যাধারের অনিশ্চয়তা, ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব, সামাজিক অর্থ নৈতিক, পরিবেশগত পরিবর্তনের পরিচালকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থা অনিশ্চয়তার ভয়া থাকে।

৩. শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ এখন এত বেশি যে ম্যানেজারদের অনেক বেশি কুঁকি নিতে হচ্ছে।

৪. ম্যানেজারদের সিদ্ধান্তের সময় বেশি লাগছে; সিদ্ধান্ত হচ্ছে বর্তমানের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে—

৫. শিল্প-ব্যবসায়কে ক্রমাগত প্রতিযোগিতার লক্ষ্যধীন হতে হচ্ছে।

৬. প্রযুক্তির জগতে ক্রমাগত পরিবর্তন শিল্পের ভিত্তিক নড়নড়ে করে দিচ্ছে।

৭. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কমাতে হচ্ছে।

৮. তথা বিলম্বের ফলে অনেক অনেক বেশি তথা হাতের কাছে যেমন পাওয়া যাচ্ছে আবার বহু প্রয়োজনীয় তথা বাইরে থেকে যাচ্ছে।

৯. তথা ব্যবস্থার আগের চাইতে অনেক বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে—ম্যানেজারকে সাহায্য করার জন্য তথ্যের দাবী বাড়ছে। ম্যানেজাররা উন্নত ধরনের এখন তথা চাইছেন যা তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।

তথা ব্যবস্থার বিনিয়োগের ফলে তথা ব্যবস্থার ধারক বাহকদের অনেকখানি হারিয়ে বেড়ে গেছে। আজকের যুগের ম্যানেজাররা ব্যক্তিগতভাবে ক্যাকটরির সব কাজ পরিচালনা করতে পারেন না; ফলে 'রাজা কর্ণের পত্নি' প্রথা ব্যক্তি করে 'রাজা' তখন পত্নির দিকে চলে গেছেন। ফলে ম্যানেজার আর একজন ব্যক্তি নয়—একটা সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনা। উপর-নীচের মধ্যে মূলতঃ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই আধুনিক সঙ্গঠনের মূল পদ্ধতি। ফলে তথা ব্যবস্থারও কাজের মধ্যে ম্যানেজমেন্টের প্রতিটি ভূমি প্রত্যেক

কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তথা লব্ধবাহ্য করার হারিয়ে এসে গেছে। প্রতিটি ভূমিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভূমির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে গুণগতভাবে জড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। তথা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত কার্যকরী উপাদান হিসাবে গড়ে উঠেছে। তাদের জন্য ম্যানেজারদের প্রতিবন্ধনা, সঙ্গঠন নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়মিত, মূলতঃ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায়গী প্রয়োজনীয় তথা জ্ঞাত লব্ধবাহ্য করা। যতাবতই নীতিগত তাবে একাজ হাতে কলমে করা গেলেও স্বল্প ব্যবস্থার অবশ্রম্ভাবী চরে দাড়ায়। সঙ্গঠন যত বড় বৈচিত্র্যপূর্ণ, জটিল হবে যত এবং তথা ব্যবস্থাপনাকে উপায়গী হ'তে হবে সেইভাবে। নচেৎ মূল সঙ্গঠন বলে পড়বে।

তথা ব্যবস্থাপনার ম্যানেজার ও কর্মীদের তাই জানা দরকার গুরুত্বপূর্ণ ম্যানেজমেন্ট-এর তথা চাহিয়া কি, কোন ক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে তার সঙ্গে গুণগতভাবে জড়িয়ে থাকা। এম্বাপারের রত নয় যে 'বই চাইতে এলে বই নেবে'। এখানে তথা দ্বিগে যেতে হবে আর মূল্যায়ন করতে হবে কোন তথা কতটা কাজে লাগলো। এখনতঃ উল্লেখ করা ভালো যে তথা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নয়—ম্যানেজারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা। এ কাজ করতে গেলে তথা কর্মীদের সঙ্গঠনের প্রতি ভূমির তথা আগমন, তথা ব্যবহার, তথা নির্গমন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এমনকি বিশেষ ধরনের তথা পরিবেশের প্রয়োজন। এম্বাপার এখানে প্রায় মহাশেষ-খানার চুমিকা পালন করে।

১০. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এম্বাপারিকদের ভূমিকা

সঙ্গঠনের আত্মতরীণ তথা প্রবাহ লকালন করার জন্য বিশেষ ধরনের বিভা এবং বৃত্তির ভ্রম হয়েছে। বিশেষ করে কম্পাটায়ের সঙ্গে লগ্নিষ্ট ব্যক্তিতা জ্ঞাত এগিয়ে এসেছেন। তবে অসুবিধার কথা হলো এদের সাধনে বিশেষ কোন তত্ত্ব নেই—আছে কর্তব্য। আবার এম্বাপার বিজ্ঞানের যে সমস্ত ইতিবাচক দিক আছে এবং এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা আছে সেটা অস্ত্রের ক্ষেত্রে কম আছে। কিন্তু

গ্রন্থাগারিকরা! এই পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টিকভাবে নজর
 দিচ্ছেন না। অথচ গ্রন্থাগারে তার প্রভাব পড়ছে। বেশ
 কয়েক বছর হলো। ব্রিটেন, আমেরিকার প্রকাশকরা লাইব্রেরী
 অফ কংগ্রেস, এবং ব্রিটিশ জাতীয় গ্রন্থাগার দকে
 যোগাযোগের ফলে গ্রন্থাগারে পৃথকভাবে বর্ণনিকরণ আর
 যুটীকরণের প্রয়োজন থাকছে না। একজন ব্রিটিশ
 গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী লিখে বলেছেন যে গ্রন্থাগার
 বিজ্ঞান মৃত হয়ে যাবে যদি তারা বর্তমান অবস্থার
 সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নিতে পারে। কথাটা বহুগাণে সত্য।
 আমাদেব দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের লিঙ্গবাস এবং
 শিক্ষকদের মেজাজ প্রচলিত গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক। ফলে তাঁরা
 পড়ে আছেন ডিউইর যুগে। কিন্তু গল্পা, টেমস, ভল্ল,
 হার্ডপন নদী দিয়ে বহু কিউসেক জল প্রবাহিত হয়ে গেছে।
 মৌল গবেষণা আর প্রয়োগের সময় কবে গেছে খুবই। ফলে
 ব্যবহারিক সংস্কারলিকে নতুন জীবনার জন্ত যুগে ভাটাবেল
 গণির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে তাতে কাজও হচ্ছে জ্বল।
 CD-ROM-এর মাধ্যমে বহু Abstracting আর
 Indexing Journal বিক্রি হচ্ছে। ফলে পূর্ববো
 পদ্ধতিতে তথ্য সন্ধান প্রয়োজন হচ্ছে না। নতুন পদ্ধতি

প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে।

এর ফলে গ্রন্থাগারিকদের বিবলিতপ্রাঙ্কিক দ্যাক্সি দেওয়ার
 প্রয়োজন কমছে। আগামী দিনের গ্রন্থাগার আশোপনকে
 এমিক তেবেই কোশল নির্ধারণ করতে হবে। গ্রন্থাগার
 বিজ্ঞানের এখনও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজন তদু
 দৃষ্টান্তদী পরিবর্তনের।

১০. তথ্যসূত্র

১. রামকৃষ্ণ লাহা। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিতর্কিত
 স্বত্ব। গ্রন্থাগার, ৩১, ৫, ১৯৮৮।
২. ঐ । নব নব রূপে এসে। গ্রন্থাগার, ৩০, ৫,
 ১৯৮৭, তাহ।
৩. CRONIN (B). Information management
 ASLIB.
৪. DUFFY (NM) & ASSAD (MG). Informa-
 tion Management an executive approach. OUP
 1980.
৫. McGARRY (KJ). The changing context of
 Information. Bingley. 1981

শোক সংবাদ

গৌরী রায়ের জীবনাবসান

বিগত ৪ঠা এপ্রিল বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার লাইব্রেরিয়ান
 কাম লেকচার কীপার শ্রীমতী গৌরী রায়ের জীবনাবসান ঘটে। শ্রীমতী
 রায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি
 পরিষদ পরিচালিত সার্টফিকেট কোর্স এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
 থেকে ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরিয়ানশিপ পাশ করেন। বিগত কয়েক
 বছর যাবৎ তিনি Botany বিষয়ে 'গবেষণার পরিকল্পনা' নিয়ে কাজ
 করছিলেন; তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বহু পাঠক ও কর্মপক্ষে প্রাশংসা
 লাভ করেছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিষদ একজন অকৃত্রিম
 ক্ষুদ্র হারালো।

সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ :

একটি প্রস্তাব

গ্রন্থাগারিক, পল্লীমন্ডল অরবিন্দ অফল পাঠাগার, মল্লাইগড়ি

সুনীল কুমার চাকী

সূচনা

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের দ্বারা পশ্চিম বঙ্গেও ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের 'সার্টিফিকেট' কোর্স বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও হুগড়া গ্রামস্বত্ব মিশন বয়েজ হোমের ব্যবস্থাপনার পরিচালিত হচ্ছে। কালিঙ্গা জনতা কলেজ ও বানীপুর জনতা কলেজের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দুটি এখন ষ্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা, বর্ধমান, যাদবপুর, হরীশ্চন্দ্রপুর ও বিভাগাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার পাঠ্যক্রম এক বৎসরের। শিক্ষাশেবে সকল ছাত্র ছাত্রীদের B.Lib I sc. (Bachelor of Library and Information science) ডিগ্রি দেয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা সমাপ্তির পর দু'বছরের পাঠ্যক্রমের শেষে এবং বর্ধমান ও বিভাগাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ মাস পাঠ্যক্রমের শেষে MLIS (Master of Library Information Science) ডিগ্রীর প্রদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও এক বৎসরের পাঠ্যক্রমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে B.Lib.I sc শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 'সার্টিফিকেট' কোর্স এবং পরবর্তীকালে বিভাগাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক

পর্যায়ের শিক্ষা সমাপন করে—এই শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত দেওয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে আমি অগত্যা হয়েছি। গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজে একটি নতুন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হিসেবে আমার দৃষ্টীয় ১৪ বৎসরের অভিজ্ঞতায় যা ব্যতীত পারছি তাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠ্যক্রমে হাতে কলমে শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুস্তক বর্ণীকরণ, পুস্তক হটী করণ, অহুদত্বানো সহায়তা (Reference Service), গ্রন্থপত্রী এবং গ্রন্থাগার স্ফর্গন ও গ্রন্থাগার প্রশাসন—এই বিষয়গুলোই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে কিছু সংযোজনের প্রয়োজন রয়েছে। যদিও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের উপযোগী ও আধুনিক পাঠ্যক্রম নিয়ে এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তবুও আধুনিক যুগের গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার জন্য নানা কলা-কৌশল বেগলো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বিজ্ঞান তত্ত্বের পোঁছে যেতে পারে যে সম্পর্কে কিছু মতামত প্রকাশ করছি। হাতে কলমে শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সংযোজন অবশ্যই প্রয়োজন।

১ কর্ণশালা ব্যবহার

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রয়েছে—ঐ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিগৃহীত যাবতীয় পুস্তক পদ-পত্রিকা ও পাঠ্যসামগ্রীর তালিকাটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রীদের কর্ণশালা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছাত্র ছাত্রীদের পুস্তকবর্ণীকরণ, পুস্তক তালিকা ও গ্রন্থপত্রী প্রণয়নের তত্ত্বনিয়ম (Theoretical) ও

ব্যবহারিক (Practical) শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিগত হুশলতা লাভের জন্য তাদের দ্বারা এই কর্মশালায় নিম্ন লিখিত কাজগুলো যথাযথরূপে প্রতিপাঠনের (demonstration) সাহায্যে করিয়ে নিতে হবে।

(ক) কর্মশালায় পরিগৃহীত ঐ পুস্তক, পত্রপত্রিকা ও পাঠ্যসামগ্রীগুলোর শ্রেণী বিভাগের কাজ।

(খ) কর্মশালায় পরিগৃহীত ঐ পুস্তক পত্রপত্রিকা ও পাঠ্যসামগ্রীগুলোর পুস্তককৃষ্টি প্রদর্শনের কাজ।

(গ) নতুনভাবে পুস্তক পরিগ্রহণের জন্য গ্রন্থাগারে প্রবেশ করনের কাজ।

(ঘ) পুস্তক বর্ণীকরণ ও পুস্তককৃষ্টি তৈরী করণের কাজ হওয়ার পরে ওগুলো পরিগ্রহণ বহিতে লিপিবদ্ধ করণের কাজ।

২ গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ

গ্রন্থাগার সংগঠন, অহুদ্বাহনে সহায়তা বিবরণে তথ্যগত শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিগত হুশলতা লাভের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রীদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একটি স্থগিতকল্পিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে উপস্থিতির ব্যবস্থা করে তাদের দ্বারা নিম্নলিখিত কাজগুলো করানো প্রয়োজন।

(ক) বিভাগসমূহ পদ্ধতিতে শ্রেণী বিভাগকৃত পুস্তক, পত্র পত্রিকা ও পাঠ্য সামগ্রীর সংরক্ষণ—

(খ) বিভাগ সমন্বিত পদ্ধতিতে পুস্তক লেন বেনের কাজ।

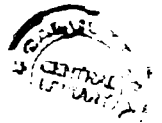
(গ) অহুদ্বাহনে সহায়তা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কাজ।

(ঘ) ভাষা সংরক্ষণ ও ভাষা পরিবেশার কাজ।

(ঙ) খাতা, পত্র, রেজিষ্টার ইত্যাদি লিখন ও সংরক্ষণের কাজ।

৩ গ্রন্থাগারিকতার জন্য প্রশিক্ষণ

এই প্রশিক্ষণটির কাজ সব কিছু বিস্তারিত হাতে ও কলমে জ্ঞান লাভ করার পর শিক্ষাবর্ষের একবারে শেষের দিকে সম্পন্ন হবে। একজন গ্রন্থাগারিক তাঁর কর্মজীবনে, তাঁর এই দৃষ্টিগত কাজটি নিপুণতার সাথে পরিচালনা করতে পারেন একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রশিক্ষণটির ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার পরিবেশার একটি আদর্শ পরিকল্পনা সহ অর্থাৎ ১ সপ্তাহের কর্মসূচীতে ২ জন ছাত্রের একটি টিম তৈরী করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোন সাধারণ গ্রন্থাগার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার পাঠাতে হবে। তার আগে প্রশিক্ষণকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট সরকারী গ্রন্থাগার অধিকর্তার মাধ্যমে উক্ত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে এই প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করে নিতে হবে। গ্রন্থাগার পরিবেশার ৭ দিনের জন্য স্থগিত পরিকল্পনা টিমের ছাত্ররাই তৈরী করবেন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক মহাশয়ের দ্বারা তা অহুদ্বাহন করিয়ে নেবেন। ৭ দিনের অহুদ্বাহিত পরিকল্পনা কার্যসূচী, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনা পত্র এবং নোট বই নিয়ে তারা নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ নোট বই ঐ গ্রন্থাগারের এমন একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখবেন যেখানে উপস্থিত হয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষক মহাশয়গণ তাঁদের পরিবেশার কাজগুলো অতি সহজেই পর্যবেক্ষণ করে উক্ত নোট বইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনামূলক মতামত লিখতে পারেন। শিক্ষক মহাশয়দের নির্দেশ ও মতামত সম্বলিত ঐ নোট বই উক্ত ছাত্রদের ঐ গ্রন্থাগারে পরিবেশার কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। সাময়িক ভাবে বিচার করলে এই প্রশিক্ষণটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের B.Ed কোর্সের Practice of Teaching এর মত।



লারনিং রিসোর্স সেন্টার

ভাষ্যী চট্টোপাধ্যায়

শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ, কলিকাতা

সূচনা : লারনিং রিসোর্স সেন্টার শিক্ষা গ্রন্থটির ভূগতে একটা নতুন ধারণা, যদিও এখন পর্যন্ত এটা কোন সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণা করে নি, কেবলমাত্র পরীক্ষামূলক ভাবেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

পাওয়া হিসাবে বলা হয় লারনিং রিসোর্স সেন্টার (এল. আর. সি.) যোগ্য শিক্ষার ব্যবহৃত সামগ্রী, উপকরণ এবং পরিবেশের মধ্যে রীতিবদ্ধভাবে কেন্দ্রীয় সংযোগ যা যে কোন শিক্ষার পরিবেশে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের প্রতি সহানুভূতিতে মনোযোগী। এর মূল উদ্দেশ্য হল যে পরিবেশেই শিক্ষার কাঙ্ক্ষা সম্পন্ন হোক না কেন। যে কোন ব্যক্তির নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টাকে কাজে পরিণত করা।

শিক্ষা কেবলমাত্র কিছু জ্ঞান, তথ্য ও তথ্য সংগ্রহ করা এবং সময়মতো বলতে পারাই নয় বরং প্রকৃত শিক্ষা হলো জ্ঞানতে লেখা যে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার উৎস কি? এবং তথ্য পাওয়ার পর কিতাবে সেই তথ্য ব্যবহার করা উচিত? মানব সম্পদ ও বিভিন্ন মাধ্যম সম্পদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপন করে লারনিং রিসোর্স সেন্টার চিহ্নিতকৃত গ্রন্থাগার ভগ্নভেদে একটা নতুন ধ্যানধারণার সূচনা করেছে।

১ ধারণাটির বিশ্লেষণ : লারনিং রিসোর্স সেন্টার এই ধারণাটির মধ্যে তিনটি পৃথক ধারণা সন্নিবিষ্ট রয়েছে ; লারনিং (শিক্ষাপ্রদান) রিসোর্স (সম্পদ) এবং সেন্টার (কেন্দ্র)।

ক শিক্ষাপ্রদান—শিক্ষা কখনো পরিবেশ বহির্ভূত হতে পারে না। শিক্ষার পরিবেশ বলতে যা বোঝায় তা হল

কিছু শর্তাবলি ও ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে যা তার দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যবহারকে পরিমোহিত, পরিবর্তিত ও উন্নত করে। বিতীর্ণতঃ প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হলো একমুখী যথা শিক্ষক বলেন ছাত্র শোনে ফলে ছাত্রকে সব সময় শিক্ষকের পড়ার সঙ্গে ভাল মিলিয়ে চলতে হয়। যে ছাত্র তা পারে না তার অসুবিধা সব চাইতে বেশি। লারনিং রিসোর্স সেন্টার শিক্ষার উপযোগী পরিবেশের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করে ব্যক্তির উপর, কারণ বর্তমানে এটাই বিবাদ করা হয় যে উপযুক্ত শিক্ষা তখনই সম্ভব যখন ছাত্র মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি বিভিন্ন ধ্যানধারণা, ও ঘটনাবলী মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, অভিজ্ঞতা ও সম্পদকে বেছে নিতে পারে একমাত্র তখনই শিক্ষা সম্ভব। এবং পরবর্তী পর্বে ব্যক্তির নিজস্ব আগ্রহেই শিক্ষাপ্রদান সম্ভবপর হয়। সুতরাং বর্তমানে ব্যক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপর অনেক বেশি দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এই ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রে সেন্সিটিভ ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন শুধুমাত্র পরিবেশের গুণ নয়, শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার ভাবে হ্রাস থাকার ক্ষয়।

খ রিসোর্স (সম্পদ)—সাধারণতঃ জ্ঞান নথি বা সংরক্ষিত করা হয়। এছাড়াও ব্যক্তি, সংস্থা বা সংস্থা তথ্যের সন্ধান হয়। এল. আর. সি. তার ছাত্র বা শিক্ষক বা যে কোন উৎসাহী ব্যক্তির প্রয়োজনে সমস্ত রকম তথ্যের উৎস সৃষ্টি, প্রদান-সীক্ষণ উপকরণ, কিংবা বাস্তব জীবনকে ব্যবহারের ক্ষমতা একত্রিত করে। এর সঙ্গে আধুনিক উপকরণের ব্যবহারও দেখা যায় যেমন, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার,

স্বিচ্ছিত, স্বচন, স্বভাষ, স্বত্বশ্রম, স্বভাষ, স্বিচ্ছিত টেন ইত্যাদি। এর মূল উদ্দেশ্য হোল স্ব-শিক্ষা পদ্ধতিতে উৎসাহিত করা ও তার সুযোগ প্রদান করা। এই ধরনের শিক্ষা ক্ষেত্রের উদ্ভাবনকে হতে পারে বা সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভর হতে পারে। এল. আর. সি. সামাজিক ও শিক্ষার দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের উপর গ্রন্থ পঠনের ও গবেষণার সুযোগ দেয়। এই সংগঠনের আর এন্ট' বিশেষত্ব হচ্ছে সংগৃহীত সম্পদ প্রদর্শন করা। এই সব মাধ্যম ব্যবহারের ফলে সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির অনমনীয়তাকে কিছুটা শিথিল করে ব্যাপক হারে ব্যক্তি সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করে। এর উদ্দেশ্য হোল মানুষকে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা এবং সমাজের প্রয়োজনে নিজেকে অর্পণ করতে সাহায্য করা।

গ সেন্টার (কেন্দ্র)—সেন্টার বা কেন্দ্র বলতে বুঝি কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা কোন স্থান যেখানে এই স্ব-শিক্ষার কাজ পরিচালিত হবে। এই ধরনের সেন্টার যে কোন প্রাথমিক বিভাগের বা উচ্চশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে বা বিশেষ কোন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় Newton এ অবস্থিত 'The Meadowbrook Junior High School. এই বিভাগের চারটি এল. আর. সি. আছে। অর্থ, বিজ্ঞান, ভাষা এই তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনটি এবং একটি সুষুম্নভাবে ইংরেজী ও সমাজবিজ্ঞান ক্ষেত্রে। এল. আর. সি. এর অগ্রস্ত উদাহরণ হোল University of Minnesota High School এ অবস্থিত Self-instructional Demonstration Science Centre. Lansing Community College : Audio-visual Tutorial Instruction in Business. তবে এছাড়াও কখনো কখনো স্ব-শিক্ষার এল. আর. সি. প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং বন্ধনাবেশন করতে হলে স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে উপযুক্ত কর্মশালা দি়র করা প্রয়োজন। তাছাড়া এল. আর. কর্মশালা দি়র করা প্রয়োজন। তাছাড়া এল. আর. সি. পরিকল্পনা করার আগে স্থানীয় চাহিদা ও পাঠ্যপাঠিক অধ্যয়ন বিচার করে দেখা প্রয়োজন এবং আকস্মিক ও জাতীয় স্তরে

সেবা সংস্থাগুলির লক্ষ্যতা ও একান্ত প্রয়োজন।

২ গঠন—এল. আর. দি়র দুটা পৃথক বিভাগ রয়েছে। (১) পঠন বিভাগ (২) কার্য বিভাগ।

পঠন বিভাগ হোল সেটাই যেখানে শিক্ষার্থীরা পড়তে পারে, বিবিসিহিঁড়িত ভাবে চিন্তা করতে দেখে, দেখতে দেখে। আর কার্য বিভাগ হোল সেটা যেখানে নাকি এল. আর. দি়র প্রয়োজনীয় বিশেষ উপকরণগুলি থাকে। যেহেতু দুটি বিভাগের কর্তৃপক্ষের ভিন্ন প্রকারের, সুতরাং এই দুটি বিভাগ পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয়, যদিও অবস্থানের দিক দিয়ে এতই জায়গার হতে হবে। এল. আর. সি. গুলি সাধারণতঃ সাহায্যকারী কর্মীর তত্ত্বাবধানে থাকে, যারা নাকি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, উপকরণ গ্রহণ রাখে, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করে ইত্যাদি।

৩ কার্যাবলী—এল. আর. দি়র নিয়ে লিখিত কার্যাবলীর লক্ষ্যগুলি বা কোন কোনটি সম্পন্ন করে। তবে কোন কোন কাজ এল. আর. সি. সম্পন্ন করবে তা পুরোপুরি নির্ভর করে স্থানীয় চাহিদার উপর।

(ক) এল. আর. সি. স্থানীয়, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে বিভিন্ন শিক্ষার সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য উত্তরের কাজ করে, শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে, নির্দেশী কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে এবং বিভিন্ন সংস্থার মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করে।

(খ) সাধারণ লোক ও বিশেষজ্ঞ উভয়ের ক্ষেত্রেই এল. আর. সি. বিভিন্ন উপায়ানের সম্পদ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে যাতে একটি ছোট গ্রন্থাগারেও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা সম্ভব না হয় তাহলে এল. আর. সি. দ্বারা প্রাপ্য প্রণয়ন মাধ্যমে তা সরবরাহ করার চেষ্টা করে কিংবা অন্ত কোন নির্ভরযোগ্য উৎস ব্যবহারের নিশ্চয় দেয়।

(গ) এল. আর. সি. বিভিন্ন প্রাপ্য ও প্রাবলিহিঁড়িত শিক্ষামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে ব্যক্তিকে সাহায্য করে।

(ঘ) এল. আর. সি. যে কোন সম্ভাবনামূলক অর্থ প্রাথমিক ভাবে অনিচ্ছুক, তীক্ষ্ণ শিক্ষার্থীকে বা পাঠককে শিক্ষার বিভিন্ন পথে সন্ধান দি়র সাহায্য করে—যেমন

অত্র শিক্ষার্থীর সাথে একসাথে শিক্ষালাভ করা বা স্বাধীনভাবে কোন শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করা ইত্যাদি। এছাড়াও এল. আর. সি. বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলেন এবং তাদের একত্রে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণে সাহায্য করে—যেমন কোন আলোচনার, গল্প বলার বা কোন বিষয় পঠনে অংশগ্রহণ করা এবং শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের সমস্যা নিজেদের অজিত জ্ঞানের দ্বারা নিজেরাই সমাধান করতে পারে, সেই ব্যাপারেও সাহায্য করে।

(৬) এল. আর. সি. তার কার্যকাল এমনভাবে নির্ধারিত করে যাতে অধিক শাখার ব্যবহারকারী তাদের সুবিধা অনুযায়ী এটা ব্যবহার করতে পারে।

(৭) এল. আর. সি. শিক্ষার সহায়ক হিسابে তথ্য ইন্ডেক্সার বা নথিপত্রের প্রকাশ করে, দুটোষ এবং হ্রস্বপর্বে বিভিন্ন কর্মসূচীর ব্যবস্থা করে।

(৮) এল. আর. সি. ছাত্র-শিক্ষক কিংবা প্রোগ্রামার ও সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী হিسابে কাজ করে।

উল্লিখিত কাণ্ডগুলি ছাড়াও এল. আর. সি. আরো নানাবিধনের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এক্ষেত্রে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী এল. আর. সি. কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা কিছুটা দীর্ঘায়িত করে দেয়। বরং পরিমার্জিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথেষ্টভাবে কাজ করার মনোবৃত্তি গড়ে তোলে।

৪ প্রোগ্রামার ও এল. আর. সির মধ্যে পার্থক্য—প্রতিটি এল. আর. সি. কোন বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ শিক্ষার্থী শ্রেণীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। এল. আর. সি. এবং প্রোগ্রামারের

মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে এল. আর. সি. কর্মসূচী ভিত্তিক আর প্রোগ্রামার উপাদান বা লক্ষ্যী ভিত্তিক। এল. আর. সির ক্ষেত্রেও নৃত্রিত গ্রন্থ ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু অত্রাত উপকরণের সাথে অস্থায়ী ভিত্তিতে। এল. আর. সি. দক্ষশাব্যেক্ষণের দায়িত্ব, এম প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই থাকে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের হাতে, প্রোগ্রামারিকের হাতে নয়। মনে রাখা যথাকার এল. আর. সি. কিন্তু কোন বিভাগীয় প্রোগ্রামার নয়, এটা সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ কর্মসূচী পালনের দ্বারা। এল. আর. সির ক্ষেত্রে প্রোগ্রামারিকের ভূমিকা হলো স্থানীয় চাহিদা এবং বিশেষ শিক্ষার্থী শ্রেণীর চাহিদা ঠিকঠিক ভাবে নির্ণয় করা, ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষার্থীর পঠনের ক্ষমতা বিচার করা এবং এল. আর. সি. গড়ে তোলার বিষয়ে পৃথিকল্পনা করা। তাছাড়াও প্রোগ্রামারিক এল. আর. সির তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও দক্ষশাব্যেক্ষণের কাজে সহায়তা করতে পারে। এই সকল কাজের ক্ষেত্রে প্রোগ্রামারিক বিভিন্ন ব্যাপারে তার অজিত বিশেষ জ্ঞানের ও দক্ষতার সাহায্য নিয়ে থাকে—যেমন উপকরণ স্থানগঠিত ও স্থানবিচালিত করা, শিক্ষার উপযোগী নৃত্রিত গ্রন্থ বা শ্রবণ-বীক্ষণ উপকরণ ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে শিক্ষককে সাহায্য করা ইত্যাদি।

যুতরাং এল. আর. সি. হোল শিক্ষাজগতে এমন একটা ধরনা দার সম্পর্কে প্রতিদিনই নতুন ভাবে চিন্তা করা হচ্ছে এবং নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে এল. আর. সির পরিবেশও তখনই গুণগতভাবে উন্নত হয় যখন এর পরিচালকরা আন্তঃবিষয়ে জ্ঞান লাভে সক্ষম হয় এবং চাহিদা অনুযায়ী তাদের পরিবেশের পরিধি বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়।

চিঠিপত্র

(সত্যমতের জন্ত সম্পাদক দ্বারা নয়)

অরুণ ঘোষ

মাননীয় সম্পাদক 'গ্রন্থাগার'

মহাশয়,

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ১৩২৭ সাল্কন সংখ্যার ত্রিঅঙ্গিত কুমার ভট্টাচার্য্যের চিঠি ও তার উপর আপনাদের 'মন্তব্য' পড়ে কয়েকটি প্রশ্ন অসিতবাবু ও 'গ্রন্থাগার'-এর পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

আমাদের প্রশ্নগুলো আলোচনা করার আগে ত্রিভট্টাচার্য্যকে ধন্তব্য জানাচ্ছি চিঠিতে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার 'উদ্দেশ্য' লম্বা ছেঁড়ার নিজস্ব চিন্তা অকপটে প্রকাশ করার জন্য। আপনাদের মন্তব্যে আপনি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার চরিত্র ও উদ্দেশ্য যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ লম্বা ছেঁড়ার। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নীতিবদ্ধতার দিকটিও আপনি সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন।

অসিতবাবু তাঁর চিঠিতে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার 'গ্রন্থাগার' বিজ্ঞানের কিছু মৌল ধারণা' প্রত্যাশা করে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করেছেন সেই প্রশ্নেই আমার কয়েকটা প্রশ্ন :

(১) 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রধান নীতিবদ্ধতা তার ভাষা। অসিতবাবু জানান যে ঔপনিবেশিক শাসনের অভিশাপে আজও পূর্বের আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণার জন্য স্থানীয় ভাষাসমূহ অনেকাংশে অপরিচ্ছিন্ন। যে কোন বিষয়ের গবেষণা বন্ধ করেন যে তাঁর গবেষণাসমূহ বন্ধ লংঘন সমাজবাদের কাছে পৌঁছে দিতে হলে এমন এক ভাষার প্রকাশ করতে হবে যে ভাষার আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-যোগ্যতা না থাকলেও অস্বস্তি সৃষ্টিকারী প্রচার আছে। দুর্যোগবশত আজও তারতবর্ষে সেই ভাষা ইংরেজী। অল্পবয়সেই মাধ্যমে পৌঁছতে হলে যে পত্রিকাঠাওয়ার প্রয়োজন তারও অগ্রসূত্বের নানান কারণ সহজেই অল্পবয়সে। অতএব 'গ্রন্থাগারে' 'মৌলিক রচনার' অভাবের অস্বস্তি কারণ ভাষা নয় কি ?

(২) অসিতবাবু খুবই হতাশ হয়েছেন 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে 'বহু আলোচিত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয় বা ধারণার একটা তপ' দেখে। তাঁর মতে এই রচনাগুলি 'ধারণা করা' ও 'চুক্তি করা'। এখানে আমি একটু ব্যক্তিগত প্রশ্নে চলে আসছি বলে আপনাদের কঠিন অসিতবাবু আমাকে মার্জনা করবেন। আমি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও এবং গ্রন্থাগার বৃত্তিতে একটানা বিপ্লব ত্রি বছর নিযুক্ত থেকেও, সত্য পৃথিবীতে কেন শুধু তারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যে সমস্ত গবেষণা—আলোচনা হচ্ছে তার বেশির ভাগের সঙ্গেই যোগ রাখতে পারি না নানা কারণে। অতএব আমি, ব্যক্তিগতভাবে মাঝে মাঝে লাভবান হই 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত এমন সব রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যার অনেকটাই হয়ত 'বহু আলোচিত' কিন্তু আমার কাছে 'পাঠ্য' নয়। আপনাদের অসিতবাবু আমার মত 'গ্রন্থাগার' পাঠকদের দিকটাপ্রান্তে ভেবে দেখবেন।

(৩) অসিতবাবু সত্যিই একটা মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর চিঠিতে। তিনি লিখেছেন—'পাশ্চাত্য ধারণা অল্পবয়সী যদি আমাদের ক্রমাগত ভাবতে হয়, লিখতে হয়, আলোচনা করতে হয়। তাহলে তো আমাদের জ্ঞান নীতিতেই থেকে যাবে।' মনে হয় অসিতবাবু যে কোন বিজ্ঞানচর্চার দৃষ্টি-ভঙ্গীর ক্ষেত্রে স্থান-নিরপেক্ষতার কথা তুলেছেন। অথবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে তিনি তারতবর্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাইছেন। এখানে বিচারিক দৃষ্টান্তে দেখা দরকার বলে মনে হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যদি বিজ্ঞান হয় তবে তা তাত্ত্বিক দিক থেকে স্থান-কাল নিরপেক্ষ হতে বাধ্য। তা না হলে এই বিজ্ঞান সর্বাঙ্গীণের অজ্ঞাত হয়ে পড়বে হয়ে যাবে। তবে নিশ্চয়ই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে স্থান-কালকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। তবুও প্রয়োজনের সঠিক

লক্ষ্যপূরণের কথা দিয়েই যে কোন বিজ্ঞান দানস পছন্দের
কণ্যাগ লাধন করে আসছে। পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ
পরিহার করা যেমন সংকীর্ণত, তেমনি স্থানীয় পটভূমিকে
অগ্রদান না করে প্রয়োগ করলে নান্দ সমস্যা দেখা
দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে অসিতবাবু যদি প্রাচ্য ধারণা
অগ্রদানী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আলোচনায় কিছু নিদর্শন
আমাদের উপহার দেন তবে উপকৃত হব।

(৪) অসিতবাবু 'গ্রন্থাগার' সম্পাদককে প্রস্তাব দিয়েছেন
'উপযুক্ত মৌল বিষয়ের রচনা' না পাওয়া গেলে পত্রিকার

সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে 'স্বার্থ মৌলিক রচনার' লক্ষ্যন করতে।
আমার মতে অসিতবাবু এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে 'গ্রন্থাগার'
কেন অল্প যে কোন বিষয়ের অনেক গবেষণা পত্রিকাকেই
প্রকাশ বন্ধ করে দিতে হয় অথবা সংখ্যা কমিয়ে আনতে
হয় : কারণ 'মৌলিক রচনা' যে কোন বিষয়েই সংখ্যায়
খুবই সীমাবদ্ধ : শুধুমাত্র, অভিজ্ঞতালব্ধ অথবা সমস্ত
উপাধনকারী রচনাই বা যে কোন প্রাচ্যগিক বিজ্ঞানের
ক্ষেত্রে একেবারে সীমাহীন হবে কেন ?

পরিষদ সংবাদ

পরিষদ পরিচালিত AACR 2 গ্রন্থিকণ

বিশ্ব ২০.১২.২০ থেকে ২০.১২.২০ পর্যন্ত পরিষদের
ব্যবস্থাপনা এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বিজ্ঞান ও কারিগরি
বিভাগের (NISSAT পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত) অর্থায়ন
পরিষদ ভবনে এ্যাংলো-আমেবিকান ক্যাটালগিং ক্লাব-২
এর উপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২০শে ডিসেম্বর সকাল ৯টায় পরিষদ ভবনে কর্মশালায়
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি
প্রাক্তনিকৃষ্ণ দাস। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি
অধ্যাপক প্রবীর দাস চৌধুরী। সাত দিনের কর্মশালায়
শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানে এবং হাতে কলমে গ্রন্থিকণ
দেখা হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে ১০জন গ্রন্থাগারিক

কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। গ্রন্থিকণে ছিলেন দায়বদ্ধ
বিষয়বিভাগের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক
প্রবীন্দ্র পদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রী পিনাকীনাথ
মুখোপাধ্যায়। কর্মশালায় সংগঠক ছিলেন গ্রন্থাগার
পত্রিকার সম্পাদক রামকৃষ্ণ দাস।

অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের সুপ্রাচীন থেকে জানে
যায় তাঁরা এই গ্রন্থিকণ থেকে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন এবং
এই বিষয় সম্পর্কে অনেকটা অবহিত হয়েছেন। ভবিষ্যতে
পরিষদ যাতে এই ধরনের কর্মশালায় আয়োজন করে ডায়
অন্ত তাঁরা পরিষদকে বিশেষ অগ্রদান জানান।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধন সংক্রান্ত আবেদনমা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL EDUCATION DEPARTMENT

C. S. BRANCH WRITER'S BUILDINGS

Calcutta-700 001.

No. 517-Edn. (CS)

Dated, Calcutta the 30th April, 1990.

5P-22 88

From : Shri H. P. Ganguli Deputy Secretary to the Government of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal

Sub Revision of salary scales of Librarians and Physical Instructors of Non-Government Colleges.

In continuation of G.O. No. 1287-Edn. (CS) dated 21. 9. 88 read with G O No. 1475-Edn (CS) dt. 21. 9. 88, the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to revise, on the recommendations of the Govt. of India in the Ministry of Human Resource Development the scales of pay of Librarian and physical Instructor of Non-Govt. Colleges (including Govt. sponsored Colleges but excluding Medical, Agricultural, Vateriaary Service and Engineering Colleges) of the State, with effect from the 1st January, 1988 in the following manner :—

<u>Existing scale of pay</u>		<u>Revised scale of pay</u>
Librarian	700-1600/-	2200-75-2800-100-4000/-
Physical Instructor	700-1600/-	2200-75-2800-100-4000/-

The Govt. of India have agreed to render financial assistant to the extent of 80% of the additional expenditure involved for the period from January 1. 4. 1986 to March 31, 1990 towards upward revision of pay scales of Librarians and Physical Instructors. Therefore the entire responsibilities for maintaining the revised scales of pay will devolve upon the State Govt. with effect from April 1, 1990.

The revised scale of pay are applicable only to the Librarian/Assistant Librarian and Physical Instructor of Non-Govt. Colleges, who having been appointed as such on a regular and whole-time basis, were in position on 1. 1. 86 or thereafter and were or have been drawing pay in the U.G.C. Scales of Rs. 700-1600/-introduced w.e.f. April 1, 1980, against sanctioned posts.

The initial pay of the incumbents who were in position on 1. 1. 86 shall be fixed in the revised scale in the manner prescribed in annexure to the G. O. No. 1475-Edn. (CS) dt. 16. 11. 88.

This order issues with the concurrence of the Finance Deptt vide their U. O. No. Group-B, 1743, dated 7.4.90.

The Accountant General, West Bengal is being informed.

A separate communication will follow in the matter of recruitment qualifications.

Sd/- H. P. Ganguly.

Deputy Secretary

GOVERNMENT OF WEST BENGAL. EDUCATION DIRECTORATE

WRITER'S BULDINGS, Calcutta-700001

No. 2777 (100)-C

Dated the 12. 12. 1990

From : The Director of Public Instruction West Bengal

To : The Principal/Teacher-in-Charge,

Sub : Pay fixation in the Revised Scale of Pay of Rs. 2200-4000/of Librarians, Assistant Librarians, Physical Instructors

Sir/Madam,

I am to forward herewith Govt. Order No 517-EDN. (CS) dated 30.4.90 for your perusal and necessary action

Proposal for fixation of pay of eligible incumbent of your College in the above mentioned scale of pay may please be submitted this office along with the statement of particulars in the prescribed proforma enclosed and pay fixation memo in the scale of Rs. 700-1600/-

Yours faithfully,

for Director of Public Instruction

West Bengal

Encls : As stated.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL. EDUCATION DEPARTMENT

C. S. BRANCH

No. 352-Edn (CS)

Dated Calcutta the 12th March. 1991

5p-22/88

From : Shri H. P. Ganguli, Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To. The Director of Public Instruction, West Bengal.

In continuation of G.O.No. 517-Edn (CS) dt. 30.4.90, the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to decide to extend the benefit of career advancement as allowed to the lecturers of non-Govt. Colleges to the Librarians/Assistant Librarians and Physical Instructors of all non-Govt. Colleges.

Accordingly, the Governor is pleased to sanction introduction of the following scales of pay w.e.f. 1.1.86 for Librarians/Assistant Librarians and Physical Instructors of non-Govt. Colleges (including Govt. Sponsored Colleges but excluding Medical, Agricultural, Veterinary service and Engineering Colleges) of this State :—

Existing Scale of pay

Revised Scale of pay

Senior Scale Not existing

3000-100-5300-125-5000/-

Selection Grade — do—

3700-125-4950-150-5700.-

Grant of the senior scale or selection grade will be governed by the same terms and conditions as prescribed for lecturers.

Governor is further pleased to decide that the conditions similar to those laid down in G.O.No. 1663-Edn (CS) dt. 12.12.90 in the matter of counting of past service for the purpose of placement in the higher scales should also be applicable in their case.

The pay of incumbents in the higher scales mentioned above shall be fixed in the manner prescribed in G.O.No. 1475-Edn (CS) dt. 16.11.88 read with G.O. No. 409-Edn (CS) dt. 29.3.89 and No. 473-Edn (CS) dt. 15.4.89.

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U.O.No. Gr. B 10 dt. 20.2.91.

The Accountat General, West Bengal and the Pay & Accounts Officer, Calcutta Pay & Accounts Office, are being informed.

Sd/-H. P. Ganguli
Deputy Secretary

No. 352/1 (2)-Edn (CS)

Copy forwarded for information to the :—

- 1) Accountant General, West Bengal,
- 2) Pay & Accounts Officer, Calcutta Pay & Accounts Office, 81/2/2, Phears Lane, Calcutta.

Calcutta,

The 12th March, 1991

Sd/- H. P. Ganguli

Deputy Secretary

No. 352/1 (7)-Edn (CS)

Copy forwarded for information to the :—

- 1) Deputy Director of Public Instruction (P & S) West Bengal 6 Council House Street, Calcutta-1,
- 2) Deputy Director of Public Instruction (PPS) West Bengal.
- 3) Deputy Director of Public Instruction (Trg), West Bengal,
- 4) College Sponsored Training Branch of this Department,
- 5) Assistant Director of Public Instruction (NGC), West Bengal
- 6) Appointment Branch of this Department.
- 7) University Branch of this Department.

Calcutta,

The 12th March, 1991.

Sd/- R. N. Bhattacharyya

Assistant Secretary

**PROFORMA OF PARTICULARS FOR PAY FIXATION IN THE
REVISED SCALE (S)—1986**

1. (a) Name
(b) Designation
2. Age as on 1. 1. 86
3. Leave without pay from 1.4.80,
if any. (period to be stated
with supporting G. B. Resolution)
4. Educational Qualifications
5. Pay as on 1.1.86
6. Proposal for pay fixation

at Rs.

W.E.F.

in the Scale of

Dt. of increment being

Particulars furnished at columns 1—6 are true to my knowledge.

Signature of the Librarian Asst. Librarian
Physical Instructor.

Particulars as furnished against columns 1—6 are personally verified and checked by me.

Signature of Principal/President Administrator.

ENGLISH ABSTRACTS

of the Editorials & Articles Published in GRANTHAGAR V. 40, No. 10

by Ratna Bandopadhyaya Das

Editorial : *Pay revision of the Central Government library employees* (p. 234—5)

The pay scales of the Central Government Employees have been revised by the 4th pay commission. But this commission could not revise the pay scales of the library staff as it faced some problems. As a result another committee was set up under the chairmanship of Dr. Debiprasad Chattopadhyay. This committee has also submitted its report but it has not yet been published. The Central Government has meanwhile issued an order to revise the pay scales of the library staff with which the library workers are not at all satisfied. They have provided twelve levels—three lower subordinate, three assistant, three officers & the rest director levels. The lowest basic pay is Rs. 750 and the highest is 7600 which is more than 10 times the lowest. No guideline is mentioned for promotion, stagnation benefit etc. This order will be effective throughout the country as Central Government

libraries are there in the whole country. All library associations like ILA, IASLIC, AGLIS, JOCLAI & others who fight for the Central Government employees should be united to protest against this.

Thesaurus : *Structure and Construction—by Benode Behari Das & Nanda Dulal Basak*
(pp. 236—247)

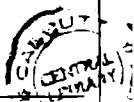
Traces the meaning of the term 'thesaurus' & the differences between dictionary and thesaurus. The role of thesaurus in information storage and retrieval systems, various types of thesaurus and their functions, the structure of thesaurus and the method of compilations of thesaurus have also been discussed.

Can we measure literature use ? by Raj Kumar Mukhopadhyay. (pp. 248—254)

It gives the definition of book and its relationship with readers and describes some methods of maintaining statistics of literature use.

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal regd. No. WB/CC-145
Regd. No. R. N. 2674-47



Volume 41 : No. 1

April—May 1991

Contents

	PAGE
New year of Granthagar (Editorial)	1
Ramkrishna Saha	
Information Management : Perspective	3
Sushil Kumar Chaki	
Library Science education for the public librarians	12
Bhaswati Chattopadhyay	
Learning Resource Centre	14
Letters to the Editor	17
Govt. Order related to the Revision of pay scales of "	
College Librarians	19
English Abstracts	24

12 MAR 1992

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal
Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073,
General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466
at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: Ramkrishna Saha

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রণ

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ২

সম্পাদক : পিনাকীনাথ মল্লিকপাণ্ড্যার

১৩৯৮, কৈল্য

মুদ্রা

রাজীব হাজার সংগদ ও তারপর (সম্পাদকীয়)

মন্দির ভট্টাচার্য

সাইটেশন ও সাইটেশন ইনডেক্সিং- হুকং ও সৌম্যবক্তা

মহাঃ হোল্ডাম হাফদার চৌধুরী ও মিজা মোঃ হেজাউল ইসলাম

ভূগোল মোকাবিলায় বাংলাদেশের তথ্য ব্যবস্থা

গ্রন্থাগার সংবাদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের ১৯৮৯-৯০ এর

বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের নামের তালিকা

English Abstracts



পৃষ্ঠা

25

26

35

42

43

45

ঐ শ্রু গা র

বঙ্গীয় প্রজাপার পরিষদের স্মরণ

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ২

সম্পাদক : পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩২৮, চৈত্র

সম্পাদকীয়

রাজীব হত্যার সংবাদ ও তারপর

গত ২১শে মে, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে নিখিল ভারতীয়
ভাষ্য দানের প্রাঙ্গণে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের
বৃহত্তম রাজনৈতিক হলের লতাগতি বোমা বিস্ফোরণে
মর্ধ্যস্তিকভাবে নিহত হয়েছেন। এ লবায়ে লারা ভারত
শোকস্তম্ভ। ভারতের তথা বিশ্বের আপামর জনসাধারণের
নাথের আশ্রয় এই নৃশংস, কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের তীব্র
নিন্দা করছি এবং দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির দাবী
করছি।

রাজনৈতিক হত্যা আমাদের দেশে নতুন নয়। সামন্ত-
আত্মিক যুগে রাজাকে হত্যা, দুর্বারকে হত্যা, রাজসিংহাসনের
উত্তরাধিকারীকে হত্যা প্রভৃতি ঘটনার বিবরণ ইতিহাসের
পাতায় লিখিত আছে। আধুনিক ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক
হত্যা কম হয় নি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, বীনকর
উপাধ্যায়, প্রতাপ সিং কায়স্থ, ললিত নারায়ণ মিশ্র প্রভৃতি
নেতা আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। বিহারের
পাটনা রেল ষ্টেশনে জ্যোতি বসু উপর শত্রুশক্তি
জন্মের নেতা হেমন্ত বসু প্রকাশ্যে হত্যা খুন হয়েছিলেন
এবং বহু রাজনৈতিক কর্মীকে প্রাণ হিতে হয়েছে। ১৯৮৪
নালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা
গান্ধীকে তাঁরই বেহরকারী গুলিতে নিহত হতে হয়।

শ্রীমুক্ত রাজীব গান্ধীর হত্যা স্বভাবতই প্রত্যেকের মনে
কোভ এবং বেহরকারী লঙ্কার করে। আমরাও এ ব্যাপারে
মর্ধ্যস্ত। কিন্তু কোভ এবং বেহরকারী প্রতিফলন হিসাবে
আমরা কি দেখলাম। লারা ভারতে এই হত্যার বকলা
হিসাবে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল ও কর্মী, গণসংগঠন,
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উপর উন্নত হামলা চালানো হল এবং
এর প্রকাশ থেকে নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সামাজিক, শিক্ষা-
মূলক প্রতিষ্ঠান—গ্রন্থাগারও বাধা গেল না। হৃদয়বিচলিত
ভাবে কিছু গ্রন্থাগার তত্ত্বাবধানে বা কতিগ্রহ করা হল-শোক
প্রকাশের নামে। এ-এক বিভিন্ন ধরনের শোক জ্ঞাপন।
কোভ প্রকাশ এবং প্রতিবাদের নামে নীমাহীন উচ্ছ্বাস
কোনো হল এবং জাতীয় সম্পত্তির কতিসাধন করা হল।

আমরা গ্রন্থাগার কর্মীরা সমস্ত ধরনের হিংসা, বর্বরতা,
ধ্বংসের বিরোধী। আমরা চাই হাম্মবের চেতনার মনে
উন্নত করতে, স্বজন ক্ষমতা বাড়াতে। হত্যার রাজনীতি
এলবের পরিপন্থী। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের এবং বর্বরতার
তীব্র নিন্দা করছি এবং অহম্মদান লাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের
শাস্তির দাবী জানাচ্ছি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত, কতিগ্রহ গ্রন্থাগারগুলির
পুনর্নিমাণ ও কতিপূরণ দাবী করছি।

সাইটেশন ও সাইটেশন ইনডেক্সিং—গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা

নন্দিতা ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১. মূখ্যবক্তব্য

সাইটেশন (Citation) কথাটির সাথে আমরা মূলশ্রীত। সাইটেশন বোলেতে আমরা কোনো গবেষণা পত্র, রিভিউ, চিঠিপত্র, টেকনিক্যাল নোটস্-এর শেষে বা রচনার মধ্যে সাহায্যকারী রচনার উল্লেখ—তার শিরোনাম, লেখক, প্রকাশক, প্রকাশ স্থান ও সময়ের উল্লেখকে বুঝি। হয়তো আলোচিত গবেষণা বিষয়ে কোনো পূর্বপ্রকাশিত রচনা যা আলোচ্য লেখাতিকে লম্বন করে বা বিষয়টি গভীরভাবে নানাদৃষ্ট ভঙ্গিতে দেখার সুযোগ দেয়। "Citations are the formal, explicit linkages between papers that have particular points in common" (2B1) কোনো গবেষণা পত্র পড়ার সময় তার সাইটেশন পাঠক শেষে যান উক্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু রচনার সন্ধান যা তার তথ্যাহলদানে কাজে লাগে।

২. উৎপত্তি

১৮৭০ সালে এই সাইটেশনকে কাজে লাগিয়ে আইন বিষয়ক এক বিষয় সূচীকরণের প্রবর্তন হয়, নাম Shepard's Citations. আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে 'Precedence' অর্থাৎ পূর্ববর্তী কেসে বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের মূল্য বর্তমান। এর ভিত্তিতে বর্তমানের বিচারালয়ে নির্ধারিত কেসের ব্যবহৃত 'Precedents'-এর সাইটেশন লিষ্ট প্রস্তুত করা হত এই সূচীকরণে। জন্ম হল বিষয় সূচীকরণের ইতিহাসে এক উজ্জল পাতাবনার। এই সূচীকরণের মূলমন্ত্র-টিকে কাজে লাগিয়ে, রচনা ও তার উল্লিখিত সাহায্যকারী রচনার মধ্যে বর্তমান বিষয়গত লক্ষ্যের ভিত্তিতে বিংশ শতাব্দীতে সূচীকরণের ইতিহাসে আবিষ্কৃত হল এক নবীন আশ্চর্যকর—সাইটেশন ইনডেক্সিং সংক্ষেপে CI, ক্লিপ-ডেস্ক্রিপার ইন্সটিটিউট অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফরমেশনের

ইউজেন পারসিড ও তাঁর সহযোগীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, সূচীকরণের ইতিহাসে যোগাযোগ এল. সি. আই. (Science Citation Index), এস. এস. সি. আই. (Social Science Citation Index) ও এ. আর্টস এন্ড এইচ. সি. আই. (Arts and Humanities Citation Index)।

৩. ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ ও বৈশিষ্ট্য

এই সাইটেশন ইনডেক্সিং-এর প্রণয়নগত ও ব্যবহারগত সরলতা একে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। বিষয় সূচীকরণের ক্ষেত্রে পৃথক বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন। আলোচিত প্রতিটি রচনা পড়ে তার Subject term বা বিষয়গত নির্বাচন করে পদগুলির বীজত রূপ সূচীকরণে স্থান পায়। পৃথক সময় ও ব্যয় সাশ্রয়। তাই দেখা যায় প্রকাশনার বিলম্ব। এই জটিলতা এড়াতে কোনো কোনো লম্বা শুধু শিরোনামের ভিত্তিতে (অর্থাৎ Title keyword) বিষয় সূচীকরণ শুরু করে। এখানেও শিরোনামের নীতিত পদসংখ্যার জ্ঞান বিষয়ের পরিপূর্ণ প্রকাশের ব্যর্থতা লক্ষিত হয়। অনেক সূচীকারক লেখার অন্ত্যস্ত অংশ থেকে (যেমন প্যারান, প্রথম পাঠ্য থেকেও পদ নির্বাচন করে এই অসম্পূর্ণতা এড়াতে চেষ্টা করেন), কখনো বা পদটিকে তার পুরো পরিপ্রেক্ষিতে (context)-এ রাখেন। এইভাবে চলে সূচীকরণের গভীরতা (Indexing depth) বর্ধনের নানা প্রচেষ্টা। বেড়ে চলে তার জ্ঞান প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যয়। সময়ের পড়েন বিশেষজ্ঞরা। এই সময়ের সমাধানের আভাস মেলে সাইটেশন ইনডেক্সিং-এর মধ্যে। এখানে সূচীকারকের পদনির্বাচন বিষয়ে অভিজ্ঞতার স্থানে এসেছে বিষয় বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা যা নিহিত রয়েছে তাঁর রচনার উল্লিখিত নানা লেখার শিরোনামের তথ্য সন্ধানের। শুরু হল সূচীকরণের নবীন অধ্যায়।

সাইটেশন ইনডেক্সিং নিয়ে এল একই সাথে হুটীও গঠিত, ব্যবহারের সুবিধাও আর্থিক লাভ। ইউনেস্কো গারফিল্ডের মতে মোটামুটি প্রতিটি গবেষণা পরে ১৫টি সাইটেশন থাকে। তাই সাইটেশন ইনডেক্সিংয়ের গড় গঠনও ১৫টি পদের যা বিষয়-হুটী প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত বিষয়-হুটীকরণ প্রণালীগুলিতে হুটীত পদের রূপ সংক্রান্ত নানা ভাবাগত সমস্যা গঠিত। নতুন পদের ব্যবহার, পুরোনো পদ বাতিল, পুরোনো পদের নতুন ব্যাকরণ যে কোনো বিষয়ে হুটীকরণে নানা ভাবাগত সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই নিয়ন্ত্রিত, নির্দিষ্টপূর্ণ স্বীকৃত মান অস্থায়ী পদ সমষ্টি প্রদর্শনের (Controlled vocabulary) প্রয়োজন অস্বীকার্য। এই ভাবাগত ও অসঙ্গতজনক করে তোলে সমগ্র প্রণালীটিকে। এই ভাবাগত নানা সমস্যা সাইটেশন ইনডেক্সিং অস্থায়িত। এখানে কোন পদটি হুটীত হবে সে সমস্যা নেই। "...the Citation is a precise, unambiguous representation of a subject that requires no interpretation and is immune to changes in terminology (2P. 3)". গারফিল্ড উদাহরণের সহায়তায় এই হুটীতে তথ্য সন্ধানের সুবিধার কথা বোলেছেন। ধরা যাক কেউ ১৯৭০ সালের ইনডেক্স মেডিক্যাল-এর বিষয়-হুটী খুঁজছেন

• prostaglandin production-এ অ্যাসপিরিনের প্রভাবের উপর তথ্যের জ্ঞান। এক্ষেত্রে prostaglandin পদটি তথ্য সন্ধানের প্রারম্ভিক সহায়িকা। যেখা থেকে পদটির নানা subheading-এ করে ধপত পেশারের উল্লেখ আছে। এগুলির মধ্যে উপযুক্ত মনে করে দুটি বাছা হল যাঁদের মধ্যে প্রথমটিতে ধপত ও দ্বিতীয়টিতে ৯টি পেশারের উল্লেখ রয়েছে। এই ১২টির মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দেবে। ১২টি পেশার থেকে ঐ চারটি খুঁজে নিতে পাঠকের যথেষ্ট সময় লাগবে। কিন্তু সাইটেশন ইনডেক্স ১৯৭১-এর সংখ্যায় প্রয়োজনীয় তথ্য একসাথে পাওয়া যাবে। পদের নির্বাচনও আরেক সমস্যার সৃষ্টি করে। ১৯৬০ সালের "Seasonal variations in birth" নামে প্রকাশিত পেশাটি পাওয়া যায় ইনডেক্স মেডিক্যাল-এর

১৯৬৫ সালের সংখ্যায় "Periodicity" হোডিং-এ, এ সমস্যা হয় না সাইটেশন ইনডেক্সিং।

একথা আমাদের জানা যে বিজ্ঞানের গবেষণা আজ প্রায়শই আন্তঃবিষয়ক বা "cross disciplinary-এ" বিজ্ঞানের এই গবেষণা দ্বারা পরিশুদ্ধ হয় সাইটেশন ইনডেক্সিং। এ প্রসঙ্গে গারফিল্ড আইনস্টাইনের লেখা ১৯০৬ সালের Annalen der Physik-এ প্রকাশিত একটি লেখার উল্লেখ করেছেন। যা মার্সেল সাইটেশন ইনডেক্স-এ উল্লিখিত বাইশটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ক (ভৌত, রাসায়নিক, জলদ্রব, ভূতত্ত্ব, লেগামিক, ইত্যাদি) পেশারের সাথে জড়িত-এ ছবি বিজ্ঞানের আধুনিক রূপান্তরের ছবি।

অর্থাৎ সাইটেশন ইনডেক্স-এ নেই প্রচলিত বিষয়-হুটীকরণ প্রণালীগুলির পক্ষে অস্বীকার্য হুটীকরণের বিষয় জানের প্রয়োজনীয়তা, নেই ভাবাগত কারণ উদ্ভূত নির্বাচিত পদ বিষয়ক নানা সমস্যা, নেই তথ্য আহরণে সময়ের অপচয়। তাই আজ সাইটেশন ইনডেক্স সমাধৃত : "retrospective search" ও "current awareness service"-এ এর সুবিধার জন্ম।

৪ প্রারম্ভিক প্রকাশ

সাইটেশন ইনডেক্স বিকাশের প্রারম্ভিক প্রকাশটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমেরিকা। বাড়ানো হল গবেষণাখাতে প্রথম সরকারী অস্থান, এল তথ্য বিস্তারের হুগ, কীভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান ও ব্যবহার সম্ভব এ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হল। শুরু হল স্বয়ংক্রিয় (automatic) হুটীকরণ যার হুগ "without the need for the intellectual judgements of human indexers"—এই চিন্তা থেকে জন্ম নিল সাইটেশন ইনডেক্স। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫ সালে মার্সেল পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখায়। এতে হুটীর প্রারম্ভে হুটীত কারীদের বর্ণনামূলক বিজ্ঞান থাকবে। Reference অর্থাৎ "cited" প্রকাশনা ও Source অর্থাৎ citing প্রকাশনার বিজ্ঞান হবে একটি নির্দেশিকাস্বরূপ

কোডিং সিস্টেম (Numerical coding system) বিজ্ঞান প্রযুক্তিপত্র বিশাল, ক্রয়বর্ধমান জ্ঞানের অঙ্গনায়ে। Source টির প্রকৃতি অর্থাৎ আর্টিকেল, লবালোচনা, অহবাহ ইত্যাদি কোনটি তা বলা হবে। জার্নাল অফ ক্রিনিক্যাল এনডোক্রিনোলজির একটি পেপারের ৫ বছরের মধ্যে এই জার্নালে প্রকাশিত রচনার উল্লেখকে ইনডেক্সের ব্যবহারিক সুবিধা বোঝানোর জন্য নেওয়া হল। প্রাপ্ত ২৩টি আর্টিকেলের বিষয়বস্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে পৃথক পৃথক। জার্নাল অফ ক্রিনিক্যাল এনডোক্রিনোলজির মূল লেখাটির শিরোনাম-এর একটি পদ Adaptation-এই পদটির সাহায্যে এই ডেইশটির কোনোটিই ইনডেক্স মেডিকাসে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে অন্য যেতিং এর সহায়তায়, এ সমস্যা দূর করে সাইটেশন ইনডেক্স, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের Macro Unit বই, micro unit জার্নালের আর্টিকেল রচনাধর্মের দৃষ্টান্তে আর সাইটেশন ইনডেক্স বিষয়ের molecular level-এ পৌঁছে দেয় পাঠককে তার তথ্য লন্ডানের পথে। ১৯৫০-র শেষ ও ১৯৬০-র প্রথম সাইটেশন ইনডেক্স নিয়ে অনেক পত্রিকা চলে। ১৯৫০ সালে জার্নাল অফ আমেরিকান স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ৩৫-৫০ ভলিউমের কিউবিউলেটিভ ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয় এভাবে, ইনডেক্স প্রস্তুত হয় অ্যানাল অফ ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স-এর প্রথম ৩১টি ভলিউম-এর ১৯৫০ ও ১৯৬০ সালে সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে দুটি পত্রিকা চালান হয় আই. এম. আই.-এ প্রস্তুত হয় Genetics Citation Index ১৯৬১ সালে। প্রস্তুতি পর্বের-বোঝিত হল সাইটেশন ইনডেক্স-এর গুরুত্ব। এল সারেন সাইটেশন ইনডেক্স (SCI), সোস্যাল সায়েন্স সাইটেশন ইনডেক্স (SSCI), ও আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ সাইটেশন ইনডেক্স (A & HCI) যথাক্রমে ১৯৬৪, ১৯৭১ ও ১৯৭৮ সালে।

৫ প্রশ্নের কর্মসূচী

তথ্যবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাইটেশন ইনডেক্স যতটা পক্ষ বাস্তবায়নে ততটা নয় বিশেষতঃ যখন

বিজ্ঞান প্রযুক্তিপত্র বিশাল, ক্রয়বর্ধমান জ্ঞানের জাগরণকে নিয়ন্ত্রণ ও সুবিজ্ঞানের কথা ভাবা হয়। SCI-র তথ্য ভাঙারে সুদীর্ঘ হয় বহু হাজার বিজ্ঞান জার্নাল, রেফারেন্স সংগ্রহ করা হয় আর্টিকেল, সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, টেকনিক্যাল রিপোর্ট, পর্যালোচনা ইত্যাদি নানা ধরনের প্রকাশনার। বহু পুরোনো কোনো লেখাও উল্লেখিত হলে তা বাধ পড়ে না, অর্থাৎ নেই কোনো সময়ের সীমা রেখা রেফারেন্স সংগ্রহে। এর বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রায় পাঁচ লক্ষ Source Publication ও তার উল্লিখিত ৭০ লক্ষ নানা ধরনের রচনা স্থান পায়। Source Publication গুলি ভিন ভেদে চার হাজার জার্নাল, বই ইত্যাদি থেকে গ্রহণ করা হয়। প্রস্তুতি করণের সরলতায় এতে এসে বলা যায় যে যদিও সাইটেশন ইনডেক্স প্রস্তুতে বিষয় জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। বিকৃত পরিধিতে এ প্রায়স যথেষ্ট জটিল, সময়সাপেক্ষ ও পরীক্ষণীয় করে বিভাজিত।

প্রথম কাজ শুরু হয় জার্নাল বাছাইপর্বে। এর পর হয় লেখা নির্বাচন। নির্দেশিত (coding) করা হয় প্রতিটি লেখা। বেছে নেওয়া হয় সেই লেখাগুলির শিরোনাম যাঁদের ইংরেজী অহবাহ প্রয়োজন। প্রয়োজন অহবাহে শিরোনাম, লেখকের ঠিকানা ও রেফারেন্সের পরিমার্জন। করা হয়, বাধ দেওয়া হয় শিরোনামে বর্জনীয় পদ, প্রয়োজনবশত যতিচিহ্ন দেওয়া হয়, Scientific notation-কে কমপিউটার গ্রহণের উপযোগীকারে তোলা হয়। এভাবে নানা পরিমার্জনার পর কমপিউটারে তথ্য দেওয়া হয়।

পরিমার্জিত (edited) সাপ্তাহিক ডাটা বেস (database) নির্দেশিত হয় এখন ভাবে যাতে কোন্ ইনডেক্স-এ কোন্ জার্নালের তথ্য আছে তা বোঝা যায়। সঠিক জার্নাল কাইনের সহায়তায় কমপিউটার প্রতিটি জার্নালকে কোড করে বিভিন্ন বিভাগের অন্তঃ কেবল SCI, কেবল SSCI, SCI ও SSCI ইত্যাদি, সাপ্তাহিক ডাটাবেসের রেকর্ড এরপর চারটি ভাগে বিভক্ত হয় ;

i. Source data—যে লেখাটির উল্লিখিত রচনা গৃহীত হয়েছে সেটি বিবরণ

ii. Citation data—উল্লিখিত রচনাগুলি বিবরণ

iii. Corporate data—যে লেখাটি উল্লিখিত রচনা গৃহীত হয়েছে সেই লেখাটির লেখক যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তার নাম, ঠিকানা।

iv. Patent data—অর্থাৎ উল্লিখিত রচনার অন্তর্ভুক্ত পেটেন্টগুলি সম্পর্কিত। এটি শুধু SCI-এর অন্তর্ভুক্ত।

এরপর শেখাবার মতো সব তথ্য দেখে নেওয়া হয় যে সব টিক দেওয়া হয়েছে কিনা। একটি Keyword অভিধানের সাহায্যে হঠাৎ দেখে নেওয়া হয়। কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সম্পাদক সিদ্ধান্ত নেন। পরিশেষে বাকী থাকে হটাকরণের প্রকাশনা। ৬ মাস, তিন বছর ও পাঁচ বছরের—গৃহীত সাপ্তাহিক রেকর্ডের ভিত্তিতে। প্রস্তুত হয় Permuterm Subject Index (PSI) কাইল—শিরোনাম পৃষ্ঠাহটী—যাতে পাঠকরা বিষয় পড়ার সাহায্যেও প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে পারেন।

তৎসত্ত্ব বিক থেকে বলা যায় যে কমপিউটারের সাহায্য ছাড়াই সাইটেশন ইনডেক্স প্রস্তুত করা সম্ভব। কিন্তু আর্থিক দিক থেকে SCI-এর মতো বৃহৎ হটাকরণ প্রণয়ন একমাত্র কমপিউটারের সহায়তাই লাভজনকভাবে করা সম্ভব।

৬ বিভিন্ন বিভাগ

গারগিল্ড কর্তৃক প্রচলিত সাইটেশন ইনডেক্সের দু'দু'টি বিভাগ দুটি: সাইটেশন ইনডেক্স ও সোর্স ইনডেক্স, প্রথমটি গৃহীত বছরে প্রকাশিত কোনো রচনাঃ মেল বন্ধন যোগ্য করে—উল্লিখিত রচনার লেখকের পূর্ববর্তী অথবা বর্তমান বর্ণনামূলক শাস্ত্রানো হটীর সাহায্যে। প্রত্যেক লেখকের নামের নীচে: কালাহকমিকভাবে তার রচনাগুলি শাস্ত্রানো হয় ও প্রতিটি রচনার উৎস উল্লিখিত হয়। লেখক বিহীন রচনাগুলি শাস্ত্রানো হয় পৃথক ভাবে। দ্বিতীয়টিতে গৃহীত বছরের রচনার লেখকের বর্ণনামূলক

হটী থাকে, বর্ণনা থাকে প্রতিটি সোর্স অর্থাৎ দু'দু' রচনার বিষয়ে: শিরোনাম, লেখক, ঠিকানা, জার্নালটির নাম, সংখ্যা, বছর, রচনাটির পৃষ্ঠা নম্বর ও রেকর্ডের সংখ্যা, রেকর্ডের লিট পাওয়া যায় SSCI ও A & SCI-এর সোর্স ইনডেক্স-এ।

SCI-এর বাকী তিনটি বিভাগ হল Patent Index, Permuterm Index ও Corporate Index. পেটেন্ট ইনডেক্স সাইটেশন ইনডেক্সের মতো, শুধু তাহলে গৃহীত পেটেন্টগুলি বিবরণকর ও শাস্ত্রানো হয় পেটেন্ট নম্বর দিয়ে। পেটেন্টটির দেশ, বছর ইত্যাদি তথ্য দেওয়া হয়। পাদুটার্স দাব্যের ইনডেক্স শিরোনাম পড়ার হটী: but one that permits more than the usual amount of search precision by enabling the user to search on a combination of two or more terms. This is done by...making every significant word in every title an indexing entry." (2 P. 34) প্রতিটি এন্ট্রির নীচে যে যে পড়ার সাথে এটি পাওয়া যাবে তা দেওয়া আছে এক প্রতিটির সাথে লেখকের নাম আছে আর লেখার ঐ পৃষ্ঠা নম্বর পাওয়া যাবে। করপোরেট ইনডেক্স হচ্ছে গৃহীত রচনার লেখকের প্রতিষ্ঠানগত পরিচয়, ঠিকানা, ১৯৭৮ সাল থেকে একটি ত্রৈমাসিক বিভাগের সাহায্য নেওয়া হয়েছে যাতে লম্বানবের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনা হয়। এখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার ছবিটি পাঠকের কাছে ফুটে ওঠে।

৭ তথ্য সন্ধান সহায়িকা

১৯৬৬ সালে আই.এস.আই. কর্তৃক SCI-এর প্রবর্তন সাইটেশন ইনডেক্সিং ধারণাকে বিজ্ঞানের তথ্যসন্ধানের সমস্ত মোকাবিলায় প্রথম বড়ো প্রচেষ্টা, এর নিজস্ব সুবিধা ও অভিনবত্ব সত্ত্বেই তথ্য লন্ডান সাপ্তাহিক হিসেবে এর স্থান হ্রাস করেছে, যা প্রাথমিক, তথ্য বিজ্ঞানী ও

বৈজ্ঞানিক মহলে একে করে তুলেছে আকর্ষণীয়। নবা প্রকাশনা ও তার পূর্বসূরীর মধ্যে অবস্থিত বিষয়গত সম্বন্ধকে পরিষ্কৃত করে সাইটেশন ইনডেক্সিং। প্রতিটি প্রকাশনা বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি বিশেষ স্তরের বিশেষ সম্ভাবনার ফল। সাইটেশন ইনডেক্সে ধরা পড়ে আন্তঃবিষয় গবেষণার ছবি যা আধুনিক গবেষণার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দেখা দাক তথা সন্ধান কত ধরনের হয় ও সাইটেশন ইনডেক্স কীভাবে এ বিষয়ে সহায়তা করে :

i) Bibliographic verification search—কোনো গবেষক তার কোনো পেশার বা বইয়ে কোনো রচনার উল্লেখ করতে চান বা কোনো লেখা আন্তঃ গ্রন্থাপার আদানপ্রদান ব্যবহার আনাতে চান। প্রয়োজন হয় প্রয়োজনীয় রচনাটির bibliographical details বাচাই করে নেওয়া। জানা আছে সেটি কার লেখা, কোন বিষয়ে ও কোন জার্নালে প্রকাশিত—এর ভিত্তিতে সোর্স ইনডেক্স থেকে প্রয়োজনীয় সূত্র তথ্য পাওয়া সম্ভব।

ii) Eponymic search—অর্থাৎ এমন বিষয় সম্বন্ধে তথ্যসম্ভান যার সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি বিশেষের নাম—বা চিকিৎসা শাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদিতে দেখা যায়। Hodgkins disease, Bell's palsy, Donnan equilibrium ইত্যাদি সাইটেশন ইনডেক্সের জড়িত বৈজ্ঞানিকের নামের সাহায্যে তথ্য পাওয়া যাবে।

iii) Methodology search—প্রচলিত বিষয় সূচীকরণ ওগিতে প্রয়োগ কৌশল, নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যসম্ভান অস্থিবিধা হয়। কারণ সেখানে আগল বিষয়ের উপর ভোর দেওয়া হয়, পদ্ধতি, নিয়ম, প্রয়োগবিধি প্রাথমিক হয় না। এ বিষয়ে সাইটেশন ইনডেক্স সাহায্য করে। Cell biology-র Barland method প্রয়োগগত ব্যাপারে অস্থিবিজ্ঞানিত কারণে কোনো গবেষক আসল লেখা পড়তে চাইতে পারেন, তাহলে তিনি অস্থিবিদ্যার কারণ বৃত্তে পারবেন। সাইটেশন ইনডেক্সের ১৯৭৪ সালের লেখকের নাম থেকে দুটি লেখার সন্ধান তিনি পাবেন যাদের পুরো বিষয় আছে সোর্স ইনডেক্স-এ। সে দুটি

পক্ষে তার সমস্তার সমাধান হবে।

iv) Follow up search—বিজ্ঞানের জগতের অনেক গবেষণাই কোনো পূর্বে শুরু করা গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সাইটেশন ইনডেক্স-এ এই ছবি ধরা পড়ে। জানা যায় প্রথম কোন বিষয়ে কে গবেষণা শুরু করেন ও ফলাফল প্রকাশ করেন, পরবর্তী বিজ্ঞান কোন তথ্যকে কে প্রথম কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন বা কোন রাসায়নিক যৌগ নিয়ে কীভাবে পরপর গবেষণা চলেছে ইত্যাদি।

v) Multidisciplinary search—এ ধরনের তথ্যসম্ভান নানা রকমের হতে পারে যেমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। একটি পরিচিত লেখার লেখকের নাম দিয়ে সাইটেশন ইনডেক্সের সহায়তায় সন্ধান শুরু করা যায়। আপাত সম্পর্কহীন নানা জার্নালে প্রকাশিত নানা রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় তথ্য।

vi) Quick-state of the Art search—যাকে যাকে গবেষকের প্রয়োজন হয় এক স্বপক্ষে কোনো বিষয়ের গবেষণা পরিদৃষ্টি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া। কোনো জানা লেখার লেখকের নাম সাইটেশন ইনডেক্সের সাহায্যে সন্ধান শুরু করে দেখানে দেওয়া রেকারেশনের সাহায্যে এ বিষয়ে তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়।

vii) Comprehensive bibliography search—অর্থাৎ তথ্যশক্তি প্রস্তুত করার ক্ষমতা বা অন্য কোনো কারণে একটি বিষয়ের উপর প্রকাশনার একটি সামগ্রীক ছবি পাবার উদ্দেশ্যে তথ্যসম্ভান—বা সাইটেশন ইনডেক্সের সাহায্যে সম্ভব।

৮ গবেষণা মূল্যায়নে ভূমিকা

প্রকাশিত রচনাকে যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির নিরূপণে সহায়িকা মনে করা হয় তাহলে সাইটেশন ইনডেক্স-এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, এতে পরিষ্কৃত হয় গবেষণা জগতের প্রতি প্রতিভা ও বৈচিত্র্য, গবেষণা পত্রিকা, গবেষক মহল ও প্রতিষ্ঠানের নানা তথ্য।

একটি লেখা কতজনের লেখার উল্লিখিত বা ব্যবহৃত

হয়েছে এবং প্রকাশিত হবার কবছরের মধ্যে তা হয়েছে। এ ধরনের তথ্য লেখাটির গুণগত মান নির্দেশ করে। তথ্য বিজ্ঞানের ভাষায় একে impact factor বলা হয়। সাইটেশন রেট (অর্থ্যাৎ কতবার উল্লিখিত) এ তথ্য ব্যবহারের নানা সীমাবদ্ধতা নিয়ে অনেক নানা প্রশ্ন তুলেছেন। কোনো ব্যক্তি নিজের লেখা বার বার উল্লেখ করে নিজের গুরুত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হতে পারেন। অনেক সময় নেতিবাচক উদ্দেশ্যে কোনো লেখা উল্লিখিত হতে পারে। নানী গবেষণা পত্রে প্রকাশিত রচনা লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ কৌশলে পারে। প্রয়োগ শব্দগত রচনা বেশী উল্লিখিত হতে পারে। লেখকের ব্যক্তিগত প্রবণতা, বিষয় পরিচিতি অপরিসীম বিশেষজ্ঞ বা পরিচিত জনের লেখার উল্লেখ করার প্রবণতা তাকে প্রভাবিত করেছে পারে। বিতীর্ণতঃ সবাই সব উল্লেখযোগ্য লেখা উল্লেখ করে না, উল্লিখিত হয় না সব ব্যবহৃত লেখাও। এধরনের প্রবণতা রেকার্ডের দীর্ঘিক প্রভাবিত করে অর্থাৎ সাইটেশনের সীমাবদ্ধতা স্বীকৃত।

১৯৬২ ও ১৯৬০ সালের পঞ্চাশ বিজ্ঞান-সম্মান ও পরিভ্রমের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের লেখা নিয়ে আই. এম. আই. ১৯৬১ সালের লায়ল সাইটেশন ইনডেক্সের ভিত্তিতে একটি সন্ধান চালান। দেখা যায় তাদের লেখা তাদের বিষয়ে যা হওয়া উচিত তার চেয়ে ত্রিশগুণ বেশী উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ নানী বৈজ্ঞানিক, সম্মানিত বৈজ্ঞানিকরা (অর্থ্যাৎ তাদের লেখা) বেশীবার উল্লিখিত হন তাদের বিষয়ের অন্তর্গত লেখকদের দ্বারা। বিপরীত দিক থেকে বিপরীত দেখে পারদ্রুত তার একটি রচনায় (৭) এই প্রশ্নের অবতারণা করেছেন যে বেশী উল্লিখিত হলেই কি সম্মানিত বৈজ্ঞানিক হন? ১৯৬১—১৯৭৫ সালের ২৫ জন সবচেয়ে উল্লিখিত প্রাইমারী অর্থের (Primary author) ভিত্তিতে একটি সন্ধান চালানো হয়। দেখা গেছে তাদের ৪২ জন (১৭%) নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, ১৫ জন (৬০% ধ বেশী) অন্তর্গত কোনো একটি জাতীয় লায়ল আকাডেমীর সভ্য হয়েছেন,

নোবেল পুরস্কার না পেলেও কেবল ২৫ জন (৩০%) এ দুটির কোনো স্বীকৃতি পাননি যদিও অন্তর্গত নানাভাবে বৈজ্ঞানিক হিসেবে তারা সম্মানিত। সাইটেশনের নানা Variables-এর কথা স্বীকার করে পারদ্রুত বলেছেন তার মধ্যে "...the scientific quality of the work published is the dominant one". (P. 70)-অর্থ্যাৎ সেই গুণগত মানের স্বীকৃতি।

সাইটেশন বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতি প্রকৃতির অধ্যয়ন আত তথ্য বিজ্ঞানীদের মনে বিশেষ স্থান অবিকার করে নিয়েছে। সাইটেশন বিশ্লেষণকে বিজ্ঞানের কালাহুক্রমিক গবেষণার একটি পথ বলে দ্বারা মনে নিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্ততম জেরেক ডিজি. সোলোগ্রাইস। তাঁর অলংকা লেখার সাথে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর Little Science Big Science বইটি। মনে রাখতে হবে এখানে কিত্ত প্রকাশিত আর্টিকেলই বৈজ্ঞানিকের একমাত্র output বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

৯ সাইটেশন ও জার্নাল বিষয়ক তথ্য

সাইটেশন বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা, গবেষণা মূল্য ও গবেষণা পদ্ধতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান তথ্য আহরণে। অনেক অন্তর্গত তথ্যের সাথে পাওয়া যায় একটি বিশেষ বিষয়ের জার্নালের গুরুত্ব, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার (পেপার, পর্যালোচনা, টেকনিক্যাল নোট ইত্যাদি) পৃথক পৃথক নিজস্ব গুরুত্ব ও শাটশাটিক সম্বন্ধ প্রকৃতি নানা তথ্য। সাইটেশন পরিমাপের নানা পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত একটি জার্নাল কবার উল্লিখিত হয়—একাধিক বার উল্লিখিত কোনো লেখাকে প্রতিবারই গণনার জন্য যেতে পারে বা নাও যেতে পারে। বিতীর্ণতঃ একটি লেখার বিশেষ সময়ের মধ্যে উল্লিখিত হওয়ার পরিমাপ করা থাকে impact factor বলা হয়েছে। তৃতীর্ণতঃ একটি জার্নালে প্রকাশিত লেখার রেকার্ডের কতভাগ সেই জার্নালে প্রকাশিত লেখা তার পরিমাপ করা বা শতকরা কত ভাগ সাইটেশন একটি জার্নাল পায় বা সেই জার্নালে

প্রকাশিত আর্টিকেল উদ্ধৃত। চতুর্থত: পরিমাপ করা যায় কত তাড়াতাড়ি একটি রচনা ব্যবহৃত হয় (Immediacy Index), সাধারণত: নিজস্ব প্রকাশনার বছরে কতবার ব্যবহৃত হয় তার পরিমাপ করা হয়। SCI-এর JCR (Journal Citation Reports)-এ উপরেই পাঁচটি দরীন্দ্র প্রকাশ করা হয় যা ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে।

১০ গবেষক মূল্যায়ণে প্রয়োজন

সাইটেশন বিশ্লেষণকে বৈজ্ঞানিক গবেষকদের ব্যক্তিগত বা পেশাগত গবেষণা মান নিরূপক হিসেবেও ভাবা হয়েছে। এন. ওয়েল্ড তার একটি লেখার (১) প্রশাসকতা কীভাবে এ বিষয়ে সাইটেশন বিশ্লেষণকে কাজে লাগাতে পারেন তার আলোচনা করেছেন। এ ধরনের প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

১১ সীমাবদ্ধতা নানাদিক, নানা প্রশ্ন

এর বিক্ষেপে মত পোষণকারীরা দুটি বিষয়ে প্রশ্ন রেখেছেন: তথ্য সন্ধান পদ্ধতিগত ও তথ্যের (data) অনিশ্চিত বৈশিষ্ট্যগত। প্রথমটি CI-র বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃত হার সীমাবদ্ধতা বর্তমান। শুধু প্রথম পৃথক হিসেবে দেখাওলি মাজানো হয়—সহকারী লেখক হিসেবে লেখার কোনো হিসেব গারাকিন্ডের CI-এ পাওয়া যায় না। This characteristic can affect the accuracy of some one's citation rate", (2:242) যদিও বিজ্ঞানী-দের নিয়ে এক দরীন্দ্র বলা হয়েছে ত: ডেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। গ্রাইল তার লেখার (8p.118) বিজ্ঞানে যৌথভাবে গবেষণা করা ও পেশার লেখার প্রাণতা বিশেষভাবে লক্ষ করেছেন হার বিষয় অহুসারে তারতম্য হতে পারে। গারাকিন্ড তাঁর বইয়ে ডি. লিওনে ও ডি. ডব্লিউ. ব্রাউনের একটি অপ্রকাশিত রচনার সাহায্য নিয়ে বলেছেন যে তারা দেখিয়েছেন তাদের ভাষ্যে অর্থনীতি, স্নাতকতত্ত্ব, সোভাল স্তরকের ক্ষেত্রে যৌথ প্রকাশনার হার (Multiauthored publications) ১৭—২৫% এ হার জোরান টোলকি, লাইকিহাট্টি, লাইকোলডি ও বায়ো কেমিস্ট্রিতে

৩৭-৮১% এ তথ্য এ বিষয়ে উল্লেখ যোগ্য। সাইটেশন বিশ্লেষণকে সুলনা মূলক উদ্দেশ্য লাগানোতে যৌথ প্রকাশনার দিকটি ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল একই নামের বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকাশনা বিষয়ক বা কোনো ব্যক্তি বিশেষ লম্বা তথ্য সংগ্রহে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, এ বিষয়ে গারাকিন্ড আর. এ. ফিলার নামে একজন সুপরিচিত সংখ্যাতত্ত্ববিদ ও একজন পরিচিত পৃথার্থ বিজ্ঞানীর উল্লেখ করেছেন। উৎস রচনা ও উল্লিখিত রচনার জার্নালের নাম বিশ্লেষণে বিস্ময়টির সমাধান খোঁজা হয়েছে। পৃথার্থ বিজ্ঞানী ডে. কোহেনের কোনো লেখা মনস্তত্ত্ব-র কোনো জার্নালে লেখা বা উল্লিখিত হবে না। সেগুলি মনস্তত্ত্ববিদ ডে. কোহেনের লেখা হবে। যে ব্যক্তির মূল্যায়ন করা হবে তারের সম্পূর্ণ রচনাগুলি ও এ বিষয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সাইটেশন বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা অবতীর্ণ হয়েছে। গারাকিন্ড তার একটি লেখার (৯) গবেষণা মূল্যায়ন এর যথায়োগ্য, সঠিক সূচক ব্যবহার লম্বা বক্তব্য দেখেছেন। এই ধরনের মূল্যায়ন, প্রকাশিত রচনার সংখ্যা গণনা কাজের গুণগত দিকটিকে ধর্যা দেয় না। প্রকাশিত রচনা ছাড়াও বৈজ্ঞানিকতা নানা ভাবে নিজেদের মধ্যে সংযোগ রচনা করেন ও পরস্পরের গবেষণার নানা মূল্যায়ন সংযোজন করে থাকেন, যাকে এক কথায় গ্রাইল 'invisible college' বলেছেন। বিষয়গত ভাবেও প্রকাশনার প্রাণকতার হের ক্ষেত্র হয়। তাই প্রশাসকদের গবেষণা অস্থান বৃত্তি, প্রামোদন অস্থায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রকাশিত রচনাকে ভিত্তি করার আগে তাদের চিন্তার প্রয়োজন আছে।

১২ গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতার আনুদিক

সাইটেশনের গুরুত্ব বিষয়ে দ্বতাবত: একথা মনে হয় যে নেভিবাচক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সমালোচনার জন্য তো কোনো লেখা উল্লিখিত হতে পারে বা কোনো ব্যক্তি তো নিজের লেখা বাহবার উল্লেখ করতে পারেন। তাহলে

কী সাইটেশন বিশ্লেষণ গুরুত্বহীন। এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। নীচমানের রচনা সাধারণত সমালোচনা কোরতে বিজ্ঞানীরা আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তাই কোনো রচনা নীচমানের হওয়া সত্ত্বেও রেফারেন্স উল্লিখিত হয়ে গুরুত্ব লাভ করে না। যে রচনার গুরুত্ব আছে তাই সমালোচনার স্থান পায়। এক্ষেত্রে সমালোচিত প্রকাশনাটির গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে কারণ নিচমানের লেখার সমালোচনার সময়ে অপরাধে বৈজ্ঞানিক মূল্য আগ্রহী নন। "Since scientists tend to ignore the trivial, negative citations seem to say as much about that rather abstract fact of scientific performance as positive ones." (2p. 245) নিম্নের পূর্ণস্বরূপে কোনো রচনার উল্লেখ অস্বাভাবিক নয়। কোনো লেখক সঙ্গত কারণে তার কোনো আগের লেখার রেফারেন্স পরবর্তী লেখার দ্বিতীয় পাতায়। তবে স্বল্প-পরিচিত গবেষণাপত্রে প্রকাশিত দীর্ঘ প্রকাশনালিষ্ট হয় তা অনেক সময় বিষয়টির নেতিবাচক দিকটি (অর্থাৎ আশ্চর্য্যচাতুর্যের) তুলে ধরে।

সাইটেশনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আর একটি কথা গুরুত্ব। ডাঃ হল প্রক্রিয়া মূলক রচনার উল্লেখ। আনালিটিক্যাল কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে বিষয়ে এটি বিশেষ লক্ষ্যনীয়, গবেষণার কাজে লাগা যেরূপ সঙ্গত কারণেই বেশী উল্লিখিত হয়—তা সে প্রক্রিয়ামূলক বা তত্ত্বমূলক হাইডোক না কেন।

গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতার বন্ধার আরও কিছু বিষয় বিশ্লেষণের উল্লেখ করেছেন। "The inability of citation counts to identify premature discoveries—work that is highly significant but so far ahead of the field that it goes unnoticed" (2p. 246–247)...যাকে গারফিল্ড 'Mendel syndrome' বোলেছেন—গ্রন্থের যেগুলোর দীর্ঘস্থল অবলোকিত মেন্ডেলের—এর কাছটিকে হয়ে গেছে। Citation count শুধু বিজ্ঞান সময়ে বৈজ্ঞানিক মূল্যের সাধারণ গ্রন্থ ক্ষয়তা (general decay) (মোড)—২

perception) দ্বারা গৃহীত মানদণ্ড অনুসারে কাজ করে। কোনো গবেষণা যদি তৎকালীন বৈজ্ঞানিক মূল্যে সূচ্যায়নে ও স্বীকৃতি দিতে অসমর্থ হয় তাহলে কিছু করার থাকে না।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'Phenomenon of obliteration'—অর্থাৎ ব্যবহৃত হয়েও উল্লিখিত না হওয়া:—যখন কোনো গবেষণা বিষয়ের জ্ঞান ভাণ্ডারের সাথে এমনভাবে একত্ব হয় যে পরবর্তী গবেষণায় সে লেখার বিষয় ব্যবহার কোরতে তা উল্লেখ কোরতে চলে যান। অবশ্যই এখবরের লেখা অত্যন্ত উচ্চমানের হয়ে থাকে। এ বিষয়ে গারফিল্ড ৫০ বৎসরের অগ্রগতিতে science পত্রিকার প্রকাশিত যে লেখার বর্ণের ব্যাকটিস্টার যৌন প্রজননের উপর লেখাটির কথা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে লেখাটির প্রত্যয় কতদূর তার পূর্ণ পরিমাণে citation count অপর্য্যপূর্ণ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে সাইটেশন সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত জ্ঞানানের গুরুত্ব উপর জোর দেওয়া হয় না। অর্থাৎ একটি অধ্যায় গবেষণা পত্র ও একটি নাসী আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রে প্রকাশিত রচনার যে মানগত পার্থক্য তা দেখা হয় না। এ বিষয়ে JCR-এর Ranking of journals বিতরণের তথ্য সঠিক সূচ্যায়নে সহায়তা কোরতে পারে।

একজন লেখকের লেখা দুই বছরে প্রভিন্সে ১৫ বার কোরে মোট ৩০ বার উল্লিখিত বা ব্যবহৃত হতে পারে অত্যন্তকের লেখার এবং আরেকজনের লেখা পাঁচ বছরে প্রভিন্সে ৬ বার কোরে মোট ৩০ বার উল্লিখিত বা ব্যবহৃত হতে পারে অত্যন্তকের লেখার। সাইটেশনের হিসেবে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য চান্য দুই বছর। এবং এই citation rate-এর তারতম্য অত্যন্ত অনেক কারণে হতে পারে যার সাথে সঠিক লেখকের কাজের গুণগত মান জড়িত নয়। ব্যক্তিগত প্রকাশনার হারও নানা কারণে হতে পারে। বিষয়টির বিশেষ অধ্যয়ন প্রয়োজন। 'Citation count' কে গারফিল্ড নিজেই বোলেছেন একটি ব্যাখ্যাকারী সহায়িকা

(interpretive tool) বেলেছেন যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগকারীর বিশেষ বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন।

১৩ সাইটেশন ও আন্তর্জাতিক গবেষণা জগত

সাইটেশন নিয়ে এ যাবৎ বহু গবেষণা হয়েছে বা হয়ে গেছে তার মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের, সমাজ বিজ্ঞানের বা কলায় অর্থাৎ মানবের জ্ঞানের জগতে গবেষণার গতি প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভালোভাবে জানা যাতে গবেষণালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগে সভ্যতার সামগ্রিক অগ্রগতিতে। এ বিষয়ে আই.এস.-এর মতো প্রতিষ্ঠানের নিরলস প্রয়াস বিশেষ ভাবে সমানুসারী। যাই হোক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা জগতে সেশগত অবস্থান জানতে উৎসাহক হন তবে SCI এ বিষয়ে সাহায্য করে। সম্পূর্ণ না হলেও ভাল ধারণা এর থেকে পাওয়া যায়। যাক পি. কার্পেন্টার ও ফ্রান্সিস নারিন তাদের একটি লেখায় (১) এ বিষয়ে একটি স্বল্পর চিত্র উপহার দিয়েছেন। ইংরেজী ভাষাভাষী দেশগুলির Physical Science ও Biological Science-এর গবেষণা জগতের পরিপূর্ণ চিত্র SCI-এ পাওয়া যায়। অসম্পূর্ণতা রয়েছে রোমান বর্ষ-মালার বাইরের দেশগুলির বিষয়ে। সোভিয়েট রাশিয়ার biological, medical science-এর গবেষণার ছবি এ এলাকে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্য নানা দেশের গবেষণা চিত্র এখানে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় ব্রিটেন ও আমেরিকার পরিপূর্ণ চিত্র। অসম্পূর্ণতা রয়েছে রাশিয়ার মতো অ-রোমান বর্ষমালার দেশের জন্যে। তথাপি... "It is still the database of choice for a broad review of important international science." (P. 439).....

১৪ উপসংহার

তাই দীর্ঘাবধি থাকলেও সাইটেশন ইনডেক্সের গুরুত্ব অস্বীকার্য। গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে আজ দিনি কম্পিউটারের ব্যবহার বা "on line searching" দীর্ঘকাল ধরে চলছে। এছাড়া CI database-এর ভাষা ব্যবহার গবেষণার সময়ের অণুচয় দোষ ও অপব্যয়

স্বাধীন ব্যবহারে বিশেষ সুবিধা নিতে পারে। যতদিন গবেষণামূলক প্রাথমিক যোগাযোগ মাধ্যমে হিসেবে বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃতি পাবে ততদিন গুরুত্ব পাবে সাইটেশন ইনডেক্স ও সাইটেশন বিশ্লেষণ।

সাহায্যকারী রচনা

1. Carpenter, Mark and Francis Narin. The adequacy of the Science Citation Index (SCI) as an indicator of interadational scientific activity. IN: Journal of the American Society for Information Science, Vol. 32(6) Nov. 1981; p. 430-439.
2. Garfield, Eugene, Citation Indexing-its theory and application in science, technology and humanities. N. Y., John Wiley & Sons; 1979.
3. Do.—Esasys of an Information Scientist. Phila delphia, ISI Vol. 1 1977
4. Do Do Vol. 2 1977
5. Do Do Vol. 3 1980
6. Do.—Evaluating Research : Do Bibliometric indicators provide the best measures ? In : Currents Contents Vol 32 (14) Apr. 1989 ; p. 3.
7. Do. The 2:0 Most-cited primary authors, 1961. 1975 Part II, The correlation between citedness, Nobel prizes. and Academy membership. In : Current contents. 50. Dec 12, 1977 ; p. 5-16.
8. Price, D.J. de Solla, Little Science, Big Science : London, Columbia Univ. Press ; 1963.
9. Wade, N. Citation analysis : a new tool for science administrators. IN : Science. Vol. 188 (4187 ; 1975 ; P. 432-429.

দুর্ধোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের তথ্য ব্যবস্থা

মোহাম্মদ হোজ্জাহ হাফেজ চৌধুরী, প্রভিন্সাল বিজ্ঞান লেখা, ঢাকা। মিরজা হোঃ বেহাউল ইসলাম, দি বৃটিশ কাউন্সিল, ঢাকা।

• ভূমিকা

দুর্ধোগ ভূমিকা বাংলাদেশের অধিবাসীদের নিত্য সাধা। এদেশের মানুষ প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্ধোগের ভয়ে আতঙ্কিত থাকে। প্রকৃতিও প্রকৃতিকে স্বাভাবিক ধরে নিয়েই অসুস্থের উপর নির্ভর করে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা পরিকল্পিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা অনেকটা প্রাকৃতিক দুর্ধোগের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে বিশেষভাবে যে সকল দুর্ধোগ দেখা যায় তার কয়েকটি হলো :

- (১) বজ্র (২) জলোচ্ছ্বাস (৩) ঘূর্ণিঝড় (৪) অতিবৃষ্টি (৫) ঈলাবৃষ্টি (৬) বজ্রপাত (৭) অনাবৃষ্টি (৮) ভূমিকম্প ও ভূশাভ (৯) ভূমিকম্প (১০) মহামারী (১১) পরিবেশ দূষণ (১২) প্রাকৃতিক ভারসাম্য অনিশ্চিত দশা (১৩) পোকাকার আক্রমণ শত্রু নষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

বিগত ২৭ বৎসরে ৭টি প্রচেষ্টা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ্যে মানুষের, যত্ন ছাড়াও তৎকালীন মুসলমান কল্পণকে ১০০ কোটি টাকার ক্ষয় বিলুপ্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

বিগত ৩৪ বৎসরে বাংলাদেশে মোট ২৭ বার বজ্র হয়েছে। তন্মধ্যে ২ বারের বজ্র ছিল তীব্র, ৭ বারের বজ্র ছিল মাঝারি এবং ১১ বারের বজ্র ছিল হালকা ধরনের। তীব্র ও মাঝারি ধরনের ১৬ বারের বজ্রায় শুধুমাত্র খাজনাত্তর ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১ কোটি পাঁচশে ৩০ লাখ টন। এবার সহ মোট ১৭ বারের বজ্রায় পানিতে ডুবে, বোতের তোড়ে এবং নৌকা ডুবিয়ে প্রায় হানি ঘটেছে কয়েক হাজার মানুষের। লক্ষ লক্ষ ঘর বাড়ী সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়েছে এবং সাড়ে ছয় লাখের উপর পানীয় শত্রু মায়া পে গেছে। ফল ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি

হয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকার উপরে। অথচ বিশেষজ্ঞের মতে ১৪ হাজার কোটি টাকার বাংলাদেশে বজ্র নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হতে পারত।

অতিবৃষ্টি ঈলাবৃষ্টি অনাবৃষ্টি এদেশের প্রতিবছরেরই সাধারণ ঘটনা। বজ্র জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের মত অতিক্রম দুর্ধোগের তুলনায় এগুলো অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। তবুও এ সকল কারণেও প্রতিবছরই এদেশের খাজনাত্তর উৎপাদন ব্যাহত হয়। বজ্র পরবর্তী সময়ে এদেশে সাধারণতঃ মহামারী দেখা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বোলই মহামারী আকারে দেখা দিলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে উঠে অসহনীয়। অপরিকল্পিত ঘর-বাড়ী ও কলকারখানা পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে এবং প্রতিকারের তেমন পরদৃশ্য নেই। এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট কড়কড়ি, পণ্যপাণির নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে রক্ষা করিতে বার্ষিক হুজু।

ভূমিকম্প আবেশিতার যেভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পেল তা আমাদেরকেও চিন্তিত করে তোলে। যদিও এদেশে তেমন বড় ধরনের ভূমিকম্প এখনো হয়নি। তবুও শীঘ্রই ঘটে যেতে পারে উন্নত পাঠ আমাদেরকে সচেতন থাকতেই যেন নির্দেশ দিচ্ছে। এ পর্যন্ত এদেশে বা আশে-পাশে যে ভূমিকম্প হয়েছে তার একটি চিত্র তুলে ধরঃ একবারে অসংখ্যক হয়ে না।

বিগত ৬৫ আগস্ট ১৯৮০ ইং শাল লকালে দাড়া বাংলাদেশে কোথাও তীব্র কোথাও বা শূন্য ভূকম্পন অস্তিত্ব হয়েছে। আবহাওয়া বিভাগের রেকর্ড অনুযায়ী লকাল ৬টা ০৭ মিনিট ২৭ সেকেন্ডে আরম্ভ হয়ে প্রায় ৪৮ সেঃ এই ভূকম্পন স্থায়ী ছিল। ঢাকার এই ভূকম্পনের স্থায়ী ছিল প্রায় ৪০ সেঃ। গত ২১শে আগস্ট ১৯৮০ পুনরায়

সাধারণে যাকারী ধরনের ভূকম্পন অহুত হয়। রেইর ফেলের এই তীব্রতা ছিল ৬. ৭। একই দিন উত্তর ভারত ও পূর্ব নেপালের বিভিন্ন এলাকা হুড়ু ভূকম্পন অহুত হয়। এতে কয়েক শত লোক নিহত হয়। তাছাড়া বহু ঘরবাড়ী এবং অস্ত্রাস্ত্র সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। রেইর ফেলের এই তীব্রতা ছিল ৭. ৩।

আবহাওয়া বপ্তরের এক সভাকার জানা যায় ১৯৮৪ সালে ৪৩ বার, ১৯৮৬ সালে ৩৭ বার, ১৯৮৭ সালে ২২ বার এবং ১৯৮৮ সালের ১লা জানুয়ারী হতে ৩ই আগস্ট পর্যন্ত মোট ৩২ বার ভূকম্পন বাংলাদেশে অহুত হয়েছে।

বিভিন্ন দুর্ধাগ ও দুর্বিপাক সংকীর্ণনও যে মোকাবেলায় বাংলাদেশে যে সকল বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখন উপস্থাপন করা হচ্ছে :

দুর্ধাগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি বিভাগ দুর্ধাগ ধরনকালে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

এগুলো হচ্ছে :

- ১ খাদ্য পরিকল্পনা ও সর্ভকীকরণ পরিবালক
- ২ খাদ্য মহাপালয়ের পরিকল্পনা সেল
- ৩ জাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ
- জাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ছাড়াও আরও ১১টি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ বিভিন্ন বিভাগে দুর্ধাগ মুহুর্তে কার্যকরী থাকে। যেমন—

- ১ সেচ, পানি উন্নয়ন ও বস্তা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
- ২ স্বাস্থ্য
- ৩ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
- ৪ সামরিক বাহিনী
- ৫ নৌবাহিনী
- ৬ পুলিশ
- ৭ তথ্য ও সম্প্রচার
- ৮ খাদ্য বিভাগ
- ৯ বেল সড়ক ও জনপথ বিভাগ

১০ বন্দর, জাহাজ চলাচল, আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন বিভাগ

১১ পুঁজু ও নগর উন্নয়ন।

এছাড়াও বস্তা তথ্যসংগ্রহের নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগের মাধ্যম, কতৃপক্ষের মাঝে যোগাযোগ, দুর্ধাগ পূর্ব প্রতিক্রিয়া এবং জাণ ও পুনর্বাসনের পূর্ব দায়িত্ব সম্পর্কে একটি নির্দেশিকা (Standing Orders for Food) সম্পর্কিত বিভিন্ন মহাপালয় ও বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে।

বস্তা, অলোকাস, সূর্যকক্ষ, অতিশ্রুতি, নীপাত্তি, গরুপাত, অনাবৃষ্টি এ সকল ক্ষেত্রে সর্ভকীকরণ ও মোকাবেলায় বিশেষভাবে যে কয়টি লক্ষ্য বা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তার মধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আবহাওয়া বপ্তর, স্যামো বিদেশভাবে উল্লেখযোগ্য।

১ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদের হ্রাস ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বস্তার সময়সীতে, যেমন যে থেকে সেপ্টেম্বর, দারাদেশের নদী ও এর বাঁধ-এর উপর বিশেষ নজর রাখার ঊন্থ বস্তাতথ্যকেন্দ্র নামে একটি বিশেষ সেল উপ-পরিচালকের দায়িত্বে কার্যকরী থাকে। এ সময়ে বিভিন্ন নদীর পানির প্রতিদিনের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনে সর্ভকীকরণ করা এর মূল কাজ। এছাড়াও নদী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও তৃতাত্ত্বিক পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর নামে দুটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে রয়েছে।

২ নদী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

- ১ নদীর প্রবিধান (Regulation) ও প্রশিক্ষণ
- ২ বাঁধের বাড়তি পানি নির্গমনের পথ, বাঁধ, জাগাল ইত্যাদির উপর গবেষণা করা।
- ৩ ঘোড়া লম্বা পর্যালোচনা করা।
- ৪ পানি বিজ্ঞান ও নদীর পলি সঞ্চার উপাত্ত সংগ্রহ করা।
- ৫ স্থানিকার বিশ্লেষণ।

৬ পলি বিস্ফেব।

৭ বাধের স্থায়িত্ব ও প্রতিরোধ।

৮ ঢাল বিস্ফেব, বৈজ্ঞানিক সাপ্ত পটীকা এবং
কুশলতি সম্পর্কিত অধ্যয়ন।

৯ বৃষ্টিপাতের উপাত্তের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ও
বস্তার সাথে এর সম্পর্ক নির্ণয়।

১০ বস্তা নিয়ন্ত্রণ-খনন, সেচ, তীব্রতা, নদী প্রশিক্ষণ,
বাধ, হাইল রেগুলেটর ইত্যাদির মত বিভিন্ন হাইড্রোলিক
কাঠামোর উন্নয়ন, স্থায়িত্ব বন্ধা ও তৈরী সম্পর্কিত গবেষণা।

বাক্য পরিচালনা।

১১ নদীর গতি পরিবর্তন, তলানীর কারণে নৌযানের
উপর প্রভাব সম্পর্কে বিবিধ গবেষণা।

৩ আবহাওয়া অধিদপ্তরের কার্যক্রম

দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা :

১ সমুদ্র ও নদী বন্দরের সংকেতগুলোকে জনপ্রিয়
করণ।

২ ঘূর্ণিঝড়ের সময়ের অনবরত এবং অন্ত্যস্ত সময়ের
নির্দিষ্ট সময় অন্তর রেডিও টেলিভিশনের আলোচনা ধারণ
ও বক্তব্য প্রচার।

৩ জনগণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির জন্য জাতীয় ও
উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা আলোচনাচক্রের আয়োজন ও
ধারণ।

৪ সর্ভকীকরণ সংকেতকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য
স্থানীয় জনগণের সাথে পর্বাণ্ড সভা/সমাবেশ করার জন্য
মার্ত পর্বাণ্ডের আবহাওয়া বিভাগীয়ভাবে নির্দেশক পাঠানো।

৫ সাধারণিক পর্বাণ্ডের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে (আবহাওয়া
সম্পর্কিত) একটি পরিচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষা
পরিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন।

৬ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও বাজারে পোষ্টার বা কাণ্ডলি
বিস্তরণ, প্রমাণা ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে সর্ভকীকরণ
সংকেতকে জনপ্রিয় করে তোলা।

সর্ভকীকরণ

সর্ভকীকরণ অবস্থার ঘূর্ণিকড়, সম্পর্কে যত্নসহ লক্ষ্য
ঘূর্ণিকড় প্রভৃতি প্রকল্প, রেডিও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
টেলিভিশন, গ্রাম ও পুনর্বাসন মহাপ্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ,
গ্রাম ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর ও বেডক্রিস্ট সোলাইটিকে
জানিয়ে দেয়া।

দুর্যোগ সুরক্ষা

দুর্যোগ সুরক্ষা সর্ভকীকরণ সংস্থার নিয়ন্ত্রিত তথ্য
অনুসৃত করা হয়।

১ সড়কের অবস্থান।

২ সড়কের দিক ও গতি।

৩ যে যে অঞ্চলে (যথাযথ উপজেলা) পর্বত উল্লেখ
করে) দিয়ে প্রকাশিত হবে।

৪ প্রবল হাওয়া (ঘণ্টায় ৩২ মাইলের উপরে) আরও
হওয়ার আনুমানিক সময়।

৫ বাতাসের সত্যতা সর্বোচ্চ প্রতিবেদন।

৬ তলোচ্ছাস/স্রোত এর আনুমানিক উচ্চতা এবং
প্রাবিত অঞ্চল (উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত) নির্ধারণ।

এ সকল সংবাদ যথাযথ স্থানে বিশেষতঃ রেডিও এবং
টেলিভিশনে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা :

১ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব এবং সর্ভকীকরণের সংবাদ
ঘূর্ণিকড়কে কতটুকু নিশ্চিত করতে পেরেছে তার স্থানায়ন।

২ গবেষণার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান সকল হতে উপাত্ত সংগ্রহ
করা।

৩ সংকেত প্রদান সম্পর্কে উক্ত এলাকার জনগণের
সভাসভার মূল্যায়ন।

৪ স্প্যান্সার কন্ট্রোল কার্যক্রম

(১) এতদ্বাক্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্ভকীকরণ
দেয়া।

(২) যেসব সকল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

(৩) যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্ভকীকরণ, চিহ্নিতকরণ,

শেষীকরণ এবং সর্জনীয়ের কার্যকরী পদ্ধতির উদ্ভাবন।

(৪) দেশের বিভিন্ন মঙ্গলনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য তথা সংগ্রহ, প্রস্তুতি এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা।

দর্বাধিক সংখ্যক শিবোনামের সামগ্রিকী গ্রহণ করে থাকে। এর পরিমাণ মাত্র ১০০০টি বা পাঁচাত্তরের উন্নত মানের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মণ্ডল মাত্র।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গুটিকতক প্রতিষ্ঠান ছাড়া গ্রাম সংকলনের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। উপরে উল্লিখিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা এ চিহ্নটি দৃষ্টে উঠেছে। আমায়ের দেশে গ্রাথাগায়ের সামিক উন্নয়নে বাঞ্ছনীয় বাটতি নিতাইনমিত্তিক ঘটনা। অথচ তথ্যের গুরুত্ব অস্বাধীন করে আজ সারা পৃথিবী সমগ্র পৃষ্ঠি নিয়ে তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত করছে নিজেকে। কেননা তথ্যের নির্ভরতা থেকে পরিপূর্ণ পরনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হওয়ার আশংকাকৃত হতে চায় মনলেই। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জানিয়েল বেল সভ্যতার ইতিহাসকে তিনটি ভাবে ভাগ করেছে। কৃষি নির্ভর, শিল্প নির্ভর ও তথ্য নির্ভর। এ তথ্য সভ্যতাকে নয় আশংকের পৃথিবীকেও এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়; তার মতে মুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র তথ্য নির্ভর জাতি। তাঁর একবারটির প্রশ্ন পাওয়া যায় যখন শোনা যায় মুক্তরাষ্ট্রের বাট ভাগ প্রায় যায় করা হচ্ছে তথ্য সম্পর্কিত ক্রিয়াকর্মে। মুক্তরাষ্ট্র, জাপান এগো আজ পৃথিবীর বিভিন্ন তথ্য আহরণের আগ্রাণ প্রদেষ্টি চাপিয়ে যাচ্ছে।

তাই আমরা যেন করি উপযোগেবিত সংস্থা বা এ ধরনের অত্যন্ত সংস্থাগুলোকে সত্যিকার অর্থে কার্যকরী করে তুলতে গ্রাথাগায়ের মান বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। অনুমান প্রযুক্তিমাধ্যমী করে তা ব্যবহার করলে দেশের উন্নতি হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায় না। দেশের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষকদের গঠিত অবস্থান রাখার জন্য যথেষ্ট তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলে দেশ ও জাতি হিসেবে হিসেবে নিচিহ্নে যেতে থাকবে। দেশীয় সম্পদ রক্ষা, উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে যত্নসহ কাজ করছে সেগুলোতে কর্মরত গবেষকদের

প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ না করা হলে কোন মতেই উন্নতির সঠিক পথ যেমন গলনা করা সম্ভব হবে না। তেমনি কার্যকরী উদ্ভাবনে কোন অবস্থান রাখাও সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি সংস্থা প্রথাগায়কে পূর্ণবিভাগীয় সর্বাঙ্গী মান করা প্রয়োজন।

আজ সারা পৃথিবীতে তথ্য প্রযুক্তির যে আগ্রহণ বর্তি হয়েছে তা নানা দিক থেকে বাংলাদেশে কিছু কিছু এসে পৌঁছলেও গ্রাথাগারে (বেটি বর্তমানে তথ্যকেন্দ্র বলে বিবেচিত) এ দেষ্ট তেমনভাবে লাগেনি। তথ্যের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রাথাগারের মান উন্নয়ন এরা প্রয়োজনে কম্পিউটারাইজড করা আজ অত্যন্ত জরুরী।

(৫) সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার জন্য একটি ভূগোল তথ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(৬) বিভিন্নভাবে দূর অস্বাধীন তথ্যের ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতির সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।

(৭) কৃষি, পানি সম্পদ, বন সম্পদ, স্বাস্থ্য, আবহাওয়া, জুত্ব, সমুদ্রবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৮) উপযুক্ত বেয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতা সৃষ্টি করা।

(৯) মহাকাশ বিজ্ঞান ও দূর অস্বাধীন কাঙ্ক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা নির্ণয়ে বাংলাদেশ সরকারকে স্বেচ্ছা তথ্য সরবরাহ করা।

উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রকল্পকে কার্যকরী করে তুলতে, গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে এবং জনগণের কাছে সন্ধ্যা পৌঁছে দেয়ার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য কয়েকটি শাখা স্বেচ্ছাগেতে রয়েছে, যেমন, মনিত্তি শাখা, তথ্য সংগ্রহ শাখা ও গ্রাথাগার। এর গ্রাথাগারে পুস্তক সংখ্যা ৬০০০টি। ৬৫টি শিরোনামের সামগ্রিকী টাঙ্কা দিয়ে থাকে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের গ্রাথাগারে বই সহ মোট প্রকাশনা ৫, ৪০৬টি। কোন সামগ্রিকী জন্য টাঙ্কা দেয়া হয় না। আবহাওয়া অধিদপ্তরের উদ্ভুক্ত সফল করতে

গ্রন্থাগারে সাংস্কৃতিক পদ্ধতিসূচী সেবা প্রদান ঘোটেট পদ্ধতি হচ্ছে না। অবিস্তৃতভাবে প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য কার্যকরী সেবা পদ্ধতি গড়ে উঠেনি। পেশারার প্যাঁচ কঠোর অভাব রয়েছে।

নবী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে মোট বই সংখ্যা ৪০০-টি। এ ছাড়াও রয়েছে বিভাগ বিদ্যার টেবিল এও উপর ৪০০-টি প্রকাশনা। ৪টি শিরোনামের সাময়িকীর জন্য চাড়া গ্রহণ করা হয়। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার মর্যাদা সম্পন্ন একজন গ্রন্থাগারিক কর্মরত রয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের গ্রন্থাগারের নিজস্ব রিপোর্ট ব্যক্তিরকে কোন সংগ্রহের প্রতি এর আকর্ষণ নেই। কোন সাময়িকী এখানে সংগ্রহ করা হয় না এবং পুস্তক সংখ্যা কয়েকশত মাত্র। একজন অপেশাদার কর্মী দ্বারা এই গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হচ্ছে।

গবেষণার কাজ পরিচালনা করতে গবেষককে অবশ্যই তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। গবেষকের গবেষণার বিরাট সমস্যাটি অভিযান্ত্রিক হয়ে থাকে ওয়া সংগ্রহের কাজে। কেননা তিনি তার কর্ম পরিচালনা ও পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ নির্ধারণের পেছনে থাকেন অধ্যয়নের মাধ্যমে।

তার পরিকল্পিত কর্মটির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণা পুঁথির কোথায় কোথায় রয়েছে বা হচ্ছে একে দেখলে কে বা কারা পরিচালনা করছে বা এ সকল গবেষণার ফল কি ইত্যাদি জেনে নিজে গবেষণার দৃষ্টিকোণ পদ্ধতি তৈরী করে অগ্রসর হতে সক্ষম হন। গবেষণা কর্মের প্রতি পদক্ষেপে প্রয়োজন হয় তথ্যের। যে কোন দৃষ্টিকোণে পূর্ণতা নেই হচ্ছে প্রয়োজনীয় প্যাঁচ তথ্য হাতে পাওয়া। আর এ তথ্য হাতে পাওয়ার জন্য গবেষণা পরামর্শ দান গ্রন্থাগারিকের কাছে আবার গবেষক নিজে ছুঁতে একজন উন্নয়নের জানী হতে পারেন। কিন্তু তিনি চলে গেলে সে বিষয়ে পরবর্তী ব্যক্তিকে দৃষ্টিকোণে গ্রহণ করবেন কে? তাই তার গবেষণার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও কলস্রুতি দৃষ্টিকোণ তথ্য গ্রন্থাগারে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। উন্নয়নশীল গবেষণার অন্তিমকাল ধরে তার

গবেষণার কল স্তোত্র করতে সক্ষম হন।

বাংলাদেশে বহুক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক পরিচালনাই বাস্তবে বিলম্ব হয়েছে। যেমন-৮ কোটি টাকা ব্যয়ের পর দ্বার চাব প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়েছে। বৃল পরিচালনার জন্যই চাকার সামগ্রী সেতুটি তেলে আবার নতুন করে করতে হয়েছে। এনিস্তাবে দেখা যায় বার বার পরিচালনা করে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে পরিত্যক্ত হচ্ছে বিভিন্ন কার্যক্রম। এ সকল ক্ষেত্রে গবেষক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানীদের দোষ দোষা চলে না। তারা তাদের অস্তিত্ব জান ও কলস্রুতি ভিত্তিতে অবশ্যই বোটা চালানো। কিন্তু তাদের জান অত্যাধুনিক সাধারণ দৃষ্টিকোণ বৃদ্ধির জন্য বড়টুকু বাবস্থা রাখা হয়েছে এটি তুলিয়ে দেখা দরকার। এদিক থেকে সহযোগিতা করার জন্য অবশ্য অনেক প্রতিষ্ঠানেই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগার স্থাপনের সময় সকলের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্মপ্রসারী। কিন্তু অতিরিক্ত তা অস্তিত্বিত হয়ে পড়ে। সাময়িকী গ্রন্থাগারের জন্য অত্যন্ত জরুরী হওয়া সত্ত্বেও এটি সংগ্রহের জন্য বৈশিষ্ট্যগত ক্ষেত্রেই কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয় না। বাংলাদেশে চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

সুখমাত্র গ্রন্থাগারের মান উন্নয়ন করতে কান্ড হলে চলেবে না। বরং জাতীয় অর্থের অপচয় হোষ এবং ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করে দেয়ার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে। আজ দ্বারা পুঁথিবীতে পারস্পরিক সম্পর্ক ও তথ্য বিনিময়ের জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন ইনফরমেশন সিস্টেম স্থানীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভাবে গড়ে উঠেছে। তবে দুঃখ জনক যে আমাদের দেশ বার বার দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোন সম্পর্ক গড়ে তবে একটি অপরাধি গবেষকের সহযোগিতার জন্য কোন নিয়ম নিয়ম গড়ে উঠেনি। যেহেতু এ সমস্যাটি অনেকটাই ভৌগোলিক। তাই স্পার্শ্বের প্রস্তাবিত ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে গড়ে তোলা উচিত। এতে অবশ্যই আবহাওয়া অধিদপ্তর, পানি

স্বাক্ষর

এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তুতুতু জটীল অধিগুপ্ত, কবি বিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কিত সংস্থাগুলোকে অতীত করা উচিত। এছাড়াও বঙ্গা তথা কেন্দ্র ও বড় জলোচ্ছাস তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলে সকলের নিকট তথ্যকে সহজ প্রাপ্য করার প্রয়োজনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা তথ্য কেন্দ্র শুধুমাত্র ঐ সংস্থার প্রয়োজন মিটানোর জন্যই কাজ করে থাকে ও বন্যার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। গবেষণা ও সমাজ সেবকদের জন্য সম্পর্কিত সকল ধরনের তথ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা: বিধানের জন্য জাতীয় ভিত্তিতে বন্যা তথ্য কেন্দ্র এবং বড়-জলোচ্ছাস ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রাথমিক দুর্ভোগের এধীন সমস্ত একটি দেশের পক্ষে এককভাবে সমাধান করা কখনোই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের উপর্যুপরি দুর্ভোগের প্রেক্ষিতে আজ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃতি হয়েছে যে আঞ্চলিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে এর সমাধান সম্ভব নয়। তাই দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতির একটি ভৌগোলিক অ্যা ব্যবস্থা গঠনের উদ্যোগ নেয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ ভাবে বাংলাদেশের এ ব্যাপারে উদ্ভাগী হওয়া উচিত। বাংলাদেশের প্রভাবিত জাতীয় ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক ভৌগোলিক ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে পারে।

বাংলাদেশের দুর্ভোগ মোকাবিলা শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম দিয়ে সম্ভব নয়। কেননা প্রকৃতি ষেমাগকে আঘাতে আনা। আঘাত সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই সতর্ক হওয়ার ব্যবস্থা করাটাই জরুরী। অবত বৈশিষ্ট্য ভাগ সংগ্রহী সতর্ক করার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। বিশেষতঃ আবহাওয়া হস্তর দুর্ভোগ পূর্ব সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের সংকেত প্রাপ্তিকে সহজ করে তুলতে বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে থাকে। তবে এখনও দেখা যায় হিশিয়ারী সংকেত দেখা সত্ত্বেও মানুষের মাঝে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়ার মানসিকতা অনেক সময়ে দেখা যায় না। ১৯৮৮-এর জলোচ্ছাসের পূর্বেই রেডক্রস-এ তথ্যটি দিয়েছিল। আবার উদ্ভিচরণের ঘূর্ণীকড়ে এমনকি দুর্ভাগের ঘূর্ণীকড়েও হিশিয়ার জানানো

সত্ত্বেও সে এলাকার অধিবাসী ঝড় সম্পর্কে অবহিত হতে পারেনি। অত্যন্ত দুঃখজনক যে উদ্ভিচরণে একটি মাত্র রেডিও সেট ছিল। তাও ছিল ধারণা অবস্থায়। এ সকল দিকগুলো বিবেচনা করলে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয় যেটি তা হলো সাংস্কৃতিক সমস্যা। আমাদের জনগণ এই বিজ্ঞানের মূগে বাস করেও তাগোর উপর নির্ভরশীল। জনগণের এই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সঠিক প্রয়োজন হলেই সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে। এই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সঠিক করার জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে হবে যা জনগণের আশ্রয় সক্ষম হিসেবে যেতে সক্ষম। আমরা মনে করি একমাত্র গণ প্রচারণা এই এমন কার্যক্রমে সফল ভূমিকা রাখতে পারে। তাই অন্ততঃপক্ষে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত গণ-প্রচারণার গড়ে তুলে এবং প্রতিটি গ্রামে এর প্রায়মান Mbbble library service শাখা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থানিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি মানুষকে এর শক্তির অতীত করা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। অভিজ্ঞ-ভিক্সাল শাস্ত্রীয় মাধ্যমে সাধারণ জনগণের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে, যেমন তাগোর কবি গৃহস্থালী কাজ করবে আধুনিক উপায় সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া শিক। দেখা সম্ভব, তেমনই সঠিক মূল্য মন পঠন ও স্থানগত সঠিক কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে। যে কারণে উদ্ভিচরণের জনগণ জানতে পারেনি জরুর ঘূর্ণীকড়ে কথা এ ধরনের সমস্যাগুলো সমাধানও হবে। যে সকল কারণে প্রাকৃতিক ভায়াসার নষ্ট হচ্ছে সে সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে তাগোরকে প্রাকৃতিক ভায়াসার নষ্ট না করার জন্য উত্থু করা অত্যন্ত সহজ হবে। তাই শাস্ত্র দেশের সুই ও কার্যকরী গণ প্রচারণার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। উপকূলীয় অঞ্চলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং অন্যান্য স্থানে জনগণের মিলনকে ও দেশের সকল ধরনের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রাপ্তিষ্ঠান তথ্য স্থানীয় জনগণের প্রাপ্তকেন্দ্র রূপে গণপ্রচারণার গড়ে তোলার মাঠে হওয়া উচিত।

Bibliography :

1. Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization : SPARSO) : (Brochure)
2. Chowdhury AM. Research on tropical cyclone in SPARSO. Paper presented at the Workshop on Dynamics of the Tropical Cyclones, Visakhapatnam, India, 22-27 March 1987.
3. Gallagher R. Flood monitoring in Bangladesh : a study of responses to the 1984 crisis. n. p. : War on Want. n. d.
4. Landau HB. The challenge of the emerging

information society : are we ready ? Rep. from : Libraries and information science in the electronic age. 1986

5. Pramanik MAH. Role of remote sensing technology in flood studies. The Bangladesh Times 1988 Nov, 12 & 13
6. Thirty years of Hydraulic Research Laboratory and eight years of River Research Institute. (DHAKA) : Bangladesh Water Development Board, 1984.
7. পূর্ণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার বুলেটিন ১০২৫ কালিক ৩ : ১-৫
8. প্রতিদ্বন্দ্বি : বিজ্ঞান দর্শনার ১০২৫ কালিক ।

গ্রন্থাগার সংবাদ

পঞ্জীকৃত পাঠ্যপুস্তক, বীরাপুর : গত ১৯ই জুন, ৯১

পাঠ্যপুস্তকের উত্তরণে বীরাপুর-নজরুল সন্থা পালন করা হয় ।
সত্যায় বীরাপুর নজরুল সন্থা ক্রম এবং বর্তমান কালে
তার প্রভাব নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয় । সত্যায়
সত্যায়তিয় করেন শিক্ষক শ্রী বিশ্বনাথ বোস ।

সংকলিত, চাকপোতা :

গত ১১ই মে গ্রন্থাগারে প্রাপ্তে বীরাপুরে ১০০তম
জন্মদিন পালন করা হয় । বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রী গুণধর মাজী
বীরাপুর প্রভিত্তার উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন । সত্যায়
সত্যায়তিয় করেন গ্রন্থাগারের সত্যায়তি নিবাহী মাস্তা ।

সংকলক :—অনুল সত্যায় সরকার

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্স

১৯৮৯-৯০ এর বার্ষিক পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা

প্রথম শ্রেণী (কলাকলেবর ক্রম অনুযায়ী)

ক্রঃ নং	নাম	পরীক্ষার রোল নং	ক্রঃ নং	নাম	পরীক্ষার রোল নং
1	সেব্রত ভট্টাচার্য	69	27	পৌতম চক্রবর্তী	77
2	রঞ্জিত কুমার দাস	119	28	মহেশ্বর কুমার	85
3	অজয় মিশ্র	34	29	ছাত্রা সামন্ত	5
4	কঞ্জিল আনোয়ার	90	30	অপূর্বলাল রায়	42
5	পৌরী ভট্টাচার্য	7	31	অর্ণব রায়	45
6	পুলক সাহা	113	32	শার্খ সুখোপাধ্যায়	104
7	চকল বিশ্বাস	63	33	চন্দন কুমার ভট্টাচার্য	64
8	অরুণ দত্ত	144	34	প্রদীপ সাহা	109
9	সুখেন্দু সরকার	141	35	জাবনী কুমার	26
10	শাখতী মালেকার	22	36	মহঃ মোজেন আলি	92
11	অমিত সরকার	39	37	গোরাচাঁদ দাস	76
12	গোজী দিনহা রায়	18	38	মঞ্জুরী সরকার	13
13	মিতা ঘোষ	14	39	পূর্ণেন্দু কুমার রায়	115
14	অমিত বরণ বসু	46	40	শান্তনু মজুমদার	127
15	রুবি মণ্ডল	19	41	প্রশর্না দত্ত	28
16	বিশ্ব কুমার আদক	145	42	সুগলকান্তি মণ্ডল	99
17	অর্দ্রব বিশ্বাস	44	43	উমা আচার্য	30
18	চণ্ডী দাস	66	44	অমিত দত্ত	37
19	অমরাধা শাহিড়ী	2	45	বসিকা দাস	9
20	প্রাণ গোপাল পাণ্ডা	110	46	পূর্ণচন্দ্র রায়	114
21	ভমালী ঘোষ	29	47	শেলী সুখোপাধ্যায়	23
22	মিতুল মহাপাত্র	15	48	প্রবোধ কুমার মাহাতো	106
23	লজ্জত কুমার মণ্ডল	129	49	সংযুক্তা দাস	20
24	দীপা ঘোষ	24	50	নজরুল ইসলাম	101
25	রঞ্জিত কুমার রায়	120	51	রবীন্দ্রনাথ সরকার	117
26	উৎপল নারায়ণ	150	52	দর্শনী শান্তাল	27

প্ৰাঃ হান	নাম	পৰীক্ষাৰ ৰোল নং	প্ৰাঃ হান	নাম	পৰীক্ষাৰ ৰোল নং
53	ইন্দ্ৰজিৎ হানুভণ্ড	78	77	কৃষ্ণ বাবু (বোম্ব)	10
54	প্ৰবীৰ কুমাৰ বোম্ব	105	78	সত্যীৰ কুমাৰ চক্ৰবৰ্তী	126
55	বশন কুমাৰ মণ্ডল	148	79	অভিজিৎ বোম্ব	32
56	অশোক কুমাৰ হাল	51	80	মহাঃ গুপ্তাৰ হুসেন	91
57	বিলীপ কুমাৰ তট্টাচাৰ্য্য	72	81	ব্ৰজত চক্ৰবৰ্তী	136
58	মহাঃ বৰিউল হুসেন	94	82	অমিত কুমাৰ গোপাল	48
59	হুজিত কুমাৰ মণ্ডল	139	83	বুজল তট্টাচাৰ্য্য	96
60	অৰূপ মণ্ডল	41	84	জাবনী জ্ঞানঃ	25
61	অশোক কুমাৰ ভট্ট	50	85	হুখেন্দু দে	140
62	অভিজিৎ বাল্য	54	86	গোলোক বিহাৰী কুহু	74
63	শ্যামা লাহা	21	87	গোপীনাথ মণ্ডল	75
64	নিৰ্মল কুমাৰ দে	157N	88	অম্বিকাম ধামজই	43
65	ব্ৰজ কুমাৰ মাইতি	147	89	প্ৰমুখ কুমাৰ হালদাৰ	108
66	লোমেশ্বৰ বড়াল	134	90	কান্তিক চন্দ্ৰ শৰকাৰ	82
67	অজয় কুমাৰ বৰু	36	91	পদ্ম কুমাৰ বিশাল	124
68	মহাঃ তাইবুল হুসেন	154N	92	চন্দ্ৰানী হিৰা	4
69	ভবেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰ্মা	56	93	শ্ৰীশশিমা হিৰা	70
70	নিমাই চন্দ্ৰ বলাক	103	94	কামৰূপ মাৰ্গভেদ	81
71	সুজয় কুমাৰ বোম্ব	122	95	অজিত কুমাৰ হাল	35
72	অমিত কুমাৰ আচাৰ্য্য	38	96	বিশ্ব কুমাৰ দে	61
73	অনিপ দে	40	97	চন্দ্ৰনা লটি	3
74	অশোক কুমাৰ মাজি	51	98	চন্দ্ৰ কুমাৰ মণ্ডল	65
75	মহাঃ বুণ্ডিৰ লান	93	99	গীৰা বেতা	17
76	নজ্জ বেবনাথ	102			

দ্বিতীয় শ্রেণী (পত্রীকার হোল নং অনুযায়ী)

নাম	পত্রীকার হোল নং	নাম	পত্রীকার হোল নং
অরুণা বিশ্বাস	1	প্রভাতকুমার কর্মকার	112
সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়	6N	শক্তিপদ রায়	123
সাবিত্রী দাস	12N	সবীৰ কুমার দুখারী	125
অনীম কুমার দে	47	শান্তিকুমার রায়	128
অশোক সোমসাই	49	জামল দে সরকার	130
আভাতোব রায়	53	জামাল দে সরকার	131
অশীষ চৌধুরী	57	শিশির কুমার পাণ্ডা	132 -
বিদ্যাৎ বরণ মণ্ডল	58	শফিউল ইসলাম	133
বিকাশচন্দ্র সরকার	59	সুভাষচন্দ্র চন্দ্র	135
বিশ্বনাথ পাল	62	সুবীর কুমার বর্মণ	137
চন্দ্রশেখর বিশ্বাস	67	সুবীণা চ্যাটার্জী	138
বর্ষদাস নন্দী	71	সুনন্দা মজুমদার	142
জয়ন্ত কুমার রায়	79	বপন কুমার ব্যানার্জী	146
কিরিটি গাঙ্গুলী	83	উজ্জল কুমার বারিক	149
মানিকচন্দ্র খা	86	ভগবৎ চন্দ্রবর্তী	151N
মনোজকন শুক্লাচাণ্ড	87	মহঃ আতাউরহান রহমান	153N
মণীষ মজুমদার	95	নবকুমার মণ্ডল	155N
মৃণাল চ্যাটার্জী	97	প্রবীর কুমার খোঁস	158N
মৃণালকান্তি আচার্য	98	শচীন্দ্র চন্দ্রবর্তী	160N
মৃণালকান্তি খোঁস	100	শ্রীকান্ত হালদার	162N
প্রদীপকুমার হালদার	107	শুভচন্দ্র দাস	163N
প্রবীণকুমার খেব	111	সুবীর লম্বাধার	164N

ENGLISH ABSTRACTS

of the articles of Granthagar Vol. 39, No. 10 (Janu—Feb '90)

Editorial : Pay and Status of College Librarians.

pp. 238-9

The pay scales of the college and University teachers and most of the staff along with other employees of W. B. government have been revised. But unfortunately, the revised pay scale for the College librarians has not yet been announced.

According to the recommendation of the Ranganathan Committee (1967), the University Grants Commission (UGC) had taken the decision in 1962 to make the pay scale of the librarians equal to the college and university teachers. In connection with this, UGC recommended that the minimum qualifications for the college librarians should be M. A. and M. Lib. Sc. BLA has objected to this and has suggested that it should be either M. A. with B. Lib. Sc or Graduation with M. Lib. Sc.

The Mehrotra Committee (1986) report has given the guidelines for the pay scale revision of the librarians and has suggested that 80% of the expenditure should be borne by the Central Government. But it has not taken shape till date. Moreover, the status of the librarian is not clear in the laws and statutes of different universities with respect to their leave entitlement, retirement benefits and many other points.

Computer and Library : Arun Ghosh

pp. 240-5

The author discusses in this paper how

computers can be used in the housekeeping and information retrieval functions of the library.

The use of computers can be confined to the library or can be extended to a library network combining the databases of two or more Libraries. The author also discusses his personal experience of the use of computers in the Polytechnic of Central London Library. Finally the paper ends with the discussion on the effect of computers on intellectual activities and the role of computers in the libraries of this country.

Library and Information Science Periodicals — a Survey : Nandita Bhattacharyya.

pp. 246-252

This paper discusses the role and importance of contents page in library and information science periodicals. The discussion is based on a survey of fourteen library and information science journals. It is an interesting study of the essential information being provided by the contents page, their arrangement and additional information and also states what other information the contents page should provide in this modern age.

B. L. A. Programme : Information Analysis and Consolidation Workshop p. 256

A workshop on Information Analysis and Consolidation was organised by BLA during 15—21 January, 1990, with financial assistance from DST and the cooperation of Library and Information Science Department of Jadavpur

University, which provided the venue. The training was given by Prof. Ganesh Bhattacharyya, Dr. S. Seetharama, Dr. Aditya Ohdedar, S. M. Kulkarni and Ramkrishna Saha. 49 participants attended the workshop. The workshop was inaugurated by Dr. Sankar Sen.

the V. C. of Jadavpur University in the Institute of Chemical Engineers Auditorium. Prof. Prabir Roy Choudhury, the President of BLA, presided over the foundation. The valedictory session was held on 21st January, 1990 and was presided over by Mr P. B. Roy.

ENGLISH ABSTRACTS OF THE ARTICLES, ETC

Published in GRANTHAGAR V. 40, No. 11 Feb—Mar. 1991

Editorial : *Crisis of Bangiya Sahitya Parishad.* pp. 258—9

Bangiya Sahitya Parishad was established 97 years ago, for the study and enrichment of Bangali language, literature and Culture. Many eminent personalities like Haraprasad Mitra, Rabindranath Tagore, Ashutosh Mukherjee were associated with this institute. Now, this institute is facing a crisis. The members of the board of directors have resigned. Workers of the organisation are not getting their salary. The government states that unless the utilisation certificate of the previous grant given to the organisation, is submitted they can not issue further grants to the Parishad. As a result the workers are suffering. This situation should not be allowed to continue. A solution must be found.

Role of public library in literacy campaign :
Biren Chandra pp. 160-163

The public library has a very important role to play in the literacy campaign. Librarians by providing important information on daily necessities should encourage common people to come to the library and help the illiterate to become literate. This was also suggested by Dr. S. R. Ranganathan. In Russia, the public

libraries played an important role in removing illiteracy.

Nuyairi : Anil Chandra Pal pp. 264-5

A new intellectual movement for compilation of encyclopedia or 'mahakosh' started after the repeated destruction of the store of knowledge by Halaku and Taimur. The objective of this movement was to restore the writings of the predecessors and to recompile them. Among the participants, the most remarkable was Shahabuddin Ahmad Abdul Wahab Nuyairi Kindri. This encyclopedia (original name : Nehayat ul Arab Phi Phanun InsAbab) is dedicated to him. It took thirty years to complete this work spanning thirty volumes.

Bangiya Sahitya Parishad and its problems :
Prasanta Kishore Roy pp. 266-275

It states the origin, purpose and structure of the Bangiya Sahitya Parishad. It also lists the names of persons who donated personal collections to the library. It tries to trace the roots of present problems and gives suggestion for their improvement.

Thoughts of Saratchandra on library
Srikanta Basu pp. 276-8

The author pinpoints Saratchandra's ideas on library as reflected in his various writings.

By Ratna Das (Banerjee)

“...ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পাশি বুস্টানকে এক
বিরাট চিন্তাক্ষেত্রে সত্যসাধনার কাজে সমবেত করাই ভারতীয় বিজ্ঞানতন্ত্রের
প্রধান কাজ ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো অস্ত কথানো,
সাহস্য শেখানো নহে : লইবার ক্ষমতা অজ্ঞলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার
ক্ষমতা দশ আঙুল ঝাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না।
ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্য ভাবে লইতেও
পারিব।”

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২০০৫/৯১

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত পুস্তক

বিবিধ বিভাগসংগ্রহ

- বাঙালীর সংস্কৃতি : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫'০০
- বাঙালীর ভাষা : সুকুমার সেন ও শ্রুতকুমার সেন ১৫'০০
- কলকাতা তিনঘাতক : কৃষ্ণ ধর ১২'০০
- ভারতের কৃষি প্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ : গোহম সরকার ৮'০০

জীবনী গ্রন্থমালা

- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুকুমারী ভট্টাচার্য ৫'০০
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত ২'০০
- সুনীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত ৩'০০
- সুকুমার : লীলা মজুমদার ১৪'০০

বিবিধ গ্রন্থ

- প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা ১০'০০
- সুকুমার পরিচয় : পবিত্র সরকার সম্পাদিত ৩০'০০
- প্রেমচন্দ্র গল্প সংগ্রহ ৪৫'০০
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ ৫০'০০

মুদ্রণ

- আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০'০০
- আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০'০০
- আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০'০০

প্রাপ্তিস্থান

- আকাদেমি-দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০
- ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল কাউন্সার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০৭৩
- স্ত্রাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০০৭৩
- মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা-৭০০০৭৩
- দে বুক ষ্টোর, কলকাতা-৭০০০৭৩
- আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্র নন্দর রোড, বেলঘাটা, কলকাতা-৭০০০১০

আই সি এ২০০৫/২১

Annual Subscription : Rs. 36.00

Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment

LICENCE No. WB/CC-CL-2

Postal regd. No. WB/CC-145

Regd. No. R. N. 2674-47

Volume 41 : No. 2

May-June 1991

Contents

	PAGE
Assassination of Rajiv Gandhi and after (Editorial)	25
Nandita Bhattacharyya	
Citation and Citation indexing Importance and limitations	26
Md. Hochham Haider Chowdhuri and Mirza Md Rejaul Islam	
Information system on natural calamities in Bangladesh	35
Library News	42
Result of Certificate in Library Science Course 1989-90	43
English Abstracts	45

12 MAR 1992

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal
Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta-700 073,
General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466
at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: Pinakinath Mukhopadhyay

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৩

সম্পাদক : পিনাকীনাথ ঘোষাপাণ্ডার

১৩৯৮, আষাঢ়

সূচী

অশির আলো (সম্পাদকীয়)	পৃষ্ঠা 47
এম. এ গোপীনাথ	
গ্রন্থাগারিকতা ও গ্রন্থাগার পরিচালনা	48
সুকুমার শ্যামরাই	
গ্রন্থাগার বর্ধিত পরিষেবা : একটি মূল্যায়ণ প্রতিবেদন	55
গ্রন্থসমালোচনা	62
শোক সংবাদ	63
সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের যোগাতা শিথিল	
করণ সম্পর্কে সরকারী আদেশনামা	64
English Abstracts	66



প্রশ্নাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৩

সম্পাদক : শিলাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩২৮, আশ্বিন

সম্পাদকীয়

আশার আলো

জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে চতুর্থবার বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পশ্চিমবাংলায় সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এর ফলে রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনে ও কর্মচারীদের মনে এক নতুন প্রাণাশার সৃষ্টি হয়েছে।

বামফ্রন্টের আন্দোলন এবং প্রথম মন্ত্রীসভা গঠনের শুরু থেকেই ধাপে ধাপে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি শুরু হয়েছিল—নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এবং ক্রমোন্নতির গতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। একথা বলা যায় রাজ্যে সামগ্রিক গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার এসেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল বামফ্রন্টের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, প্রকাশক সংস্থা, রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর এবং জনপ্রতিনিধিদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই।

কিন্তু তৃতীয়বারের মন্ত্রীসভা গঠিত হবার পর থেকে গ্রন্থাগার দপ্তর ভিন্ন পথে চলা শুরু করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং কর্মচারী সমিতির কৃমিকা উপেক্ষা করা, বামফ্রন্টের ঘোষিত নীতির অবমূল্যায়নের প্রচেষ্টা, সর্বোপরি দপ্তরের কর্মকর্তাদের বেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করে অজিত সাফল্য-গুলিকে উপেক্ষা করা, ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য সমগ্র গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্য থেকেই প্রতিবাদ উঠতে থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গণসংগঠন, ইত্যাদির নিকট হস্তে গ্রন্থাগার মন্ত্রী ও তাঁর দপ্তর, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য বামফ্রন্ট এবং বামফ্রন্টের চেয়ারম্যানের নিকট প্রতিবাদ, স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়েছিল। যাই হোক, এবার একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এর ফলে অনেকেই নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়েছেন। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনে আশার সঞ্চার হয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টায় যে সর্বোত্তমভাবে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত—একথা আমরা অতীতেও বলেছি এখন আর একবার জানিয়ে দিতে চাই।

১৯৯০ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইয়াসলিকের [IASLIC] বার্ষিক

আলোচনাচক্রে প্রদত্ত মূল ভাষণ :

গ্রন্থাগারিকতা ও গ্রন্থাগার পরিচালনা

বক্তা : ডঃ এম. এ. গোস্বামী

অধ্যাপক, ডি আর টি সি, ব্যাঙ্গালোর

প্রস্তাবনা :

বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার পদ্ধতি হরে উঠেছে জটিল প্রণালী বিশেষ। পরিচালনা করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সারিধা অল্পখানযোগ্য :

- ১ মানব সম্পদ
- ২ পাঠ্য সম্পদ
- ৩ অর্থ ভাণ্ডার
- ৪ মূল্য সম্পদ
- ৫ স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ

যদি বাহ্যিক গ্রন্থাগারের পরিবেশকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমস্ত গুণগত কোয়ালিটি কিংবা স্বাস্থ্যক্ষেত্রের পরিবেশগত সার্বিক উপাদান বিস্তারিত। গ্রন্থাগারিক মহোদয় অথবা গ্রন্থাগারের মহাপরিচালক যে কোন বড় বা ছোট ধরনের জটিলতার সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য হন—যেমন পরিচালনাকর্মে যে কোন সংস্থা কখনো কখনো হুবিধা বা অহুবিধার মুখোমুখি হন।

গ্রন্থাগার পরিচালনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল ব্যবহারকারীদের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গতি প্রদান করে পরিবর্তিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তথ্যবস্তুর সঙ্গে হুনির্দিষ্ট পন্থায় পরিচর্য করিয়ে দেওয়ার প্রাথমিক পরদক্ষেপ গ্রহণ করা। এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজন হল মাত্রা, সংরক্ষিত বস্তু এবং আর্কসম্পদের সমান্তরালিক ফলপ্রসূযোগ্য দক্ষ ব্যবহারিক প্রয়োগ।

গ্রন্থাগার পরিচালনার কৌশলগত বীতি এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রয়োগকর্মই হল গ্রন্থাগারিকতা। আর গ্রন্থাগারিকতার মূল্য পরিকল্পনার স্রোতক হল তথ্য সংগ্রহ এবং পরিবেশের মাধ্যমে তা ‘বহুজনহিতায়’ বিতরণ করা। গ্রন্থীতাদের মধ্যে থাকেন বিষয় বিশেষজ্ঞ, জীবিকার্গনের উদ্দেশ্যে কর্মনিরত কর্মী, অথবা সাধারণ জিজ্ঞাসু—যারা প্রাতিহিক জীবনযাপনের প্রয়োজনে তথ্যবস্তুর প্রয়োজন অগ্রস্তব করেন। গ্রন্থাগারিকতা হল মূলতঃ চিন্তাবিহীন তথ্যবস্তুনিষ্ঠের এক কার্যক্রমমাত্র।

তাতে বরংই সঙ্কল্পনির্বাহনের সমস্যা; আর আছে সঙ্কিতভাণ্ডার থেকে তথ্যবস্তু আহরণ করার সমস্যা। তথ্যবস্তুর হুনির্দিষ্ট নির্দেশনার সমস্যাও। তাই প্রয়োজন :

- ১ তথ্যবস্তুর সংগ্রহ ব্যবস্থার স্রোতক উন্নয়ন।
- ২ তথ্যনির্ভরবস্তুর উপর প্রণয়িত প্রক্রিয়ার প্রয়োগ।
- ৩ পরিবেশগত এবং পুষ্টিকৃত তথ্যবস্তুর সঠিক নির্দেশনায় ব্যবহার।

৪ পাঠ্যবস্তুর যথাযথ ব্যবহারিক ব্যবহার ক্রমোন্নয়ন।

৫ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তথ্যবস্তুর আহরণে পর্যাপ্ত ব্যাংকারিক হুবিধার ব্যবস্থাদান।

এবং এই মহান উদ্দেশ্যে কপায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার কর্মীস্বরের প্রয়োজন হল মূল্য জ্ঞানস্রোতের

সঙ্গে এবং জ্ঞান আওতাপকারীদের দ্বারিক মেলবন্ধন ঘটানো।

সুতরাং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রয়োজন নির্দিষ্ট তথ্যাবলীর সঙ্গে ঐকান্তিক পরিচিতি এবং সঠিক নির্দেশনাসহ তথ্যসম্ভারের সংগ্রহ। সম্পর্কে সম্যক যোগ্যতা অর্জন করা। আর যথাযথভাবে 'যথার্থ তথ্য, যথার্থ ব্যবহারকারীকে যথাসময়ে সঠিক নিয়মে প্রদান করা' নীতি অনুসরণ করা।

৩: বন্ধনাধন প্রণীত পঞ্চম নীতির অনুসরণেই তথ্যসম্ভার সঞ্চয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

২ গ্রন্থাগারিকতার কর্তব্যাক্ষেত্রের ক্ষেত্র :

গ্রন্থাগারিকতার কর্তব্যাক্ষেত্রের ক্ষেত্রটি বহুদিক। দৈনন্দিন জীবনে তা ছতো সেলাই থেকে চতীনাট পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্রন্থাগার কর্মীদের কলকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্যসম্ভার সঞ্চয় এবং সন্ধান পরিবেশের ব্যবস্থাটি হল এক যথা পর্দায়ের অবস্থা, কিন্তু সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনার পরিচালনার মাধ্যমে দারিিক সংশ্লিষ্ট সমুদ্রতিসাধন সম্ভবপর। আর তা মূলধনকে কেন্দ্র করেই সম্ভব।

• গ্রন্থাগারিকতার কর্তব্য পর্দায়ের কাজ হল গ্রন্থাগারে প্রাত্যহিক কর্মের দায়িত্বকে অব্যাহত রাখা। যেমন দৈনন্দিন পরিবেশের পর প্রত্যাপিত তথ্য সম্ভারের পুণ-বিস্তারকরণ ও মূলভাগের প্রাত্যহিক সংরক্ষণ, এছাড়াও রয়েছে তথ্যসম্ভার পরিগ্রহণ, অর্থদায়মুক্তির ব্যবস্থা এবং প্রাত্যহিক পরিবেশ কর্মের লিখন ব্যবস্থা, সম্ভবপরগ্রহণ এবং যথাযথভাবে তথ্যসম্ভার প্রাত্যহিক কর্মের জন্ত সংস্থাপন।

আর প্রাত্যহিক কর্মে নিয়মিতভাবে বিভাজন ক', হুচিওর-জর ব্যবস্থা বসোবস-এবং দুই কর্মেই মেলবন্ধনের ক্ষেত্র।

সাংগঠনিক সার্থক, গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনের বিবেচনা লক্ষ্য রেখেই সিদ্ধান্ত

উপনীত হওয়া, যুগপৎ গ্রন্থাগারিকতা ও গ্রন্থাগার পরিচালকের দৃষ্টিতে পরিচাল্যক।

গ্রন্থাগারিকতার কৌশলগত দিকের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমরা এই সম্মেলনে গ্রন্থাগারের পরিচালনার পরিচালনা ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই এখানে লাই সমবেত হয়েছি।

তথ্য সম্ভারের উপর নির্ভর করে গ্রন্থাগারিকতার ক্ষেত্রে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে? গ্রন্থাগারিকত্বের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে আরো কতকটিকে সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে দেখাবেন কী?

১ ব্যবহারকারীদের যথাযোগ্যভাবে ব্যবহারের উপযোগী করে গ্রন্থাগারগুলিকে পড়ে তোলা কতখানি সম্ভবপর?

২ কোন বিশেষ ব্যবহারকারীর দল তথ্য ব্যবহারের দ্বারা জানান? ধর্মের প্রতি সহযোগিতার দৃষ্ট প্রদারিত করলে তা দারিিক ব্যবহারকারীর পক্ষে মূলধনকে গড়ে ওঠে?

৩ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বাধ্যবদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টিও ফলে ব্যবহারীর দ্বার্যে সে পরিবেশ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যোগ্য বিচার করা কী সম্ভবপর?

৪ গ্রন্থাগারের উপযোগী অঙ্কন পরিবেশ সৃষ্টির মাশেলে ব্যবহারকারীদের ধারণা ও পরিচালকমণ্ডীর মতামত গ্রন্থাগার পরিচালনার কতখানি অচল?

৫ গ্রন্থাগার পরিবেশের পক্ষে সহযোগী কে বা কারা? কে বা কারা গ্রন্থাগার পরিবেশ দান করে থাকেন? এবং ওদের প্রত্যেক দলকে কীভাবে পরিবেশের পরিচালনা করা যায়?

৬ তথ্য সম্ভারের বর্তমান ব্যবহার মূল্যায়নের উপায় কী?

৭ গ্রন্থাগারের সার্থক ব্যবহারকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্ত চাই কৌশল প্রয়োগ।

৮ কী উপায় অবলম্বিত হলে যে কোন প্রতিষ্ঠান,

দিক্কাংগায়ন কেন্দ্রে পতিচালনাকালে এবং অন্ত্যস্ত প্রতিক্রিানে স্বতাবস্থি উন্নতিব সহায়তা গ্রন্থাগারিকতার সম্বন্ধে ?

বাস্তবিকপক্ষে, গ্রন্থাগারিকতাই গ্রন্থাগারকে জ্ঞান-সিপাহির সমক্কে বন্ধনম পরিবেশায় পরিতুষ্ট করিতে পারে।

গ্রন্থাগারিকতার মূখ্য ভূমিকার কেন্দ্র সমানভাবে আবর্তিত। তাই প্রয়োজন :

- ১ সফলতার সুরক্ষিত।
- ২ সংস্থাপিত যোগস্বত্বের প্রবৃদ্ধি।
- ৩ ব্যবহারকারীদের পরিবেশায় তৃপ্তি।

৩ সফলতার প্রবৃদ্ধি প্রসঙ্গ :

ভারতের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু বছর পূর্বেই [১২২০ সাল] উক্তি করেছেন—

“অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহ বাড়তিগ্রস্ত। তার ব্যতীত আনাই প্রায়ই ব্যবহারে নাগে না। ব্যবহার-যোগ্য অস্ত্র চার আনা বইকে এই অতিক্ষীণ গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে। যার অনেক টাকা আমাদের হেঁপে তাকে বড়ো সাহস বলে অর্থাৎ বহুস্তরের অধর্ম বিষয় নিয়ে—আশ্রয় নিয়ে নয়। প্রায় দেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থ-সংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের স্বযোগ-দানের উপরই তার সৌর্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু অহংকার কৃষ্টির জন্মে সেটা অত্যাশঙ্কক নয়।”

আর এ-ভাবেই সংগ্রহের পশরা বেড়ে উঠুক নিত্যগতি-ঈগত্য—ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সার্থকতায়। তথ্যবস্তুর প্রতিটি পরিগ্রহ সমানভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং সংখ্যাবৃদ্ধির সার্থকতায় তৃপ্তাবস্থি হোক।

না হলে আমাদের বিদ্যাপ্রণয় সন্ধান হতে হবে।

তাই বিষয়ভাবে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করার প্রয়োজন :

- ১ বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারীদের জন্য পরিবেশায় ব্যবস্থা থাকা উচিত।

২ গবেষণার ভিত্তি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ব্যবহারকারীদের কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, পেশাগত ভাব-বিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট অন্ত্যস্ত বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা।

৩ বিষয়ীভূত কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি থাকা করে মূল প্রতিক্রিয়া এবং তার সংশ্লিষ্ট সংস্থানের পর্যায়ভূক্ত গ্রন্থাগারের তথ্যবস্তুর সংগ্রহাধির বৃদ্ধি সাধনের একান্ত প্রয়োজন।

৪ সংগৃহীত তথ্য সত্তাবের ব্যাপ্তি ও গভীরত্ব। প্রয়োজন।

৫ বিভিন্ন ধরনের সাকারগত তথ্যবস্তুর সংগ্রহের প্রয়োজন।

৬ অপরাধ গ্রন্থাগারের সঙ্গে সহযোগিতা প্রয়োজন।

তথ্য সত্তাবের বিপন্নন প্রক্রিয়ার স্বার্থে অর্থ বন্টন—
বিষয়ীভূত তথ্যবস্তুর তথ্যবাহী নানান ধরনের তত্ত্ব ও করা প্রয়োজন।

আর যার হোক না কেন এগুলি পথের দিশারী মাত্র কিন্তু অভিজ্ঞতানির্ভর স্থলী গ্রন্থাগার কর্মী তাঁর ক্রমধারী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিক প্রক্রিয়ার অবস্থার সন্ধান হবেন। সবাই জানা আছে গ্রন্থাগারের পরিকল্পনামূলক সফলতার জন্য অনেক সময় কয়েকটি কারণে তাঁদের উপর পোষাবোপ করা হয়। তার মূল কারণগুলি হল :

১ অপরাধের আবহাবস্থা।

২ অসমর্থোচিত এবং পরিকল্পনাবিহীন পরিবেশে আর্থিক অর্থদান প্রদান।

৩. পরিকল্পনাবিহীন তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তথ্যবস্তুর অলভ্য হওয়া।

৪. প্রকাশন ব্যবস্থার অসমতার গতি, গ্রন্থ-সমগ্ররাজ ও গ্রন্থমূল্য নির্ধারণে অসমতা ব্যাপার।

৫. যে সমস্ত ব্যবহারকারী, গ্রন্থাগারের তথ্যসংগ্রহ উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে স্থপরিচিত নন, তাঁদের অভিমত সাধনে অসংযত ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে তথ্যবস্তুর নির্বাচন ও—এর অন্তঃসম কারণ।

বর্তমানকালে একটা কথা খুব শোনা যায় যে—
উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের স্থলীকর্মীর

সহায়তা ব্যতিরেকেই প্রায়ই পুস্তক নির্বাচন এবং পুস্তক-
রিক্রয়ের আদেশদান করে থাকেন। প্রায়ই গ্রন্থবস্তুর এক
উচ্চ সত্যের আশার পর গ্রন্থাগারিকগণ, তাদের আগমন
সম্পর্কে অবহিত হন। এই তথ্যবস্তুর সত্যের গ্রন্থাগারের
সামগ্রিক সংগ্রহের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে।
এবং এই অবস্থা গ্রন্থাগার পরিষেবা ও তার ভাবসূতিকে নষ্ট
করে দেয়। তবুও গ্রন্থাগারিকেরা তা মেনে নিতে বাধ্য
হন। আর এটাই হল ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের দুর্বলতা।
গ্রন্থাগার কমিউন এ-সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে
বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মসূচকে তাদের মতামত অবহিত
করেন।

৪. লক্ষ্যমূল্য সংগঠন প্রক্রিয়া:

গ্রন্থাগারের মৌলিক ও সহজতম উপাদান হল
পরিষেবার ক্ষমতা নির্বাহিত স্থাপত্য ও সংগ্রহ সঙ্কলন।
পরিষেবার প্রথম পরের কার্যনির্বাহে মূলতঃ প্রয়োজন।
তাতে ব্যবহারকারীদের মধ্যে সঠিক তথ্যগ্রহণে আগ্রহ
বোধ ঘায়। তারা কণ্ঠস্বরলোকনে উপস্থিত তথ্য, বস্তু
সম্পর্কে আরো প্রয়োজনীয় বস্তু ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে
একটা পার্থক্যের সীমারেখা চানতে সক্ষম হন।

সংগ্রহ সঙ্কলনের মূল কথা হল তথ্যবস্তুর প্রণালীবদ্ধ
বিভাজন এবং তার ফলস্রুতিতে বিষয়ীভূত তথ্যের সন্ধান
সাধ্য সম্ভবপর। সাধারণ তথ্য থেকে পরিষেবা বিষয়ীভূত
তথ্যকে পৌছানোর এটি একটি প্রকৃষ্ট উপায়।
প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু হল:

১. ব্যবহারকারীকে লভ্য তথ্যবস্তু সম্পর্কে সঠিকভাবে
ব্যাখ্যাতে তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

২. জ্ঞানবিভাজন এখনিভর হওয়া উচিত, যার সঙ্গে
ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বরলোকনে প্রকৃত ভাবনায় সঙ্গে সমতা
রক্ষা করে চলেবে।

৩. তথ্য সন্ধানের ক্ষমতা ব্যবহারকারীর হস্তসংক্রান্ত
অনুসন্ধান করার ক্ষমতা থাকারও প্রয়োজন।

৪. অনুসন্ধান পরিষেবার নিমিত্ত কমিউন এ-ব্যাখ্যা
ব্যবহারকারীদের সত্য সহায়তা করবেন—এটাই কাম্য।

৫. সূচিকরণ ব্যবস্থার সঙ্গে সামগ্রিক সংগ্রহের
হস্তসংক্রান্ত থাকারও অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

হলক গ্রন্থাগারিকতার সঙ্গে উল্লেখ করেকটি জ্ঞান-
বিভাজন প্রণালী। কিন্তু বিষয়ীভূত জ্ঞানের পরিণাম
বৃদ্ধির ক্ষমতা সংকটি বিভাজন পদ্ধতিই সর্বোত্তমভাবে পরিভাষ্য
হয়েছে। তাছাড়া জ্ঞানের প্রান্তিক সীমার প্রাথমিক
অবস্থা, সামগ্রিক বিষয়ীভূত জ্ঞানের সার্বিক পৃথকত্ব
ভাবও আর্থ-সামাজিক উদ্বেগে তথ্যবস্তুর নিবেদন হওয়াও
অন্ততঃ কারণ।

ব্যবহারকারীকরণ প্রায়ই গ্রন্থাগারের বিস্তার ব্যবস্থার
বিষয় হয়ে পড়েন। এই সত্যের প্রথমশ্রেণী বিষ-
বিভাজনের পাঠন পরিবেশকেস্বিক যে সব বিভাজনরীতির
পরিচিতিমো প্রবর্তিত হয়েছিল এটা তারই ফলস্রুতি।

শ্রেণীবিভাজন ব্যবস্থাতিকে আধুনিকীকরণের সর্বোত্তম
প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তবুও ব্যবহারকারীদের বৌদ্ধিক
প্রক্রিয়ার জ্ঞানের বিভাজন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ভিন্নভাবে
প্রতিভাত হয়। তাতেই অনস্বীকার্য বৃদ্ধি হয়। গ্রন্থাগারি-
কতা সে প্রেক্ষাপটে বিভাজন করলে বলাও হয় তা সূত্রগত
বাগাড়ম্বরকে কাছে বলিগ্রহণত।

'প্রয়োজনে নিয়মরীতির পরিবর্তনের প্রয়োজন, আরার
প্রয়োজনেই তা আবর্তিত হয়।' এই গোণবেলে
(entropic) অবস্থাই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে
দেয়। তাই গ্রন্থাগারিতার চার ব্যবহারকারী জনসমাজের
সঙ্গে আত্মনৈকতা রক্ষা। সেটি প্রকাশ করার অপেক্ষা
রাখে না। যদিও তা প্রণাল্যত ব্যবস্থার পরিণামী।

সূচিকরণ-ক্ষেত্র আরার এখনভাবে পরিবর্তন যে
তথ্যসম্পদী, যে কোন সমস্তার সমাধানের ক্ষমতা সম্পূর্ণ
হতে পারে না। যদিও স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থার
বিবানে লক্ষ্য করা যায় যে একটি সত্য লিখনের দ্বারা
তথ্যের বহুমুখী দৃষ্টিকোণ পরিষ্কৃত হয়ে উঠে। তবুও
প্রোগ্রামিক তথ্যসম্পদনকর্মে বৌদ্ধিক সাংগঠনিক ক্রিয়ার
নির্ভর্য করেকটি অস্থিবিধার সন্ধান হতে হয় :

১ বিশেষ একটি কর্তব্যভিত্তি পরিসংকনে এক বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন অঙ্কিত হতে পারে।

২ কোন বিশেষাঙ্গত কর্মপদ্ধতি (Scheme)-এর ক্ষেত্রে লাক্ষ্যকরণ ও সাহায্যের অঙ্গবিধা প্রকট হয়।

৩ পরিগৃহীত বহল প্রচলিত পারিভাষিক শব্দনিচয়ের [Vocabularies] নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বা পারিভাষিক শব্দসমূহে, সমার্থক প্রতিশব্দচয়নে, [বিশেষ কোন বিষয়ে] এবং বহুভাষ্য ব্যবহৃত শব্দচয়নে অঙ্গবিধা পরিদৃষ্ট হয়।

৪ সন্নিহিত স্থিতি বুননে (Indexing), তালিকাভুক্ত স্থিতিকর্মে, গুণগত নিয়ন্ত্রণ পরিকর্মে, বিশদ বিবরণ পরিলিখনে অঙ্গবিধা প্রকট।

৫ সন্নিহিত স্থান নির্ণয়ের অভাব।

৬ সন্নিহিত (Resource sharing) হওয়ার মতো তথ্যবস্তুর অভাব এবং সন্নিহিত স্থিতিকরণ কর্মযজ্ঞে সহযোগিতার অভাবও প্রকটিত। যদিও আমাদের দেশে এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, রয়েছে প্রচুর সাংস্কৃতিক সম্পদ সাহস। তবুও কৌশলগত পরিকর্মে রয়ে গেছে প্রচুর অঙ্গবিধা।

৭ গ্রন্থাগার ভবন যেভাবে নির্মিত হয়, সেখানে অভিযন্তা চালিত যে কোন ব্যবস্থাপনার প্রতিফল পরিবেশ ও স্থানভাব পরিলক্ষিত হয়।

৮ গ্রন্থাগার বর্তন ব্যবস্থাতেও একদৃষ্টিতা বর্তমান। ভৌগলিক পক্ষাতি দৃষ্টতা আছে।

অনেক দেশে বৃহত্তর গ্রন্থাগারে সঙ্গপ্রকারের পরিষেবার সুযোগস্বানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারগুলি তাই বলে শুধুমাত্র বড়গুলির অঙ্গকরণ করে চলে না। এ-দেশে সে-রকম হয় না।

৯ বর্তন ব্যবস্থায় ভৌগলিক পক্ষপাতিত্বে কলেজাতীয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্র কয়েকটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ, প্রকৃত ব্যবহারকারীর থেকে তাদের দূরত্ব অনেক বেশি। ব্যবহারকারী আর পরিষেবকের দূরত্বটাই

হাঁড়িয়েছে পরিষেবার বাধা হয়ে। যদিও অভিযন্তা চালিত পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে লব্ধকেন্দ্রেই।

১০ আর তাই পরিষেবার ক্ষেত্রে বিবেচ্যকৃত ও পাশাপাশির পরিষেবার কার্যক্রমকে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করে পরিষেবাকন পরিচালনার কয়েকটি গুণ প্রচেষ্টা চালাতেও হয়েছে।

১১ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলি কেবলমাত্র তথ্য উৎপাদনমুখী। পরিষেবা কর্মমুখী তথ্য নয়। অন্তর্ভুক্ত ও নিসেশনা ও কোন তথ্য সন্ধানের ক্ষেত্রে।

১২ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার বিধি এবং অন্তর্ভুক্ত নিয়মশৃঙ্খলা, বা বিশ্বব্যাপী তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থায় আবেশিত হয়ে তথ্যসংস্থা কেন্দ্র (Network) থেকে তথ্য আহৃত হয়; সে-সম্পর্কে অবস্থিত থাকার নিশ্চিত প্রয়োজন ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিক অবস্থার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে, বৌদ্ধিক ক্রিয়াকর্মের স্ববাক্য এবং বিশেষতঃ তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত ব্যবস্থায়।

১৩ আন্তর্জাতিক যোগাযোগকেন্দ্র সম্পর্ক এবং প্রোগ্রামিক-কর্মের অঙ্গবিধা ছাড়াও মানবিকতার প্রেরণাও এখানে জড়িত।

১৪ আর্থিক বাধা—সার্বিক তথ্যসংগ্রহ ব্যবস্থায় পড়েছে মূল্যবৃদ্ধির চাপ। গ্রন্থাগারের ভিত্তি প্রয়োগ্য বস্তুর মূল্যও বেড়েছে মাত্রাতিরিক্তভাবে। জাতির গ্রন্থাগার ও তথ্যবস্তুর স্বার্থ ও গতিই হয়ে উঠেছে আর বাধাবন্ধন।

১৫ গ্রন্থাগার ও তথ্যসংস্থার লক্ষ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের কৌশলগত জ্ঞানের রয়েছে একান্ত অভাব। শুধুমাত্র তথ্যবস্তুর লভ্যতা, গ্রন্থাগার ও তথ্যসংস্থার প্রাণালীভুক্ত ব্যবস্থাই পরিষেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

১৬ ব্যবহারকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কখনোই গ্রন্থাগার ব্যবহারের পক্ষে যথোপযোগ্য হয় না।

১৭ কর্মপ্রচেষ্টায় গতিবিধিতে একটা বিচ্ছিন্নভাবে বিচ্ছিন্ন থাকলে, সেই সঙ্গে অর্থ সর্বস্বত্বের দীর্ঘায়ী ব্যবস্থার অভাব থাকলেও পরিষেবা পরিকর্মে তা বাধাবন্ধন হয়ে ওঠে।

৬ পরিবেশের ক্ষেত্রে শূন্যে শূন্যে ওখ্যবস্তু ব্যবহার

একাত্তরে প্রয়োজনীয়। তথা পরিবেশ কর্তে নিয়োজিত কর্মিবৃন্দের প্রাত্যহিক কর্মের অহুতানে সংশ্লিষ্টমূলক পর্যালোচনা এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে যে অস্থগতিক পরিবর্তন অহুতিত হতে চলেছে সে সম্পর্কে তথ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত পরিবেশ স্বকনের প্রয়োজন :

১ গ্রন্থাগার ও তথা পরিবেশের সংস্থার পরিকল্পিত প্রয়োজন।

২ গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

৩ গ্রন্থাগারে অহুতরসেবাশূলক বহুগুলির সচেতন পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

৪ তথ্যবস্তুর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত জ্ঞানের প্রয়োজন।

৫ সাহসের সূত্রে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

৬ সাধারণ গ্রন্থপত্র সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বিধেয়।

৭ পরিচালনার ক্ষেত্রে সনিপুণ কর্মতার্জন করা প্রয়োজন।

৮ পরিসংখ্যানগত তথ্য অবধান করা কর্তব্য।

৯ অভিযন্তালনা ও পরিচালনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন।

১০ বৈদেশিকভাষার কয়েকটিতে অভিজ্ঞতালাভেরও প্রয়োজন।

উপরি উক্ত অবস্থা অহুতাব্যবস্থার পরও নিয়মিত গণাবলী ভিত্তিময় গ্রন্থাগার পরিবেশকর্তে একাত্ত প্রয়োজনীয় :

১ বিশেষায়িত অহুতর সেবাশূলক বহু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন।

২ বিশেষায়িত এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যবহু সম্পর্কে এবং তাদের প্রয়োগ কৌশলের সম্যক জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন।

৩ সংগ্রহ ব্যবস্থাপনার তথ্যগত ও প্রয়োগকর্তের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন।

৪ স্বয়ংক্রিয়ব্যবস্থার তাত্ত্বিক দিক ও প্রয়োগকর্তের ব্যাপারে হুনিচিত হওয়ার প্রয়োজন।

৫ অভিজ্ঞতালাভিত তথ্যসম্বন্ধে হুনিপুণতা লাভ করা।

৬ পরিচালনা সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করা।

৭ পরামর্শদানে পারদর্শ হওয়া প্রয়োজন।

৮ পরিবেশা পরিচালনা সম্পর্কে-সচেতন থাকার প্রয়োজন।

৯ মূলনির্ধারণ ও চূড়ান্ত দণ্ডফলের সম্পর্কে সূচনাসিদ্ধ গ্রহণ।

১০ গ্রন্থ ও গ্রন্থবহু উৎপাদন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনেরও প্রয়োজন।

১১ গ্রন্থাগারের তথ্যবস্তুর সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন।

১২ বই বাধাই সম্পর্কে নীতি ও বাধাই পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত রাখার প্রয়োজন।

১৩ জ্ঞানবাহুর বিভিন্ন ধর্মের দস্তবধ সংযোগ সাধনের সম্পর্কে অহুতান করার প্রয়োজন।

১৪ সংবেদনশীলতা ও শিক্ষাদান পর্বের উদ্দেশ্যে প্রভৃতির প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার কর্মসূচীস্বকের জ্ঞান প্রয়োজন যে ভিত্তিময় কর্মের ক্ষেত্রে সবাইই তৎপরতার প্রয়োজন। সাধারণিক সংস্থার প্রতিযোগিতাই রয়েছে তার মূলে। বিশেষায়িত তথ্যপরিবেশার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

নূতন বিজ্ঞানের ভাষায় সমস্ত যুগবহু সমাজ জীবনের মূলে রয়েছে বিবেকবুদ্ধির হুনিপুণ ব্যবহার অথবা কোন ধর্মীয় বিশ্বাসবল—যা পরিবেশকে স্রিয় চেতনার যোগাতার অথবা জীবনমুখী ভাবনার হয়েছে পূর্বতর। কৌশলগত প্রয়োগকর্তে স্তরভেদের তা নামাস্তরমাত্র। কিন্তু এখাগারিকের প্রয়োজন চারটি মূল উপাদানের-যোগাযোগ, যোগাযোগ ব্যবহার মাধ্যম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাযোগ, আর আদ্যাবস্থায়, সর্বত্রের পর্বায় বলা প্রয়োজন তথ্যের আত্ম উপাদান। সত্য কথা বলতে কী তথা সবাকার গ্রাণবহু হুততে সে কথা সবাই যেন নিতে নাও পারেন। তথা সর্ব কারণের কারণ। আবার আবার একবার ক্রি়ে ঘাই যোগাযোগের কথা। গ্রন্থাগার হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যম। গ্রন্থাগারিক হল যোগাযোগকারী—জ্ঞান পরিবহন ব্যবহার।

[ভাষাস্বক : অমিত্যন্ত পাল]

গ্রন্থাগার বর্ধিত পরিষেবা : একটি মূল্যায়ণ প্রতিবেদন

অনুসার খামুই

পাইরেবিসান, বিপুহান কার্টিলাইজার কর্পোরেশন, দুর্গাপুর, বর্ধমান

অবভরণিক

প্রতিটি কাজের মূল্যায়ন খুব জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা যে কোন কারণেই ইউক না কোন সর্বক্ষেত্রে কাজের মূল্যায়ন করে উঠতে পারি না। মূল্যায়নই একমাত্র পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা যে কোন প্রতিষ্ঠানের বা নির্দিষ্ট প্রকল্পের (Project) কার্যকারিতা, সফলতা, ব্যয়তা ও উন্নতির দিক নির্দেশ পাই। গ্রন্থাগারও এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার উন্নতি হচ্ছে কিনা, পাঠকেরা উপকৃত হচ্ছেন কিনা, কর্মীরা ঠিকমত কাজ করছেন কিনা, কাজের পরিবেশ, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, অস্থান ঠিক ঠিক আসছে কিনা কিংবা তার বর্ধিত ব্যবহার হচ্ছে কিনা জানা বাবে—যদি আমরা গ্রন্থাগারগুলির মূল্যায়ন করি। আলোচ্য প্রবন্ধে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের চারটি হাইস্কুল গ্রন্থাগারের (গ্রন্থাগার বর্ধিত পরিষেবার) মূল্যায়ণ প্রতিবেদন এখানে দেওয়া হল।

সমাজসেবী সংস্থা হিসাবে সিনি (CINI child in need institute) অস্ত্রান্ত নানান ধরনের জনকল্যাণ মূলক কাজের মতই প্রতিবেশী গ্রামীণ অঞ্চলের ৪টি হাইস্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের পড়াশুনার স্বার্থার্থে স্থল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় গত ১৯৯৯ সাল থেকে গ্রন্থাগার বর্ধিত পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। যেহেতু প্রাথমিক ভাবে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছিল, তাই প্রথম অবস্থার কেবলমাত্র অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীরাই এর সুযোগ পেত। বদা যেতে পারে চিন্তাধারাটি ছিল "Big things with small coins"।

১. গ্রন্থাগার বর্ধিত পরিষেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- (ক) অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে তাদের পড়াশুনার সহায়তা করা, তৎসহ গল্প/উপক্ৰান্ত সরবরাহ করে আনন্দময়্যের ব্যবস্থা করা।
- (খ) যে সমস্ত ছাত্র/ছাত্রীরা অর্থের অভাবে পাঠ্যপুস্তক ও তথ্য পুস্তক ক্রয় করতে পারে না, তাদের বই সরবরাহ করে সাহায্য করা।

২. সমীক্ষার উদ্দেশ্য :

- (ক) গ্রন্থাগার বর্ধিত পরিষেবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা দেখা, যেমন :
 - ১. কতজন ছাত্র/ছাত্রী (অনুপাত) গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছে তা জানা।
 - ২. ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে পুস্তক চাহিদা (তথ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তক, গল্প/উপক্ৰান্ত) জানা।
 - ৩. ছাত্র/ছাত্রীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা অনুসন্ধান করা এবং দেখা আর্থিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীরা এর থেকে উপকৃত হচ্ছে কিনা।
 - ৪. গ্রন্থাগার ব্যবহার ও না ব্যবহারের কারণ জানা।
 - (খ) গ্রন্থাগার ব্যবহার উন্নতির জন্য নতুন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে কিনা জানা, যেমন :
 - ১. বর্তমানে গ্রন্থাগারের বসটি কি উপযুক্ত?
 - ২. গ্রন্থাগারের সংগ্রহ কি চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট?
 - ৩. গ্রন্থাগারের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কি উন্নতি দরকার?

৪. গ্রন্থাগারের সেবা পদ্ধতির কি পরিবর্তন দরকার ?
৫. গ্রন্থাগারিকদের কি আরো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে ?

৬. ভানভাবে গ্রন্থাগার চালাতে গেলে প্রতি বৎসর কত টাকা ব্যয় প্রয়োজন ?

(গ) 'মিনি সহায়তা ছাড়া মূল বৃত্তপদ্ধতি' নিজেবাই গ্রন্থাগার চালাতে পারবে ? যেমন :

১. 'মিনি' যদি 'অধিক' অগ্রদান না দেয়।

২. অগ্রদান দিলে 'মিনি' (গ্রন্থাগারিক) যদি না দেয়।

৩. গ্রন্থাগার ব্যয়িত পরিষেবার 'অন্তত্ম' মূল-গুলির নাম :

() আমগাহিয়া অত্র চরণ বিভাগিষ্ঠ, চার সংখ্যা ৪২০ জন (৮ম, ২ম ও ১০ম শ্রেণী)

(খ) আমগাহিয়া ইকাতান বালিকা বিদ্যালয়, কুনিয়র চাই, ছাত্রী সংখ্যা ১৩৫ জন (৭ম ও ৮ম শ্রেণী)।

(গ) রসপুত্র গ্রন্থাগার চাইমুল, ছাত্র সংখ্যা ২০২ জন, (৮ম, ২ম ও ১০ম শ্রেণী)।

(ঘ) রসপুত্র জামদায়ী বালিকা বিদ্যালয়, ছাত্রী সংখ্যা ১০২ জন, (৮ম, ২ম ও ১০ম শ্রেণী)।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত চারটি মূলই 'মিনিব' (CINI) মূলকেন্দ্র হতে ২.৫ কি. মি. থেকে ৩ কি. মি. এর মধ্যে অবস্থিত এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে উপরিউক্ত মূলগুলির গ্রন্থাগারগুলিকে সর্বকালের কারিগরী ও তত্ত্বমূলক সহায়তা করা হত। আরও উল্লেখ্য প্রয়োজন যে, উক্ত মূলগুলি ২টি মূল কেন্দ্রে (আমগাহিয়া মূল নং ক ও খ এবং রসপুত্র মূল নং গ ও ঘ) প্রভাটকালীন সময়ে বালিকা বিভাগ ও শিবা সন্যে ছেলেরের বিভাগ অধুষ্ট হত। কাজেই চারটি মূল হলও মূলতঃ গ্রন্থাগার ছিল ২টি। এবং গ্রন্থাগারের কাজের সময় এমনভাবে ঠিক ছিল যাতে ৪টি মূলই ছাত্র-ছাত্রীদেরই সেবা দেওয়া যায়।

৪. সমীক্ষা পদ্ধতি :

মূল্যায়ন সমীক্ষাটি চালানো হয়েছিল উল্লিখিত চারটি মূলের মোট ২৫৬ জন ছাত্র/ছাত্রীদের (কেবলমাত্র ৮ম, ২ম

ও ১০ম শ্রেণীর) মধ্য হতে। এদের মধ্য থেকে ১৭৬ জন ছাত্র/ছাত্রীদের লিখিত প্রশ্নপত্র সর্বস্বত্ব করা হয়েছিল। কিন্তু মূল নং ঘ-কে এই সমীক্ষার মধ্যে ধরা হয়নি, কারণ তাঁদেরকে দেওয়া ৫০টি প্রশ্নপত্র যথাসময়ে পূরণ করে জমা দিতে পারেনি। কাজেই বর্তমান মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি ১২৬টি লিখিত প্রশ্নপত্রের উপর নির্ভর করে রচিত। তাছাড়াও প্রতিটি মূলের প্রধান শিক্ষক / প্রধান শিক্ষিকা এবং সংস্কারী শিক্ষক মহোদয়দের লিখিত প্রশ্নপত্র, মৌখিক মন্তব্যাবলি এবং গ্রন্থাগারিকদের ও (মূল) বিভিন্ন মতামত এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত। সংগৃহীত সমস্ত তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে পরিসংখ্যান সারণিতে (Statistical tables) উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ক. সীমাবদ্ধতা।

প্রতিবেদনটি অত্যধিক দীর্ঘ না করার জন্য কেবলমাত্র যেগুলি খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে সেই সারণি-গুলিই এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লিখিত প্রশ্নপত্র-গুলির নমুনা এবং গ্রন্থাগারের সহযোগী বিষয়গুলিকে যেমন ছাত্র/ছাত্রীদের ভাইবোনদের শিক্ষায়ন, বাড়ীতে পড়াশুনার জন্য কারা সহায়তা করেন, গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কারা কারা উপবেশ দেন, বাবা-মায়ের রুচি, বাড়ী থেকে মূলের দূরত্ব, কিলো বাতায়ত করে ইত্যাদি বিবরণ-গুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেকক্ষেত্রে একই বিষয়ের উপর বহুধা সত্যি (Multiple response) পাওয়া গেছে।

৫. পর্যালোচনা :

গ্রন্থাগার ব্যয়িত পরিষেবার মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাপ্ত বিভিন্ন দিকের ফলাফলগুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে সারণি সমেত নিচে আলোচিত হল।

ক. ছাত্র/ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের আনু-পাতিক হার।

যেখা গেছে তিনটি মূলের বৈধী ভাগ ছাত্র (৬৬%) অনিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করে। নিয়মিত গ্রন্থাগার

ব্যবহারের হার (২৭%) তুলনামূলকভাবে কম। একই স্থান নং ক ও খ (চেন্নাইর স্থান)-এর চেয়ে (২০%, ৫০%)
 ত্রিগুণ লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রায়ই সর্বাধিক দুই স্থান নং খ কম, অপরদিকে অনিয়মিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে (২০%)
 (মোটের স্থান) নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের হার (৭%) আবার চেন্নাইর চেয়ে (৩২%, ২৭%) বেশি, স্মরণীয়।

সারণি ১ : গ্রন্থাগার ব্যবহারের আনুপাতিক হার

	স্থান নং ক				স্থান নং খ				স্থান নং গ				সর্ব স্থান			
	VIII	IX	X	মোট	VII	VIII	মোট		VIII	IX	X	মোট	VII	VIII	IX	X
নিয়মিত	৪	২	১	৮ ২০%	২	—	২ ৭%		৩	১১	১০	২৪ ৫০%	২	৮	১৩	২৩ ২৭%
অনিয়মিত	৩	১৩	৯	২৫ ৬২%	১৭	১৫	৩২ ২০%		১৫	২	১০	২৭ ২৭%	১৩	৩৩	১৩	৩৯ ৪৮%
কখনই না	২	—	—	২ ৬%	—	—	—		—	—	—	—	—	২	—	২ ২%
উত্তর দেয়নি	১	—	—	১ ৩%	১	—	১ ৩%		১	—	—	১ ৩%	১	৩	—	— ৩%
মোট উত্তরদাতা	১১	১৫	১০	৩৬ (১০০)	১৫	১৫	৩০ (১০০)		১০	২০	২০	৫০ (১০০)	১৫	৪৬	২৬	৮৭ (১০০)

খ. অনিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের কারণ।

অধিকাংশ ছাত্রীই (৭০%) অনিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার

করে সমসাময়িক গ্রন্থাগার খোলা থাকে নি বলে। এখানে
 অনিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করে যথাক্রমে পর্যাপ্ত পরিমাণ
 বই না থাকার জন্য এবং সমসাময়িক বা নিয়মিত গ্রন্থাগার
 খোলা থাকে না বলে। আবার দেখা গেছে স্থান নং খ স্মরণীয়।

সারণি ২ : অনিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের কারণ

	স্থান নং ক				স্থান নং খ				স্থান নং গ				সর্ব স্থান			
	VIII	IX	X	মোট	VII	VIII	মোট		VIII	IX	X	মোট	VII	VIII	IX	X
কম বই থাকার জন্য	৪	৩	৩	১০ ২৮%	৮	১৫	২৩ ৭৭%		৩	২	২	৭ ২২%	৮	২২	২	৩২ ৬২%
বই নেওয়ার সরকার হয় না	১	—	৩	৪ ১১%	১	—	১ ৩%		৪	৩	৫	১২ ২০%	১	৫	৩	৯ ১৩%
গ্রন্থাগার নিয়মিত খোলা থাকে না	৫	৬	৬	১৭ ৪৭%	৬	১৫	২১ ৭০%		৫	—	—	৫ ৭%	৬	২৫	৬	৩৭ ১৩০%
কখনই সরকার হয় নি	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
উত্তর দেয়নি	২	১	—	৩ ৮%	—	—	—		৫	—	—	৫ ৮%	—	৭	১	৮ ৬%
মোট উত্তর দাতা	১১	১৫	১০	৩৬ (১০০)	১৫	১৫	৩০ (১০০)		১০	২০	২০	৫০ (১০০)	১৫	৪৬	২৬	৮৭ (১০০)

গ. কোন ধরণের বই ছাত্র / ছাত্রীরা বেশী নেয়। পুস্তক নেয় যথাক্রমে ৪৭% ও ৪১%। এখানেও দেখা
 ভিন্নটি স্থলের ছাত্র / ছাত্রীরা অধিকেরও বেশী পাচ্ছে যে, স্থল নং ৪ ছাত্রীরা প্রায় সবাই (৯৩%) গল্প
 (৪২%) গল্প বই নেই, অন্তর্গত পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক বই নেয়, সাবদি ৩।

সারণি ৩: কোন ধরণের বই ছাত্র / ছাত্রীরা নেয়।

	স্থল নং ক				স্থল নং খ				স্থল নং গ				সব স্থল			
	VIII	IX	X	মোট	VII	VIII	মোট		VIII	IX	X	মোট	VII	VIII	IX	মোট
পাঠ্য পুস্তক	৬	৬	৬	১৮ ৪০%	৬	১৪	২০ ৭০%		১০	১০	১৪	৩৪ ৪৮%	৬	১৬	১৬	৩৮ ৪৭%
সহায়িকা	৩	৩		৬ ২৪%	৭	১৪	২১ ৭০%		৪	৬	১৪	২৪ ১০০%	৭	২১	২	২৭ ৪৩%
গল্প/উপন্যাস	২	৮	৪	১৪ ৪৮%	১০	১৮	২৮ ৩৩%		২	৭		৯ ২৮%	১০	৩৬	১৪	৬০ ৪২%
মোট উত্তরদাতা	১১	১৫	১০	৩৬ (১০০)	১৫	১৪	৩০ (১০০)		২০	২০	২০	৬০ (১০০)	১৫	৪৬	৩৫	৯৬ (১০০)

ঘ. ঐশ্ব্যাপারে কোন ধরণের বই রাখা প্রয়োজন বাড়াবোর কথা বলেছে। তুলনামূলকভাবে পত্র / পত্রিকা
 বলে ছাত্র / ছাত্রীরা মনে করে:

ভিন্নটি স্থলের ছাত্র / ছাত্রীরা সব ধরণের সংগ্রহ খ পত্র / পত্রিকার কথা উল্লেখই করেনি, সাবদি ৪।

সারণি ৪: ছাত্র / ছাত্রীদের পুস্তক চাহিদা

	স্থল নং ক				স্থল নং খ				স্থল নং গ				সব স্থল			
	VIII	IX	X	মোট	VII	VIII	মোট		VIII	IX	X	মোট	VII	VIII	IX	মোট
সহায়ক বই	৬	১০	২	১৮ ৬২%	১০	১৪	২৪ ৮৩%		৭	১৪	১৩	৩৪ ৪৭%	১০	২৮	২৪	৬২ ৬৭%
গল্প/উপন্যাস	৩	১০	৬	১৯ ৫৩%	২	১৪	১৬ ৭৭%		৮	৬	৬	২০ ৩৩%	২	২৪	১৬	৪২ ৪২%
পাঠ্য পুস্তক	৭	১২	২	২১ ৭৮%	৭	১৩	২০ ৬৭%		১৫	১০	১৩	৩৮ ৬৩%	৭	৩৪	২২	৬৩ ৬৭%
পত্র/পত্রিকা	৭	১০	১০	২৭ ৭৪%	—	—	—		১	৪	৬	১১ ৮%	—	৮	১৪	২২ ৬০%
অন্য	—	১	১	২ ৬%	—	—	—		২	৪		৬ ১২%	—	২	৬	৮ ৭%
মোট উত্তরদাতা	১১	১৫	১০	৩৬ (১০০)	১৫	১৪	৩০ (১০০)		২০	২০	২০	৬০ (১০০)	১৫	৪৬	৩৫	৯৬ (১০০)

৪. কোন কোন দিকে গ্রন্থাগার উন্নতি করা হয়? সংগ্রহ বাড়ানোর জন্য। সমান অর্থ গ্রহণযোগ্য অল্পপাত ছাত্র/ছাত্রীরা মনে করে। ছাত্র/ছাত্রীরা বলে পড়ার জন্য ভাল মাগনা (৩৬%) এবং বই বেগুনা নেওয়ার জন্য হুম্বর ব্যবস্থা (৩৬%)

বৈশিষ্ট্য ভাগ ছাত্র/ছাত্রী (৫২%) প্রস্তাব দিয়েছে কথ্য বলেছে, সাহসি ৫।

সারণি ৫ : গ্রন্থাগার উন্নতির জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের প্রস্তাব

	স্থল নং ক				স্থল নং ব				স্থল নং গ				সব স্থল				
	VIII	IX	X	মোট	VII	VIII	মোট		VIII	IX	X	মোট	VII	VIII	IX	X	মোট
বলে পড়ার মাগনা	৬	৭	৫	১৮ ৫০%	৩	১৩	১৬ ৫৩%	৪	৭	৫	১৬ ২০%	৩	২৩	১০	১০	৪৬ ৩৬%	
অধিক সংখ্যক বই	৮	১১	৮	২৭ ৭৫%	৭	১৫	২২ ৬০%	৫	১১	১৩	২৯ ৩৬%	৩	২৮	২২	২১	৭৪ ৫৯%	
বই বেগুনা নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা	৩	৪	৩	১০ ২৮%	৫	১১	১৬ ৫৩%	৮	৭	৫	২০ ৩০%	৫	২২	১১	৮	৪৬ ৩৬%	
ভাল পরিবেশ	২	৪	৩	৯ ২৫%	—	১৫	১৫ ৫০%	৩	১	২	৬ ১০%	—	২০	৫	৫	৩০ ২৪%	
অন্যান্য কারণ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
মোট উত্তরদাতা	১১	১৫	১০	৩৬ (১০০)	১৫	১৫	৩০ (১০০)	২০	২০	২০	৬০ (১০০)	১৫	৪৬	৩৫	৩০	১২৬ (১০০)	

৬. গ্রন্থাগার বর্ধিত পরিষেবা লক্ষ্যে সিনির প্রস্তাব
ভিত্তিতে শিক্ষক মহাশয়দের অভিব্যক্তি :

ক. সিনির কর্মী এবং বই কেনার জন্য আর্থিক অস্থান ছাড়া স্থলগুলি কি গ্রন্থাগার চালাতে পারবে?

এক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক / শিক্ষিকা এবং অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়রা বলেছেন, সিনি কর্মী এবং আর্থিক অস্থান উভয়ই না হলে গ্রন্থাগার চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ :

১. আমাদের কোন অতিরিক্ত কর্মী নেই যে গ্রন্থাগার চালাবার দায়িত্ব নেবে।

২. আমাদের কোন আর্থিক সংস্থান নেই, যার থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণাত্মককে আমরা কিছু সামান্যিক (honourarium) দিতে পারব।

৩. হাইস্কুলগুলিতে পঃ বঃ সরকারের শিক্ষা বিভাগের গ্রন্থাগারের জন্য কোন আর্থিক অস্থানের ব্যবস্থা নেই, যেখান থেকে আমরা বই কেনার জন্য এবং কর্মীর সামান্যিক বেওয়ার জন্য আর্থিক অস্থান পেতে পারি।

খ. গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য অন্যান্য হযোগ হুঁধিগুলি কি স্থল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে পারবে? যেমন, বলে পড়ার ভাল ব্যবস্থা, উপযুক্ত ঘর, আবাসবাণতা, ছাত্রদের কাছে গ্রাহক চাঙ্গা নেওয়া ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে প্রতিটি স্থলই বলেছে যে, তারা এই প্রশ্নগুলি স্থল কর্তৃপক্ষের (Managing Committee) সঙ্গে আলোচনা করে জানাবে, সম্ভবতঃ এতে সম্মতি পাওয়া যাবে। তবে স্থল নং ক এর প্রধান শিক্ষক বলেছেন যে, ছেলেদের কাছে আমরা টুটিময়েই গ্রন্থাগার চাঙ্গা নিয়ে

থাকি, কাজেই আমাদের ছেলে দর কাছে চালা নেওয়া যাবে না।

৭. স্থল কর্তৃপক্ষ সিনিয়র ক্যাড হতে কি আসা করেন :

এই ধরনের সেবা দেওয়ার ক্ষমতা স্থল কর্তৃপক্ষ সিনিয়র ক্যাডের ক্ষমতা। কর্তৃপক্ষের আশা, বইয়ের সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে এবং পরবর্তীকালে প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীরাও এই প্রথাগার ব্যবহারের সুযোগ পাবে। প্রতিটি স্থলের শিক্ষক মহাশয়রাও চান, সিনিয়র তাদের স্থলের প্রথাগার তালিকায় আরো ভালভাবে চালুক, অস্থানীয় হার বৃদ্ধি করুক এবং ছাত্র/ছাত্রীরা প্রচুর উপকৃত হউক, বিশেষ করে গ্রামীন অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীরা প্রথাগার ব্যবহারের সুযোগ পাক। ছুটির দিনে প্রথাগার খোলা রাখার ক্ষমতা অভ্যন্তরীণ বিভাগটির (স্থল নং ক) প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রাপ্ত হইবে। একাত্তান বালিকা বিদ্যালয়ের (স্থল নং খ) প্রধান শিক্ষিকার অভিযোগ, প্রথাগারিক যেন সকাল ৮টা থেকে আসেন, তবেই প্রভাতী নাথার (সকাল ৮-১০ টা) ছাত্রীরা প্রথাগার ব্যবহার করতে পারবে।

৮. স্থল প্রথাগারিকদের অভিযোগ :

প্রথাগারিকদের অভিযোগ অধিকাংশ সময়ই তাদের ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে হতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কেবলমাত্র চাহিদা অস্থায়ী বইয়ের সংখ্যা কম থাকার ক্ষমতা। অত্রক্ষেত্র একই কারণে তাঁরা সব সময় কাজের মধ্যে থাকতে পারেন না অথবা তাঁরা পুরোপুরি ব্যবহৃত হন না। এখানে বলা দরকার যে, স্থল নং ক ও খ এবং স্থল নং গ ও ঘ-এর ছাত্র/ছাত্রীসংখ্যা যথাক্রমে ৫০৫ এবং ৩৭১ (কেবলমাত্র উপরের তিনটি শ্রেণী) লোকের বইয়ের সংখ্যা আনুমানিক প্রথাগারে (স্থল নং ক ও খ) এবং বসপুত্র প্রথাগারে (স্থল নং গ ও ঘ) যথাক্রমে ১০০০ এবং ১১০০।

তাঁদের আরো অভিযোগ যে, হয় তাঁদের স্থল প্রথাগারেই পুরোপুরি duty দিক, রূপ পুরোপুরি সিনিয়র (CINI)

তে। দু'জায়গায় দায়িত্ব পালন করতে হয় বলে—না স্থল কর্তৃপক্ষ, না সিনিয়র কাউকেই সম্বল করতে পারেনি।

৯. সুপারিশ (Recommendation) :

প্রথাগার বহিত পরিষেবার বর্তমান অবস্থার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ উন্নতির ক্ষমতা প্রয়োজনীয় কতগুলি সুপারিশ নিচে দেওয়া হল :

১. প্রথাগারে সংগ্রহ বাড়ানো দরকার।
২. প্রথাগার ব্যবহারে ছাত্র/ছাত্রীদের আগ্রহী করে তোলা।
৩. আশু: প্রথাগার বস চালু করা।
৪. প্রথাগারিকদের ছাত্রীরা নিয়মিত করার দিকে মনোযোগ দেওয়া।
৫. স্থল কর্তৃপক্ষের আদ্যবাস পত্র সরবরাহ ও পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার।
৬. প্রথাগারিক, স্থল কর্তৃপক্ষ এবং সিনিয়র নিয়মিত নির্দিষ্ট দিন অন্তর অন্তর আলোচনা করা দরকার।
৭. আর্থিক অস্থান বাড়ানো দরকার।
৮. মাঝে মাঝে প্রথাগার বহিত পরিষেবার সুপারিশ (২০ বছর অন্তর) দরকার।

১০. ক. প্রস্তাব (Suggestions) :

(১) কেবলমাত্র ২৫০০ পুস্তক সংখ্যা (১০০০ + ১১০০) আনুমানিক এবং বসপুত্র মোট ৪টি স্থলের (স্থল নং ক, খ, গ, ঘ) ২৫৬ জন ছাত্র/ছাত্রীর চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। কাজেই ভালভাবে সেবা দেবার ক্ষমতা দরকার :

ক. বেশী সংখ্যক বই।

খ। পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সহায়ক পুস্তকের মাধ্যমে নানান ধরনের পত্র-পত্রিকা রাখাও দরকার।

২. ছাত্র/ছাত্রীদের প্রথাগার মনস্তত্ত্ব করা প্রথাগারিকের অন্ততম কাজ, এ ক্ষেত্রে :

ক. প্রশ্রয়ী বোর্ডে নতুন নতুন পত্র/পত্রিকা, বইকে প্রশ্রয় করতে হবে।

খ. সময়ে সময়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপকারিতা লব্ধে ছাত্র/ছাত্রীদের অবহিত করার জন্য গ্রন্থাগারিককে জ্ঞান নিতে হবে।

৩. আজ গ্রন্থাগার ধ্বংস, গ্রন্থাগারিকে যেমন সম্বন্ধ করবে মন্ত দিকে ছাত্র/ছাত্রীদের নানান নতুন নতুন বিষয় সম্বন্ধে পত্র/পত্রিকা লবণগ্রহণ করবে, যেমন সিনি (CINI) লাইব্রেরীতে নানান ধরনের বই, পত্র-পত্রিকা, পোষ্টার, প্রচার পত্রিকা আসে যেগুলি মূল ছাত্রদের উপযোগী। গ্রন্থাগারিকদের গাছ হবে এই সমস্ত পত্র/পত্রিকা ইত্যাদি তুলি নির্দিষ্ট দিন অন্তর অন্তর দিন থেকে নিলে গিলে প্রেরণী করতে এবং পত্রিকাতাকে রাখা।

৪. গ্রন্থাগারিকদের হাঙ্গির নিম্নমিত করা হবে, সাহসি-২ এ মূল নং ৪ ছাত্রীরা (১০%) বলেছে যে, তারা অনিচ্ছিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করে সমসাময়িক গ্রন্থাগার খোলা থাকে না বলে, গ্রন্থাগারিকরাও বলেছেন হুঁচকায় (CINI + School) হাঙ্গির পালন করতে হয় বলে তারা কাকতাই সমস্ত করতে পারেনি, কা এই গ্রন্থাগারিকদের কাজের সময় ঠিক চণ্ডা উচিত :

ক. মূল্যের কাজের সময় অধ্যক্ষী (CINI-এ সময় • অধ্যক্ষী নয়)।

খ. সিনি এবং মূল উত্তমই বলে লনদক্ষী ঠিক করবে।

গ. হাঙ্গির খাতা যেনে চলা দরকার (এতদিন হাঙ্গির খাতা যেনে চলা হত না—না মূল, না সিনি)।

৫. মূল বর্তমান যদি আলবার পত্র লবণগ্রহণ করে তবে সিনির অধ্যক্ষান থেকে বেশী পরিমাণ বই কেনা যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সিনির অধ্যক্ষান প্রতি গ্রন্থাগারের জন্য ৫০০ টা প্রাপ্তি বহুত্রে, কমীও বেতন পাচ্ছে। 'কম' ১৯৯২-৯৩ সালে 'সিনি অধ্যক্ষান অর্থক কমিয়ে দিচ্ছে'।

৬. মূল বর্তমান, সিনি এবং গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা হলে গ্রন্থাগার দ্বিত প ব্যবহার পক্ষে ভাল, কারণ :

ক. এত মূল ও 'সিনি' বর্তমানের মধ্যে সংযোগ করা হবে।

খ. যে কোন ধরনের সমস্যা যেটানো সম্ভব হবে।

৭. সিনির অধ্যক্ষান গুটি করা দরকার, কারণ এতে :

ক. ছাত্র/ছাত্রীদের বেশী করে সেবা দেওয়া যাবে।

খ. গ্রন্থাগার বহিত পরিবেশের উদ্বেগ দূর হবে।

৮. নিম্নমিত মূল্যায়নই সিনিতে অবহিত করবে, তবিত্তে গ্রন্থাগার বহিত পরিবেশের উদ্বেগের জন্য কি কি করণীয়।

Resources :

1. Majumder, Jyoti, Ranjan, Statistician, CINI-Child In Need Institute, Joka, 24 Pgs (৯)
2. ৫০তম বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : আলোচ্য প্রবন্ধ-মূল্য, কলিকাতার বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮৬।
3. Rossi, Peter H. et al. Evaluation : a

Systematic approach. 3rd ed. New Delhi: Sage Publication, 1985.

4. Weller, Susan C. et al, Systematic data Collection New Delhi : Sage, 1988 (Quantitative research methods Series 10)

গ্রন্থ-সমালোচনা
CALCUTTA ANNOTATED BIBLIOGRAPHY 1
AMALENDU RAY

Calcutta Asiatic Book Agency, 1990

P. 184 Price Rs. 125.00

একসঙ্গে গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের কাজ গবেষকরাই করতেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা এখন এ কাজ হাতে নিয়েছেন এবং বেশকিছু ভাল গ্রন্থপঞ্জীও সংকলিত হয়েছে। এ কথা সত্য নয়। এ কাজে সংকলকের নিষ্ঠা, পরিশ্রম, বিষয়ের জ্ঞান, প্রয়োগকৌশল ও অধিকারের বিশেষ প্রয়োজন।

আলোচ্য গ্রন্থপঞ্জীটি সংকলন করেছেন এমন একজন গ্রন্থাগারিক যিনি অভিজ্ঞ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উৎকর্ষিত। কলকাতার তিনশতাব্দির পুঁতি উপর্যুপ পঞ্জীটি প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে বাংলা ও ইংরাজীতে লেখা মোট ৩৪০টি কলকাতা সম্পর্কিত গ্রন্থাদির (documents) বিবরণ ও টীকা সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি প্রথম খণ্ড। মূল্যবোধে সংকলন পরবর্তীকালে অন্যান্য গ্রন্থাদির বিবরণ সম্বলিত একাধিক খণ্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সংকলক বলেছেন যে প্রতিটি মূল্যে (Entry) গ্রন্থের পূর্ণ বিবরণ, মূল্য ও যে গ্রন্থাগারে গ্রন্থটি পাওয়া যাবে তার সংকেত দেওয়া থাকার কলকাতার ইতিহাস বা কলকাতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যারা গবেষণা করছেন তাঁরা উপকৃত হবেন। গ্রন্থপঞ্জীটি টীকা সম্বলিত হওয়ায় গবেষকের কাজের যথেষ্ট সুবিধা হবার কথা।

গ্রন্থপঞ্জী অংশকে সংকলক বলেছেন প্রধান অংশ (Main part)। গ্রন্থপঞ্জী বললেই ভাল হতো। কোন কোন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদি এই পঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মূল্যবোধে বলা উচিত ছিল। কেন বলা হয়নি বোঝা যায় না। Asiatic Society Library, Anthropological Survey of India (Eastern Circle) Library, ও National Library এই তিনটি গ্রন্থাগারের নাম ও

এদের সংশ্লিষ্ট নাম প্রাথমিক ১৩ পৃষ্ঠা থেকে জানতে পাওয়া যায়। মূল্যবোধে বলা হয়েছে যে সংলগ্নে গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট নাম নেওয়া না থাকলে বুঝতে হবে যে সেই সব গ্রন্থাদি Victoria Memorial Library-তে আছে। অর্থাৎ এটি চারটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদি নেওয়া হয়েছে। এই তথ্যটি মূল্যবোধে দেওয়া উচিত ছিল। কেন প্রথমেই এই গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাদি নেওয়া হল সংকলক উল্লেখ করেন নি। আবার এ কথাও বলা হয়নি যে এই সব গ্রন্থাগারের কলকাতা বিষয়ক যাবতীয় গ্রন্থাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পঞ্জীটির মূল্য গ্রন্থ নির্বাচনে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তাও বলেন নি। 'BSP' ও 'CML' এই দুটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদিও যে নেওয়া হয়েছে সংলেখের নীচে গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট নাম অবিস্মার করার পর পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন যেহেতু সংশ্লিষ্ট শব্দ তালিকায় এদের কোন উল্লেখ নেই।

কোন কোন ভাষায়, কি কি ধরনের গ্রন্থাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মূল্যবোধে সংকলক বলেন নি। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ, বানচিত্র, পত্রিকা, সম্মেলন মাধ্যম ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে পড়ে বোঝা যায়। মাধ্যমগত এই সব প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ করা ই বাতিল।

গ্রন্থপঞ্জীটির মূল্য কম হতে পারত যদি প্রচলিত নিয়মানুযায়ী গ্রন্থাদির বিবরণ ছাপান হতো। প্রতিটি সংলেখের বিবরণ অংশকে স্নানবস্ত্রকভাবে বিভিন্ন অঙ্গুলে ভাগ করে লেখকের নাম অপ্রয়োজনীয়ভাবে বড় বড় টাইপে আগাগোড়া ছাপিয়ে বৃথা কলমের ব্যক্তি করা হয়েছে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ছাপালে 'অন্তর্ভুক্ত' কর পৃষ্ঠা

লাগত। সংকলক হৃদীকরণের কোন কোন অঙ্গসংগ্রহ করেছেন বলেন নি। নিম্ন বস্তুত্বভাবে শিগোনাম ছেপেছেন বড় বড় হবার, যে হরকে ছোট পিতৃদের বই ছাপান হয়ে থাকে। যেমন—GUPTA RADHA-PRASAD। গ্রন্থের নামের (Title) প্রথমে 'The' শব্দটিকে প্রথম বর্ণনীতিস্বের মধ্যে দেওয়ার কি প্রয়োজন? গ্রন্থের মূল্য যেখানে পাওয়া যায়নি সেখানে মূল্য উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। এ কথাও, মূল্যবদ্ধ বলা হয়নি। যেমন গ্রন্থপত্রীর প্রথম সংস্করণেই মূল্যের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ সংকলক মূল্যবদ্ধ বোঝা করেছেন প্রতিটি গ্রন্থেরই মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে।

এমন ক্ষেত্রেও নীকা দেওয়া হয়েছে। মনে হয় অনবধানতাবশত।

২০২ এবং ২০২ঃ সংখ্যক গ্রন্থগুলি কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার কারণ দেখান হয়নি। প্রথমটি চলননগর ও দ্বিতীয়টি ককনগর সংক্রান্ত লেখা।

মূল্যবদ্ধ সংকলক বলেছেন 'with regard to India surnames, uniformity has been maintained' at 'India surnames' দ্ব্যত মূল্যের ক্ষতি। কিন্তু 'uniformity' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন উদাহরণ দিয়ে বললে পরিষ্কার হোত।

কোন গ্রন্থপত্রী সংকলনের দ্বারা প্রয়োজন একটি সাংগঠনিক পরিকল্পনা। মালোচ্য সংকলনটিতে এর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। যে সব ভুল ভ্রান্তির উল্লেখ করা হয়েছে সে সব হ্রস্বত্ব থাকত না যদি একটি বিশেষ পরিকল্পনামূল্যবাহী সংকলনের কাজ করা হোত এবং উদাহরণ হিসাবে কিছু প্রকাশিত মার্গিক গ্রন্থপত্রীর রীতি অনুসরণ করা হোত। আশংক্যই পত্রগুলি উন্নত মানের নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থপত্রীটি গবেষকদের গবেষণার অবতীর্ণ সাহায্য করবে। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ পরিষ্কার।

জলৈক

নীকা (Annotation) (সংকলিত গ্রন্থপত্রী যথার্থই মূল্যবান। সংকলক এ বিষয়ে সচেতন। কিন্তু নীকাও হ্রস্বত্ব বহু জায়গায় 'This book gives' এই জাতীয় পুনরুক্তি বিবক্তিকর। ১৭ সংখ্যক সংস্করণের নীকা 'Social history of Calcutta' নীকার একটি মার্গিক উদাহরণ। কিন্তু ২১ সংখ্যক সংস্করণের নীকা ১৮ পংক্তির। ২৫ সংখ্যক সংস্করণের নীকা অতি দীর্ঘ ২৬ পংক্তির। গ্রন্থের নাম থেকে যেখানে বিধগ বোঝা যায়, থাকে হৃদীকরণের ভাষায় বলা হয় 'Tell-Tale-Title', সেখানে নীকা অনাবশ্যক।

শোক সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি এবং ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন সহ সভাপতি গত ২০শে জুন '২১ শেখ নিখোঁস' তাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

তিনি লণ্ডন লাইব্রেরী এ'সোসিয়েশন থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম এম এল ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ইন্সটিটিউট লাইব্রেরী, বঙ্গীয় বাবদ্বাপকসভা, এথেন্সোলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান গ্রন্থাগারিক ছিলেন। সর্বশেষ তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন; তিনি ঐ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাবদ্বাপটি সম্মানে সভাপতিত্ব করেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তিনি অনেক প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি বঙ্গনাথন করা পুরস্কার পান।

সংকলক : অমলকুমার সরকার



বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিক / সহঃ গ্রন্থাগারিকদের যোগ্যতা

শিথিল করণ সম্পর্কে সরকারী আবেদন নামা

Government of West Bengal. Education Department

Appointment Branch

Writers, Buildings, Calcutta-1

No.715-Edn(A) Dated. Calcutta the 9th July. 1991.
(A)5P-24/90

From : Shri P. K. Bhattacharya
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Revision of pay scales of Librarians/Asstt. Librarians of Govt. Colleges in relaxation of qualifications.

In terms of Government Order No. 2104-Edn(A) dated 19-12-'84. U.G.C. scale of Rs. 700-1600/- was introduced for the Librarians/Asstt. Librarians of Govt. Colleges with effect from 1-4-'80 stipulating some qualifications therein. The Govt. of India on the recommendation of the U.G.C., have decided that the Librarians/Asstt. Librarians in colleges who have been appointed to the posts on or before 31-12-'72 may be sanctioned the scale of Rs. 700-1600/- with effect from 1-4-'80 in relaxation of of qualification prescribed in the above G.O. without insisting on a first or second class in the degree/diploma or other prescribed qualifications.

After a careful consideration, the Governor has now been pleased to decide that the benefit of the U.G.C. scale of pay of Rs. 700-1600/- as sanctioned in terms of G. O. No. 2104-Edn dated 19-12-'84 may be extended retrospectively from 1-4-'80 to the Librarians/Asstt. Librarians in Govt. Colleges who have been appointed to the posts on or before 31-12-'72 in relaxation of the qualifications mentioned in G. O. No. 2104-Edn(A) dated 19-12-'84 without insisting on a first class or second class degree/diploma or other prescribed qualifications subject to the conditions that the college concerned is satisfied that their experience

and quality of work justify their being placed in the upgraded salary scales. In case of persons appointed on the posts after 31-12-'72 the prescribed qualifications would apply without any modification.

The charge on account of the above expenditure will be debited to the head "2202-General Education-03-Universities and Higher Education-103-Govt. Colleges and Institutions—Non-plan-salaries in the state budget" for the current financial year.

This order issues with the concurrence of Finance Deptt. vide their U. O. No. 1340 Group PI cell (Policy) dated 20-6-91.

Sd/-illegible
Deputy Secretary

No. 715/1(6 Edn(A)

Copy forwarded for information to the :—

- (1) Finance Department of this Government.
- (2) Accountant General, West Bengal.
- (3) Pay & Accounts Officer, Calcutta Pay & Accounts Office.
- (4) Deputy Director of Public Instruction(A).
- (5) Treasury Officer.

Sd/-illegible
Assistant Secretary

Calcutta.
the 9th July, 1991.
No. 715/2(30)Edn(A)

Copy forwarded for information and necessary action to the principal of all Govt. Colleges including Technical & Physical Education.

Sd/-illegible
Assistant Secretary

Calcutta
the 9th July, 1991.

ENGLISH ABSTRACTS
of the Editorial & Articles Published in
GRANTHAGAR V. 40 : No. 12
By Ratna Bandyopadhyay

Editorial : General Election, newspapers and library (pp. 283-5)

This election is taking place within fifteen months of the previous election. This is not at all desirable in a poor democratic country like ours. India is known for its unity in diversity. But now some politically motivated persons are taking advantage of the situation and instigating the people against each other. The library has an important role to play at this juncture. It should develop a healthy cultural atmosphere. Newspapers are in most of the cases providing distorted, misleading information. Librarians should evaluate the standards of these Newspapers.

Literature and Sociology of history—by Rajkumar Mukhopadhyay
(pp. 286-291)

This paper describes various types of translations of literary works i.e. dynamic, static, literary, adaptation etc. and also discusses which types of translations are to be selected for the library.

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal regd. No. WB/CC-145
Regd. No. R. N. 2674-47

Volume 41 : No. 3

July—August 1991

Contents

	PAGE
Hopes and aspiration of Librarians (Editorial)	47
M. A. Gopinath	
Librarianship and Library Administration	48
Sukumar Khamrai	
Library Extension Service : an evaluation	55
Book Review	62
Obituary	63
Govt. Order regarding relaxation of	
Qualification of Librarians, Asst. Librarians.	64
English Abstracts	66



Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073,
General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466
at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor : Pinakinath Mukhopadhyay.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মূলপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৪

সম্পাদক : পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৯৮, জ্যৈষ্ঠ

পৃষ্ঠা

গতিবিশালী বেকার ও কাজের অধিকার (সম্পাদকীয়)

৬৮

কেন্দ্রকুমার বগল

৬৯

দূরদর্শন ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার : এক নতুন সম্পর্কের সীমারে

৭০

বিশ্বজিৎ দে

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান

শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগার গতি মনস্তত্ত্ব

প্রয়াত অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভা

ডঃ ত্রিগুণা সেন

প্রয়াত অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় স্মরণে শোকবাহিতা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী

সমিতি সংগঠন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

Govt. of W. B. Order for Retirement

Age of College Librarian

৮৫

৯০

৯০

৯১



ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী :

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এটি পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অধাধে মানুষ ব্যবহার করেছে—অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেছে। ফলশ্রুতি হিসাবে এটি গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবশ্য বৃক্ষচ্ছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল শ্রোতকে কল্ল করা যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত-গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চচাপের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সত্ত্বে অবহিত ?

হ্যাঁ এটি অবশ্য চক্ষুস্ত থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, পরা এবং বজ্রার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের ঘরাঘরি প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এটি বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে এতী হতে হবে। আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে—দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ১৮০৫/৯১

ঐ শ্বা গা র

বন্দী অধ্যাপার পত্রমালায় প্রথম পত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৪

সম্পাদক : শিলাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ

সম্পাদকীয়

বুদ্ধিবৃত্তি বেকার ও কাজের অধিকার

আজকাল আমাদের দেশে প্রায়ই এই কথাটা শোনা যাচ্ছে,—‘কাজের অধিকারকে নাগবিধানিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।’ এ নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির (লোকসভা এবং বিধানসভা) ভিতরে জনপ্রতিনিধিতা এবং দেশের বিভিন্ন গণসংগঠনগুলিও আন্দোলন শুরু করেছেন। লড়াই তো, ভারতে অবাক লাগে স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরেও বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে। এতদিন এসব নিয়ে কোন ব্যবস্থার কথা বলা হয় নি অথবা গুরুত্ব দেয়া হয় নি।

দেশের উৎপাদনের উপাধানগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে মানবসম্পদ এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগীতার বিচারকও মানবসম্পদ। সমাজের প্রয়োজনে অন্ত্যস্ত উপাধান এক উপকরণগুলির সঙ্গে মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমেই সমাজ সামগ্রিক সম্পদ উৎপন্ন হয়। এর ক্ষেত্রে চাই বৃহৎ পরিকল্পনা, যাতে সব রকমের সম্পদের পর্যাপ্ত এবং যথাযথ ব্যবহার হয়, এবং যেন কোন উপাধানেই অব্যবহৃত না থাকে। মানব সম্পদের অব্যবহারই বেকারী।

আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র সাধারণ মানব সম্পদ অব্যবহৃত থাকছে, তাই নয়, এমন কি বুদ্ধিবৃত্তি মানবসম্পদও বেকার হয়ে থাকছে। এটা ভাবা উচিত যে, সাধারণ মানবসম্পদ সৃষ্টির ব্যয় থেকে বুদ্ধিবৃত্তি মানবসম্পদ

সৃষ্টি করার ব্যয় অনেক বেশী। এর ফলে প্রচুর অর্থের অপচয় হচ্ছে। চাই যথাযথ ব্যবহার এবং চাহিদা অনুযায়ী যোগানের ব্যবস্থা।

অনেকের মতে জনসংখ্যার বিকোরণের ফলেই চাহিদার বেশী মানবসম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে বেকারী সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেশ ধ্বংস হচ্ছে। অল্প মতাপন্থীরা এই বৃত্তি দেখান যে, বিশ্বের অনেক অল্পমত এবং উন্নয়নশীল দেশে বিগত ২৪ বছরে জনসংখ্যা তুলনা দৃশ্য হারে বাড়েনি এবং অল্পমত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে সবচেয়ে বেকারী বেড়েছে এবং সেই বেশগুলি ক্রমশঃ ধ্বংস হচ্ছে। তাঁরা একথাও বলেন যে উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মান নিয়ন্ত্রণিত হয়। সবচেয়ে বেশী বেশগুলিতে কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে কর্মপ্রার্থীর বিরাট বিরাট লাইন দেখা যাচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাহসের বিকোর সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং নানা কারণের ফলেই বেকারী সৃষ্টি হতে পারে, কোন অবস্থাতেই এই সমস্যার কারণ অস্বাভাবিক কাজ লক্ষ্য করণ লভ্য নয়। একটি দেশের জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ, উৎপাদনের উপকরণ, আর্থনৈতিক নীতি এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার বিষয় বিচার বিবেচনের মাধ্যমে সেই দেশের বেকার সমস্যার কারণ নির্ণয় করে উপযুক্ত সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা বুদ্ধিসঙ্গত।

আমাদের দেশে বিশেষ করে এই রাজ্যে দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃত বৃত্তিহীনতা বেকার হয়েছেন। ঐশ্যাপার বিজ্ঞান ও পরিবেশের ক্ষেত্রেও প্রায় হাজার থেকেকরে মত বৃত্তি-হীনতা কাজ পাবার আশায় বলে রয়েছেন। অনেকের অভিমত, চাহিদার তুলনার যোগান বেশী হচ্ছে বলে বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। রাজ্যে বর্তমানে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় প্রতি বছরে ৩৫০ জন এবং অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রে থেকে প্রায় ২৫০ জন বিভিন্ন স্তরের উপযোগী বৃত্তিহীনতা বেরোচ্ছেন। তারপর আরো একটি বিশ্ববিদ্যালয় এই বিভাগের শিক্ষণ ব্যবস্থা শুরু করতে চলেছেন। মোট প্রায় ৩০০ জনের মধ্যে ১০০ জনের মতো কর্মরত প্রার্থীদের বাধা বিশেষ, এটা ভাবনার বিষয়, প্রতিবছর এই রাজ্যে প্রায় ৫০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে কিনা? অনেকে প্রায় তোলেন—যাত্রা যোগান বেশী হচ্ছে বলে অজুহাত তোলেন, তারা চাহিদা আছে কি নেই তা কিলের ভিত্তিতে নির্ধারণ করলেন? কোন ব্যাপক সমীচা কি চালানো হয়েছে? যার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে চাহিদার ক্ষেত্রে লক্ষ্যকৃত অর্জন করা গেছে, আর কোন সম্ভাবনা নেই। এর হচ্ছে যে, এই রাজ্যে সবকিছু বিশ্ববিদ্যালয়, পর্বতের মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয়, পলিটেকনিক ও বিভিন্ন স্তরের ঐশ্যাপার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঐশ্যাবহিষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, সাধারণ ঐশ্যাপারগুলিতে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে কি কর্মসংস্থান ও পরিবেশ অত্রকারী পথ সৃষ্টি করা হয়েছে? বা যে সকল পথ আছে সেগুলিকেই পূর্ণ করা হয়েছে? এই সকল নানা প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। এক কথায় এই সমস্যার কারণ খোঁজা ও সমাধান সম্ভব নয়। এর ভিত্তি চাই ব্যাপক সমীচা এবং সামগ্রিক

পরিকল্পনা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে বর্তমানে সামাজিক স্বীকৃতি ও স্বার্থীকারের স্বীকৃতি নিয়েই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ঐশ্যাপার বিজ্ঞানের বৃত্তিহীনতা সৃষ্টি করছেন এবং এই বৃত্তিহীনতায় সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁরা কেন সামাজিক বন্ধন, অন্তরে, অশ্রমের স্বীকৃতি হবেন? তাদের অসুখ কোথায়? কাজ পাবার স্বীকৃতি তাদের আছে এবং সমাজকে সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এই স্বীকৃতি দিতে হবে। এর দ্বারিখ শিক্ষা আন্দোলনের, রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ও পরিকল্পনা রচয়িতাদের। সরকারকেই এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে আত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে—‘কাজের স্বীকৃতিতে সাংবিধানিক স্বীকৃতি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে’। তবে একথাটা টিক যে, স্বীকৃতি দিলেই প্রত্যেকে কাজ পাবেন, তা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে বৃত্তিহীনতা বেকারেরা কি ‘অনাথার বৈবলখা’ হয়ে কপাল চাপকে বেড়াবেন এবং সমাজে সকলের চোখে হেঁচ হয়ে থাকবেন ও হীনমন্যতার ভূগবেন? এমনই দ্বারিখ কার? নিশ্চয়ই সমাজের। আর সেই জন্যই প্রয়োজন সাংবিধানিক স্বীকৃতি। আর একটা কথা, শিক্ষার সঙ্গে কাজের লক্ষ্যের প্রয়োজন সমীচিক। উদ্দেশ্যবিরহীত শিক্ষার কাণ্ডারীরা এই স্বীকৃতি দেবার বিরোধিতা করে থাকেন; শিক্ষা যে সমাজের উৎপাদনের প্রয়োজন নেই, তা তাঁরা ভুলে যান। পরিশেষে আবার আমাদের দ্বারিখ কথা উল্লেখ করি—কাজের স্বীকৃতিতে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

দূরদর্শন ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার : এক নতুন সম্পর্কের খোঁজে

উত্তম কুমার মণ্ডল

প্রাক্তন ছাত্র, বায়বপুর বিশ্ববিদ্যালয়

• সূচনা

আপোদ্যুষ্টিতে দূরদর্শন ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার এই দুটি বিষয়কে পরস্পর বিপরীতদ্বারা ও বৈলক্ষ্যমূলক বলেই মনে হয়। বস্তুতঃ এই দুয়ের মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। কারণ তথ্যপরিবেশনের এই দুটি ক্ষেত্র বা মাধ্যমের কার্যক্রম, পরিবেশ, কাজের ক্ষেত্র, সর্বোপরি পরিবেশের মান সম্পূর্ণ ভিন্নতর। দূরদর্শনের পরিধি অনেক ব্যাপক, অনেক বিস্তৃত। তুলনায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পরিধি এক বা একাধিক গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আবার বিপরীত দিক থেকে দেখলে, গ্রন্থাগারের সাথে জনগনের যে সরাসরি যোগাযোগ, দূরদর্শনের ক্ষেত্রে তা একবারেই অচপস্থিত। অর্থাৎ গ্রন্থাগারে তথ্যনির্বাচন ও তথ্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে পাঠকের স্বাধীনতা প্রায় অব্যাহত। পাঠক তার নিজস্ব বোধবুদ্ধি বিচার বিবেচনাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু দূরদর্শনের ক্ষেত্রে পরিবেশিত কার্যক্রম ভাল, মন্দ, উচ্চমানের, নিম্নমানের বাইরেই না কেন দর্শকের নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই। হাটগোক, দূরদর্শন ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা অস্বাভাবিক সামাজিক কার্যক্রমগুলি চালিয়ে যাচ্ছে।

১ দূরদর্শনের সর্বগ্রামী প্রভাব

যেহেতু দূরদর্শনের ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক, অনেক বিস্তৃত, তাই এর প্রভাব পড়ে সমাজের প্রতিটি স্তরে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারও এই প্রভাবিত এলাকার আন্তর্ভুক্ত না হয়ে পারে না। বেশ কিছুদিন ধরেই আমরাও গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ

মহল উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এই তেবে যে—“দূরদর্শন প্রোগ্রামের ফলে গ্রন্থাগার পরিবেশা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পাঠাত্ম্যন করে যাচ্ছে। সার্কোপরি, গ্রন্থাগার অস্তিত্বহীনতা বাড়ছে না।” এটি একটি বাস্তব সমস্যা। দূরদর্শনের যে ব্যাপক পরিধি, আর্থিক ও কার্যসূচী পরিকাঠামো, জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ অস্তিত্বহীনতা তার মাশেপে দাঁড়িয়ে গ্রামীণ গ্রন্থাগার একটি নিভাত্তই নগণ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হয়ে। তাই তার পক্ষে দূরদর্শনের মতো একটি শক্তিশালী মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মোটেই সম্ভব নয়। তাহলে উপায়? তাহলে কি এই অবস্থাই চলবে? দূরদর্শন কি তার সর্বগ্রামী প্রভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে ভয়ে নেবে? গ্রন্থাগার কি কালক্রমে পাঠকবিহীন পোড়োবাড়ীতে পরিণত হবে? উত্তর একটাই—না। এটি একটি বড়ো সমস্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যেক সমস্যার একটা সমাধান থাকেই। যা প্রয়োজন তা হলো সমস্যার লক্ষণ ও কারণগুলি অস্বাধীন করে লাত্ৰিক ঐষম প্রয়োগ। কিন্তু এ হািষি কত? কে নেবে এ হার? কোনো গ্রন্থাগারিক বলতেই পারেন—“গ্রন্থাগারে যদি পাঠক না আসেন তো আমি কি করতে পারি? তাকে তো বাড়ী থেকে ধরে আনতে পারি না। কেউ যদি পড়তে না চায়, তাকে তো আর জোর করে পড়ানো চলে না।” —না, এটা কোনো হুক্তি নয়। এতোবড়ো সমস্যাতে এত উদ্বাসীয়ে দেখলে চলে না।

২ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম

বস্তুতঃ এ এক লক্ষ্য—গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তথা গ্রন্থাগারিকের অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যের দার মাশে অনেকখা

জড়িয়ে আছে—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণেরও ভাণ্ড। আমরা তো জানি, স্বাধীনতা পূর্বধূগে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, কাজকর্মে কি প্রচণ্ড ছুটিকা নিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীদুশ্বেও গ্রন্থাগার তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করেছে হুঁটভাবে। এমন কি কয়েক বৎসর আগে পূর্বত জনগণ গ্রন্থাগারকে অপ্রত্যাশিত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করতেন। কারণ তখনও পূর্বত মানসিক দৃষ্টি নিহতির প্রধান উপাদান ছিল গ্রন্থাগার। কিন্তু বর্তমানে দূরদর্শন, বেতার, চলচ্চিত্র, ভিডিও প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের দূরপ্রাচ্য মাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের ফলে রাহব দূর সহজেই তার মানসিক চাহিদা মিটিয়ে ফেলেতে পারছে। কলে অবহেলিত হচ্ছে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার। তাহলে, এই নতুন প্রেক্ষাপটে জনগণের কাছে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা কি শেষ হয়ে যাবে?—এখানেই একে পক্ষে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বের প্রশ্ন: সামাজিক দায়িত্বতা বা পেশাগত নৈতিকতার কথা না হয় বাদই দিলাম। নিজস্ব দায়িত্বের অঙ্গিয়েই তাকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়ে গেলে, গ্রন্থাগারিক বলেও কিছু থাকবে না। তাই যে ভিত্তি ছুটির উপর দাঁড়িয়ে তার রুজি-রোজগার সেই ছুটিটাকে প্রাধান্য ও রক্ষা, ভূমিকম্প ও ভূমিকম্ব থেকে রক্ষার দায়িত্ব নবার চেয়ে গ্রন্থাগারিকেরই বেশী।

৩. রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র, নতুন প্রেক্ষাপট ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্রের মাগে আমরা সকলেই বহন পরিচিত। এই সূত্রগুলিকে লক্ষ্যভাবে কার্যকর করার জন্য যে সব আত্মবলিক যাত্নিক ব্যবস্থাপনার কথা বলা আছে তার মধ্যে লটিক গ্রন্থনির্বাচন নিবৃত্ত ক্যাটালগ ও ক্লাসিফিকেশন, উত্তম চার্জিং ব্যবস্থা প্রভৃতি অন্তর্গত। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে এই ধরনের যাত্নিক ব্যবস্থাগুলি মোটেই যথেষ্ট নয়। পাঠক যদি গ্রন্থাগারেই না আসেন তাহলে নিবৃত্ত ক্লাসিফিকেশন বা

উত্তম চার্জিং ব্যবস্থার কি হবে? এক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তাহলে এক মানবিক সত্তার (Human entity) দক্ষিণ অংশগ্রহণ। গ্রন্থাগারিকই এই দক্ষিণভূমিকা পালন করতে পারেন। অর্থাৎ বলতে চাইছি যেখানে লাক্ষিণ ধরনের পরিবেশের ব্যাপক প্রয়োগ, যা বর্তমানে ভীষণভাবে অবহেলিত।

কিন্তু গ্রন্থাগারের উপর দূরদর্শন কার্যক্রমের যে প্রচণ্ড অভিঘাত (impact) পড়ি হয়েছে সে ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের কি করণীয় আছে? তার পক্ষতাই বা কেমন?

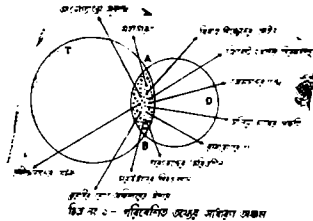
প্রথমেই বলেছি, গ্রন্থাগার কোনোভাবেই দূরদর্শনের মাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতাস্ব যেতে পারে না। বরং দূরদর্শন কার্যক্রমের ধনাত্মক দিকগুলিকে সাতীকরণ করে নিজেকে মুঠে কড়াই হবে তার লক্ষ্য। এক্ষত প্রথমেই গ্রন্থাগারে একটি দূরদর্শন সেটের ব্যবস্থা করতে হবে। আর্থিক ক্ষমতান হতে পারে, চাহা, দান বা সরকারী সাহায্য মাধ্যম। পাঠক তথা জনগণকে আকর্ষণের এটি একটি প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ। এ প্রদক্ষেপ যেন বাধ্যতে হবে গ্রন্থাগার আর্থগোষ্ঠায়িক কাঠামোর কথা। এটা ঘটনা যে, গ্রন্থের ৮০ ভাগ মাহুইই ইলেক্ট্রনিক, লক্ষ্যের বেশীর ভাগটাই ইলেক্ট্রনিক ব্যক্তির কৃষ্ণিগত। তাই প্রত্যেকের ঘরে দূরদর্শন থাকবে এটা আশা করা বাস্তবতা। ফলত: দূরদর্শনের ব্যবহার গ্রন্থাগারের মর্যাদা, গুরুত্ব ও আকর্ষণ শিক্তি ও অনিশ্চিত উত্তর জেগীর মাহুয়ের কাছেই, বিশেষ করে গ্রন্থের খেটে পাওয়া ইলেক্ট্রনিক মাহুয়ের কাছে বাড়িয়ে দেবে। বলা যায়, এর ফলে গ্রন্থাগারে পাঠক ও অ-পাঠক (যারা শুধু দূরদর্শন প্রোগ্রাম দেখতে চায়) এর আনাগোনা বৃদ্ধি পাবে।

গ্রন্থাগারিককে কাজ তরু করতে হবে এই জাহালা থেকে। প্রথমেই তাকে যা করতে হবে তাহলে—দূরদর্শন ও গ্রন্থাগারের মধ্যে মাদুস্তের সাধারণ ক্ষেত্রটিকে চিহ্নিত করণ।

৪ সাপ্তকের সাধারণ ক্ষেত্র—পরিবেশিত তথ্যের সাধারণ অঞ্চল

এখন দেখা যাক, ‘পরিবেশিত তথ্যের সাধারণ অঞ্চল’ বলতে কি বোঝি? এটা ঘটনা যে, একই তথ্য আয়ত্তা বিভিন্ন মাধ্যম বা কেন্দ্র থেকে পাওয়া থাকে। প্রত্যেকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অস্বাভাবিক তথ্যের রূপ, পরিবেশনের পদ্ধতি মানগত ও পরিমাণগত মানের যতই পার্থক্য ঘটুক না কেন মূল উপাদানগুলি একই থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বই পড়তে জানতে পারি আবার দূরদর্শনের শিক্ষামূলক অংশটান দেখেও জানতে পারি। তেমনি ‘সুবর্ণীর রোগ প্রতিরোধের উপায়’

বা ‘ভালিয়া চাষের পদ্ধতি’ বই পড়তে জানা যায় আবার দূরদর্শনের মাধ্যমেও পাওয়া যেতে পারে। এই দুই ভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলির মধ্যে বস্তু পার্থক্যই থাকে না কেন বিষয়গত মূল উপাদানগুলি অব্যবহিত থাকে। এটাকেই বলতে চাইছি সাপ্তকের সাধারণ ক্ষেত্র। এখন দূরদর্শনের সময় কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য এবং গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট (মুদ্রিত ও অন্তর্ভুক্ত ধরনের) থেকে প্রাপ্ত সময় তথ্যের মধ্যে সামান্যতক তথ্যগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। অর্থাৎ দূরদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সময়সীমা ও তথ্যের ভুক্তিগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে।



বর্ণনা : -T = দূরদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্য

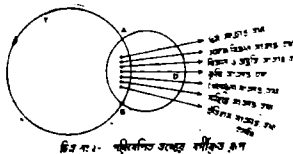
D = গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ডকুমেন্টের তথ্য

AB = T ∩ D থেকে প্রাপ্ত সাধারণ (common)

তথ্য। অর্থাৎ AB অঞ্চলে এমন সব তথ্য রয়েছে যা দুই

মাধ্যম থেকেই পাওয়া গিয়েছে। ABকে বলা যেতে পারে পরিবেশিত তথ্যের সাধারণ অঞ্চল।

এখন AB অঞ্চলে অবস্থিত তথ্যগুলিকে ক্রান্তিক্রমকরণ করলে নিম্নতম চিত্রটি পাওয়া যাবে।



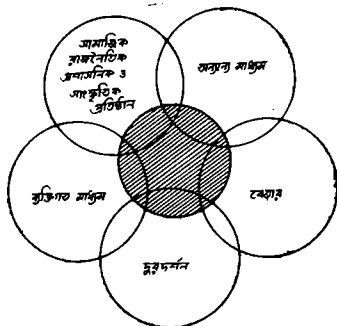
এই চিত্রটি খুবই আশাশ্রয়ক। অর্থাৎ দূরদর্শনের ব্যাপক পরিধি, কারিগরী ও আর্থিক পরিকাঠামো চক্রকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকৃতি সত্ত্বও, দূরদর্শন যে বিষয়ে পরিবেশা দেয়, সেই একই বিষয়ে পরিবেশা দেয়, সেই একই বিষয়ে পরিবেশা দেবার ক্ষমতা গ্রামীণ প্রথাগারও রাখে। আর এটিই হলো একজন প্রথাগারিকের কাছে প্রধান ভরসার কথা।

দূরদর্শনে যখন শতসংখ্যক "চরিয়াহীন" যেখানে হচ্ছে তখন মূল উপভোগ্য পণ্যের আগ্রহ পাঠকের আগ্রহেই পারে। প্রেমচন্দ্রের কোনো গল্পের ন্যায়কণ্ঠেই পণ্য, প্রেমচন্দ্রের অস্তিত্ব পণ্য লক্ষ্যে আগ্রহ লক্ষ্যনোই বাস্তবিক। দূরদর্শন যোগ প্রতিরোধ লক্ষ্যে কোনো কার্যক্রম দূরদর্শনে দেখার পর এই বিষয়ের একটি ভাল গ্রন্থ সংগ্রহ ব্যক্তিকে দিতে পারলে তিনি আগ্রহ লক্ষ্যেই নেবেন আশা করা যায়। অর্থাৎ প্রথাগারিক দূরদর্শন কার্যক্রমের ধনাত্মক বিকল্পনিকে কাজে লাগিয়ে সহজেই পাঠকের আগ্রহ ও

পাঠ্যভাগ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারেন। অন্যতর তাকে জানতে হবে কোন পাঠক কোন ধরনের দূরদর্শন কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহী। প্রথাগারে কোন ব্যক্তি কি ধরনের প্রোগ্রাম দেখতে আসেন তা কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করলেই ব্যাঙ্গ্যটি বোকা যায়। তাহলেই প্রথাগারিক লম্বিক তথ্য লম্বিক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন।

৫. বাস্তবচিত্র আরও জটিল

১ নং এ 'পরিবেশিত তথ্যের সাধারণ অকলের' যে চিত্র আশা পেয়েছি তার বাস্তবতাপ আরও জটিল। কেন না একই তথ্য দুইয়ের অনেক বেশী মাধ্যম থেকে পাওয়া যেতে পারে। যেমন—'দূরদর্শন যোগ প্রতিরোধের উপায়'—গ্রামীণ শত চিকিৎসা কেন্দ্র, প্রথাগারের গ্রন্থ, দূরদর্শন, বেতার, আলোচনাচক্র, প্রতিবেশী চারীভাই, লিফট, বিজ্ঞাপন প্রকৃতি যে কোনো মাধ্যম থেকেই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি মাধ্যমের তথ্য একে অপরের উপর সমাপ্রতিভিত হয়ে নিরন্তর জটিল চিত্রের সৃষ্টি করে।



চিত্র নং ৩ - গ্রামীণ প্রথাগারের উপর একই তথ্যের মাধ্যমের বিভিন্ন মাধ্যমে পাঠ্যভাগ্যের সমাপ্রতিভা

যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় গ্রামীণ গ্রন্থাগার, তাই একে কেন্দ্রে রেখে (কেন্দ্রীভূত ভাবে), তার উপর অত্যন্ত মাধ্যমের লম্বাঘন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, মাধ্যমের সংখ্যা যত বেশী হবে চিত্রটি ততই জটিল হবে।

এরূপ পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারিকের কাজও জটিল হয়ে ওঠে। গ্রন্থাগারিককে প্রতিটি মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিচার বিবেচনা করে পরিবেশ দেবার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।

৬. দূরদর্শনযুক্ত গ্রন্থাগারে পরিবেশার বিভিন্ন স্তর

এতকালের আন্দোলন থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে গ্রন্থাগারের সম্ভারিত কার্যক্রমের মধ্যে দূরদর্শনকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে একটি করে দূরদর্শন সেট থাকবে এবং শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই প্রোগ্রাম দেখার সুযোগ পাবেন। কাজের সুবিধার জন্য সরগ্রহ পরিবেশাকে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যেমন—

৬.১ শিক্ষিত ও সচেতন বয়স্ক পাঠকদের জন্য পরিবেশা

— এই শ্রেণীর পাঠকদের পরিবেশা দেওয়া সহজ। কারণ এঁরা নিজেদের চাহিদার বিষয় জানেন। গ্রন্থাগারিক শুধু লক্ষ্য রাখবেন কোন পাঠক কোন ধরনের প্রোগ্রাম দেখতে আগ্রহী। এবার তাঁর আগ্রহ অনুযায়ী গ্রন্থাগারে দৃশ্যবাহী এই বিষয়ে ভুক্তিকেন্দ্রিক পঠকের সামনে তুলে ধরেন অবশ্যই তিনি পড়বার জন্য কিছু না কিছু নেবেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কৃষি, পশুপালন, সংস্কার প্রভৃতি তথ্যগুলি জীবন কাছ দেবে এ ব্যাপারে।

৬.২ শিশু ও কিশোরদের পরিবেশা

গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ হল শিশুদের ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশী উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। অভিযোগ করেছেন—দূরদর্শনের প্রভাব শিশুদের উপরেই পড়েছে সবচেয়ে বেশী। ফলে কতিপয় ছাত্র দৈনন্দিন পড়াশুনা,

নষ্ট হয়ে থাকে পাঠ্যভ্যাস। দুঃখজনক হলো অভিযোগটা সত্য। কিন্তু দূরদর্শনের যে দরদারী প্রভাব তা থেকে সমাজের অন্ততম অংশ হিসাবে শিশুরা তো তার বাইরে থাকতে পারে না। তাহলে উপায়? এক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারকেই নিতে হবে আত্মার ভূমিকা। শিশুমন সব ব্যাপারেই আগ্রহী, সব ব্যাপারেই কৌতুহলী। এই বয়সে সব কিছু জানার জন্য তার মধ্যে থাকে বিশদ্রাসীক্ষা। দূরদর্শনে প্রচারিত শিশুদের উপযোগী অগ্রদানগুলিকে কাজে লাগিয়ে তার মধ্যে পাঠ্যভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যেমন—যে শিশু চিত্রিতে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম পাগল তার হাতে 'ছোটোদের মহাত্মারত' বইটি মিলে অবশ্যই প্রোগ্রামে মিলবে। তেমনি 'হুইল কনস্টেট' দেখে যে বালক, জেনারেল নেলসনের বই তার কাছে অত্যন্ত কাজের। এইভাবে খেলাধুলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়েই শিশুদের পাঠ্যভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৬.৩ সম্ভারকর্মীদের পরিবেশা

বর্তমানে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী একটা আন্দোলনের রূপ পেয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী এগিয়ে চলেছে জোর করবে। এটি গ্রন্থাগারের পক্ষে একটি স্তর লক্ষ্য। কারণ নিরক্ষরতার অভিলাষমূলক এমন সম্ভারকর্ম ব্যক্তিরা অচিরেই আগমন ঘটবে গ্রন্থাগারে। স্বাভাবিকভাবেই এদের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের যত না আগ্রহ, তার চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহ থাকবে দূরদর্শন দেখার জন্য। এই সুযোগটি গ্রন্থাগারিককে কাজে লাগাতে হবে। সম্ভারকর্মী জান লক্ষ্য ব্যক্তি দূরদর্শন থেকে বেশবিশেষের সংবাদ, কৃষি, পশুপালন, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্য জানার পর যত্নে মনোযোগ তার হাতে পাঠ্যপুস্তকী সহজ সরল পুস্তক ধরিয়ে দিতে পারলে জীবন কল্যাণকর হবে। এটি তাঁর জ্ঞান ও পাঠ্যভ্যাস বৃদ্ধির সহায়ক হবে। বিপরীত দিক থেকে গ্রন্থাগারও আজীবন শিক্ষার (Life long self education) কেন্দ্র হিসাবে নিজের ভূমিকাকে পূর্তন করতে পারে। এমন

মতদায়কদের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের পুথক
জাতীয় গড়ে তোলা উচিত।

৬৪ নিরক্ষরদের পরিবেশ

দূরদর্শনমূলক গ্রন্থাগারের নূতন ধরনের অতিথি হলো
নিরক্ষর ব্যক্তিরা। এরা পড়তে পারে না। গ্রন্থের সাথে
এদের কোনো সম্পর্ক নেই। গ্রন্থাগারের সাথে জো নাই।
কিন্তু দূরদর্শন থাকলে গ্রন্থাগারে ব্যাপক সংখ্যায় নিরক্ষর
ব্যক্তি আগমন ঘটবে। গ্রন্থাগার থেকে এদের পুস্তক
সরবরাহ করা যাবে না ঠিকই, তবে অন্তর ধরনের পরিবেশ
দেওয়া যায়। যেমন—দূরদর্শনে পরিবেশিত কোনো বিশ্বের
উপর আলোচনাচক্র। এতে শিক্ষিত, মতদায়ক, ও নিরক্ষর
—সকল ধর্মীয় সাহচর্য অংশ নেবে। কলে নিরক্ষর ও অসচেতন
ব্যক্তিরা নিজের জ্ঞান ও চেতনার মানকে বাড়িয়ে নিতে
পারেন। সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয় সংহতি প্রভেদে নিজের
চিত্তাভাবনাকে প্রদর্শিত করতে পারবেন। তাছাড়া
কিছুদিন গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে আলগেই নিরক্ষর ব্যক্তি লাক্ষর
হবার তারিখ অসম্ভব করবেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ গ্রন্থাগার গ্রামের সমস্ত
অংশের জনগণকে নিয়ে এক সামগ্রিক পরিবেশ। যিহে
লক্ষ্য এবং একাজে দূরদর্শন বিশেষ সহায়ক হবে।

৭ অপপ্রচার ও কুচরিত্রের অনুষ্ঠান—একটি বাস্তব বিপদ

এটি একটি বাস্তব বিপদ। তবে এর সমাধানও আছে।
অর্থতা-মিথ্যা প্রচারের এবং কুচরিত্রের অনুষ্ঠানের বিপদটিকে
হ্রাসে ভাগ করে নিতে হবে। (১) রাজনৈতিক ও
(২) অন্তর। রাজনৈতিক অপপ্রচারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের
তত্বন কিছু করার নেই। ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ড বাই হোক
বা কেন, গ্রন্থাগারিক কখনোই নিজেকে রাজনৈতিক
প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থাপিত করতে পারেন না।
রাজনৈতিক অপপ্রচারে যোকাবিদার ক্ষমতাসমূহকে সচেতন
করতে হবে। একাজ করবে এলাকার রাজনৈতিক
লক্ষ্যনগুণি।

(২) কিন্তু অন্তর ধরনের অপপ্রচার, যেমন—ধর্মীয়তা,
ধর্মীয় কুসংস্কার এবং অপবিজ্ঞানমূলক তথ্য পরিবেশন
প্রভৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক প্রত্যেক কৃষিকার গ্রহণ করতে
পারেন। তিনি নিজে এখাপারে সঠিক তথ্য দিয়ে গ্রন্থপঠ,
আলোচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করে সচেতন করে তুলতে
পারেন। জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িকতা, মতদায়ক প্রভৃতি
প্রভেদে গ্রন্থাগারে আলোচনাচক্র ও মত বিনিময় খুবই কাজের
হবে।

কুচরিত্রের অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও মতদায়ক নৈতিক দিক
থেকে সচেতন করে তোলা যায়।

৮ গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে গ্রামীণ তথ্যকেন্দ্রে উত্তরণ

কিন্তু শুধুমাত্র পুস্তক সরবরাহ করে এবং টি. ভি.
প্রোগ্রাম দেখিয়েই গ্রামীণ গ্রন্থাগার লক্ষ্যে তার অবস্থানকে
দৃঢ়তর করতে পারে না। একটি গ্রন্থাগারকে যা করতে
হবে তা হলো—মাতৃস্বের বৈদগ্ধ্য জীবনে, আর্থিক ও
বৈবাহিক উন্নতিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভেদে, ধর্মীয় ও
সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের স্রোত সরবরাহ।
“সামনের সরসরে আলু বা মর্বে কোনটির চাব অধিক
লাভজনক হবে?” —এ তথ্য যদি দিতে না পারে তাহলে
একজন চাষীতাইয়ের কাছে গ্রন্থাগারের কি মূল্য আছে?
কৃষিওণ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সরকারী আদেশনামায় কি
আছে?”—এ তথ্য একজন কৃষকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি যদি গ্রন্থাগারে এসে তা পান তাহলে গ্রন্থাগার তার
কাছে মূল্য, ব্যাক. শোভা অধিক, আদালতের মতোই
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয়।
গ্রামীণ জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে এমনি হাজারো
প্রভেদে সমাধান গ্রন্থাগারকে করতে হবে। আর সেজন্য
গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে উত্তরণ ঘটানো হবে গ্রামীণ
তথ্যকেন্দ্রে। এই ধরনের গ্রামীণ তথ্যকেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক
বা তথ্য-অধিকারিক নিজেকে বিশেষভাবে তৈরি করে
নেবেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যেমন—রাজনৈতিক,
রাজনৈতিক পরিবর্তন, সাম্প্রতিক প্রাদেশিক আদেশনামা,

সংরক্ষণ, দূরদর্শন ও বেতারে প্রচলিত বিষয় প্রকৃতি
সংকীর্ণ প্রভি তাঁকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে।
তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং পরিবেশনের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির
প্রয়োগ করতে হবে। একান্ত তথ্যবিজ্ঞানের প্রসিক্ষণের
বিশেষ প্রয়োজন আছে। সুতরাং, এই দিকান্তে আল-
মায় যে, গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে তার প্রচলিত নীতি-
অতিক্রম করে তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা নিতে হবে যেখানে
দূরদর্শনসহিত অন্যান্য ধরনের অডিও-ভিজুয়াল সামগ্রীর
ব্যবস্থা থাকবে।

৯ উপসংহার

উপসংহারে একথাই বলা যায় যে, দূরদর্শনের মাধ্যমে

গ্রন্থাগারের লক্ষ্যকে বিরোধমূলক নয়। বরং গ্রন্থনির্বাচন,
গ্রন্থাগার পরিবেশের মান, পাঠ্যভ্যাস ও পাঠকবৃত্তিতে দূরদর্শন
কার্যক্রমগুলিকে খুব ভালভাবে কাজে লাগানো যায়।
প্রশ্ন উঠতে পারে—“তাহলে কি গ্রন্থাগার পরিবেশে দূরদর্শন
কার্যক্রমের অহুদারী হয়ে যাবে? দূরদর্শনের কাছে তার
দিয়ে কি চলতে হবে গ্রন্থাগার পরিবেশকে?”—যেটাই না।
দূরদর্শন কার্যক্রমের শুধুমাত্র ধনাত্মক উপাদানগুলিকে
আত্মীকরণ করে গ্রন্থাগার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাধীন
পরিবেশে স্থান করবে। এভাবে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার
বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট সকলের ভাবনা চিন্তা করা প্রয়োজন
হয়ে করি।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগার বৃত্তিমনস্কতা

নিবন্ধিৎ কে

ড্রানন্দ কেশবচন্দ্র কলঙ্গ, কলিকাতা:

কেনও বেশ, জাতি, গোষ্ঠি ও সমাজের সার্বিক প্রগতিঃ অসংকুল একটি ক্রিসাশীল এককের নাম গ্রন্থাগার। শ্রৌণীবিভাগ নিবিশেষে গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য জনগণের নিরক্ষরতা হ্রীকরণ, হুহ সমাজমনস্কতা গড়ে তোল', গণতান্ত্রিক চেতনাসূক হুহ রাজনীতিবোধ জাগ্রত করা এবং কুলংগারমূলক স্বচ্ছ চিন্তাসীল জনসমাজ গড়ে তোল। জাতীয় সহৃদিত ও সামগ্রিক ঐক্যবোধের উপলক্ষি প্রণয়নে গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব অপরিসীম। দায়িত্ব, কর্তব্যের এই দায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীরের উপরেও প্রত্যেক এবং পত্যেকাক্ষরে ত্রুত রয়েছে। বিজ্ঞান সচেতন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীর প্রয়োজন তাই সর্বাধিক।

নির্দিষ্ট পেশার বৃত্তিগত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত পেশাঃ-দারী গোষ্ঠি গড়ে ওঠে কথঃ বৃত্তের দায়ণা ও চাহিয়া অহুদারী। কর্মস্থলে বৃত্তিমনস্ক, ত্রুপ্ত কর্মীই কেবল সামগ্রিক প্রগতির প্রবাহে মোড়মুখী স্বরনক্ষনিত এককের কাজ করতে পারে, দায় সমর্থিত ও সামগ্রিক ত্রুপই প্রগতি, অত্রদায় দায়িক কোলাহলপূর্ণ, বিপরীতমুখী পরস্পর বিভ্রণতার আনে মনন। গ্রন্থাগারের নৈতিক, আবস্তক কর্তব্য ও দায়িত্বতার হুচাকসংপে দায়র করার জন্ত প্রয়োজন উপযুক্ত আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারমনস্ক বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ত্রুইভাবে পরিচালনার জন্ত বর্তমানে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বি.এল.আই.এস (Bachelor of Library & Information Science)

ও এম.এল.আই.এস (Master of Library & Information Science) এই দুটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ত্রিগ্রী শিক্ষা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগাগর বিশ্ববিদ্যালয়, দায়বপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। উপত্যেক কোর্স দুইটির প্রত্যেকটি এক বছরের, কেবলমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.লি.ব.এস.সি.দুই বৎসরের কোর্স। পশ্চিমবঙ্গের অত্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় গুলির মধ্যে বরীজভারতী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বৎসরের বি.এল.আই.এস কোর্স চালু আছে। সম্রান্তি কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের ত্রিগ্রী পর্যায়ের (BLIS) শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার উত্তোপ নেওয়া হচ্ছে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে ত্রুইভাবে পরিচালনার জন্ত প্রাচীন ও প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক এবং অত্রান্ত গ্রন্থাগারের সহকারী পদের জন্ত নিয়লিখিত শিক্ষণ কেন্দ্রে — সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও উত্তোপে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ক) কালিয়া জনতা কলেজের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স (রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণাবধীন)

খ) বানীপুর জনতা কলেজের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স (রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণাবধীন)

গ) রহুড়া রায়কৃষ্ণ সিন্দন বয়েজ হোয়া পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স (রাজ্য সরকারের আর্থিক অহুদানে পরিচালিত)

দ) বরী় গ্রন্থাগার পরিদয় পরিচালিত যে সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে তার জন্ত অহুদানও রাজ্য সরকার বেন।

বি.এল.আই.এস স্তরে কেবলমাত্র স্নাতক ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ায় সুযোগ পান, এছাড়া এই বৃত্তিতে নিযুক্ত যোগ্যতা

যান বৃত্তি করেই গ্রন্থাগারিকদের জ্ঞান ও নির্ধারিত ন্যায়িকতাপন আদর্শ থাকে : প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাকার কর্মেরত গ্রন্থাগারিকদের জ্ঞান সাধারণতঃ বি. এল. আই. এল কোর্সে ব্যবহৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হয়েছে সেই কোর্সের আর্থিক অর্থায়ন রাষ্ট্র সরকার দিয়ে থাকেন।

লার্টিফিকেট কোর্সগুলিতে প্রবেশমূলক পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ। গ্রন্থাগার কর্মীদের জ্ঞান ও আদর্শ পরিকল্পনা ব্যবস্থা আছে।

১৯৭২ সনের গ্রন্থাগার আইন চালু হওয়ার পর যে প্রগতি দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এই অগ্রগতি অল্পকি দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন আইন, চিকিৎসা, প্রযুক্তিবিজ্ঞান ইত্যাদির তুলনায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের বৃত্তি সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা, বইপত্র, দিকাপত্র তথ্যপুস্তিকার বহুলতা বিস্তার। যথোপযুক্ত আধুনিক শিক্ষাদান ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজনের সুযোগ নেই। নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন, পুরানো গ্রন্থাগারগুলির মানোন্নয়নের মাঝে মাঝে পুরানো একটি বিদ্যুতের পর্য্যালোচনা হওয়া উচিত। উচ্চতর অনিয়মিত পরিষিদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ব্যবস্থা যা গ্রন্থাগার বৃত্তির পক্ষপন্থেই শেষ পক্ষ “গ্রন্থাগারে একটি বৃত্তি সম্বন্ধিত শর্তীয়

— প্রতীক”কে প্রমাণ করবে তা পূর্তীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অত্যন্ত বৃত্তির অগ্রগতির জ্ঞান নিম্নমিত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রস্তুত থাকে, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগেও নিত্য নতুন গবেষণার মাধ্যমে এই বৃত্তিকে সমৃদ্ধিত, শিক্ষণ ব্যবস্থার পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং প্রসারের প্রয়োজন।

অন্যদিকে গবেষণার জ্ঞান বর্ধন, ব্যবস্থাপন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতিক সুযোগ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানী-দের জ্ঞান আছে, তথাপি এই গবেষণাক্ষেত্রে সুযোগ্য লক্ষ ও বিবাহাধ্যায়ী হওয়া উচিত ও সমগ্র প্রয়োজ ক্ষেত্রেও সিক্ত প্রস্তুত করা প্রয়োজন, যা হবে ওঠা পেশার আবর্তন সঞ্চিত বদলে প্রস্তুত কাজের প্রসার ঘটাবে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসঙ্গে আসে এর প্রয়োজনীয়তা। গ্রামীণ, শহর, জেলা,

মূল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির মূল উদ্দেশ্য হল পাঠকদের সবথেকে বেশী পাঠ্য বিষয়সমূহ তথ্য সবথেকে কম সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা ও পাঠকের ক্রমাগত বিবাহাধ্যায়ী এবং লেটেন করে সমগ্রিক উন্নতি সাধন করা। পুস্তক পেনসেন, পুস্তক লক্ষ্য টেকনিক্যাল কাজকর্ম যা গ্রন্থাগার মূল্য রাখার জ্ঞান প্রয়োজন তা যে কোন হারিস্থলী ও কর্মীরা সচেতন মানুষের হাতাই সম্বল : সে ক্ষেত্রে প্রস্তুত আসতে পারে, গ্রন্থাগারমূলী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কি ?

উত্তর একটাই, তা হলো এই সেবা প্রতিষ্ঠানের তিনি আশাঃ অনাস্তরনক নথিঃপ্রকাশ এবং এগুলি হাতের বহন প্রদায়ী কল্যাণ সাধনের জ্ঞান নিয়োজিত থাকে। গ্রন্থাগার সেবার প্রয়োজন হয় কর্মী, শ্রমজীবী, দক্ষ, গ্রন্থাগার মনন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তিনটি বস্তুকাতারী পক্ষপন্থের উপলব্ধি ও অর্থহুতি ছাড়াই হওয়া, এদের লক্ষ্যভাবে প্রমাণ করার একটাই পথ তা গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের গ্রন্থাগার বৃত্তিমূলক করে তোলা এবং নিম্নমিত পাঠক সমাজ গঠনের দ্বারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকর্মী গঠনকারী সমাজ গড়ে তোলা। অপরদিকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের হুম্ব শিক্ষা, শিক্ষণ পদ্ধতি পর্যায়ক্রমিক অগ্রসরনই এই মননতা মননের উপায়।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে বর্তমানে সাধারণতঃ প্রচাপ্ত পদ্ধতি অর্থাৎ প্রতীককে নির্দিষ্ট তেজসিতিক বিবয়ের উপর বস্তুকাতার শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্মীকরণ (ক্যাটালগিং) ইত্যাদির হাতে কলমেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

বাস্তবতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শিক্ষাদান কয়েকটি ফলস্রাক প্রয়োজনের পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এতদ লক্ষ্যে ব্যবহারিক প্রয়োজের দিক লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাক-ব্যবহারিক (Pre-applied) অভিজ্ঞতা গঠন ও বিভিন্ন ব্যবহারিক মানক (Practical standard) ব্যবহার লক্ষ্যে দায়গা গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

শিক্ষণ ও শিক্ষার্থীরা: সুস্থিত শিক্ষাদান ও গ্রন্থাগার নিকট সম্পর্কের মাধ্যমে, বিভিন্ন সমস্যা তার সমাধান হওয়ার ধারণা আত্মপাশ পান। পরবর্তী কর্মজীবনে শিক্ষার্থীরা এই সমাধান দ্বারা প্রয়োজন মানসিকতার প্রকাশ পান। পরস্পর সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয় যেমন ছাপাখানা, প্রেস, বই বাধাই কাগজের মৌলগত ধারণা, কম্পিউটার লক্ষ্যে ধারণা ও প্রসিকেশনের সময়ে বড় বড় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত শিক্ষা, ধারণা গড়ে তোলার সুযোগ পান ছোটখাট শিক্ষালয়গণের মাধ্যমে।

শিক্ষণ পণ্যের শেষে নিম্নোক্ত পটীক: পদ্ধতি চালু আছে। প্রচাণত পটীক: ছাড়াও শিক্ষকেরা প্রতিটি বিষয়ের উপর ছাত্রদের পড়াচনার ক্রমোন্নতি অগ্রযাত্রী মূল্যায়ন করেন। বিবলিওগ্রাফি, ডকুমেন্টেশন স্ট্রিটেরী, কোড অগ্রদ্বারে ক্যাটাগরি কার্ড প্রদত্তি ও বর্গাকরণের লক্ষ্য নির্দেশাকরনের দ্বারা ছাত্রেরা কর্মজীবনের বাস্তব প্রয়োণের বিক নির্দেশগত মানসিকতা গড়ে তোলার সুযোগ পান। পুস্তক নির্বাচনের ক্ষমতা শিক্ষার্থীরা পুস্তকের বিভিন্ন অংশের পর্যালোচনা ও তার মূল্যায়ন করেন বলে সীমিত অর্থনৈতিক জোণানের মধ্যে গ্রন্থাগারিক প্রয়োজনীয় পুস্তক নির্বাচনের লক্ষ্য পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত করেন।

গ্রন্থাগার বিভাগের বর্তমান আশ্রয় শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষণের মডেলটিকে আলোচনার বিষয়বস্তু করলেই সামগ্রিক বর্তমান প: বন্ধের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের শিক্ষণ চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে না। শিক্ষণ ব্যবস্থার সাথে মিলে থাকা একটি বিদ্যুত্তিগুলি চিহ্নিত করলে, গ্রন্থাগার সেবা ব্যবস্থার স্থির অবস্থার বনোবর্ননগত কারণের কিছু হকিল দৃষ্টি পাওয়া যাবে।

ভারতবর্ষের অনান্য শিক্ষা অঙ্গনগুলির মতই পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিভাগের শিক্ষার উপর সেবাস্বানের মনোবৃত্তি ও লক্ষ্য গড়ে তোলার পরিবর্তে কল্যাণকৌশল সেবাস্বানের উপর দৃষ্টি দেওয়া হয় সম্বন্ধিতভাবে। প্রক্সের নীলমেষন পেনালম্বন্ধনীয় বন্ধুতায় বলেছিলেম "ভারতবর্ষ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান একটি বিষয় এবং বিভাগাধা হিসাবে গড়ে তুলেছে কিন্তু সেবাস্বানের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে

বার্ষ হয়েচে এবং এর আলগ কারণ হল তার গ্রন্থাগার সুস্থির সেবাস্বানের পরিবর্তে কল্যাণকৌশল ধারণার উপর স্থির বিশ্বাস গড়ে তোলা আমায়ের সুস্থির শিক্ষাধর্মীয় কাঠামোতে উন্নতি আনতে হলে আমায়ের ক্ষতিগুলির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সেবাস্বানের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে যা হল গ্রন্থাগার সুস্থির মূল নীতি।"

বর্তমান Internal assessmentগুলি কেবলমাত্র পরীক্ষণমী কিছু প্রয়োণতর ও অলাগ পরিচালনা (Project) তৈরী হয়ে ওঠে যা বন্ধ তথ্য (Stagnant document) হিসাবে জমা হতে থাকে অথচ সামগ্রিক গ্রন্থাগার বৃত্তির ক্ষেত্রে কোনো তদন্তকারক তদন্ত তুলতে লক্ষ্য হয় না। মূল্যায়ন ও পূর্বকাঠামোর উপর ভিত্তি করে কাজগুলি হওয়া উচিত বাস্তবধর্মী, গণমুখী সচেতন ও স্বাধাধ এবং মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের লং কর্মনিষ্ঠতা এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রদান চাহিয়া।

জনক রক্ষাস্বানের পর্যালোচনা এই ক্ষেত্রে অগ্রাঙ্গনিক হবে না তা হল "আমায়ের শিক্ষকেরা দ্বারা গ্রন্থাগার বিভাগের বিভিন্ন কৌশল সেখান তাদের কোনো ক্ষেত্র অভিজ্ঞতা নেই এবং তারা ছাত্রাবস্থায় সুখীত তথ্যাদির মাধ্যমে আভারগত শিক্ষা নেন।"

সাধারণত: গ্রন্থাগার বিভাগ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা বিভিন্ন বিষয় ক্ষেত্র থেকে আসেন ফলে পূর্বানো বিষয় প্রতি অগ্রদ্বারগতভাবে আবশ্যগ্রহণতা কাটিয়ে উঠে ত্রাত্তজ্ঞান ক্ষেত্রে ধারণা আঙ্গিকে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানসম্বন্ধ হতে, নীমারেখা ছাড়িয়ে প্রসারশীল হতে কিছু সময় লাগে। এই মনকতা মনে কেবলমাত্র প্রায় ও উত্তর মানকারী শিক্ষা ও পরীক্ষাই হয়েই নয়। বিনয়েন্ড সেলক্সের মতে, কিছু লক্ষ্যসেবা মনোভাবকারী ও পেশা গ্রহণেচ্ছ ছাত্র ছাড়া অধিকাংশই গ্রন্থাগার বিভাগ গ্রহণ করতে আসেন শেষ উপায় অবলম্বন করা অথবা একটি চাহুদী জোণাড কর,র উদ্দেশ্য নিয়ে।

প্রশিক্ষণকালে প্রয়োজন ব্যবহারিক প্রয়োণগত দিকগুলির সাথে পরিচিত ও প্রশিক্ষণের সুযোগ। সুস্থিথিকা

শি প্রভাবিত INFLIBNET এই যুগের স্থানীয় বণা (৩) Neelameghana A. "Speech delivered at RLA meeting on 28th Oct 1972". Tape record with RLA.

গ্রন্থাগার ব্যবহার বৃদ্ধি বাবু করে একে নবজাগরণের
রূপ দেবার জন্য পাঠক সমাজ তথ্যগ্রাহক (Information
receiver) দেব মনোজ্ঞপ্তির পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। (৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শিক্ষাবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ
গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।
এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ দায় ও দায়িত্ব গ্রন্থাগারিক ও (৫) Ranganathan, S R. "Struggle of the library
profession". Libra 1968-69, p3
গ্রন্থাগারবাসীদের এবং পণ্ডিত দায় গ্রন্থাগার শিক্ষণ কেন্দ্র
গুলির। গ্রন্থাগার বৃদ্ধিমনঃ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার (৬) ——"Academic Library system LSDZ ;
কর্মীদের সাক্ষ্য দৃষ্টি করেন, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বৃদ্ধি
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি সচেষ্ট হলে ও উৎসাহিতা বৃদ্ধি করলে
এই প্রথা সার্থক হয়ে উঠবে :

(১) গ্রন্থাগার ক) বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৫ তারিখ ১০৯৫

খ) বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬

গ) বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৩ আষাঢ় ১৩৯৬

(২) মুক্তিলাভন বহু, দীপ্তি সাধন বহু, পদার্থবিজ্ঞান, কলি,
জীকৃষি, ১৯৮৯

(৩) Srivastava, Shyamnath & Suresh chandra
Verma. University libraries in India.
Their Organisation and Administration.
N D : Sterling Publishers Pvt Ltd, 1980

প্রয়াত অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মরণ স্তম্ভ

স্মারক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

তারিখ : ২৪-৭-২১, সময় : সন্ধ্যা ৭টঃ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের বৌধ উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই স্মরণ স্তম্ভ সত্যপত্তি করেন ইয়াসলিকের সহস্রাব্দপত্তি শ্রী এল. কে. কাপুর। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী। এরপর প্রয়াত অধ্যাপকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালিত হয়।

স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন তাঁর গ্রন্থাগার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার পিছনে এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক হিসাবে জীবন শুরু করার পিছনে সংক্ষেপে বড় অবদান ছিল প্রয়াত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তথ্য একজন সার্বক গ্রন্থাগারিক বা একজন সার্বক শিক্ষক ছিলেন তাই নয় তিনি ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্ততম অগ্রগণ্য অংশীদার। ইয়াসলিকের প্রতিষ্ঠাতা তবু নয় তিনি ছিলেন ইয়াসলিকের সার্বক পরিচালকও। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। মাহুদ হিসাবে অজিতবাবু ছিলেন অত্যন্ত সৌহার্দ্য এবং কর্তব্য পরায়ণ। তাঁর সহকর্মীদের প্রতি, ছাত্রদের প্রতি তাঁর দয়া, সহযোগিতা ছিল অসাধারণ। সর্বদা তাঁর সহকর্মীদের সুযোগ সুবিধা, ভালবাসার প্রতি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। প্রতিটি সহকর্মীকে তিনি সমতাতে দেখে করতেন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী সভাস্থ সকলের কাছে আবেদন জানান প্রয়াত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আরক কিছু ঘণ্টা করা হয় তবে ভাল হয়।

শ্রী সৌরেন গাঙ্গুলী বলেন ইয়াসলিক ছিল অজিতবাবু অপত্যভূমি। অজিতবাবু ছিল এক বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসুত প্রাণশক্তি। কিছু তাঁর চোখ অপারেশনের পর থেকেই

তাঁর শরীর ও মন দুই-ই তেঁকে পড়ে। অজিতবাবুর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল অর্থনীতিতে। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র। ইংরাজী সাহিত্যের প্রতিও তাঁর ছিল অসাধারণ আগ্রহ। এটা তাঁর ঐশ্বর্য স্বভাব প্রকাশ। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সঠিক অর্থে গ্রন্থাগারিক—গ্রন্থাগারিক বলে নিজেকে পরিচয় দিতে তিনি পর্ব অস্বস্ত করতেন। শিক্ষক হিসাবেও তিনি ছিলেন সার্বক। বহু বই, article ইত্যাদি তিনি লিখেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর গণপঠক এবং একটু মজা একজন Scholar Librarian গায়ের মধ্যে। আজকের দিনে ক্রমশঃ বিলস হয়ে আসছে। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক বিজ্ঞাননাথ মুখোপাধ্যায় বলেন অজিতবাবুর লক্ষ্যকে বলতে গিয়ে তাঁর সম্রাট অপেক্ষা এবং বাহাদুর আকবরের কথা বলে পড়ে। সম্রাট অপেক্ষার স্মৃতির পর তাঁর মহান কীর্তি আর অবশিষ্ট রইল না—অজিতবাবু স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে একাত্তর বিংশ ব্যক্তিত্বও শেষ হয়ে গেল। আবার আকবরের যখন বিশাল অবদান ভারত ইতিহাসে অজিতবাবুর কীর্তিও তেমনি বিশাল।

সঠিক গ্রন্থাগারিকতার একটা ধারা অজিতবাবু ঠিক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমানে ইয়াসলিকের যে কনফারেন্স হয় তাতে অজিতবাবু প্রতিটি প্রতিনিধির ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার দিকে নিরলস লক্ষ রেখেছিলেন যা কেবল তাঁর হাওয়াই সম্ভব। অজিতবাবু যেভাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষা ও অগ্রগতির দিকে গিয়েছিলেন তা আমাদের সকলেরই অমূল্যবস্তু।

অধ্যাপক সঙ্গমপ্রসাদ সিন্ধা বলেন ১৯৫২ সালে

নাট্যক্ষেত্রে কোর্সে তিনি অজিতবাবুর ছাত্র ছিলেন। এবং দীর্ঘকাল অজিতবাবুর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ তাঁর হয়ে ছিল। ঘাঘরপুরের ঐশ্যাপার অজিতবাবু থাকার জন্য এত homely হয়ে উঠেছিল যে কন্ঠীরা ছুটি নিতে চাইত না। কর্তৃপক্ষের সংগে কিছু মনোমালিন্যের জন্য ঐশ্যাপার বিজ্ঞানের পাঠক্রমের সেশনের মধ্যেই অজিতবাবুকে চলে যেতে হয়েছিল—এং সে সময়ই ‘তিনি শিক্ষকের পদ পূর্ন কিন্তু অজিতবাবুর প্রতি কর্তৃপক্ষের অন্তর আচরণের প্রতিবাদে অধ্যাপক সিন্ধা সেই পদ নিতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়েরই একান্ত সনির্বন্ধ অহুতোধেই অধ্যাপক সিন্ধা এই পদ গ্রহণ করেন, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ চিন্তা করে।

অধ্যাপক বিজয়পথ মুখোপাধ্যায় বলেন অন্য অনেকের মতই তিনিও অজিতবাবুর ছাত্র ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে স্বত্তা। নয় মাহুদ হিসাবে অজিতবাবু তার চেয়ে অনেক বেশী নুত, বিদিত ও অহুগ্রানিত করেছিলেন। অজিতবাবুকে তিনি দেখেছেন হুদক সলগঠক, সার্থক শিক্ষক, খাজরনিক, হুদনিক, ব্যক্তি হিসাবে, ঐশ্যাপার কন্ঠীদের অহুগ্রিম হুদক হিসাবে।

অধ্যাপক বিজয়পথ মুখোপাধ্যায় বলেন অজিতবাবুর সঙ্গে তাঁর বেশ কিছু মিল আছে যেমন হুদনেই মুখোপাধ্যায় কংশোভুত, হুদনের উত্তরপাঙ্কার সংগে যোগাযোগ ছিল। অজিতবাবু বহু বড় বড় ঐশ্যাপারে কাজ করে এনেছেন, তিনি নিজে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ঐশ্যাপারে কাজ করেছেন, হুদনেই ঘাঘরপুরের ঐশ্যাপার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যাপ্ত ছিলেন। চেহারার হুদনের ছিল খুবই অস্লি, গগার স্বরেও তাই। সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের তিনি ছিলেন অহুগ্রিম হুদক—তিনি তাদের বলতেন ‘আমার ছেলে-সেয়েবা’- বিজয়বাবুও সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের বহু বলে মনে করেন কিন্তু এ সোধোনটা তাঁর আসে না।

বিজয়বাবু আক্ষেপ করেন এই বলে যে এতদিন অহুত, গুহবন্দী মাহুদটিকে সল দিতে, মাহুদর্ষ দিতে, হুদল জানতে কেউ জাননি। হুদার পর আমায়ের খেয়াল হয় তখন আমরা স্বরণস্তা করি।

অজিতবাবুর নামের অর্থ ‘অশুভাজিত’। বিজয়বাবুর নামের অর্থ ‘অন্তকে যে পরাজিত করেছে’। সেই অর্থে হুদনের নামেও মিল আছে। অজিতবাবুর জীবনের শেষ আদ্যনার নিজেই হুদ দেখে বিজয়বাবুর মনে হয়েছে জীবনের শেষ দিন পহুত অজিতবাবুর মত অপরাজিত থেকে যাওয়া সহজ নয়।

শ্রী হুদার সান্তাল বলেন সাধারণ ঐশ্যাপার ব্যবহার উন্নতির মাহুদেই অজিতবাবুর হুদতির প্রতি মাহুদ অহুত জানানো সম্ভব।

শ্রী হুদকানি বলেন অজিতবাবু তাঁকে আনখোপৌ-লজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ঐশ্যাপারিক হিসাবে মনোনীত করেন। অজিতবাবু সেদানকার ঐশ্যাপারিক ছিলেন। তাঁর কাজের পুরোনো নথিপত্র দেখে শ্রী হুদকানি হুদতে পারতেন ঐশ্যাপারের উন্নতির জন্য অজিতবাবুর কী অসীম, নিহলপ প্রচেষ্টা ছিল। ইংরাজীতে অসাধারণ স্বণগও ছিল তাঁর। ইংরাজিকের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অজিতবাবুর বিশেষ আগ্রহ ছিলো জনসংযোগে, মাহুদকে, ঐশ্যাপারিকদের ভালবাসতেন তিনি।

এওপার পরিবর্ষের সম্প্রদায় শ্রী মাহুদক সাদা অধ্যাপক জঃ ডিঙণা সেনের পাঠানো বার্তা পাঠকরেন (এই সখায় হুদিত)।

শ্রীকাপুর বলেন আগামী প্রজন্ম অহুদর সঙ্গে অজিত হুদার মুখোপাধ্যায়ের অবদান স্বরণ করবে। এই সত্যর বহু বক্তা তাঁর অসাধারণ চরিত্রের বিভিন্ন উজ্জল দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

শ্রী কাপুরের হতে অধ্যাপক অজিত মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রের সবচেয়ে উজ্জল দিক হল ঐশ্যাপারিকতা বুদ্ধিতে তিনি অসংখ্য কর্মকে এনেছেন, অহুগ্রানিত করেছেন, motivate করেছেন। অসম্ভব প্রাণশক্তি, উৎসাহ, ও কথোত্তগ ছিল তাঁর। শ্রীকাপুর তখন ঐশ্যাপারিকদের অধ্যাপক অজিত হুদার মুখোপাধ্যায়ের ব্যাপর্ষে অহুগ্রানিত হতে, তাঁকে অহুতরণ করিতে বলেন এং সত্যর স্মরণি যোধণা করেন।

প্রতিবেদক : চৈতালী হুদাজি (হুদ)

॥ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় স্মরণে ॥

উক্ত গ্রন্থাগার সেন

ঘাটবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শোকবার্তা

জাতীয় শিক্ষাবিষয় পরিচালিত ইনসিটিয়োরিং কলেজ
ঘাটবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল—সে এক ঘটনা।
বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের প্রথম পরিকল্পনা হিসেবে সর্বাধিক
জরুরী ছিল এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেখানে
অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের নিয়মিত পড়াশোনা করার
জন্য থাকবে এক একটি কিউবিকল এবং ছাত্রছাত্রীদের
প্রয়োজন মেটাতে লম্বা গলেন শেলক গ্রন্থাগার। টেকসই
বুক, রেফারেন্স এবং জার্নালের জন্য থাকবে আলো আলো
বান্ধা। বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের সেই আদিপর্বে বিশিষ্ট
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ছাত্রছাত্রী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
আমার অনুরোধে গ্রন্থাগারের প্রধান হিসেবে যোগ দেন।
তখন B. H. U. ছাড়া ভারতবর্ষের পূর্বাংশে কোথাও
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রীকোর্স ছিল না। এই প্রয়োজন
মেটাতে শুরু হল নতুন কর্মকাণ্ড। অজিতকুমার
মুখোপাধ্যায়কে অধ্যাপক রূপে গেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরী
সায়ন্সের ডিগ্রীকোর্স খোলা হল। আমার বিশিষ্ট বন্ধু
প্রশান্ত লাইব্রেরির মি: কেশবনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে
দিলেন। তাঁর সহায়তায় ছাত্রের প্রশান্ত লাইব্রেরি
কোথার সুযোগ মিলল। অজিতকুমার আরো দুদিনজান
আদর্শবাদী উন্নত অধ্যাপককে নিয়ে এসেন বিভাগে। সেই

বিভাগ আজ সার্থক রূপ লাভ করেছে। ছাত্রের ছাত্রের
বাঙালী ছেলেমেয়ে এই ডিগ্রীকোর্স লাভ করে আজ জীবনে
প্রতিষ্ঠিত। তারা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অজিতকুমারের
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। আমিও তাদের সঙ্গে এই
রিতাসের সার্থক রূপধানে অজিতকুমারের বিপুল অবদান
প্রতি সন্মতি প্রকাশ করছি।

গ্রন্থাগার পরিচালনার পিঠির হুকটিন দিক আছে।
নিপুণ পরিচালন পদ্ধতির জন্য দরকার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা।
অজিতকুমার এই চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
প্রচারকমে IASLIC প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার জন্য অগ্রাধিকার
দেখান। তাঁর এই প্রচেষ্টাও সফল হয়েছে। এটি
আজ একটি সমস্তরতী। বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান রূপে স্থাপিত।

আজ আমি শারীরিক দিকে অসুস্থ অবস্থার ঘরে বসে
তাঁর আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরমপ্রিয় অজিতকুমারের
শ্রুতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না। মৃত্যুর
পেরে এই কটি কথা আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি তাঁর
আত্মার উদ্দেশে। অজিতকুমারের আদর্শ ও কর্মধারাকে
হৃদয় মনে করতে পারবে না, তা ভবিষ্যতে আরো অনেককে
পথ দেখাবে এই আমার বিশ্বাস।

বঙ্গীয় প্রজ্ঞাপার পরিষদ

৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ভারতসভা হল দর বিকাল—৩ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয় :

১. গত বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২. ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন-অভ্যুদয়ন।
৩. ১৯৮৩-৮৪ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।
৪. ১৯৮৬ বঙ্গাব্দের 'প্রজ্ঞাপার' পত্রিকার প্রকাশিত প্রেরিত প্রবন্ধের জন্য 'তিনকড়ি রত্ন' স্বাক্ষরকৃত হান।
৫. দক্ষতাপ কৰ্ত্তক নিয়ন্ত্রণপত্রাবে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা।
৬. ১৯৮০-৮১ সালের জন্য পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল দক্ষ নির্বাচন।
৭. বিবিধ।

সভার উপস্থিত সভ্যসমূহ :

দ্বিতীয় প্রবীর রায়চৌধুরী, কল্পন মজুমদার, অমিত সরকার, অরুণাচল তৌরিক, বিকাশ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সৌভম গোস্বামী, সর্বাধ রত্ন, হৃদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃদয় ঘোষ, শিবানন্দ পাল, দ্বিরিচাঙ্গ ভট্টাচার্য, প্রশান্ত কিশোর রায়, রনজিত কুমার মিত্র, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, রমাশ্রদ্ধা রত্ন, দেবভোব হালদা, কল্যাণ কুমার সরকার, অশোক কুমার রায়, প্রবীর দে, চিত্তরঞ্জন বেরা, সৌভম চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, ভাস্করী চট্টোপাধ্যায়, অরুণ রায়, হৃদয়চন্দ্র প্রামাণিক, সত্যানন্দ মজুমদার, নীলাজি পাকড়াণী, হৃদয়নাথ শতপথি, বল্লভপ্রসাদ সিংহ, হরীশ রত্ন, ভ্রামর রায়চৌধুরী, শুভদেব ব্যানার্জী, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, অজিত মিত্র, হরীশ ঘোষ, নিতাই ঘটক, নশাংক বাগচী, দেবপ্রত্ন হোম রায়, হরেনা বহু, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, কমলেন্দু ভট্টাচার্য, সৌভম কুমার গুহ, হরুহরন চন্দ্র, অরুণাচল গোস্বামী, রনজিত কাশিকি, প্রণবানন্দ

জানা, হীতা চন্দ্র, অরুণকুমার সরকার, আশীষ কুমার সাহা, অরুণ কুমার ঘোষ, নিতাই ঘোষ, ভূপেন রায়, রমেন রত্ন, কিতিল চন্দ্র রায়, গীতা চট্টোপাধ্যায়, পৌরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, হৃতিমা গাঙ্গুলী, ভাস্করী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল নীল, পিনাকীনাথ মুখার্জী, অমিত কুমার চ্যাটার্জী, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, হরন কুমার মাসা, বঙ্কিম বিহারী সায়ক, অতীন নন্দী, পার্শ্বদেবী মিত্র, হরীশ সরকার, দ্বিপীণ কুমার ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা মজুমদার, মৃণাল কাঞ্চি রত্ন, রামানন্দ রায়, রনোঞ্জন চক্রবর্তী, জয়দীপ মুখার্জী, সত্যপ্রত্ন সেন, অনবদ্য সাত্তাল, পাণ্ডিত্য সেনগুপ্ত, অরুণেন্দু রায়, অরুণাচল সেনগুপ্ত, দ্বিবর্ণকুমার রত্ন, গৌরীনাথ কর্মকার, বীণা বহু, হরিন শুভদেব, শৈলেন্দ্রনাথ ঘটক, প্রণব সরকার, কালি প্রসাদ, দেবপ্রত্ন পাল, বল্লভকুমার মুখার্জী, গণেশ নন্দী, দেবপ্রত্ন বিশ্বাস, নির্মল সরকার, হরিন দাস, কল্যাণ প্রামাণিক, অর্চনা শ্রীবাসী, বিশুল চক্রবর্তী, সৌভনাথ মুখার্জী, বিশ্বনাথ সাত্তাল, জয়দেব সাত্তাল, বিনয় চক্রবর্তী, দীপক রত্ন, আশীষ নিয়োগী, অমিত চন্দ্র পাল, ওমা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলক কল, চৈতালী রত্ন, সিদ্ধ দাস, অলোক জানা, শুভপ্রত্ন মিত্র, বাণী চক্রবর্তী, হরপ্রত্ন বোস, প্রান্তর ব্যানার্জী, দেবানীষ রত্নগুপ্ত, চন্দন বহু, শুভ চক্রবর্তী, অরবিন্দ ঘোষ, হরীশ ঘোষ, তপাল ভট্টাচার্য, বাহুবল্লভ সাহা, কাজী ইমামুলীন, হরীশ কুমার গুহ, অরুণা চট্টোপাধ্যায়, অরুণা রত্ন, হরিন্দু ইলপার, অরুণী রায়, হরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়া ব্যানার্জী, হীনা ভট্টাচার্য, দ্বিবর্ণ মজুমদার, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, তরুণকাঞ্চি বহু, বি. রায়চৌধুরী, অলিতাচল দাস ও তপন কুমার মজুমদার।

সভার মোট ১০০ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সভার

(১৭) বোম্বাই আই. আই. টি-র গ্রন্থাগারিক বি. এন.

10

(১৮) ষোটানিকাল সাপ্তে অব ইণ্ডিয়ায় গ্রন্থাপাণিক ও
পরিবহের আত্মবন দক্ষত সৌতী রায় ,

- (১২) স্বাধবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-প্রত্নাত্মিক ও
উদ্ভিদের জীবন সঙ্গী গোষ্ঠী বন্যোপাধ্যায় :

- (২০) তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পরিষদের
জন সহ-সভাপতি ও আজীবন সদস্য হামরজন ভট্টাচার্য ;

- (২১) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পলিটেকনিকের গ্রন্থাপাদিক
পরিষদ দ্বারা বিনামূল্যে প্রদত্ত।

- (২২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিকোলজি
বিভাগের অধ্যাপক, বিচারীয় প্রধান, পরিষদের প্রাক্তন
প্রশাসনিক ও আর্থিক সহ অধ্যাপক লন্ডোব কুমার বসু .

- (২০) মালদহের 'কালিদাসচক টাউন লাইব্রেরী' গ্রন্থাগারিক ধর্মনারায়ণ দাস ;

- (২৪) মালবহের 'অভিমান' সংঘ লাইব্রেরী'র
স্বাগতিক বিজ্ঞপ্তি ভূষণ বা ;

- (২৫) কুচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার অন্তর্গত
'নেটলা সাধারণ পাঠশালার' নাইকেল শিরন চৌভৈর্যনাথ
বর্মণ ;

- (২০) 'সিদ্দান্তলা হৃৎসংদ পঠাঙ্গারের' লাইকেল
পাঠন শব্দিক্ত ৮৮৩০

- (২৭) পরিবহনের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির
নমঃ লগিতা সভাপতি ;

- (২৮) পরিবহনের ক্ষমতা প্রাপ্ত চাকরী :

- (২২) পরিবহনের মধ্যস্থ অমির চট্টোপাধ্যায় ।

- এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের যে সব হস্তশিল্পের
বনাবলান ঘটেছে তাঁদেরকেও এই লতা কুণ্ডলাচিবে '৪৭
ছে।

- ১। লভ্যপত্তি মহাশয় বলেন যে, ৫৫ তম বার্ষিক
বার্ষিক সভা ও বিশেষ সাধারণ সভার (ডায় ৮.৭.২০)

- কাণ্ডবিবরণী ইতিমধ্যে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (২৪ ৪ =, অধ্যায় ১২, ১৩৩৭) প্রকাশিত হয়েছে। একই অবস্থায় তিনি

- (১৬) রাজধানী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক দি. ডি.
পর্যায়।

এবিধের সম্বন্ধেই কারো কোন বক্তব্য থাকলে জানতে বলেন। কারও কোন বক্তব্য না থাকায় কার্যবিবরণী অহুয়োহিত হয়।

২। কর্ণপটিল প্রীক্ষণ দায় ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ঠিক সময়ে না অহুয়োহিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে ১৯৮২-২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করেন।

তিনি লক্ষ্যপত্র আলোচনাকালে গঠনমূলক সমালোচনা করার জন্য অহুয়োহিত করেন।

আলোচনা

প্রীক্ষণ চক্রবর্তী (হাওড়া) : সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন যে, প্রতিবেদনে কোন ত্রুটি নেই, বিশেষ সাধারণ সভায় কার্যবিবরণী অহুয়োহিতের জন্য কোন আলোচ্য দৃষ্টান্ত নেই। বার্ষিক প্রতিবেদনে কার্য-নির্বাহক সমিতি এবং কাউন্সিল লক্ষ্যপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নবীকরণে সীমাবদ্ধ কারণ জানা প্রয়োজন এবং প্রতিটি জেলার ডিস্ট্রিক্ট সম্বন্ধে তালিকা জেলাকমিটিগুলিকে পাঠানো প্রয়োজন। পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্টাটিস্টিক কোর্সে ছাত্র ভর্তির জন্য জেলা স্তিত্তিক কোর্সে থাকা উচিত। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির বার্ষিক অহুয়োহিত বাছানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

প্রীক্ষণ দায় (কলিকাতা) : প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন যে, বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিচরিত না থাকলে ভাল হয়।

প্রীক্ষণ দায় (মেদিনীপুর) : প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের যে কনভেনশন হয়েছিল তারপরে অবস্থার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন সম্পর্কে সংশোধন সরকারী নির্দেশ সম্পর্কে পরিষদের ভূমিকা জানানো প্রয়োজন।

প্রীক্ষণ দায় (বর্ধমান) : প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন যে, জেলার জেলার পরিষদের লক্ষ্যমাত্রা বাছানো প্রয়োজন; টাচ প্রদান ও গ্রন্থপত্রের গুণমান দৃষ্টান্তের জন্য

জেলা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে চিঠিপত্র ঠিক সময়ে জেলা কমিটির নিকট পৌঁছায় না। পরিষদের সাম্প্রতিকতা বিবোধী আলোচনা ও সাধারণতা আলোচনায় লক্ষ্যপত্র গ্রহণ করতে হবে।

তিনি পরিষদের পক্ষ থেকে নতুন গ্রন্থাগার স্থাপত্যের সমর্থন জানানোর অহুয়োহিত করেন।

প্রীক্ষণ দায় (মুর্শিদাবাদ) : বলেন যে, পরিষদের জেলা কমিটিগুলি সক্রিয় করার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে পাঠ্য লক্ষ্যমাত্রা দৃষ্টান্ত দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের স্থাপত্যের জন্য তিনি গ্রামীন গ্রন্থাগারে পাঠ্যপুস্তক রাখার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

প্রীক্ষণ দায় (নবীপুর) : বলেন যে, পরিষদের জেলা কমিটিগুলি দুর্বলতা দূর করার জন্য (ক) টাচ রাখার দায়িত্ব জেলা কমিটিগুলিকে দিতে হবে; (খ) পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ কোর্সে জেলা কোর্সে ছাত্র ভর্তির জন্য নির্বাচন করার দায়িত্ব জেলা কমিটিকে দিতে হবে, (গ) কেন্দ্রীয় কমিটির লক্ষ্যপত্রের এক এক জনকে ছুটি বা তিনটি জেলার দায়িত্ব দেওয়া সরকার এবং প্রতিটি জেলাকমিটির কার্যালয় জেলার একটি নির্দিষ্ট স্থানে হওয়া প্রয়োজন।

প্রীক্ষণ দায় (বর্ধমান) : বলেন যে, পরিষদের লক্ষ্যমাত্রা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। জেলা কমিটির কাছে টাচ দেওয়ার দায়িত্ব বই ও লক্ষ্যমাত্রা থাকা প্রয়োজন। বার্ষিক সাধারণ সভায় দৃষ্টান্ত জেলাগুলি থেকেও লক্ষ্যমাত্রা আসলে হওয়া সভা বেলা ১২ টায় শুরু করলে টাচ ঠিক সময়ে ফিরতে পারেন। তিনি প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে বয়স শিক্ষাকেন্দ্র গঠনের উপায় লক্ষ্যমাত্রা এবং গ্রন্থাগারে যাতে বই কেনার অহুয়োহিত বাড়তে পারে সেবার জন্য অহুয়োহিত করেন।

প্রীক্ষণ দায় (কলিকাতা) : বলেন যে, পরিষদের নিয়মাবলী অহুয়োহিত বৎসরে কমপক্ষে দুটি কাউন্সিল সভা হওয়া উচিত, কিন্তু আলোচ্য বছরে একটি ছাত্র সভা

হয়েছে। কার্খনির্বাহক সমিতির সভাও কম হয়েছে। প্রতিবেদনে কোর্টকেন্সের জন্য ধরনের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোর্ট কেমগুলির কোন উল্লেখ নেই।

তিনি পরিষদের কর্মসূচির মূল্যায়ন হওয়া উচিত বলে মনে করেন।

শ্রীকমলেশ তট্টাচার্য (হৃদয় ২৪ পরগণা) : বলেন যে, কাউন্সিল সভা যাত্রা এতটা হ্রাস কেন? প্রতিবেদনে যেমন কমিশনের সুপারিশ ও তাতে যে তুল-ত্রুটি রয়েছে তার উল্লেখ থাকে উচিত ছিল।

শ্রীমূলক ভূষণ গুহ (হৃদয় ২৪ পরগণা) : বলেন যে, বার্ষিক সাধারণ সভা, এতটা ঘেঁষাতে করা সঙ্গঠনের পক্ষে ক্ষতিকারক। তিনি পরবর্তী সাধারণ সভা আগামী ডিসেম্বর '২১-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা দ্বারা অনুযায়ী সময়সূচী প্রকাশিত হচ্ছে না, পরিষদ প্রতিচালিত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান ল্যাবোরেট কোর্সে ছাত্ররা ভর্তি হওয়ার সময় পরিষদের সভা হল কিছু পাশ কয়ে যাওয়ার পর আর পরবর্তী নবীকরণ করেন না। কারণ, ছাত্রদের মধ্যে লব্ধিকৃত্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি করা হচ্ছে না। এছাড়া নজর দেওয়া প্রয়োজন।

— তিনি চাকরীর সভাবনা দামনে রেখে পরিষদে ভর্তির জন্য ছাত্র সংখ্যা নির্ধারণ করতে বলেন। পরিষদের হৃদয় ২৪ পরগণা জেলা কমিটি গঠন করার জন্য কার্খনির্বাহক সমিতির ধন্যবাদ জানান।

জবাবী ভাষণে কর্মসূচির বলেন যে, (ক) এই বার্ষিক সাধারণ সভা এত ঘেঁষাতে হওয়ার মূল কারণ হলো পরিষদের আর বায়ের হিসাব সময় সভা না হওয়া। বার্ষিক প্রাপ্ত কর্মীর কুলের জন্য শেষ পর্যায়ে আসা হিসাবে আবার নতুন করে করতে হয়েছে। বলে বিলম্ব হয়েছে। (খ) আগামী বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনে পরিষদের কাউন্সিল ও কার্খনির্বাহক সমিতির লক্ষ্যের ন্যায়ের তালিকা স্থাপনোদ্যম জন্য তিনি নতুন কার্খনির্বাহক সমিতিরকে জানান।

(গ) জেলা কমিটির সম্প্রদায়িক দলকে সমসাময়িক।

চান, তখনই পাঠানো হয়। পরিষদের বিল বই জেলা কমিটির কাছে রাখার অনুবিধা আছে। তবে তিনি প্রস্তাবটি নতুন কার্খনির্বাহক সমিতিরকে জানান।

(ঘ) কোন কোন জেলায় পরিষদের বহুত্বা জবে কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি টিকমত কাজ করছে না।

(ঙ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে বই কেনার জন্য অনুদান বাড়ানো প্রয়োজন তবে পাঠা বই থাকলে বিভাগের গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্ব কমবে যাবে।

(চ) ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কাণ্ডবিবরণী গ্রন্থাগার পরিষদে স্থাপন। হয়েছে কিন্তু সভা কবে হয়েছে তার উল্লেখ নেই। এটা তুল হয়েছে। পরবর্তীকালে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হাতে না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হবে।

কর্মসূচির জবাবী ভাষণের পর সভাপতি প্রতিবেদনটি গ্রহণ করা সম্পর্কে সভার সভাপতি জানান যে চান। সভার প্রতিবেদন দর্শনভিত্তিকের দৃষ্টিতে হয়।

৩। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅমলহরার দরকার ১৯৮২-৮৩ সালের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব সভার শেষ করেন।

প্রথমে তিনি আয়-ব্যয়ের হিসাবে কিছু স্থাপার তুল সম্পাদন করে নেওয়ার জন্য সভাপতির অনুরোধ করেন।

আলোচনা

শ্রীকমলেশ তট্টাচার্য বলেন যে, পরিষদের হিসাবের খাতের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এগুলি পরিবর্তন করে কমানোর জন্য হিসাব সম্প্রদায় বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন।

শ্রীমূলক ভূষণ গুহ বলেন যে, আজীবন সভা তহবিলে ৪৭,৬৬৪.৪৩ টাকা হওয়া উচিত, কিন্তু আছে ৪১,৭৪৬.৩০ টাকা। বাকী টাকার হিসাব কোথায় কেমনো হয়েছে তা জানানতে চান।

শ্রীমূলক ভূষণ গুহ বলেন যে, হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার খাতে খরচ কম হয়েছে এবং দরকারী অনুদান কমে গেছে। এটা কেন হল তিনি জানতে চান।

সমিতি সংবাদ

পঃ বঃ সাধারণের প্রত্যাগার কর্মসমিতি

বসিরহাট মহকুমা শাখা

গত ১ই জুলাই, ১১ বসিরহাট সাধারণ পাঠাগারে সভায় শ্রী মুখার্জীকে মৌখিকভাবে, মাননীয় বিয়ে সম্মান সমিতির পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগণা লোকাল লাইব্রেরী জানানো হয়। সংবর্ধনার উদ্দেশ্যে তিনি প্রোগার অবস্থিতিয় অন্ততম সমস্ত ও বসিরহাট বিধান সভায় নির্বাচিত আন্দোলনের বাস্তব পরিস্থিতি ও কর্মী সমস্তানিয়ে আলোচনা বিবায়ক বাধারণ মুখার্জীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা করেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, পরিষদের রেজিষ্টার্ড অফিস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় প্রোগারে অবস্থিত ছিল। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিষদের রেজিষ্টার্ড অফিস পি ১৩৫ ননীগোপাল রায়চৌধুরী এ্যাভিনিউতে (সি. আই টি ফীম নং ৫২) পরিষদ ভবনে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয়। একান্ত প্রয়োজক সমস্ত ও শুভাশুখ্যায়ীকে সমস্ত ধরণের চিঠি, মনিঅর্ডার এবং অন্যান্য যোগাযোগ প্রকৃতি পরিষদ ভবনের ঠিকানার পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ সাহা

কর্মসচিব

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL. EDUCATION DEPARTMENT
APPOINTMENT BRANCH.**

No. 585 Edn (A)
3E-31/83

Dated, Calcutta, the 10th June, 1986.

Notification

The Governor is pleased to order that notwithstanding anything contained in the West Bengal Service Rules, Pt-I the date of compulsory retirement of a Librarian/Assistant Librarian of Government Colleges shall be the date on which he attains the age of sixty years.

This order shall take effect from 9.10.85.

This has the concurrence of the Finance Department.

Necessary amendment of the West Bengal Service Rules, Pt-I shall be made in due course.

By order of the Governor,
Sd/-A. K. Chatterjee,
Secretary to the Government of
West Bengal.

No. 585/1 (4)-Edn (A)

Copy forwarded for information to :—

The Director of Technical Education, West Bengal.

This order issues with the concurrence of the Finance Deptt. vide their U. O. No. Group 'P' No. 3047 dt. 31. 10. 84 read with their U. O. No. Group 'B' 1557 dt. 5. 8. 85 and U. O. No. Group 'P' 1469 dt. 4. 6. 86.

Calcutta,

The 10th June, 1986.

No. 602 (31) T

Sd/-Illegible,

Deputy Secretary.

Calcutta, the 11th February, 1987.

Copy forwarded for information and necessary action to the Principal, Birla Institute of Technology, 56, B. T. Road, Calcutta-50.

Sd/-D. C. Das, 16/2/87.

Deputy Director of Technical Education,
West Bengal.

জন্ম সংশোধন

গ্রন্থাগার পত্রিকায় গত অধিষ্ঠ, ১৩৯৮ (বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৩) সংখ্যায় ৬৩ পৃষ্ঠায় প্রয়াত অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়-এর শোক সংবাদটি মুদ্রণ সংস্থার অসতর্কতার জন্য ত্রুটিপূর্ণ ভাবে ছাপায়ে। ইয়েতে সংবাদটি যথাযথভাবে পুনর্মুদ্রিত করা হল। সংবাদটি প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সম্পাদক

গ্রন্থাগার

শোক সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, ইয়াসলিকের অধ্যাপক প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় গত ২৮শে জুন, '৯১ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর। প্রয়াত মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, তিনপুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

তিনি ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা থেকে শিক্ষালাভের পর লণ্ডন লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, এন্থ্রোপোলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। সর্বশেষ তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি এই বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাসুরঘাট সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তিনি অনেক প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি রত্ননাথন কাউন্সিল পুরস্কার পান।

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single Issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal regd. No. WB/CC- 145
Regd. No. R. N. 2674-47

Volume 41 : No. 4

July—August 1991

Contents

Unemployed Professionals and Right to Work (Editorial) Tarun Kumar Mondal	
Television and Rural Libraries : A New Relationship. Biswajeet Dey	70
Professionalism and Library and Information Science Training System in W. B	77
Condolence Meeting of Late Professor Ajit Kumar Mukhopadhyay	82
Triguna Sen Condolence Message on Late Professor Ajit Kumar Mukhopadhyay	84
Bengal Library Association 55th Annual General Meeting	
Association News	85
Bengal Library Association Notification	90
Government of West Bengal Order for the Retirement Age of College Librarian	91



12 MAR 1992

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal
Library Association, P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466
at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor : Pinakinath Mukhopadhyay

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৫

সম্পাদক : পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৯৮ ভাদ্র

মুঠা

সাবাশ্ মেদিনীপুর! সাবাশ্ বঙ্গবান! সাবাশ্! কিং ? । সম্পাদকীয়)	৭১
ভাষ্যতী চট্টোপাধ্যায়	
উপাস্থকোষ গঠনের পরিকল্পনায় ইচ্ছামাকিন সূচীকরণ সংহিতা	
(১য় সং. ১৯৭৮) ও বর্গাক্রমিক সূচীকরণ সংহিতা (রচনাধীন)	
৫ম সং. ১৯৬৪) ছুইটির ব্যবহারযোগ্যতা	
নীরা মুখোপাধ্যায়	
সাহিত্য ও গ্রন্থাগারের সমাজত্ব ও গ্রন্থাগারিকতা	
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ	
কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী	104
বিজ্ঞপ্তিপদ মুখোপাধ্যায়	
ভিল ত্তপর্ণ	109
পলিটেকনিক লাইব্রেরীম্যান ও সহকারী লাইব্রেরীম্যানদের অবসর	
নেয়ার বয়স সম্পর্কিত সরকারী আদেশনামা	112
English Abstract	113



পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত পুস্তক

বিবিধ বিভাগঃগ্রন্থ

- বাঙালীর সংস্কৃতি : সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫'০০
- বাঙালীর ভাষা : সুকুমার সেন ও শ্রুতস্র কুমার সেন ১৫'০০
- কলকাতা ত্রিনশতক : কৃষ্ণ ধর ১২'০০
- ভারতের কৃষি প্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ : গৌতম সরকার ৮'০০

জীবনী গ্রন্থমালা

- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুকুমারী ভট্টাচার্য ৫'০০
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিত কুমার দত্ত ২'০০
- সুনীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত ৩'০০
- সুকুমার : সীতা মজুমদার ১৪'০০

বিবিধ গ্রন্থ

- প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা ১০'০০
- সুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত ৩০'০০
- শ্রেমচন্দ্র গল্প সংগ্রহ ৪৫'০০
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাবিতা সংগ্রহ ৫০'০০

মুখপত্র

- আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০'০০
- আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০'০০
- আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০'০০

প্রাপ্তিস্থান

- আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০
- ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০৭৩
- গ্রাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০০৭৩
- মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা-৭০০০৭৩
- দে বুক ষ্টোর, কলকাতা-৭০০০৭৩
- আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্র নন্দর রোড, বেলঘাটা, কলকাতা-৭০০০১০

আই সি এ ১০০৫/২১

ঐ শ্রী গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রণপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৫

সম্পাদক : শিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩২৮, তাজ

সম্পাদকীয়

সাবাশ্, মেদিনীপুর! সাবাশ্, বর্ধমান! সাবাশ্! কিস্ত?

পশ্চিম বাংলার অন্ততম দুইটি বৃহত্তম শিল্প ও কৃষি মিত্রর এবং জন অধ্যুষিত জেলা মেদিনীপুর এবং বর্ধমান সম্প্রতি জেলার সমস্ত নিরক্ষর অধিবাসীকে প্রাথমিক পর্যায়ে সাক্ষর করে তুলেছে ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের মধ্যে মেদিনীপুর এই কাজ সম্পন্ন করার প্রথম দ্বিবিভাগ। সম্প্রতি বর্ধমান এই কাজ সম্পন্ন করেছে। আরো পাঁচটি জেলায়—বীরভূম, হুগলী, কোচবিহার, বাঁহুড়া ও উত্তর চব্বিশ পরগণা এই কাজ পুরোদমে চলেছে। অচিরে তাগাও নকল হবে। জেলার ব্যাপক অংশের মাহুষের সক্রিয়ভাবে এই কর্মযজ্ঞে সামিল করানোর মাধ্যমে এই কর্মসূচী লক্ষ্য হচ্ছে। পণ্ডিত ঠেংরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগান্তবাদবিকী উপলক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করার ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তারতের উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে হর মিলিয়ে আহবানও বসি—সাবাশ্, মেদিনীপুর! সাবাশ্, বর্ধমান! সাবাশ্। (বর্ধমানে উপরাষ্ট্রপতির বক্তব্য)।

শ্রীয়া বিশেষ নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে কর্ম যজ্ঞ চলেছে, তার অঙ্গ হিসাবে ভারতে এই কর্মসূচী নেতৃত্ব দিয়েছে। ভারতেরই শ্রীয়া বিশ্বের প্রায় পতকরা পঞ্চাশ ভাগ নিরক্ষর মাহুষ বাস করছেন, এটা আমাদের লক্ষ্য! সে হিসাবে এই কর্মসূচীর গুরুত্ব অপরিহার্য। আহবানের রাজ্যে এই

কাজ পুরোদমে চলেছে সরকারী, উন্নয়ন ও জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। ভারতে যে যে রাজ্য এই কাজ লক্ষ্য করার জন্য আনুষ্ঠানিক পুরস্কার পেয়েছে, সেগুলি হল—কেরাল (কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ : কিং সেজান আনুষ্ঠানিক পুরস্কার) এবং সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ (ইউনেস্কো নোমা আনুষ্ঠানিক পুরস্কার : মূল্য ১০ হাজার ডলার)। অন্ত্যস্ত জাতীয় ও আনুষ্ঠানিক পুরস্কারের মত 'ইউনেস্কো নোমা পুরস্কার' এই রাজ্য পেয়েছে বায়স্কট সরকারের শাসনকালে। কেরালও পেয়েছে বাম ও গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনকালে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বায়স্কট তার দূরীভূতী এবং বায়স্কট সরকার তার পক্ষপাত গুলির মাধ্যমে এই কর্মসূচীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে এবং এই কর্মযজ্ঞে ব্যাপক অংশের মাহুষকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পেয়েছে, যার ফলে সাক্ষর্য অর্জন করেছে। তদুপরি প্রথম পর্যায়ের সাক্ষর করে তুলেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য পর্যায়ক্রমে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বর্ধমানের অল্পটানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহুর বক্তব্য 'স্বরাধোগ্য'—‘এই শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে মিলিত করতে হবে’ যার মানে হোল জীবন-জীবিকার সঙ্গে শিক্ষার সম্মিলিত। যেটা কথায় বলা যায়—‘পোড়ামোটের জন্য শিক্ষা’! সেটা কখনো না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ

হুঁসি। এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে শুধু শুধু আদর্শ বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি পাইতে বসেছি। বিপত্ত ভৃতীয় বামফ্রন্টের শাসনকালে এম্বাগার আন্দোলন ও পরিবেশের ক্ষেত্রে সরকারের যে লক্ষ্য ফ্রন্ট-বিচ্ছাদিত দেখা গিয়েছিল, তার লক্ষ্য বিবোধিতা আমবা করেছি এবং জনগণের দৃষ্টিগোচরে এনেছি। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কুড়িৎ এবং শাসনাত্তলির জন্ত অতিনন্দন আনিয়ছি এবং এখনও জানাচ্ছি।

কিছু প্রশ্ন হচ্ছে যে, এম্বাগার আন্দোলনের ও পরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গী অল্পসংকে নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিকরণের এই বিশাল কর্মক্ষেত্রে আমাদের তুমি কি কি হবে এবং কি কি পক্ষপাত গ্রহণ করতে হবে?

প্রথমেই বলা যায়—আমরা, এম্বাগার কর্মীরা এবং আন্দোলনের উত্থাৎপ্রার্থীরা কি হাত-পা গুলিয়ে বসে থাকব? জনগণের ব্যাপক অংশ যেখানে লক্ষ্য অংশ গ্রহণ করছে, সেখানে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব? নিশ্চয়ই নয়। যদি এম্বাগার আন্দোলনের এবং পরিবেশের সঙ্গে শাসনাত্তা আন্দোলনের এবং শাসনাত্তাদের যুক্ত করতে হয়, তবে প্রশ্ন হচ্ছে—কেন করব? কতটা করব? কিতাবে করব? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, এর জন্ত বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। তবু দু'একটা সহজ কথায় আলোচনার চেষ্টা করব।

সোজা কথায় বলা যায়—এই কর্মসূচী লক্ষ্য হলে তাদের লাভ হবার সম্ভাবনা। নিশ্চয়ই এম্বাগারের, কারণ, নিরক্ষর মানুষকে শাসন করার এবং পর্যায়ক্রমে লোণাপড়া লোণাবার মাধ্যমে ভবিষ্যতের পার্থক্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। বর্তমানে দৃষ্ট-শ্রাব্য মাধ্যমগুলির বিশেষ করে দূরদর্শনের সহিত এম্বাগারের অন্ততও অসম প্রতিযোগিতার বিষয় কল স্বল্প এম্বাগারে পার্থক্যের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, এ অভিমোপ প্রতিনিয়তই শোনা যাচ্ছে। শুধুমাত্র এম্বাগারে পার্থক্যই নয়, জ্ঞান ও তথ্য আহরণের এবং চিন্তাবিনোদনের অন্ততও দূরদর্শনকারী প্রক্রিয়া—পঠন-পাঠন ও এম্বাগার পার্থক্যের দ্বারা কয়েকটি এবং তাত্ক্ষণিক আকর্ষণ হিসাবে

দৃষ্ট-শ্রাব্য মাধ্যমগুলির প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে, এর অন্তত দল সমাজে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তার পরিপূরক হিসাবে নতুন নতুন পার্থক্য সৃষ্টির সম্ভাবনা নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনের ফলে হচ্ছে। সেটাই এম্বাগারের লাভ, সামগ্রিকভাবে এম্বাগার আন্দোলনের লাভ। আবার নতুন নতুন পার্থক্যের পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পরিবেশের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন-ভাবে জ্ঞান-তথ্য, বিভিন্ন মতবাদ, বাহ ও প্রতিবাদ, ইত্যাদি সম্প্রদিত এম্বাগার সরকার-পার্থক্য-আলোচনা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা শাসনাত্তাদের শিক্ষার ক্ষর অসুযোগী দ্বারা বাহিকতা বজায় রাখার সহযোগিতা করা যাবে। তাদের শাসনাত্তাদের থেকে কাছ পার্থক্যে রূপান্তরিত করা যাবে এবং চিন্তা-চেষ্টার মানকে উন্নত করে সামাজিক স্বজনশীলতার অংশ গ্রহণ করিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে শ্রেষ্ঠ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা যাবে। এ এক বিরাট দায়িত্ব, এককভাবে এম্বাগার আন্দোলনের সঙ্গে বা পাঠন করা সম্ভব নয়। চাই এম্বাগার আন্দোলন, শাসনাত্তা আন্দোলন ও অন্তর্গত সামাজিক আন্দোলনের সংযুক্তি। চাই লক্ষ্যভাবে শাসনাত্তা আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

প্রশ্ন হচ্ছে কিতাবে অংশগ্রহণ করা যাবে? প্রথমে বলা যায় যে, এম্বাগারে যে সমস্ত এম্বাগারগুলি রয়েছে এবং পরিবেশের দান করছে, সেগুলিকে শাসনাত্তা আন্দোলনের অন্ততও কেন্দ্র হিসাবে চালু করা। এর ফলে সরকারী বায় সংকোচ হবে এবং নিরক্ষর মানুষের সঙ্গে প্রশ্ন থেকেই এম্বাগারের পরিচয় হবে। ভবিষ্যতে নতুন করে সংযোগ স্থাপনের পক্ষিতা শুরু করার স্বকায় হবে না। এর ফলে এম্বাগারগুলির সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অবিকাল মানুষের কাছে স্বীকৃত হবে, শাসনাত্তাদের এই প্রতিষ্ঠানকে-এম্বাগারকে নিজেসব প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাবতে ও ব্যবহার করতে পারবেন। আন্দোলকার বিনের মত—“ওটা লোণাপড়া জানা বাবুদের আড্ডাখানা”—এটা আর ভাববেন না। আর লক্ষ্য অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এম্বাগার কর্মীরা ও উত্থাৎপ্রার্থীরা প্রতিটি শাসনাত্তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবেন, তাদের দৃষ্ট-শ্রাব্যের কথা সহজেই বুঝতে

পারবেন, লক্ষ্যাক্ষর্য ও তাঁদেরকে নিজের জন বলে ভাববেন ।
যার ফলে সঠিক পরীক্ষণ এবং কর্মসূচী গ্রহণে সহায়তা হবে ।

আর যদি সক্রিয়ভাবে প্রথম পর্যায় থেকেই অংশ গ্রহণ না করে তবিত্তের ফলসূচী আত্মসাৎ করতে চাই, তখন পরে লক্ষ্যাক্ষর্য ভাববেন—‘এটা আবার কতটা ? উড়ে এসে জুড়ে বসল !’ দেখাপড়া জানা ব্যবস্থার আত্মস্থানায় লোকেরা কেন আবার ! যার অর্থ নতুন সম্পদ পাভানোর ক্ষেত্রে অহিংসা দেখা দেবে অথবা বিতরণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে । এবং অথবা সামগ্রিক আন্দোলনের গতি স্রব্ধ হয়ে যাবে । গ্রন্থাগারিকদের ও স্তাহস্থাত্মারদের সঙ্গল সময়েই পরামুখ্যাপেকী হয়ে থাকতে হবে ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি কি পরীক্ষণ পরিবেশার ক্ষেত্রে নিতে হবে ? এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে স্থানীয় চাহিদার উপর । পর্যায়ক্রমে সঙ্গ সাক্ষরদের উপযোগী পরিবেশার কথা নতুন করে ভাবতে হবে । এর সঙ্গে দৃষ্ট-স্রাব্য মাধ্যমগুলির নির্বাচিত অংশগুলিকে কাজে লাগাতে হবে । লক্ষ্যাক্ষর্যের দ্বিমে নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয় নির্বাচন করে-বিশেষ করে তাদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ

বিষয়গুলি নির্বাচন করে সঙ্গ বলা-প্রর করা ও উত্তরস্থান, বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদি এবং লিপিবদ্ধ করণের সহায়তা করা, ছবি ঝাঁকা, প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম, স্থানীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সহায়াক্ষর্যের অংশ গ্রহণ করানো, প্রভৃতির মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে । সর্বোপরি গ্রন্থাগারে তাদের উপযোগী পাঠ্যসামগ্রীর পরিগ্রহণ, সংরক্ষণ ও পরিবেশা প্রদান করতে হবে । বিশেষ করে তাদের শিক্ষার স্তর অহুযায়ী ধারাবাহিকতা কল্পার রাখার কর্মসূচী ও পরিবেশার ক্ষেত্রে সঠিক পরীক্ষণ গ্রহণ করতে হবে ।

এ সমস্ত কথা আমরা বিভিন্ন স্তার, সম্মেলনে, প্রকাশনার মাধ্যমে, গ্রন্থাগার দিবসের দ্বারী দ্বিভাবে বলে আসছি । গ্রন্থাগার কর্মী, স্তাহস্থাত্মার আনেকেই ঐ কার্যক্রমের মধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ ইতিমধ্যেই করছেন এবং আরো করবেন । আমাদের আবেদন, মেম্বিনীপুত্র, কর্মরান যে পথ দেখিয়েছে আমরা আর কালক্ষেপ না করে সর্বপক্ষি নিয়ে কাঁপিয়ে পড়ি জেলায় জেলায় ঐ স্তাহ দামাজিক আন্দোলনে ও সার্থক করে তুলি গ্রন্থাগার আন্দোলন ।

উপাস্তকোষ গঠনের পরিকল্পনায়

ইঙ্গ-মার্কিন সূচীকরণ সংহিতা (২য় সং, ১৯৭৮) ও বর্ণানুক্রমিক সূচীকরণ সংহিতা

(রঙ্গনাথন, ৫ম সং, ১৯৬৪) দুইটির ব্যবহার যোগ্যতা

ভাষ্যী চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

সংজ্ঞা

উপাস্তকোষ (ডেটাবেস) হল সমস্তগণসমূহ এক বা একাধিক নথি বা ফাইল নিয়ে গঠিত একটি প্রণালী। অন্তর্ভাবে বলা যায় বিবলিওগ্রাফিক ডেটাবেস বা পঞ্জীয় উপাস্তকোষ হল পরিবর্তনশীল উপাস্ত উপাদান বা তথ্যমৌল নিয়ে গঠিত বিভিন্ন নথি সম্বলিত একটি প্রণালী। এই সকল উপাস্ত উপাদানগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই ব্যক্তি পরিবর্তনশীল এবং কোন কোন উপাদান আবার একাধিকবার উল্লিখ হতে পারে। তাছাড়াও কিছু কিছু উপাদানের অধীনে আবার ছোট ছোট উপাদান থাকতে পারে। এই ধরনের উপাস্তকোষ দৃষ্টি করাকে বলা হয় উপাস্ত কোষ পরিকল্পনা বা ডেটাবেস ডিজাইন।

পরিকাঠামো—

উপাস্তকোষ পরিবর্তনের জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা গ্রহণের প্রয়োজন হয় :

ক) ভাবিক সিদ্ধান্ত :

এই স্তরে বাস্তব জগতের সেই সকল বস্তুকে ও সম্পর্কে বিশ্লেষণ করায় চেষ্টা করা হয় যা নিয়ে উপাস্তকোষ গঠিত হবে। অর্থাৎ এই স্তরে ঠিক করে নেওয়া হয় কি ধরনের সত্তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যেমন গ্রন্থকার, আখ্যা, গ্রন্থমালা ইত্যাদি সত্তাগুলির মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করা হবে, সত্তাগুলির পরিধি কি হবে, সনাক্তকারী চিহ্ন কি হবে এবং প্রধান তথ্য উৎস কি হবে। ভাবিক মীমাংসার স্তরে উপাস্তকোষের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর প্রতিটি

উপাদান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সুনির্দিষ্ট নিয়মও স্থির করা প্রয়োজন, যেমন বিভিন্ন সত্তা ও তাদের পরিধি, তাদের গুণাবলী, সম্পর্ক, তথ্য উৎস ইত্যাদি সম্পর্কিত নিয়ম।

খ) আভ্যন্তরীণ আকার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত :

এই স্তরে উপাস্তকোষের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নথির গঠন স্থির করে নেওয়া হয়। এই স্তরে বিভিন্ন ভলুমেট থেকে শব্দসমিতি তাবে প্রাপ্ত অগ্রকীর্ত তথ্যকে সংকেতবদ্ধ করা হয়। যেমন একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণসংখ্যা স্থান করা, বিষয় শিরোনাম স্থির করা ইত্যাদি। অর্থাৎ নথিগুলির শংগঠন, সাধারণ, আভ্যন্তরীণ আকার, নির্দিষ্ট ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এই স্তরেই নেওয়া হয় এবং আভ্যন্তরীণ আকার সম্পর্কিত ও অন্তিমগ স্তর সম্পর্কিত নিয়মাবলীও এই স্তরে স্থির করা হয়।

গ) বহিরাঙ্গকার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত :

এই স্তরে স্থির করা হয় বিভিন্ন পঞ্জীয় উপাদানগুলি ব্যবহারকারীদের জন্য কিস্তাবে প্রদর্শন করা হবে। প্রদর্শক আকার স্থির করা উচিত উপাস্তকোষ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও ব্যবহারকারীদের কথা চিন্তা করে। প্রদর্শন আকার সংক্রান্ত নিয়মাবলীও এই স্তরে ঠিক করা হয়।

মোটামুটি তাই বলা যায় প্রথম স্তর উপাস্তকোষ পরিকল্পনার ভাবিক বিক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর এর বহিরাঙ্গিক বিকের সাথে সম্পর্কিত। এই তিনটি স্তর ছাড়াও

উপাস্তকোষ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি অঙ্গসরণ করা হয় :

১) উপাস্ত অস্ত্রতত্ত্ব সম্পর্কিত নীতি :

এই নীতি অহুসায়ে তাত্ত্বিক স্তরের সিদ্ধান্তগুলি, আত্মস্বত্বীয় আকার ও বহিরাকার সত্ত্বাস্ত্র সিদ্ধান্তগুলি থেকে স্বতন্ত্র হবে ; যেমন সাধারণ সামগ্রী বিবরণ সংকেতগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হবে কিনা কিংবা এটা কি তাতে প্রয়োগ করা হবে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত কখনও সাধারণ সামগ্রী বিবরণ সূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা এই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে না। অস্ত্রতত্ত্ব বলা যায় উপাস্তকোষ পরিকল্পনার প্রথম নীতি অহুসায়ে সূচীকরণের নিয়মাবলী যাতে সহজে সূচীকারদের বোধগম্য হয় তাই আকার ও অভিন্নম স্থান সম্পর্কিত নিয়মাবলী অস্ত্রতত্ত্ব নিয়মাবলী থেকে স্বতন্ত্র হবে।

২) স্বাধায উপাস্ত বিল্লেশণ সম্পর্কিত নীতি :

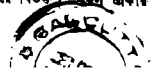
এই নীতি অহুসায়ে তাত্ত্বিক স্তরের সিদ্ধান্তগুলি অস্ত্রতত্ত্বীয় ও বহিরাকার স্তরের সিদ্ধান্তগুলির আগে হস্তা দরকার। উপাস্তকোষ পরিকল্পনার দ্বিতীয় নীতি আসলে নির্দেশ দেয় একটি অধ্যায়ের মধ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সর্বাসেক্ষা উপযোগী বিভাগ কি হবে, একটি নির্দিষ্ট নীতির মধ্যে বিভিন্ন বিবরণের বিভাগ কি হবে ইত্যাদি। অস্ত্রতত্ত্ব বলা যায় এই নীতিটি বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি ক্রম নির্দিষ্ট করে দেয় ; যেমন তাত্ত্বিক স্তরের সিদ্ধান্ত আত্মস্বত্বীয় আকার ও বহিরাকার স্তরের সিদ্ধান্তগুলির পূর্বে করতে হবে- এই ক্রমটি বাস্তব সূচীকরণের পক্ষে সর্বাসেক্ষা উপযোগী, কারণ তাত্ত্বিক স্তরে সূচীকরণের সম্পর্কে পরিভাষা ধারণা না পড়ে উঠলে সূচীকরণ পদ্ধতির পতীয়ে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

এমন বেশা যাক ইকো-মার্কিন সূচীকরণ সংহিতা-২ (এ. এ. সি. আর. ২) এক বর্ণাল্লুকনিক সূচীকরণ সংহিতা (সি. সি. সি.) উপাস্তকোষ পরিকল্পনার নীতি ও সিদ্ধান্তগুলির কতখানি সহায়ক। এই দিকে দৃষ্টিপাত করার আগে

আমাদের উপরিউক্ত সূচীকরণ সংহিতা দুটির গঠন ও ভাবের নিয়ন্ত্রণকারী নীতিগুলি আলোচনা করা দরকার।

ইকো-মার্কিন সূচীকরণ সংহিতা-২ এর গঠন :

এই সূচীকরণ সংহিতাটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সকল ধরনের প্রাধিকার সামগ্রীর প্রামাণ্য বিবরণের স্ত্র প্রয়োজনীয় সাধারণ নিয়মাবলী আছে। দ্বিতীয় ভাগে অভিন্নম স্থান ও শিরোনাম দির করার স্ত্র প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী সন্নিবিষ্ট আছে। এইভাবে ২১ নম্বর অধ্যায়টি দুখা সংলেশ ও সহায়ক সংলেশের অভিন্নম স্থান নির্বাচনে ২২-২৪ নম্বর অধ্যায়টি শিরোনামের স্বরূপ, একত্রণী আখ্যা ইত্যাদি নির্ধারণে এবং ২৬ নম্বর অধ্যায়টি নির্দেশ সংলেশ নির্ধারণে সহায়তা করে। উপরিউক্ত বিভাজন আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য পঞ্জীর বিবরণের উপর নির্ভরশীল। ইকো-মার্কিন সূচীকরণ সংহিতা-২ এর দৃষ্টনের পিছনে প্রধান কার্যকরী নীতি হচ্ছে 'ধারণার এককতা'। এই নীতি অহুসায়ে যে কোন সূচীকরণ সংহিতার মধ্যে বিভিন্ন সূচীকরণ পরিধনের সজ্ঞা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিধনগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্যা, বিভিন্ন অহুসায়ে স্ত্র প্রয়োজনীয় তথ্য পছন্দ করা, রূপান্তরিত করা ও নবিস্বত্ব করার স্ত্র নিয়মাবলী থাকা দরকার। ছদ্মাড়াও 'ধারণার এককতা' নীতি অহুসায়ে সূচীকরণ সংহিতার কোন নিয়মই সূচীকরণের কোন সহজার ক্ষেত্রে একাধিক উপাধানের স্ত্র প্রয়োজ্য হবে না। এই নীতি নির্দেশ দেয় সূচীকরণ সংহিতার এক একটি অধ্যায়ের অধীনে বিভিন্ন নিয়মাবলী একক হিসাবে সন্নিবিষ্ট হবে, আবার এক একটি ভাগে বিভিন্ন অধ্যায় একক হিসাবে একত্রিত হবে এবং বিভিন্ন ভাগ নিয়ে গঠিত হবে সংহিতা। আবার বিপরীত দিক দিয়ে বলা যায় সূচীকরণ সংহিতাটি গঠিত হবে বিভিন্ন ভাগ নিয়ে, এক একটি ভাগে থাকবে বিভিন্ন অধ্যায়, আবার এক একটি অধ্যায়ে থাকবে বিভিন্ন নিয়মাবলী। ইকো-মার্কিন সূচীকরণ সংহিতা-২ এর দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা কেবলো পাই সংহিতাটি দুটি ভাগে বিভক্ত, ভাগ দুটি আবার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত। স্বরূপ প্রকার



সামগ্রী প্রয়োজনীয় সাধারণ নিয়মাবলী সংক্রান্ত অধ্যায় আগে এবং বিশেষ ধরনের প্রশ্নগার সামগ্রী সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি পরে পরিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে আবার বিভিন্ন নিয়মাবলী রয়েছে, সাধারণ নিয়ম আগে বিশেষ নিয়ম পরে।

বর্ণালীকৃতিক সূচীকরণ সংহিতার গঠন :

এই সংহিতাদিতে A-W ভাগ রয়েছে। A-D তে আছে 'চুম্বিক', 'সূচীকরণের উপস্থর, সাধারণ নির্দেশক নীতি, সূচীর ক্রমবিকাশ ইত্যাদি। E-তে আছে 'নথিবদ্ধকরণের নিয়ম, F এ আছে 'সংজ্ঞা। G-H এ লেখকদের বিরোধ সংক্রান্ত নিয়ম, J হোল রূপান্তরিত করণের ক্ষর, K-P হোল সাধারণ ও বিশেষ সংলগ্নের ক্ষর, Q-V হোল যৌগ সূচী, জাতীয় পতী, সার পত্রিকা', নির্ধক পত্রিকা ইত্যাদির ক্ষর, V হোল প্রচলিত গ্রন্থ বাবে অন্তান্ত প্রসঙ্গের ক্ষর এবং W হোল পরিধক, পঞ্জীর নির্দেশ ও নির্ধক্টের ক্ষর। এই সংহিতাতে তিনটি স্তরে নিয়মাবলী রয়েছে : মনোবান, রূপান্তরিত করণ ও নথিবদ্ধকরণ। বর্ণালীকৃতিক সূচীকরণ সংহিতারও প্রধান নিয়মক নীতি হচ্ছে ধারণার এককতা, যদিও নীতিটি সংহিতার কোথাও উল্লিখিত হয় নি কিন্তু সংহিতাটির গঠনের মধ্যে এবং নিয়মাবলীর প্রাণীবদ্ধ বিভাগের' মধ্যে এর প্রতিকলন দেখতে পাওয়া যায়।

ধারণার এককতা নীতি অস্থগরনের কল উত্তর সংহিতার ক্ষেত্রেই একটি সূত্র গঠনাত্মক পরিকল্পনা খুঁজে পাওয়া যায় যা নাকি উপাত্তকোষ পরিকল্পনার প্রধান প্রয়োজনীয় শর্ত।

উপাত্তকোষ পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তর ও নীতির সাথে সংহিতা দুটির সাম্বন্ধ :

উপাত্তকোষ পরিকল্পনার স্তর ও নীতি এবং সংহিতা দুটির গঠন বিশ্লেষণ করার পর এখন দেখা যাক সংহিতা দুটি উপাত্তকোষ পরিকল্পনার কতখানি সহায়ক।

ক) তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের স্তরে প্রয়োজন বিভিন্ন সত্তা, সম্পর্ক ও স্তরের পরিভার ধারণা এবং সাধারণ নিয়ম, নীতি ও উপস্থর। ইকো-সার্কিন সূচীকরণ সংহিতা ও বর্ণালী-

ক্রমিক সূচীকরণ সংহিতা উভয়ই এই স্তরের উপস্থায়ী, কারণ উত্তর সংহিতাতেই প্রথম স্তরের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি উপস্থিত। যদিও ইকো-সার্কিন সূচীকরণ সংহিতার ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি ও উপস্থরগুলি পরিকারভাবে কোথাও উল্লেখ করা নেই। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নীতি ও উপস্থরগুলির প্রতিকলন দেখতে পাওয়া যায়। বর্ণালীকৃতিক সূচীকরণ সংহিতার ক্ষেত্রে এই নীতি ও উপস্থরগুলি পরিকার ভাবে উল্লেখ করা আছে।

খ) আন্তঃসীম আকার সংক্রান্ত স্তরে প্রয়োজন অন্তঃসীম আকার ও বিভাগ সম্পর্কিত নিয়মাবলী। আলোচ্য উত্তর সংহিতাতেই আমরা এই স্তরে প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী দেখতে পাই, যেমন অভিন্ন সংলগ্ন সম্পর্কিত নিয়ম, অপ্রকীর্ণ তথা রূপান্তরিতকরণ সম্পর্কিত নিয়ম, সংলগ্নের পিয়োনাম ও স্থল সংলগ্নাংশে তথ্য বিভাগ সম্পর্কিত নিয়ম ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উত্তর সংহিতাই উপাত্তকোষ পরিকল্পনার দ্বিতীয় স্তরের উপস্থায়ী।

গ) বহিরাকার সংক্রান্ত স্তরে প্রয়োজন তথ্য নথিবদ্ধকরণ কিংবা ক্ষরভাবে বলা যায় প্রদর্শন আকার সম্পর্কিত নিয়ম। বর্ণালীকৃতিক সূচীকরণ সংহিতার নথিবদ্ধকরণের নিয়ম একটি স্তর অধ্যায়ে রয়েছে। আর ইকো-সার্কিন সূচীকরণ সংহিতাতে আমরা ভাবা, ঘটিছে ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু নির্দেশ বা নিয়ম দেখতে পাই এবং এগুলি প্রত্যেকটি তথ্য নথিবদ্ধকরণের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং এই স্তরের প্রয়োজনীয় নিয়মও দুটি সংহিতাতেই উপস্থিত।

এবার উপাত্তকোষ পরিকল্পনার নীতিগোচর দিকে দৃষ্টি ফিরানো যাক। আগেই বলা হয়েছে উপাত্তকোষ পরিকল্পনার প্রথম নীতি অস্থগারে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি অন্তঃসীম আকার ও বহিরাকার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি থেকে স্তর হবে। কিন্তু ইকো-সার্কিন সূচীকরণ সংহিতা এই নীতিটি অস্থগরন করে নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ২১ নম্বর অধ্যায়টি অভিন্ন সংলগ্ন স্থির করার সাথে সম্পর্কিত কিন্তু একই সাথে এই অধ্যায়ে বিভিন্ন সত্তা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষর প্রয়োজনীয় নিয়মও আছে। ২২ নম্বর অধ্যায়টিতেও বিভিন্ন

প্রকার নিয়ম রয়েছে। এছাড়া প্রদর্শন আকার সংক্রান্ত নিয়মগুলি স্বতন্ত্র করে রাখা হয় নি, বরং একই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত নিয়মের সাথে সম্মিলিত রয়েছে। কিন্তু উপাস্তকোষ পরিকল্পনার মূল দৃষ্টিভঙ্গী হোল প্রদর্শন আকার সংক্রান্ত নিয়ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হবে। কারণ যে হট্টাকার প্রদর্শন আকার সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত নয় তার কাছে এই নিয়ম অর্থহীন আবার অন্তর্ভিকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর হট্টাকারগণ প্রদর্শন আকার সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন। ইস্কে-মার্কিং হট্টাকরণ সংহিতা-২ এ প্রদর্শন আকার সংক্রান্ত নিয়মের ৬-শতাংশ মিশ্র প্রকৃতির। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় মূল আখ্যা সংক্রান্ত নিয়ম (Rule 18C1)। এই নিয়মটি একই সাথে অবস্থান সংক্রান্ত নিয়ম, বিধিবদ্ধ সংক্রান্ত নিয়ম, সত্যায়ণ ও প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সহায়ক নিয়ম আবার অন্তর্ভুক্ত নিয়মটি প্রামাণ্য তথ্য উৎস স্থিতিস্থিতিভাবে নির্দেশ করে। এছাড়াও ইস্কে-মার্কিং হট্টাকরণ সংহিতা-২ এর প্রথম অধ্যায়ে ১১ শতাংশ নিয়মই হোল মিশ্র প্রকৃতির। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আলোচ্য হট্টাকরণ সংহিতাটি 'ধারণার এককতা' নীতিটি বহুক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করেছে কারণ এই নীতি অনুসারে কোন নিয়মই একই সাথে একাধিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

বর্ণালৈক্যিক হট্টাকরণ সংহিতা কিন্তু এই নীতিটি পুরোপুরি অনুসরণ করে। এই সংহিতাতে মিশ্র প্রকৃতির নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় না। এই সংহিতাতে বিভিন্ন ধরনের এম্বাগার শাসনীয় ক্ষেত্রে প্রথমে স্থির করে নেওয়া হয়েছে যে কি কি উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হবে, একটি নির্দিষ্ট উপাদানের সাথে অন্তর্ভুক্ত উপাদানের সম্পর্ক কি হবে। প্রামাণ্য তথ্য উৎস কি হবে এবং তারপর তথ্য পছন্দ ও রূপান্তরিতকরণের নিয়ম বেওয়া হয়েছে। নথিবিদ্ধকরণের নিয়ম সাধারণতঃ একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নথিবিদ্ধকরণের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত নিয়মের সাথে একই অধ্যায়ে বেওয়া আছে।

এছাড়াও উপাস্তকোষ পরিকল্পনার প্রথম নীতি অনুসারে

অভ্যন্তরীণ ও বহিরাকার স্তরের নিয়মাবলি পৃথক হবে। কিন্তু আলোচ্য সংহিতা দুটিই কোনটির ক্ষেত্রেই এই স্বাভাবিক পরি-লক্ষিত হয় না। তবে এর আনুমানিক কারণ উভয় হট্টাকরণ সংহিতাই হস্তকৃত/মুদ্রিত হট্টাকরণ বহা চিন্তা করে সংকলিত হয়েছিল এবং ঐ ধরনের হট্টাকরণ ক্ষেত্রে উভয় স্তরের কার্য একই সাথে সম্পাদিত হয়।

উপাস্তকোষ পরিকল্পনার দ্বিতীয় নীতি অনুসারে তাত্ত্বিক স্তরের সিদ্ধান্তগুলি অভ্যন্তরীণ আকার ও বহিরাকার স্তরের সিদ্ধান্তগুলির পূর্বে গ্রহণ করতে হবে। ইস্কে-মার্কিং হট্টাকরণ সংহিতা-২ এর প্রথম ও দ্বিতীয় কিন্তু এই নীতিটি অনুসরণ করে না। প্রথমতঃ সংজ্ঞাস্তরে বিভিন্ন সত্যায়ণ ধারণামূলক ব্যাখ্যা সত্যায়ণ ও অন্তর্ভুক্ত সত্যায়ণ সাথে এর সম্পর্ক ইত্যাদি পাওয়া যায় না। তাছাড়া সংহিতাটির প্রথম অধ্যায়ে প্রথম স্তরের উপাদানীয় নিয়মের সংখ্যা অত্যন্ত কম, মাত্র ৪৩টি। কিন্তু দ্বিতীয় হট্টাকরণের দিক থেকে বিচার করলে একটি নথির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদানের ধারণামূলক ব্যাখ্যা প্রদানকারী নিয়মের সংখ্যা আটো বেশি হওয়া উচিত। কারণ যে কোন ধরনের এম্বাগার শাসনীয় হট্টাকরণের ক্ষেত্রে হট্টাকরণের যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলির সমাধানে এই ধরনের নিয়মগুলি অভ্যন্তর প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়তঃ পঞ্জীয়ন নথির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদানকে যদি গুরুত্ব অনুসারে সারিবদ্ধ করা হয় তাহলে 'গ্রন্থকার' ও 'আখ্যা' এই দুটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিষ্ঠাত হয়। কিন্তু ইস্কে-মার্কিং হট্টাকরণ সংহিতা-২ এর প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার ও আখ্যা সম্পর্কিত মাত্র ১২টি নিয়ম দেখা যায়। তাছাড়া সংহিতাটির প্রথম অধ্যায়ে কতকগুলি মৌলিক সংজ্ঞা পাওয়া যায় না, যেমন কোন একটি শাসনীয় ক্ষেত্রে প্রদান স্থায়ী কার্য? মূল আখ্যা কাকে বলে ইত্যাদি। গ্রন্থকার ও আখ্যা সম্পর্কিত অধিকাংশ নিয়ম পাওয়া যায় ২১ নম্বর অধ্যায়টিতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি পঞ্জীয়ন নথির অন্তর্ভুক্ত দর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান সম্পর্কিত

মৌলিক নীতিগুলি পাওয়া যায়, আলোচ্য সংহিতায় এমন একটি অধ্যায়ে যা নাকি অভিন্ন হান সম্প্রদিত। তবে উপাত্তকোষ পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে বলা যায় এগুলি হোল সংহিতাটিতে 'প্রধান সংলেশ' এই ব্যাখ্যাটির প্রতি মনোযোগ দেবার ফল। আলোচ্য সংহিতাটিতে অধিকাংশ মৌলিক নিয়মই প্রচ্ছন্নভাবে প্রধান আখ্যা সম্প্রদিত। হুতরাং দেখা যাচ্ছে ইকো-বাকিন হটীকরণ সংহিতা-২ এ প্রধান সংলেশ একটি স্বতন্ত্র দ্বিধায়ে স্বীকৃত। যদিও এর স্বকলকতা প্রধান সংলেশ ব্যাখ্যাটি পরিচালনা করার পক্ষপাতী। তাছাড়া প্রধান সংলেশ ব্যাখ্যাটির দৃষ্টি হয়েছিল অতিগম্য হান স্থির করার জন্য, তথা বর্ণনা করার জন্য নয়। কিন্তু অভিন্ন হান সম্প্রদিত নিয়মগুলি উপাত্তকোষ পরিকল্পনার অন্তঃস্থরূপ তরয়ের উপযোগী, তাই স্বীকৃতের নয়, হুতরাং এগুলি প্রথম অধ্যায়ে আসা বাছনীর নয়। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় উপাত্তকোষ পরিকল্পনার উপযোগী হতে গেলে ইকো-বাকিন হটীকরণ সংহিতাতে অতিগম্য হান সম্পর্কে হুতর করে চিন্তা-তাবনা করা প্রয়োজন।

বর্ণাঙ্করিত হটীকরণ সংহিতাতেও এই দ্বিতীয় নীতিটি কিছু অংশে লক্ষ্যত হয়েছিল কারণ ব্যবহারকারীদের দ্বা পাত্তাকোষের জন্য প্রয়োজনীয় নথিবদ্ধকরণের সময়সীমা সুলভিত অধ্যায় পরিবর্তন সুলভিত অধ্যায়ের (বই) বিস্তৃত হয়েছিল যদিও এর মধ্যে প্রথমটি উপাত্তকোষ পরিকল্পনার তৃতীয় স্তর এবং দ্বিতীয়টি এর প্রথম স্তরের স্তর প্রয়োজনীয়।

প্রধান সংলেশ ব্যাখ্যাটি বর্ণাঙ্করিত হটীকরণ সংহিতাতেও বর্তমান কিন্তু প্রধান সংলেশ সম্প্রদিত আলোচ্য সংহিতাটির প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে পাওয়া যায় না, বরং প্রাথমিক অধ্যায়গুলি সাধারণ নীতি, নজা, পছন্দাবলী প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে যা নাকি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচালনা করার গড়ে তোলার সহায়ক, অতিগম্য হান নির্ধারণের নয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে আলোচ্য উক্ত সংহিতাই উপাত্তকোষ পরিকল্পনার ভিত্তি স্তরের উপযোগী, তবে নীতিগুলির ক্ষেত্রে এর সাথে ইকো-বাকিন হটীকরণ সংহিতা-২ এর অনেক বর্ণাঙ্করিত হটীকরণ সংহিতার সাদৃশ্য বেশী। যদিও সংহিতাটি উপাত্তকোষ পরিকল্পনার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ এই দাবি করা যায় না এবং সংহিতাটিও কোন ক্ষেত্রেই নিজে থেকে স্বীকৃত হটীকরণের উপযোগী বলে দাবি করে না, কিন্তু উপাত্তকোষ পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তর ও নীতির সাথে এর অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে ইকো-বাকিন হটীকরণ সংহিতাটি নিজে থেকে স্বীকৃত হটীকরণ ও পঞ্জীয়ন উপাত্তকোষ উপযোগী বলে দাবি করে কিন্তু সেক্ষেত্রে আশাশঙ্ক্যে আশাহত হতে হয়।

Bibliography :

1. Anglo-American Cataloguing rules, 2nd ed., prepared by the American Library Association, The British Library, The Canadian Committee on Cataloguing, The Library of Congress ; edited by Michael Gorman and Paul W. Winkler. London : The Library Association, 1978.

2. Fidel, Raya and Crandall, Michael.—The AACR-2 as a design schema for bibliographic databases. [In the Library Quarterly. V58, No 2 ; Apr. 1988 P. 123-124]

2. Ranganathan, S. R.—Classified catalogue code with additional rules for a dictionary catalogue.—5th ed.—Bombay : Asia, 1964.

4. বিমল কান্তি সেন ও অন্যান্য : এশ্বাপার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিচালনা কোষ : ইংরেজী বাংলা—কলিকাতা : বঙ্গীয় এশ্বাপার পরিষদ, ১৯৮৮।

সাহিত্য ও গ্রন্থাগারের সমাজতত্ত্ব ও গ্রন্থাগারিকতা

নীরা মুখোপাধ্যায়

চন্দননগর, হগলী

গ্রন্থাগারিকতা কি? চাহুরি না পেণা? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের প্রথম জানতে হবে গ্রন্থাগার কি? গ্রন্থাগারের কাজ কি? এই প্রশ্ন দুটির ঠিকমত উত্তর না দিতে পারলে গ্রন্থাগারিকতা: লক্ষ্যে ঠিকমত একটা ধারণা করতে পারব না কারণ গ্রন্থাগারিকতা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থাগারের কাজের উপর। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের উন্নতি হয়েছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু গ্রন্থাগারিকতা লক্ষ্যে উপরে যারা রয়েছেন তাদের ধারণার কি কোন উন্নতি হয়েছে? এইটাই প্রশ্ন। গ্রন্থাগারিকতার ভিত্তি যখন হচ্ছে সমাজের একটা অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারের কাজের উপর তখন আমাদের প্রথম জানা প্রয়োজন সমাজের একটা অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারের কাজ কি?

সমাজের অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারের কাজ।

একথা উঠলেই বড়ই আমাদের সম্মুখে নানা ধরনের লমতা দেখা দেয়। একদিকে গ্রন্থাগার হ'লো একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অত্রিকি গ্রন্থাগার হ'লো মানব সভ্যতার উন্নতির প্রতীক। হুজুং গ্রন্থাগারের কাজ কি তা আমাদের জানতে হবে সমাজতত্ত্বের উপর নির্ভর করে। একথা আমি বার বার বলেছি আমার নানা প্রবন্ধের ভিতর। আর একটা চিন্তা করবার বিষয় হচ্ছে রাজ্যের যদি পাঠের প্রয়োজন না থাকত তাহলে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হ'তো না। পাঠের প্রয়োজন না থাকলে যে লেখার প্রয়োজন থাকত না এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। পাঠের প্রয়োজন না থাকলেও লেখার প্রয়োজন থাকত একথা সত্যি কিন্তু লেখার মূহুর্ত হ'তো লম্বাবার সঙ্গে সঙ্গেই—কারণ লেখার জীবন নির্ভর করছে পাঠকের উপর যেমন লেখকের অস্তিত্ব নির্ভর করে পাঠকের উপর। কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা

যায় না যে সাহিত্য সমাজের মধ্যে একটি বলের সৃষ্টি। এই বলটি, বা গোড়িই বলুন হ'লো লেখকের বল। সমাজের মধ্যে যেমন সব বলেরই ওঠা পড়া আছে তেমনি লেখক গোড়িরও ওঠা পড়া আছে। লেখকগোড়ির ওঠা-পড়ার সঙ্গে সাহিত্যের ওঠা পড়া থাকবে। এর ফলে পাঠের মানেরও ওঠা পড়া থাকবে। তাহলে গ্রন্থাগারকে সমাজের অঙ্গ হিসাবে কাজ করতে গেলে তাকে যুগে যুগে পাঠের ওঠা পড়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে হবে, তা নাহলে গ্রন্থাগারকে জীবনহৃত হয়ে থাকতে হবে। গ্রন্থাগারিকের কাজ হবে তাহলে গ্রন্থাগারকে যুগ সহযোগী করে তোলা। তা না করলে গ্রন্থাগারিককে কবর-খানার Caretaker হয়ে থাকতে হবে। তাতে গ্রন্থাগারেরও সক্রিয় অস্তিত্ব বজায় থাকবে না এবং গ্রন্থাগারিককে কেবলীয় মত কাজ করতে হবে ফলে বৃত্তি (profession) বলতে তার কিছু থাকবে না। কিন্তু একথা তো সত্যি যে গ্রন্থাগারিকতা এতটা বৃত্তি। কেবল মাত্র চাহুরি নয় যে ক্ষেত্রে বৃত্তিগত বিচার বৃত্তির প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না।

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি গ্রন্থাগারের সক্রিয় অস্তিত্ব যেমন পাঠের সক্রিয় অস্তিত্বের সঙ্গে গুণগতভাবে জড়িত তেমনি গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিও ঠিক একইভাবে হুগাহুয়ারী পাঠের সক্রিয় অস্তিত্বের সঙ্গে বিজড়িত।

হুগাহুয়ারী সাহিত্যের উত্থান পতনকে এটি ধাপে ভাগ করা যায়।

লেখকের মৃত্যুর ১০, ২০ বা ৩০ বছর পর লেখকের মৃত্তি বিশ্বভিত্তি অঙ্ককারে নিমজ্জিত হয়। এই সময় পায় হঠাৎ যে সব লেখক বেঁচে থাকেন, তাদের মৃত্তি জন-সমাজের পাঠকগোড়ির সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে। ফলে এসব লেখকের কখনও মৃত্যু হয় না।

আবার এমন এক একটা সময় আসে যখন কোন কোন

লেখকের বৃত্তি পাঠক সমাজের মধ্যে উন্মুল্ল হতে দেখা যায়। তখন সে সব ভুলে যাওয়া লেখকের বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

মানব সভ্যতার কোন এক যুগে কোন একজন লেখক কোন এক উদ্দেশ্য নিয়ে একখানি বই লিখেছিলেন সে বই হয়তো যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে পাঠকগোষ্ঠীর বৃত্তি থেকে মুছে গিয়েছিল। আবার সে বইখানির চাহিদা দেখা দিতে পারে লেখকের লেখার উদ্দেশ্যের প্রতীক যখন সমাজের মধ্যে নতুন রূপে দেখা যায়। এটা হলো সম্পূর্ণভাবে social myth-এর ব্যাপার।

অনেকে বলেন গ্রন্থাগার কোন দেশের “সমষ্টিগত বৃত্তির” আধার। এ ধারণা ঠিক নয়। তার কারণ যে কোন জাতীয়-বৃত্তি-সমষ্টির বেশির ভাগই মানুষের মাঝার মধ্যে বর্তমান থাকে। উপরন্তু এ ধারণার ফলে রয়েছে কুবৎ কিছু একটার অস্তিত্ব অর্থাৎ গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ হবে বিরাট। কিন্তু একথা তো সত্যি নয়। আমি কি বলতে পারি না আমার গ্রন্থাগারের মাত্র ৩ খানা বই আছে? হুতরাং গ্রন্থাগার বলতে যে একটা বিরাট কিছু এ কথা ঠিক নয়। গ্রন্থাগার বড় হতে পারে আবার গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলন কমও হতে পারে। তবে একথা ঠিক যে গ্রন্থাগারের সংকলনের প্রত্যেক বইখানি জীবন্ত হওয়া প্রয়োজন। অন্ততাবে বলতে গেলে সমষ্টি মনের মধ্যে সঞ্চিত বইগুলির বৃত্তি বর্তমান থাকা চাই। না হ’লে গ্রন্থাগার পাঠের প্রয়োজন অস্বাভাবিক ব্যবহৃত হ’বে না। হুতরাং গ্রন্থাগারের কোন কাজও থাকবে না এবং গ্রন্থাগারিকেরও, তার বৃত্তি অস্বাভাবিক কোন কাজও থাকবে না। এ অবস্থার গ্রন্থাগারের মানে হ’বে “পুস্তক ভাণ্ডার”।

তাহলে সমাজ অন্তর্গত কোন প্রতিষ্ঠানকে গ্রন্থাগার বলতে গেলে তাতে কার্যকর করে রাখতে হবে। পাঠক যাতে তার ইচ্ছামত বই নিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং যেটা হবে গ্রন্থাগারিকের একটা প্রধান কাজ এবং সে কাজটা গ্রন্থাগারিক কবে তার বৃত্তিগত অভিজ্ঞতা

এবং শিক্ষার উপর নির্ভর করে। একজন মাত্র সক্রিয় পাঠকও গ্রন্থাগারের সত্যিকারের সমাজ দিতে পারে—পাঠক যত বেশি হবে গ্রন্থাগারের চরিত্রগত দৃঢ়তা তত বেশি হবে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। পুস্তক পাঠের সুবিধা যত বেশি উন্নত হবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের ব্যাপ্তি তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। সমাজতত্ত্বের দিক থেকে এই ব্যাপ্তিকে বলে “principle of widening circles”। গ্রন্থাগারের প্রচারণার ফলে সমাজের মধ্যে পাঠের যে প্রয়োজন রয়েছে তা চেতনার হ’ক বা অবচেতনার হ’ক পেট্রুই মেটান যাবে হটে কিন্তু প্রচারণার দ্বারা পাঠের নতুন প্রয়োজন “সৃষ্টি” করা গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব হবে না—সে প্রয়োজন সৃষ্টি করবে সামাজিক পরিবর্তন। পাঠের প্রয়োজন হওয়ার কারণটা নির্ভর করে সমাজের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের উপর।

তাহলে আমরা দেখছি পাঠের প্রয়োজনটাই গ্রন্থাগারের কার্যের প্রধান চরিত্র। বিভিন্ন স্তরের যে সব কাজ সে সব হ’লো কেন্দ্রীয় কাজ—পুস্তক সংকলন—তালিকা করা—পুস্তকের বন্টনকরণ—বই বেওয়া দেওয়া ইত্যাদি। সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত উন্নতি নির্ভর করে ব্যক্তিগত জ্ঞানের পরিধির উপর। ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তাকে জ্ঞান অর্জন করবার জন্য পড়তেই হবে। হুতরাং মানুষের পাঠের ক্ষেত্রে বাধা বাধকতা নেই একথাও বলা কুল।

পাঠই বই হয় সত্যিকারের গ্রন্থাগারের সমাজ্যিক ভিত্তি তাহ’লে গ্রন্থাগারিককে function of reading-এর পক্ষে একীভূত হতে হবে কারণ গ্রন্থাগারিক হ’লো গ্রন্থাগারের সর্ব প্রধান অঙ্গ। গ্রন্থাগারিকই ঠিক করবে কিতাবে কি ধরনের পুস্তকের দ্বারা পাঠকের পাঠের চাহিদা মেটান সম্ভব হবে। গ্রন্থাগারে কি সব বইয়ের বই রাখা হবে, পাঠের সব বই রাখা চাহিদা মেটাবার জন্য? কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠাপিত পাঠের জন্য বই রাখা হ’বে? কেবলমাত্র-কি আধুনিক বই রাখা হ’বে? কেবল মাত্র কি সামাজিক সৃষ্টিগত পুস্তক সঞ্চিত করা হ’বে? না সব বইয়ের বই

সাধা হ'বে যাতে পাঠক নিজের পাঠের ধারটা নিজেই ঠিক করে নিতে পারবে। এইসব নানা কারণে এছাগারিককে অনেক সময় পাঠকের পাঠের প্রয়োজনে পরিচালক হিসাবে বণা হয়। কিন্তু তার মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও এ ধারণার সবটাই সত্য নয়। পরিচালনার প্রয়োজন হয় কেবল যাত্র যে ক্ষেত্রে পরিচালনার প্রয়োজন থাকে বা যেখানে এছাগার রাজনৈতিক প্রচারণার অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। শেখোক্ত ন্যাপারটি পরিকল্পিত হবে জাতীগতভাবে (nationally)। একজাতি চাইবে দর সবছোয় পাঠ, আর এক জাতি চাইবে সামাজিক পাঠ (sociological)। আবার কোন জাতি চাইবে মার্কসিষ্ট দর্শনের পাঠ। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে এছাগারিকের কিছু করার নেই। কিন্তু এবং; বাক্য করতে আমরা বাধ্য যে এছাগারের প্রধান লক্ষ্য হ'চ্ছে পাঠককে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের বইখানিকে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে খুঁজে নিতে সাহায্য করা। সুতরাং এছাগারিকের কাজ কেবলমাত্র পাঠককে পরিচালনা করা নয়।

উপর যে সব কথা বলা হ'লো তা ভালো করে বিচার করে দেখলে সকলেই বুঝতে পারবেন যে এছাগারিকের কাজ গতানুগতিক বা routine work নয়। এছাগারিকের কাজ হ'লো এছাগারের কার্যাবলী ঠিক করা (policy matter), এবং পাঠকবর্গের পাঠের প্রবণতা অনুযায়ী, সামাজিক ভিত্তির উপর পরিকল্পনা করা। আধুনিক যুগের এছাগারিক কেবলমাত্র এছাগারের তত্ত্বাবধায়ক নয় এবং চাকর হিসাবে কেবল মাত্র লোকসনের খাতিরে পুস্তক লুকলন করা নয়। এছাগারিককে তার পদব্যবহার উদ্বেগ এবং কোন এক নির্দিষ্ট সমাজের অঙ্গ হিসাবে এছাগার লক্ষ্যে সচেতন থাকতে হবে। সুতরাং এছাগারিকতাকে একটা বৃত্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে অবশ্য এছাগারকে যদি সমাজের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। এছাগারিককে নিযুক্ত করা হয়েছে তার বৃত্তিগত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমলাতন্ত্রের অহঙ্কার্য তাকে এছাগারিকের পক্ষে নিযুক্ত করা হয়নি। এছাগারিকের

বৃত্তি কেবলমাত্র বৃত্তি নয়। কেবলমাত্র নিজস্ব চিন্তাধারা বলতে কিছু থাকে না, তাকে পরিকল্পনাও করতে হয় না। সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য পাঠকের পাঠের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে এছাগারিককে একটা পরিকল্পিত ধারা অনুযায়ী পুস্তক লুকলন করতে হবে। সে জন্যে এছাগারিককে সমাজ মনের গতির উপর, সামাজিক, ঐতিহাসিক, মানসিক এবং দার্শনিক সমস্তর উপর নজর রাখতে হবে। একজন technician-এর পক্ষে এসব কাজ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজবিদ্যার প্রয়োজন বাস্তব সমাজ অনুযুক্ত মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানই হবে এছাগারিকের এছাগারিক হিসাবে চমক লক্ষ্য। সত্যিকারের এছাগারিকতা হ'লো সমাজমনের মধ্যস্থ প্রবণতাকে ঠিকমত জানা।

আমাদের দেশে এছাগারের উন্নতি হ'চ্ছে ঠিকই কিন্তু এছাগারিকতার উন্নতি হতে হয়তো আরও এক যুগ সময় লাগবে। এছাগারিকের মাধ্যম উপর বাধ্য বসে রয়েছেন তাদের এছাগারিকতা লক্ষ্যে অজ্ঞাত অন্তর। সে অজ্ঞাত ডুব দিয়ে দেখলে হাতে কেবল পাঁকই উঠবে—তালো কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। এছাগারিকতাকে এখন বৃত্তি বলে ধরে নেওয়া হয় না—তাদের কাজ করতে হয় Library Committee'র সভ্যদের খোলা খুঁচি অনুযায়ী। এটা এছাগারিকদের দুর্ভাগ্য, এছাগারিকের পক্ষে থেকে তাদের জীবন হয় চরিত্র, কারণ সব সময় তাকে আমলাতন্ত্রের করণার উপর নির্ভর করতে হয়—কলো এছাগারিকের কাজ xy সময়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। এই xy সময়ের বাইরে গেলেই এছাগারিককে উপরওয়ালার বোঝে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে উপরওয়ালার বলতে এছাগার কমিটির সম্ভবতা। তারা এছাগারিকের পদব্যবহারটা বুঝেও বোঝে না বা বোঝবার চেষ্টা করেনা কারণ তাতে নিজেকে পদব্যবহার উপর যা পড়ে। এক্ষেত্রে তাদের বিশেষ দোষ নেওয়া যায় না—তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে দেশের উপস্থিত অসুস্থ অবস্থা। এ অবস্থার উন্নতি হবে এবং উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

মাহুদের চিন্তাধারায়ও উন্নতি হবে। তখন এছাপারিকতা একটা বৃত্তি বলে গণ্য হবে।

শেষে আমি একটা কথা বলতে বাধ্য। এছাপারিকের অবস্থা এভাবে অবহেলিত হওয়া বড়োই এছাপার পরিবর্ধের পক্ষে দ্বন্দ্বিকর কারণ এই পরিবর্ধই এছাপারিকদের এছাপারের উপদ্রুত করে নষ্ট করছে। সুতরাং এছাপারিকদের পরবর্ধ্যাদা অবহেলিত হলে বড়োই এছাপার পরিবর্ধেরই মর্ধ্যাদা হানি হয়। উপস্থিত প্রয়োজন হচ্ছে পরিবর্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা জনসাধারণের কাছে ও আয়লাভের কাছে এছাপারিকের কাজ কি বা এছাপারিকতা একটা profession তা পরিষ্কারভাবে বৃত্তির দেওয়া। এ কাজ একমাত্র পরিবর্ধের পক্ষে সম্ভব এছাপারিকদের সহযোগিতায়।

যাই কল্যাণব্রতী হ'লে যেমন জন সমাজের সব দিক থেকে উন্নতি হয়, কল্যাণব্রতী যাঁদের পরিকল্পনা যেমন জনসমাজের কল্যাণকর হয় তেমন কল্যাণব্রতী এছাপারও যাইর পরিকল্পনার সহায়ক। কল্যাণব্রতী যাঁদের যেমন পরিকল্পনার প্রয়োজন থাকে তেমন জনসমাজের কল্যাণের জন্য এছাপারেরও পরিকল্পনার প্রয়োজন। যাইর পরিকল্পনা যেমন করেন কেবলমাত্র করেকজন কল্যাণব্রতী ব্যক্তি তেমন এছাপারের পরিকল্পনা করবে অন কল্যাণব্রতী এছাপারিক। একথা এছাপার কমিটির লক্ষ্যবাদের বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে আসল এছাপারিক বা লক্ষ্যবৃত্ত হয়ে এছাপারের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া ষাঁক। "এছাপারিকতা জিন্দাবাদ"।

বঙ্গীয় প্রজাপার পরিষদ

কাউন্সিল সভা

পরিষদ ভবন, ২১/৭/২১, দুপুর ১-৩০ মি:

আলোচ্যবিষয় :

১। পরিষদের ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নথিভুক্ত করা।

২। পূর্ববর্তী কাউন্সিল সভার বিবরণীপাঠ ও অম্বোধন।

৩। কাউন্সিলে ব্যক্তিগত সমস্যা মনোনয়ন।

৪। কাউন্সিলে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা মনোনয়ন।

৫। কার্যনির্বাহক সমিতির সমস্যা নির্বাচন।

৬। পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী সমিতি ও উপ-সমিতি গঠন।

৭। পরিষদের ১৯১১-১২ সালের বাজেট।

৭ ক। পরিষদের ১৯১১-১২ সালের অন্ত্র অতিষ্ঠ নিয়োগ।

৮। ১৯১১-১২ সালের কর্মসূচী।

৯। বিবিধ।

সভার সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি শ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

সভার উপস্থিত সমস্তবৃন্দ :—দ্বিতীয় বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, হিরণ কুমার দত্ত, হুচিরা পাণ্ডী, অরুণ রায়, অরুণাশ ভৌমিক, অশোক কুমার রায়, হুমনা বসু, সত্যানন্দ সমুদ্রসার, ভাস্করী মনোপাধ্যায়, পাশড়ি সেনগুপ্তা, হরনাথ ঘোষ, কালী প্রসাদ, দিলীপ কুমার রায়, গোহেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, রামকৃষ্ণ নাথ, অম্বরকুমার ঘোষ, রুপনন্দ সমুদ্রসার, প্রবীর বৈ, লক্ষ্যজ বিদ্যায়, দেবেন্দ্র হালদা, পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়, পৌতম চট্টোপাধ্যায়, হুমার মনোপাধ্যায় (হাল), যতীন্দ্রনাথ শতপথি, কমলেন ভট্টাচার্য্য, অম্বরকুমার সরকার, পৌতম পোখারী,

বিশ্বনাথরায় দত্ত, পুলক কব, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিপুলানন্দ চক্রবর্তী, অসিতাৎ দাস, গনেশ নন্দী, গোপিকা প্রসাদ ঘোষ, প্রণবিনন্দ জানা, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়।

১। বিগত ৩০/৬/২১ তারিখে সভার সভাপতি হলে অম্বরকুমার ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নথিভুক্ত করা হয়। সভা, উক্ত সাধারণ সভার সমস্তদেয় উপস্থাপিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতিতে অর্পিত করার করার জন্য কর্মসূচিবকে অম্বরকুমার করেন।

২। কর্মসূচির সভার বিগত, ১৯/১২/২১ তারিখে অম্বরকুমার কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী সভার পেশ করেন। পঠিত ও অম্বরকুমার করেন।

৩। কর্মসূচির শ্রী রামকৃষ্ণ নাথ সভার বর্তমান কাউন্সিলে মনোনীত সমস্ত হিসাবে নিয়মিত ভিত্তিতে ব্যক্তিগত সমস্যা মনোনয়ন (co-option) করার প্রস্তাব করেন—

(ক) শ্রী সমুদ্রসার চন্দ্র,

(খ) শ্রী নাথরায় চক্রবর্তী

(গ) শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমতী

সভার কর্মসূচির প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪। সভার কর্মসূচির বিভিন্ন জেলার প্রাতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সমস্ত হিসাবে নিয়মিত গ্রন্থাগারগুলির নাম প্রস্তাব করেন।

জেলা

প্রজাপারের নাম

বাহুবল

এবং লংডি, পো: বালী,

বীরভূম

কলকাতা প্রাথমিক পাঠাগার

পো: কলকাতা

বর্ধমান

সমস্ত পাঠাগার আমরকুমার

জেলা	ঐশ্ব্যপারের নাম
কলিকাতা	আজাদ হিন্দ পাঠাগার ১২৮, বাজা এল. সি. ব্লক রোড কলিকাতা-৩২ হামমোহন লাইব্রেরী এ্যাণ্ড ডিভি. কম ২৬৭, আচার্য প্রহ্লাদ চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ বকীয়া সাহিত্য পরিষদ মহকুমা ঐশ্ব্যপার পোঃ শিলিগুড়ি শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী ১, নেতাজী অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর কোন বৈধ নয়ত নাই কোন বৈধ নয়ত নাই জেলাঐশ্ব্যপার, মালদহ, পোঃ মালদহ জেলাঐশ্ব্যপার, তমলুক পোঃ তমলুক বকিমচন্দ্র লাইব্রেরী, ২ মহেন্দ্র মুখার্জী রোড, পোঃ বরকপুর কৃতিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি লাইব্রেরী হল-কাম-রিউজিয়ারাম, পোঃ-কুলিয়া কালিয়া নহর ঐশ্ব্যপার হাট রোড, পোঃ ঝালকা ২৪-পূর্ণপা (উত্তর) তারাওনিয়া বীথাপানি পাঠাগার গ্রাম + পোঃ তারাওনিয়া পশ্চিম বিনামুখ রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট উকিল পাড়া পোঃ রায়গঞ্জ

সভার আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কর্মণ্ডিবের প্রস্তাব
স্বীকৃত হয়।

৪। কর্মণ্ডিবে সভার কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য
হিসাবে নিম্নোক্তের অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত ১০ জন (৮ জন) সভ্যের
নাম প্রস্তাব করেন—

- (১) শ্রী অজয় কুমার ঘোষ
 - (২) . গৌতম পোখারী
 - (৩) . কালি প্রসাদ
 - (৪) . নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
 - (৫) . প্রবীর দে
 - (৬) . পূর্ণক কব
 - (৭) . শশীক কুমার বাগচী
 - (৮) শ্রীমতি কামলী বন্দ্যোপাধ্যায়
 - (৯) শ্রী অরুণ কুমার সরকার
 - (১০) . সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
- সভার সর্বসম্মতিক্রমে কর্মণ্ডিবের প্রস্তাব স্বীকৃত হয়।
- ৬। কর্মণ্ডিবে সভার নিম্নলিখিত দ্বারা সমিতি
(Standing Committees) গঠন করার প্রস্তাব করেন।
- (ক) অর্থ ও গৃহনির্মাণ দ্বারা সমিতি
সভাপতি:— ডাঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
আলোচক:— শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়।
- সভ্য:— শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, অসিতাভ দাস, বিমল
নাথায়ন শ্রী, গোপিকা প্রসাদ ঘোষ, হিরণ কুমার দত্ত,
কমলেন্দু ভট্টাচার্য, শশীক কুমার বাগচী, স্বীণীল ভূষণ ওহ।
- (খ) ঐশ্ব্যপার বিজ্ঞান শিক্ষণ ও শিক্ষা সমিতি
পরিচালক (director) : শ্রী প্রবীর দাস চৌধুরী
আলোচক : শ্রী গৌতম পোখারী
সভ্য:— শ্রী অমল্যন্ত সেনগুপ্ত, অরুণ সরকার, অরুণ দাস,
অসিতাভ দাস, বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, গোপিকা প্রসাদ
ঘোষ, হিরণ কুমার দত্ত, কালি প্রসাদ, বকল প্রসাদ সিং,
প্রবালদাস জানা, বক্সা বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস)।
- (গ) ঐশ্ব্যপার পত্রিকা সমিতি
সভাপতি :— শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
আলোচক :— শ্রী পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়
সভ্য : শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, অরুণ কুমার সরকার,
অরুণ দাস, অসিতাভ দাস, গণেশ নন্দী, গৌতম পোখারী,
প্রবালদাস জানা, বক্সা বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস), সৌরেন্দ্রমোহন
গঙ্গোপাধ্যায়, স্ববীর সরকার।

(৭) পশ্চিম গ্রন্থাগার সমিতি

সভাপতি :—শ্রী হিরণ কুমার দত্ত

আজ্ঞায়ক :—শ্রীমতি রীতা চন্দ্র (গ্রন্থাগারিক, পদাধিকার বলে)

সদস্য :—শ্রী গোতম গোস্বামী (পদাধিকার বলে), অরুণ কুমার সরকার, নারায়ণ চক্রবর্তী, অর্চনা শ্রীমানী, হতীন্দ্রনাথ শতপথি।

(৪) প্রকাশনা সমিতি

সভাপতি :—শ্রী অরুণ রায়।

• আজ্ঞায়ক :—শ্রী অরুণ কুমার সরকার।

সদস্য :—শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৌভদ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, গোতম গোস্বামী, অরুণ কুমার ঘোষ, অসিতাত দাস, সুব্রা বহু, দেবভোম দাস।

(৫) সংগঠন ও সমন্বয় সমিতি

সভাপতি :—শ্রী প্রবীর রায়।

আজ্ঞায়ক :—শ্রী কৃষ্ণদেব মল্লিক।

সদস্য :—শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, অরুণ রায়, অরুণ কুমার ঘোষ, সৌভদ্র গোস্বামী, অরুণ কুমার সরকার, পাণ্ডি সেনগুপ্ত, পুলক কল, ত্রাঙ্গী বন্দ্যোপাধ্যায়, শশী কুমার বাগচী, তরুণ রায় এবং জেলা কমিটির সম্পাদকগণ ও জেলা থেকে কাউন্সিলে নির্বাচিত প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যগণ।

(৬) ছাত্র-সংযোগ সমিতি

সভাপতি :—শ্রী অরুণ কুমার সরকার।

আজ্ঞায়ক :—শ্রী পুলক কল।

সদস্য :—শ্রী অজিত মিত্র, অজিত সরকার, বিনয় গাঙ্গুল, জয়দীপ মুখার্জী, সুপালকান্তি হওল, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ বানার্জী, সুবীর সরকার, শশী কুমার দাস।

(৭) বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমিতি

সভাপতি :—শ্রী প্রবীর রায়।

আজ্ঞায়ক :—শ্রী অসিতাত দাস

সদস্য :—বাণী চক্রবর্তী, বিনয় চ্যাটার্জী, বিজয় মুখার্জী, দেবভোম দাস, কিরণদেব দত্ত, শিপ্রা চক্রবর্তী, হুনকা দক্ষিণ, তরুণ বহুদার।

(৮) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার সমিতি

সভাপতি :—শ্রী হৃদিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আজ্ঞায়ক :—শ্রী শশী কুমার বাগচী

সদস্য :—শ্রী অমিত পাণ্ডা, অনিল পাণ্ডা, অশোক দাস, বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ গুপ্তা, দিলীপ কুমার রায়, গোপীকান্ত প্রসাদ ঘোষ, জহর দাশগুপ্ত, তপা বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন চন্দ্র, হরিমোহন ঘোষ, প্রবীর রায়চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ বহুদার।

(৯) মাধ্যমিক গ্রন্থাগার সমিতি

সভাপতি :—শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী।

আজ্ঞায়ক :—শ্রীমতী ত্রাঙ্গী বন্দ্যোপাধ্যায়।

সদস্য :—শ্রী আবদুল মল্লিক, শ্রীমতী অরুণী রায়, অর্চনা শ্রীমানী, শ্রী অরুণ কুমার ঘোষ, অশোক রায়, বিবী বহু, হুনকা ঘোষ, কল্যাণ ঘোষ, কনকেন ভট্টাচার্য, কান্তা ইমামুদ্দিন, নির্মাণা রায়, পাণ্ডি সেনগুপ্ত, পশু সেন, হৃদিতা ইলিয়াস, তরুণ রায়।

সভার সর্বসম্মতিক্রমে কর্মসচিবের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভার আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, সভাপতি, কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক এবং মুখ্য কর্মসচিব ও পদাধিকারবলে সব সমিতির সদস্য হবেন।

১। সভার কোষাধ্যক্ষ শ্রী সৌভদ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট সভার বিবেচনার জন্য পেশ করেন। তিনি বাজেট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে পূর্ববর্তী ১৯৯০-৯১ প্রস্তুত আর-ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে।

সভার বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

১(ক) কর্মসচিব সভার ১৯৯১-৯২ সালের পূর্ববর্তী আর-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার জন্য মেসার্স জর্জবীজ এন্ড কোম্পানিকে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন।

সভার সর্বসম্মতিক্রমে কর্মসচিবের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৮। কর্মসূচির পরিবর্তনের ১৯৯১-৯২ সালের কর্মসূচী সভায় পেশ করেন। তিনি বলেন যে, কর্মসূচীর দুটি দিক আছে। একদিকে রয়েছে নিরীক্ষিত কিছু কর্মসূচী, পাশাপাশি বিশেষ কিছু কর্মসূচী। কর্মসূচির যে কর্মসূচী সভায় পেশ করেন তা নিম্নরূপ :

(ক) বিভাগের গ্রন্থাগার সম্পর্কে সেমিনার ;

(খ) সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে সেমিনার ;

(গ) ডঃ বঙ্গনাথনের রত্নপত্র (১৯৯২) উপলক্ষে

(গ. ১) ডঃ বঙ্গনাথন সম্পর্কে বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা,

(গ. ২) 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ

(ঘ) পরিবর্তনের দফা সংখ্যাগৃহি, জেলা কমিটিগুলি পুনর্গঠন এবং জেলা সম্মেলন সম্বন্ধে করা ;

(ঙ) গ্রন্থাগারিক দিবস পালন ;

(চ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ওপর বই প্রকাশ করা : বাংলা ভাষার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোষগ্রন্থ (Encyclopaedia) প্রকাশ করা, লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর জন্ম নতুন করে তথ্য (data) সংগ্রহ করা এবং ছাপানোর উদ্দেশ্যে গ্রন্থ করা ;

(ছ) NISSAT-র সহযোগীতার Computer Application সম্পর্কে বিশেষ course করা।

তিনি বলেন যে, উপরিস্থিত বিশেষ কর্মসূচী ছাড়াও পরিবর্তনের কিছু নিরীক্ষিত কর্মসূচী রয়েছে তা পালন করতে হবে—যেমন, গ্রন্থাগার দিবস পালন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠান করার জন্ত ব্যবস্থা নেওয়া, বার্ষিক সমাবেশ উৎসব, স্থানীয় বোঝা স্মারক বক্তৃতা ও শতাধিক স্মারক বক্তৃতা। তিনি আরও বলেন যে, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার জন্ত একটি 'সম্পাদক সমিতি' (Board of editors) গঠন করা প্রয়োজন।

আলোচনা

শ্রী সত্যানন্দ বজুমহার বলেন যে, রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বেশ কিছু পরিষদ অর্থ পলিটেকনিক লাইব্রেরীর উন্নতির জন্ত সহায়্য করেছে। এই অর্থ শীঘ্রই পলিটেকনিকগুলিতে এসে যাবে। এ ছাড়াও

লাইব্রেরীগুলির অবস্থা কি তাও জানা প্রয়োজন। এছাড়া তিনি পলিটেকনিক গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি সেমিনার করার প্রস্তাব করেন।

শ্রী সৌভদ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে, (ক) পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় ডঃ বঙ্গনাথনের বক্তৃতার ক্যাসেট করা হয়েছিল। সম্ভব হলে সেটি পুনরায় ক্যাসেট করে বিক্রি করা যায়। (খ) পলিটেকনিক লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর কাজ শেষ করে ছাপার ব্যবস্থা করা আন্তঃপ্রয়োজন। (গ) জেলায়, জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর কর্মীদের নিয়ে স্বাক্ষরতা সম্পর্কে audio-visual training course-এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা দেখা দরকার।

শ্রী দ্বিপ্র কুমার দত্ত বলেন যে, ইচ্ছাসম্মিত ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে যৌথভাবে আগামী 11.8.91 বা 18.8.91 তারিখে 'গ্রন্থাগারিক দিবস' পালন করা হবে। এ সম্পর্কে 'রাজ্য সাময়িক পত্র' লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী' লটলেকে উদ্দেশ্যে নতুন অডিটোরিয়ামে সেমিনারের মাধ্যমে এই দিবস পালন করার জন্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

ঊর্গনেশ নন্দী ১৯৯১-এর গ্রন্থাগার দিবসের পূর্বে অধ্যাপক বঙ্গনাথনের ছবি সহ একটি ব্যাজ ছাপার প্রস্তাব করেন।

শ্রী প্রবীর দে বলেন যে, জেলাকমিটিগুলি টিকসত দক্ষিণ বা ঋকার জন্ত পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত দফা বাড়ছেন: এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনে গ্রন্থাগার সহযোগী মাহুদের দক্ষিণ অংশ গ্রন্থ কমে যাচ্ছে।

শ্রী অরুণাত্ত তৌমিক বলেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে নানা বকম কর্মসূচীর মাধ্যমে জেলা কমিটিগুলিকে দক্ষিণ করা দরকার।

শ্রী অরুণ রায় বলেন যে, বার্ষিক সম্মেলন জন্ত কোন জেলার কর্মসূচী বাহ্যত হয়নি; জেলা কমিটিগুলিকে প্রাথমিক ভাবে বহুরে যে ৩০০... (তিনশত) টাকা দেওয়া হয় সব জেলা কমিটি সেই টাকাত নেয় না।

শ্রী বঙ্গনাথ বোঝা বলেন যে, জেলায় জেলায় রসিদ বই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ

থেকে কর্মসূচী গ্রহণ করে জেলা কমিটিগুলিকে পাঠানো হোক। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমান জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা যে, ১১ থেকে বেতন পাচ্ছেন না, পরিষদের করেকজন আজীবন সদস্য দু'বছর হল গ্রন্থাগার পাচ্ছেন না এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের graduation হয় নি।

শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন যে, (ক) ১৯৯১ সালে দিল্লিতে ভারতবর্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলন (IFLA conference) অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আলোচনার উ: রক্তনাথনের চিন্তা তাবনা প্রাধিক্ত পাবে। সেখি থেকে কর্মসূচি উ: রক্তনাথনের জয়ন্ততবর্ষ উদ্ঘাপন সম্পর্কে যে প্রস্তাব করেছেন তা খুই গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) সংগঠন ও সমন্বয় সমিতির সভা থেকে কর্মসূচী চূড়ান্ত করে তা প্রতিটি জেলা কমিটিকে জানানো প্রয়োজন। এই কর্মসূচীর মধ্যে অবশ্যই গ্রন্থাগার দিবস, বিশ্বব্যাপনতা দিবস (৮.৯.৯১) এবং বিজ্ঞান দিবস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া, জেলার পরিষদের সদস্যচাঁড়া সংগ্রহের জন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে কাঁচা রসিদ ছাপিয়ে জেলা কমিটি-গুলিকে দেওয়া যেতে পারে। জেলা কমিটি কাঁচা রসিদের বিনিময়ে টাঁকা সংগ্রহ করে ১ সালের মধ্যে সেই কাঁচা রসিদের কপিলহ সংস্কৃতিত টাঁকা পরিষদ অফিসে জমা দিয়ে পাকা রসিদ নিয়ে নেবেন।

শ্রী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন বেড়েছে, কিন্তু গ্রন্থাগার-গুলির অস্থান বাড়েনি। সলে গ্রন্থাগারের সংগঠকরা অস্থিয়ার পড়েছেন। পরিষদের প্রতিষ্ঠানিক সদস্য না বৃদ্ধির এটা অন্ততম কারণ। তিনি গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থসংরক্ষণের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন যে, জেলাভরে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্ত refresher course করা প্রয়োজন।

শ্রীকমলেশ ভট্টাচার্য বলেন যে, স্বাক্ষরতা আকোলন গ্রন্থ: (ভাঃ)—৩

ও বিজ্ঞান আকোলনে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্ত কর্মসূচী নেওয়া স্বরকার।

সভার আলোচনান্তে দর্শনমতিজয়ে কর্মসূচিদের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভার আরও সিদ্ধান্ত হয় যে,

(ক) গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্ত 'সম্পাদক সঙ্কলী' গঠনের বশরে গ্রন্থাগার পত্রিকা সমিতির সভার আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

(খ) পলিটেকনিক গ্রন্থাগার সম্পর্কে সৌহার কবার চেষ্টা করা হবে;

(গ) পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উ: রক্তনাথনের বক্তৃতা পুনরায় কাসেট করার চেষ্টা করা হবে;

(ঘ) উ: রক্তনাথনের ছবি ছাপিয়ে বিক্রয় করার চেষ্টা করা হবে এবং এ ব্যাপারে বাছা হামমোছন রায় লাইব্রেরী কাউন্সিলের সাহায্য চাওয়া হবে;

(ঙ) উ: রক্তনাথনের প্রাক জয়ন্ততবর্ষ পরিষদের পক্ষ থেকে মেটাল ব্যাজ ও কাগজের ব্যাজ তৈরি করা হবে;

(চ) সন্নিহিত জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সহায়তায় জেলার জেলার refresher course করার চেষ্টা করা হবে। এই course-এর Audio-Visual programme সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করার ব্যবস্থা করা হবে। সমগ্র বিষয়টি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতির সভার আলোচনা করে চূড়ান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(ছ) গ্রন্থাগার দিবস, স্বাক্ষরতা দিবস এবং বিজ্ঞান দিবসকে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(জ) প্রতিটি জেলা কমিটিকে বর্তমান সভার কাঁচা রসিদ ছাপিয়ে পাঠানো হবে।

২। বিবিধ: সম্পাদক প্রতিটি কাউন্সিল সদস্যকে গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্ত কর্মসূচি বহুরে দুটি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্ত আবেদন জানান।

কোষাধ্যক্ষ বাজেট পেশ করেন।

সভার মোট 4,67,740 টাকার ব্যয় বরাদ্দ গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আরের উপর নির্ভর করে ব্যয় সংস্কার করতে হবে।

সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

প্রতিবেদক: কুরুপদ মল্লিক

তিল তর্পণ

বিজয় পদ মুখোপাধ্যায়

যাহবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

প্রভেদে অজিতহুমার মুখোপাধ্যায় আজ প্রয়াত। অনেকের মত আমিও ঠর ছাত্র ছিলাম। পরিবর্তে Certificate পাঠক্রমে ছাত্র হয়ে প্রথমবার ঠর বই পড়ে ঠর ছাত্র হয়েছিলাম। তখনই প্রথম ঠর নামের সঙ্গে ও ঠর লেখার সঙ্গে পরিচিত হই। তখন আমি বৈদিক। অর্থাৎ রেলের কর্মী। মাঝার তখন রেল কর্মকর্তা। গ্রন্থাগার ভগতের কিছুই জানতাম না। কেবলই পা পিছুলে যেত। ঠর বই পড়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। বি. লি. সায়েন্স পড়বার সময়ে ঠর কাছেও পড়ি আবার ঠর বইও পড়ি। বসতে থিা নেই শিক্ষক হিসাবে আমাকে খুব আকর্ষণ করেন নি। কিন্তু মানুষ অজিতহুমার আবার কাছে বেশ আকর্ষণীয় ছিলেন।

পরিচায় ভূতি পাঠ্যবী পরে ক্লাসে আসতেন। পূর্বার আভ্যাক ছিল পরীরের মতই ভয়কালো। ঠর বিশিষ্ট বন্ধু ও IASLIC-এর সহযোগী প্রয়াত সোবিন্দবাবু ও অজিতবাবুকে আয্য। যেখতার ভোড়াপির্জার মতন। দুজনে একসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কফি হাউসের বাড়ীতে IASLIC-এর তদানীন্তন অফিসে চলে যেতেন। সোবিন্দবাবু করিভরে দুবার বাতায়ত করলেই আয্য। বৃত্ততার এইবার অজিতবাবুর রাণ শেষ হয়ে এল। দুজনে ছিলেন একবারে হরিষের আশ্ব।

পরবর্তীকালে আমার অজিতবাবুকে যেখেছি অনেকদিন, অনেকভাবে। গ্রন্থাগার আদোলনের সহকর্মী ও লস্টেক, প্রাবন্ধিক, পত্রিকা পরিচালক, IASLIC-এর কর্ণধার, পরিবর্তের লতাপতি, নিয়মিত লেখক, গ্রন্থাগার লম্বলনের মহাবশি, জীবন মনিক এবং খাঙ্করসিক, লহকর্মীদের একান্ত সহক, ভারতীর গ্রন্থাগার ভগতের অতি পরিচিত ব্যক্তি হিসাবে।

আজ উনি প্রয়াত। তখন ঠর ছাত্র ছিলাম তখন আজকের এই দরপদতার কথা অব্যক্ত ছিল। কিন্তু

সময়ের নহীতে পাতার কেটে আমর: দরপদতার বাটে এসে পৌঁছে সেলাম। অনেক পল, অল্পপল, ঘটা, দিন, মাস, বছর পেরিয়ে লম্ব আমরের এইদিনে নিয়ে এসে হাজির করল।

টিক এইরকমই আর একদিন এসে হাজির হবে। যেদিন আমি মৃত। জানিনা আমার অস্ত্রে কোন শোকলতা হবে কিনা! কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে বহি হয়ও তবু সেই সত্যার বক্তাদের বড়ই অহবিধা হবে। কারণ আমার লম্বখে অরপদতার দরপ করবার মত কোন গুণাবলী তাঁরা খুঁজে পাবেন না। বরং ঘোষাবলী প্রচুর। বিশেষকরে অজিতবাবুর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে। অজিত-আমনার বিলম্বকে দেখালে।

অজিতবাবুর সঙ্গে আমার মিল কিয় আছে। আমর: দুজনেই মুখোপাধ্যায় বংশীয়। আমি কয়েকটি গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের কাজ করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে যাহবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেছি। অজিতবাবুও আমারই মতন গ্রন্থাগারিক থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়েছিলেন যাহবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই। উত্তরপাড়ার সঙ্গে আমার আত্মিক যোগাযোগ আমার কৈশোর ও যৌবনকালের। অজিতবাবুর উত্তরপাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আমারই মত ঘনিষ্ঠ। আমারই মত বাচ্চার কথা ছিল অজিতবাবুর প্রিয় হবি।

কিন্তু অমিল অনেক বেশী। উনি গ্রন্থাগারিক ছিলেন বড় বড় গ্রন্থাগারের। যেহন—Anthropological Survey of India, Legislative Assembly Library, Jadavpur University Central Library ইত্যাদি। ছোট কয়েকটি গ্রন্থাগারে আমি গ্রন্থাগারিকের কাজ করেছি। বড় গ্রন্থাগারে লম্ব-গ্রন্থাগারিকও কিছুদিন ছিলাম। অজিতবাবুর লেখা গ্রন্থগুলি উচ্ছন্নায়। আমি কোন

বড় চাকুয়ে হুগে অনেক সময় আজকাল লহরীয়া বড়
 লাহেবকে ঘেঁষাও করে রাখে। আহা যদি কোন পুঁহবন্দী
 অলহায় কণ বয়স অবলম্বপ্রাপ্ত হাছকে তাঁর একদা লহরী
 ও বড়-বাছববা এই বয়স মাঝে মাঝে ঘিরে রাখে তাহলে

ঐ বেচাফী, হাছবেত মুখ ফেখার, শব্দ শোনায়, চলমান
জীবনের আশ্বাসন দেবার একটা দুলভ হযোগ আছে।

শ্রুতি বাচিয়ে রাখার জন্ত নানারকম পদ্ধতি গ্রহণ করার
রীতি আছে। অজিতবাহুর অংশেও নিশ্চয়ই কিছু করা
হবে।

ঐ নারের অর্থ অশচ্যজিত। ঐ নারের এবং আমার
নারের যথো একটা জয় পগাজয়ের ব্যাপার জড়িয়ে আছে।
নারের অর্থের দিক থেকে উন্নী সার্থক। ঐ আমার
নিম্নের মুখ ফেখলাম। বুকগাম অশচ্যজিত থাকতে গেলে
অ-জিত হতে গেলে অধ্যাবসায়, নিষ্ঠা ও আত্মবিকৃত্য
বিশেষ প্রয়োজন। যার অভাবে আমরা অনেকেই জীবন
বুকে অসফল, কীভিন্ন জীব।

ঐর লক্ষ্যে তুলনীয় নই কোনও অর্বাচানের বড় এ লেখা
লিখেছি। উদ্দেশ্য নিম্নেও শু শুকে বোকাবার চেষ্টা
জানি, ছিল তুলে দাঁড়ালেই হিশারী হওয়া যায় না। ঐর
লক্ষ্যে তুলনা করলেই অ-জিত হওয়া যায় না। প্রার্থনা,
লবল কর্মজীবনের কিছু প্রেরণাভো পাব। শরীর স্বাস্থ্যের
উন্নতির জন্তে যেমন সাহস হাওয়া বহল করতে পার, ঠিক
তেমনি ঐর জীবনচর্চা করে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতির
চেষ্টার লবল এই চিন্তাকালি, এই অন্ধাকালি, এই তিপ
তর্পণ।

[এই প্রবন্ধটি প্রক্টর অজিতবাহুর মুখোপাধ্যায়ের
অঙ্গদতায় পঠিত]

GOVERNMENT OF WEST BENGAL. TECHNICAL EDUCATION DIRECTORATE

I, K. S. Roy Road (12th floor), Calcutta-1

Memo. No. 5P-8T-91 : 1771 (T)

Calcutta, the 11th June, 1991.

In terms of G.O.No, 585 Edn (A) dt. 10.6.86 the date of compulsory retirement of a Librarian/Asstt. Librarian of Government Colleges will be the date on which he attains the age of sixty years. This order is not applicable to the Librarians/Asstt. Librarians attached to the Govt. Polytechnics. Librarian/Asstt. Librarians attached to Govt. Polytechnic will retire from Government services on attaining the age of 58 years of his age.

**Sd/-S. M. Chatterjee,
Director of Technical Education,
West Bengal.**

Memo. No. 1771(T)/1(1)T Calcutta, the 11th June, 1991.

Copy forwarded to the Principal, Birla Institute of Technology, 56, B. T. Road, Calcutta-50, for information with reference to his Memo. No. BIT/Staff/91-92/138 dt. 1.4.91. Shri Subrangan Kr. Mitra, Librarian, Birla Institute of Technology will retire from Govt. Service on attaining the age of 58 years of his age.

**Sd/-S. M. Chatterjee,
Director of Technical Education,
West Bengal.**

ENGLISH ABSTRACTS

of the Editorial & Articles Published in GRANTHAGAR V. 41, No. 1

By Ratna Bandyopadhyay (Das)

Editorial : *New year of Granthagar*

(pp 1—2)

Granthagar has completed its 40th year. Originally its frequency was quarterly. Then it was changed to monthly. It is really difficult now-a-days to publish it monthly. The cost of publication is high. Good articles are not coming regularly. For a number of such limitations the publication is still not upto the expectations.

Information Management : Perspective—by Ramkrishna Saha

(pp 3—11)

It defines the term information management and discusses its necessity in society. It also shows the role of libraries in rendering information service. The application of infor-

mation technology, its present development and the role of librarians in the changing context.

Library Science education for the public librarians—by Sushil Kumar Chaki

(pp 12—13)

The author suggests that library science training courses at all levels—from certificate to P.G. Degree should include practical training in organising, preserving, charging and discharging of documents etc.

Learning Resource Centre—by Bhaswati Chatteropadhyay

(pp 14—16)

It analyses the concept of Learning Resource Centre (L. R. C.), its structure, activities and also discusses the differences between the library and the L. R. C.

ENGLISH ABSTRACTS

of the Editorial, Articles, etc. Published in Granthagar Vol. 41, No. 2 (May—June 1991.

Editorial : *Assassination of Rajiv Gandhi and after*
(p. 25)

On 21st May, 1991, Rajiv Gandhi was assassinated in a bomb explosion near Madras. The whole nation is shocked by this type of repeated political assassination.

Some people, as a protest against this murder destroyed several social, educational institutions including libraries. We, as librarians, are also against this barbarism and destruction. We want to induce a sense of social consciousness and creativity among people.

We, along with others, demand severe punishment of those responsible for this political murder as well as compensation and restoration of these libraries.

Citation and citation indexing : Importance and limitations : Nandita Bhattacharyya
(pp. 26—34)

This paper discusses the origin, characteristics and advantages of citation indexing. It discusses various sections of citation index

and science citation index. It also traces the role of citation index in information search, evaluation of research work and in the determination of citation rate. The importance as well as limitations of citation analysis have also been discussed.

Information system on natural calamities in Bangladesh—Md Hochham Haider Chowdhuri and Mirza Md. Rejaul Islam
(pp. 35—41)

It discusses different types of natural calamities with which Bangladesh is being confronted from time to time and the role of the various government bodies and organisations to fight against these and restore normal conditions. The libraries and the information centres have also a role to play by making people conscious about the situation by providing timely information. The importance of information technology in collection and communication of data should also be given proper weightage.

ENGLISH ABSTRACTS

of the Editorial and Articles, etc. Published in GRANTHAGAR

V. 41, No. 3 ; July—August 1991

Editorial : *Hopes and aspiration of librarians*
(P. 47)

The Left Front Government has come to power for the fourth term. The library system in the state has been improving since its first term. But unfortunately during the third term protests were raised by different library organisations against the activities of the library department. Now, in this term, the change in the library department of the government has given birth to new hopes and expectations among librarians.

Librarianship and library administration —
M. A. Gopinath (pp. 48—54)

This paper discusses the significance of library administration and librarianship, the problems associated with data collection and how to overcome these. It also states the activities of a librarian regarding development of collection, organisational communication

and users' service. The changes in the professional structure and the qualities necessary for library service have also been discussed.

Library extension service : an evaluation
— Sukumar Khamrai (p. 55-61)

This article gives an evaluation of the library extension service being provided in four high schools in Bishnupur Block of South 24 Pgs. It states the aims and objectives of library extension service, the role of CINI, the method of the survey. It makes several observations on usage study, the causes of irregular use, percentage of various types of books being issued regularly, and the attitudes and opinions of teachers and school librarians regarding this service. It also includes recommendations and suggestions for future development.

আইনগত সাহায্যদান প্রকল্প

আপনার অধিকার বণ্ডার ভল্ল অথবা অস্ত্রের অথবা হস্তান্তর চাই থেকে রেহাই পেতে আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন হলে এবং আপনার আর্থিক সংগতি না থাকলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাকে আইনগত সাহায্য দেবেন যদি :

- আপনি শহরবাসী হন এবং আপনার পরিবারের আর্থিক আয় ৭০০০ (সাত হাজার) টাকার কম হয় আর আপনি গ্রামবাসী হলে আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় হতে হবে ৭০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার কম ।

অবিলম্বে স্থানীয় জন প্রতিনিধির কাছ থেকে আপনার আয় সম্পর্কিত প্রামাণ্য শংসাপত্র নিয়ে আপনার জেলা বা মহকুমার আইনগত সাহায্য দান সমিতির সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন তিনি আপনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন । কলকাতার ভল্ল যোগাযোগ করবেন কলিকাতা আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে । ঠিকানা—নগর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত ভবন, ২ ও ৩ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ।

তাছাড়া, সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনগত উপদেষ্টা পর্ষদ (বিচার বিভাগ), মহাকরণ কলিকাতা-৭০০০০১ এই ঠিকানায়ও আবেদন করতে পারেন ।

আপনি যদি মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে লক্ষ্য রাখুন আপনার জেলায় কবে 'লোক আদালত' সংগঠিত করা হচ্ছে । 'লোক আদালতের' তারিখ ঘোষিত হলে আপনি যোগাযোগ করুন আপনার জেলার আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে ।...তিনি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন ।

॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥

আই সি এ ২৯১৭/৯১

Annual Subscription : Rs. 36.00

Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment

LICENCE No. WB/CC-CL-2

Postal regd. No. WB/CC 145

Regd. No. R. N. 2674-47

Volume 41 : No. 5

August—September

Contents

	PAGE
Greetings to Midnapur ! Greetings to Burdwan !	
Congratueations! But...? (Editorial)	92
Bhaswari Chattopadhyay	
Amenability of AACR-2 (1978) and CCC	
(Ranganathan, 5th ed, 1964) in designing a	
bibliographic database	95
Neera Mukhopadhyay	
Literature, Sociology of library and librarianship	100
Bengal Library Association	
Proceedings of Council Meeting	101
Bejoy Pada Mukhopadhyay	
Homage to Late Ajit Kumar Mukhopadhyay	109
Govt of W. B. Order for Retirement Age of	
Polytechnic Librarians	112
English Abstracts	113

12 MAR 1992

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005

Editor : Pinakinath Mukhopadhyay

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৬

সম্পাদক : পিনাকীনাম মুখোপাধ্যায়

১৯৯৮ খ্রিঃ

পৃষ্ঠা

জুটি বিষয় : সমস্যা, বিচার, বিতর্ক ও সমাধান (সম্পাদকীয়)	৭৭
ভাষ্যত্রী চট্টোপাধ্যায়	116
কলকাতার সরকার পোষিত সংস্করণ গ্রন্থাগার : একটি সমীক্ষা	119
বঙ্গ : বন্ধোপাধ্যায়	
কম্পিউটার ও প্রকাশনা :	134
পৌষ কাছি মিনা	
শতবর্ষে পদাধিত ঐশ্বর্যভিষা পাবলিক লাইব্রেরী	138
গ্রন্থাগারিক দিবস উদযাপন	141



ঐ হা গা র

বঙ্গীয় প্রজ্ঞাপার পৰিসাদন মুদ্রণপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৬

সম্পাদক : পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৩৮, আশ্বিন

সম্পাদকীয়

দুটি বিষয় : সমস্তা, বিচার, বিতর্ক ও সমাধান

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ প্রজ্ঞাপার ব্যবস্থার অস্তিত্ব
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব
পেয়েছে এবং বিতর্কের অবতারণা করেছে। একটি হল,
সাধারণ প্রজ্ঞাপারে দুটির দিন ও সময় নির্ধারণ সংক্রান্ত, এবং
অপরটি হল, মৃতদেহগুলিতে যোগ্যতা সম্পন্ন কর্তব্যে প্রবীণ
প্রজ্ঞাপার কর্মী ও নবীন বৃত্তি স্থপনী বেকারদের নিয়োগ
সংক্রান্ত। বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন নিজস্ব
দৃষ্টিভঙ্গী অহুসায়ে সমালোচনার বিচার করেছেন ও
সমাধানের উপযোগী বিভিন্ন পরামর্শের কথা বলেছেন।
সমস্তাগুলির বিচারে প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের থেকে
বিপরীত বেরতে অবস্থান করছেন—একথা ঠিক নয়; তবে
প্রত্যেকের বক্তব্য অনেক মিল আছে। প্রত্যেকেই
সমস্তাগুলির প্রতি গুহাক্ষিৎসাল আছে, বাস্তব অবস্থা
অহুসারী বিচার করে ভিন্ন ভিন্ন পথে সমাধানের কথা
বলেছেন। বলা যায় ‘নানা পথ, এক হত।’

প্রথম বাস্তবিক পরিকাঠে আসন থেকে নিখাতনী
প্রতিষ্ঠান পালন ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে সাধারণ
প্রজ্ঞাপার ব্যবস্থার অগ্রগতি ও বিকাশের কাজ শুরু হয়।
পর্যন্ত প্রজ্ঞাপার আন্দোলনে নতুন জোয়ার, প্রাণচাক্ষুস্য বেধা
যেহ। স্থানীয় পণ উত্তোল, শেখাধার কর্মী সংগঠন, বঙ্গীয়
প্রজ্ঞাপার পরিষদ ও সরকারের মিলিত প্রচেষ্টার প্রাধে-

সঙ্গে স্থানীয় প্রতি প্রয়োজনে সাধানে নতুন নতুন প্রজ্ঞাপার
স্থাপনা এবং প্রচলিত যেহাদেবী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রজ্ঞাপার-
গুলিকে রূপান্তরিত করে সামগ্রিকভাবে সাধারণ প্রজ্ঞাপার
ব্যবস্থার কাঠামো প্রবর্তন করা হয়। এর পর আসে
পরিষেবা, কর্মীনিয়োগ, কাজের সময়, দুটির দিন, প্রকাশন,
ইত্যাদির ব্যবস্থা।

পূর্বে প্রজ্ঞাপারগুলিতে দুটির দিন ও সময়ের বৈচিত্র্য
ছিল এবং এটা স্থানীয় স্থানীয় এমনকি স্থানীয় অভিযানের
(পেন্ডিয়েন্টের) উপর নির্ভরশীল ছিল। বহুক্ষেত্রেই স্থানীয়
স্থানীয় ও অভিযানকে উপেক্ষা করা যায়নি, বৃত্তির অস্বাভাবিকতা
থাকা সম্ভব। সেটা ছিল বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়।
আজকের অবস্থা পৃথক, এমন কি বিপরীতও। সাধারণ
প্রজ্ঞাপার পরিষেবার গুরুত্ব বেড়েছে, প্রজ্ঞাপার ব্যবস্থা দেশের
আইনের কাছে হারিয়েছে হয়েছে, বৃত্তি-স্থপনীদের সাধানে
পরিষেবা যেহ। হচ্ছে, বৃত্তি-স্থপনীদের হারিয়েশীল পণকগঠন
প্রজ্ঞাপার আন্দোলন বিকাশে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে, নতুন
দৃষ্টিভঙ্গী অহুসায়ে পণউত্তোল দৃষ্টি হচ্ছে। তবু থেকেই
সম্প্রদেহে একটি নির্দিষ্ট দিন ও সময় দুটি হিসাবে ঘোষণা
করার স্থানীয় উঠতে থাকে, পরকারী দুটির সঙ্গে সাময়িক
বিধানের কথা বলা শুরু হয়। বহু বিতর্কের পর সরকারী
দুটির দিন ও সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা

ও মানবের বিতীর্ণ ও চতুর্থ মঙ্গলবার ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যদিও প্রথম দাবী ছিল সংকীর্ণ ছুটির মত পরিবার ও রবিবার ছুটির। যাই হোক এখন এই ব্যবস্থা চালু আছে, কিছু কিছু ঐশ্যপারে এর ব্যতিক্রম আছে, সেটা নগণ্য।

কিন্তু বর্তমান অবস্থা কি? সমস্ত ঐশ্যপারগুলিতেই প্রতিপন্থিত ও রবিবার পার্শ্বের উপস্থিতি নগণ্য। আকর্ষণের প্রচলিত প্রচেষ্টাই বিফল। এই প্রতিস্থিতি জুড়িয়ে ঐশ্যপার পরিবেশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। সমানে সর্বস্তরে এর প্রতিকূল লক্ষণীয়। এমনকি যে সামাজিক আন্দোলন পূর্ণগতিতে চলছে এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে—‘শাক্তরতা আন্দোলন’ ও এর বাইরে নেই। পন্থিবার ও রবিবার ‘শাক্তরতার কাছে আগ্রহী কর্মীর অভাব’ এবং ‘নিয়ন্ত্রণের অস্থানস্থিতি’ বিশেষ লক্ষণীয়। বহু মেগার এই তথ্যের সত্যতা মিলেছে। পন্থিবার ও রবিবার পার্শ্বের অস্থানস্থিতির কারণ হিসাবে অনেকেই দূরদর্শনের দূর্ব্যব আকর্ষণের কথা বলেন। এটা বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে। এটা কোন প্রতিযোগিতার ব্যাপার নয়। সমানে বিভিন্ন মাধ্যম জালিয়া, চিত্র বিনোদন, তথ্যপ্রবাহ, ইত্যাদির জন্ত বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয় কার্যক্রম নিয়ে হাজির হবেন, ঐশ্যপারও হাজির হবে। মানুষ তাঁর প্রয়োজন ও আকর্ষণ অজ্ঞানের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেন। অনেকের মত, দূরদর্শনের পাণ্ডা হিসাবে ঐশ্যপারকে ব্যবহার করা উচিত। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই দূরদর্শন যে সকল অস্থান প্রচার করে তার ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। প্রশ্ন করা যেতে পারে—দূরদর্শন প্রচলনের আগের অবস্থা কি ছিল? তা তো অনেকেই জানেন। যে সময়ে মানুষ চিত্রবিনোদনের জন্ত দূরদর্শনের আকর্ষণ অজ্ঞত করেন, সেই সময়ে কিছু মানুষকে ঐশ্যপারে আটকে রাখার প্রচেষ্টা ব্যবস্থার পৃথিবীতে হতে বাধ্য। দূরদর্শনের অন্তর্গত দিকগুলির জন্ত স্তম্ভ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। তার জন্ত স্বীকৃতি ও তথ্য সহকারে উপযুক্ত সময়ে পাণ্ডা ব্যবস্থাসিক কার্যক্রম নেয়া যেতে পারে। ঐশ্যপারকে ব্যবহার করে অপর প্রতি-

যোগিতার নামানোর প্রয়োজন নেই। বরং দূরদর্শনের অস্থানগুলির উপযোগিতা বিচার করে ঐশ্যপার পরিবেশের পরিপূরক হিসাবে ভাবা উচিত, দূরদর্শনকে পার্শ্বকে আকর্ষণ করার কাজে ব্যবহার করার পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আবার যে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ঐশ্যপার ব্যবহার পতিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি করা হয় সেগুলি পন্থিবার ও রবিবার ছুটি হিসাবে বহু থাকে, কিন্তু তাৎপর্ষ্য অধীন ঐশ্যপারগুলির ছুটির দিন ও সময়ের এই বৈচিত্র্য লক্ষণীয়! জীবন ও জীবিকার ঠাঠায় পন্থিবারের পর বিশ্রাম, অবসর বিনোদনের জন্ত সমানে অস্ত্রান্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমগুলি যে যে দিন ও সময় ছুটি হিসাবে পায়, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐশ্যপার কর্মীদের সামাজিক মাধ্যম হিসাবে বিচার করে একই দিন ও সময় ছুটি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। পন্থিবার ও রবিবারকে ছুটির দিন হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের ঐশ্যপারগুলিতে প্রায় ৮০০’র মত পদ শূন্য আছে। কিছু কর্মীর অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, বয়সী এবং বিভিন্ন স্তরের ঐশ্যপারগুলির উচ্চমানে উন্নীত হবার ফলেই এই পদগুলি শূন্য হয়েছে, নতুন ঐশ্যপার স্থাপনের ফল নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাঙ্ক্ষের নিয়োগ করা হবে? কি পদভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে? কারা নিয়োগ কর্তা হবেন?

কর্মীসমিতি ও বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে, যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর ঐশ্যপারিক ও কর্মীদের মধ্য থেকেই সম্পূর্ণরূপে ঐ পদগুলি পূরণ করা হোক। কারণ, বর্তমানে কোন স্তরের কর্মীরই পদমর্যাদার উন্নতির বা প্রদানের সুযোগ নেই। এটা তো কোন অস্ত্রা দাবী নয়, একজন কর্মী তাঁর সারা কর্মজীবনে অশ্রুত একবার উচ্চপদে আধীন হবার বা প্রদানের সুযোগ পাবেন। আবার বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের বক্তব্য হল, যারা বেকার রয়েছেন তাঁরা কি কোন সুযোগ পাবেন না? তাঁরা তো কোন না কোন পদে নিয়োজিত হবার যোগ্যতা সম্পন্ন আছেন। স্বতন্ত্রা নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রবীণ কর্মীর ঐশ্যপার

কর্মী এবং বৃত্তিহীনগণ বেকারদের, কথা বিবেচনা করতে হবে।

আবার, নিয়োগ কর্তা নির্ধারণ করতে গেলে কিয়দর করতে হবে কিভাবে নিয়োগ করা হবে? তৃতীয় বামস্ট্রট সনকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগের বিরোধিতা কর্মচারী সমিতি, বঙ্গীয় প্রথাগার পরিষদ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিরা করেছেন, এমনকি স্থানীয় প্রথাগার কৃত্যকের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে বলে আওয়ালতের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, আওয়ালতের হায ও প্রথাগার আইনের নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় (জেলা) প্রথাগার কৃত্যকের মাধ্যমেই সমস্ত স্তরের প্রথাগার কর্মী নিয়োগই উচিত। স্থানীয়ভাবে নিয়োগের কথা উঠলেই কতগুলি সমস্যার কথা এসে যায়। যদি একটি জেলার বর্তমান পদ শূন্য আছে এবং ঐ পদের উপযোগী কর্মরত প্রবীণ কর্মী না থাকেন, তবে বাকি পদগুলি কি বৃত্তিহীনগণ বেকারদের নিয়োগ করা হবে? আবার যদি কোন জেলার শূন্যপদের বেশী সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন প্রবীণ কর্মী থাকেন? অবশিষ্ট কি কোন সুযোগ পাবেন না? অথবা সেই জেলার বৃত্তিহীনগণ বেকারদের কি হবে? প্রশ্ন হচ্ছে যে একজেলার কর্মী ও বেকার অন্তর জেলার নিয়োগের সুযোগ পাবেন কিনা? সেটা কিভাবে হবে—বঙ্গলীর মাধ্যমে অথবা নতুন নিয়োগের মাধ্যমে? সেজন্য প্রয়োজন, সারা পশ্চিম বাংলার যোগ্যতা সম্পন্ন প্রবীণ কর্মীদের ও বেকারদের জেলা নির্বিশেষে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। আবার অনেকের মতে জেলার কর্মী ও বেকারদের নিজের জেলার নিয়োজিত হবার দাবী একদিক হলে আঞ্চলিকতার দাবী, এটা প্রস্তাব দেয়া উচিত নয়। কিন্তু হরকার হল প্রত্যেকটি যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উচ্চ পদে

আদীন হবার সুযোগ দেওয়া এবং বেকারদের কাজ পাবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার। প্রয়োজন হচ্ছে, নিয়োগ পদ্ধতি ঠিক করার। কর্মরত প্রবীণ প্রথাগারিক ও কর্মীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান পদমালা আবশ্যিক মানদণ্ড হিসাবে ধরতে হবে। অন্তর জেলার কাজ করার সুযোগ এবং ব্যক্তিগত সমস্ত অনুরোধ পূরণ করার সুযোগ চিন্তার মধ্যে রাখতে হবে; এক্ষেত্রে প্রয়োজন হল বঙ্গলীর কথাও চিন্তা করতে হবে। সারা রাজ্যে এই নিয়মনীতির শুধু প্রয়োগ জেলা প্রথাগার কৃত্যকের মাধ্যমে আবশ্যিক করতে হবে। এতো গেল কর্মরতদের উচ্চপদে নিয়োগের কথা। এবার প্রশ্ন হচ্ছে বেকার বৃত্তিহীনগণীদের কিভাবে, কোন কোন পদে নিয়োগ করা যাবে। যে যে পদে কর্মরতদের যোগ্যতা নেই সেই সেই পদে তো সংশ্লিষ্ট বেকারদের নিয়োগ করা যেতে পারে। কর্মরতরা উচ্চপদে নিয়োজিত হবার কলে যে যে পদ শূন্য হবে সেই পদগুলিতে বেকারদের নিয়োগ করতে হবে। সামগ্রিকভাবে সারাবাংলার বৃত্তিহীনগণ বেকারদের কথা বিবেচনা করতে হবে। এবার বৃত্তিহীনগণ বেকারদের কথা বিবেচনা করতে হবে। এবার সামগ্রিকভাবে একটি প্রথাগার বিশেষজ্ঞের তালিকা প্রণয়ন করে তার থেকে আঞ্চলিকভাবে বিপণন নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে ও বিশেষজ্ঞদের সভারত সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে।

মোট কথায়, সামগ্রিক অবস্থার উপর নির্ভর করে স্থানীয় নীতি প্রণয়ন করে সমানভাবে সব জেলার প্রয়োগ করতে হবে। অল্প আঞ্চলিকতাবাহক প্রস্তাব না দিয়ে, কর্মরতদের উচ্চপদে আদীন হবার সুযোগ এবং বেকারদের কাজ পাবার সুযোগ সর্বত্র উপযোগী নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে।

কলকাতার সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার : একটি সমীক্ষা

ভাষ্যী চট্টোপাধ্যায়

শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ কলিকাতা

১ রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়

১১ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার—স্বাধীনতার পূর্বে

আমাদের দেশে আধুনিক অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগারের সূচনা হয় কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী' স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এর পূর্বেও আমাদের দেশে বিভিন্ন গ্রন্থাগারেও উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। পরবর্তীকালে এখানে ইউরোপীয়দের আগমনের পর খেতেই প্রচলিত অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে তথা কলকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সূচনা ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমরা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী (৩) ডঃ আদিত্য কুমার গুপ্তাচার্য, (২) প্রবীণ চক্রবর্তী (১) প্রমুখ গ্রন্থাগার জগতের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের লেখা গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। এই গ্রন্থগুলি থেকে জানতে পারা যায় যে বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিককালেই অবিভক্ত বাংলায় ব্যাপকভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪২ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থাগার তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর পূর্বে যে ৪৮ টি গ্রন্থাগারের স্থানিকিত অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে ২০টি ছিল কলকাতায়। তবে বিংশ শতাব্দীতে এসেই সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে।

১২ পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার—স্বাধীনতার পরে
১৯৫০ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থাগার জিরেইন্সিতে প্রকাশিত সাধারণ গ্রন্থাগারের তালিকা

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বর্তমান সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ২০টির অস্তিত্ব তখনো ছিল। যদিও তখন গ্রন্থাগারগুলি সরকার পোষিত ছিল না। জিরেইন্সিতে প্রকাশিত পুস্তিকাখান অল্পমাত্রী তখন গ্রন্থাগারগুলির গড় পুস্তকসংখ্যা ছিল ৩০০, গড় সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭২, গড় আয় ছিল ২০০ টাকা এবং গড় ব্যয় ছিল ১২৪২ টাকা। এছাড়াও দেখা যায় যে এই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ১২টি গ্রন্থাগার অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে হলেও সরকারী আর্থিক সহায়তা পেত।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ক্রমবিকাশের এই পর্যায়টি ছিল অসংগঠিত। তৎকালীন জনগণ পুঁজিচালিত কিছু গ্রন্থাগারকে সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া হলেও, সাধারণ গ্রন্থাগার পরিবেশের তৎকালীন অবস্থা ও চাহিদার কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেনি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর লিখিত গ্রন্থে দেখা যায় ১৯৪৭-১৯৭৭ এর মধ্যে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা বার ৭টি। এই সময় সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে সরকারী ব্যয়ের অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ খরচ হোত পুস্তক ক্রয়ের জন্য, কিন্তু পত্রপত্রিকা, আসবাবপত্র এবং গ্রন্থাগার সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য কোনরূপ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হোত না, হওয়ায় দেখা যাচ্ছে সাধারণ গ্রন্থাগার বিকাশের এই পর্যায়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও কর্মসূচী উভয়ই কিছুটা প্রতিহত হয়।

১৩ পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার—১৯৭৭ সালের পরে

পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বায়ব্ধ সরকার কর্মসূচী আদায়ের পর সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন

নুতন গতি লাভ করে। সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই সরকারের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয় এবং সামাজিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৭ সাল থেকে শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বিকাশের এক নতুন পর্যায়। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল; (১) পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ১৯৭৭ সালে এই আন্দোলনকে একটি রাজনৈতিক রাজ্য ধান করা হয়, (২) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা লাভের পর ১৯৭৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয় (West Bengal Public Libraries Act xxxix of 1979) এবং পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালের ১২ই অক্টোবর এবং ১৯৮৫ সালের ২২ই সেপ্টেম্বর উক্ত আইনের কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে;

ক) স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিল (এম. এল. সি) গঠন। যার সভাপতিত্বের দায়িত্বে থাকবেন রাজ্য গ্রন্থাগার ইন্সপেক্টর জ্যেষ্ঠ প্রায় মন্ত্রী এবং জেলা স্তরে লোকাল লাইব্রেরী অফিসিটি (এম. এল. এ.) গঠন যার সভাপতিত্বের দায়িত্বে থাকবেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। এম. এল. সি. রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পরিবেশা সংক্রান্ত যে কোন বাগানে উপদেষ্টা পরিষদের কাজ করবে এবং লোকাল লাইব্রেরী অফিসিটি জেলা স্তরে লাইনম্যানসভার সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান ও সমগ্র সাধনের দায়িত্ব পালন করবে।

(খ) স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার আধিকারিক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জেলা স্তরে 'ডিপার্ট্রি লাইব্রেরী অফিসার' নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) এম. এল. সি. এবং এল. এল. এ. তে বকীর গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, বিধানসভার সমস্ত, শিক্ষাবিদ এবং সরকারী উচ্চশিক্ষা কর্মচারী প্রভৃতির প্রতিনিধি নিয়োগের মধ্য দিয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা

ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করে তোলা হয়।

এছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করার জন্য ১৯৮১ সালে 'পাবলিক লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট রুলস' প্রণীত হয় (G.O. NO. 679 Edn (SE), dated 3. 11. 81)। সাধারণ গ্রন্থাগার বিকাশের এই পর্যায়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে সরকারী আয়োগ বলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া নুতন সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য বক্তৃতাগুলি নির্দেশক নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৭ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গে ১৬২২টি সাধারণ গ্রন্থাগারকে সরকারী অঙ্গীকরণ দেওয়া হয়, তার মধ্যে ১১২টি ছিল কলকাতায়।

এই পর্যায়ে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির স্বকণ্যাবলম্বন, বিকাশ ও উন্নতি সাধনের জন্য সরকারী আর্থিক সহায়তায় পরিচালনা বৃদ্ধি করা হয়। সরকারী অঙ্গীকৃত গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত সরকারী অর্থায়ন ছাড়াও 'রাজ্য গ্রন্থাগার হার লাইব্রেরী কাউন্সিল' এর তরফে 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার' থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উদ্দেশ্যে ১০—১৫ লক্ষ টাকার পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া অনঙ্গীকৃত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রেও পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়।

১৯৭৭ সালের পর সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য সরকারী পদক্ষেপ হোল শিশু ও কিশোর পাঠকদের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিবেশার উন্নতি সাধন করা। শিশু ও কিশোর পাঠকদের পঠনযোগ্য উপযুক্ত গ্রন্থদ্বার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ৭৬২টি সরকারী অঙ্গীকৃত গ্রন্থাগারকে ৪০,৫০,০০০ টাকা অর্থায়ন দেওয়া হয়। ১৬ বৎসরের কম বয়স পাঠকের ক্ষেত্রে অবাধ গ্রন্থাগার সেবার ব্যবস্থা করা হয় এবং পুস্তক ও পত্র পত্রিকা ক্রয়ের জন্য বেশ

সরকারী বার্ষিক অহুদানের কমপক্ষে ১০ শতাংশ শিশু ও কিশোর পাঠকদের উপযোগী পাঠ্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সুজাতা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক পটভূমি পরিবর্তনের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গে তথা কলকাতার সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সাধারণ গ্রন্থাগার পরিবেশা বিশেষ গতি ও প্রেরণা লাভ করে।

২ সমীক্ষা

২.১ সমীক্ষা পদ্ধতি

বর্তমানে কলকাতার আয়তন সাধারণতঃ তিন ধরনের সাধারণ গ্রন্থাগার দেখতে পাই (১) বেসরকারি সাধারণ গ্রন্থাগার (২) সরকার পরিচালিত ও (৩) সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার। বর্তমান সমীক্ষার কেবলমাত্র সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ইতিহাস, পরিচালন ব্যবস্থা, দক্ষতা কার্যাবলী, গ্রন্থ সংগ্রহ, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগারগুলির আর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতার ৮৩টি সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রসন্ধানী পাঠানো হয়েছিলো। তার মধ্যে ৪১টি গ্রন্থাগার স্বাধীন উক্তর সময়ে প্রসন্ধানী কেন্দ্র পাঠায়। প্রসন্ধানী ছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীর সাথে বিবিধ বিচ্ছিন্নত্ব লক্ষ্যকারের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয়

তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাপ্য উত্তরগুলি যথাযথ বিশ্লেষণ করে কলকাতার সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

২.২ সমীক্ষাকাল

২.২.১ প্রাতিষ্ঠানিকাল

বর্তমানে পুরাতন কলকাতা পৌরসভার অধীনে ২৮টি সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার আছে, আর যথি ঘাটবপুর, গার্ডেনসিটি ও বেহালাকে কলকাতা পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে গ্রন্থাগারের সংখ্যা আরও বেশী হবে। উপরিউক্ত ২৮টি গ্রন্থাগার ছাড়াও কলকাতার সরকার পরিচালিত ২টি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে। এখানটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং অপরটি কলকাতা নগর গ্রন্থাগার। কলকাতার সরকার পোষিত ২৮টি সাধারণ গ্রন্থাগারের অধিকাংশই দস্তরের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২.২.২ অনুমোদন কাল

প্রসন্ধানীগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২৮টি সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে শতকরা ৮১.২৪টি গ্রন্থাগার অহুদোদন পায় ১৯৭১-৮২ সালের মধ্যে, শতকরা ৪.১৬টি পায় ১৯৭৭ সালের পূর্বে এবং শতকরা ১৪.৬০টি অহুদোদন পায় ১৯৮৩-৮৭ সালের মধ্যে। সারণি—১

সারণি—১

গ্রন্থাগারগুলির অনুমোদন কাল

গ্রন্থাগারের সংখ্যা—২৬

অনুমোদন কাল	গ্রন্থাগারের সংখ্যা	শতকরা হিসাব
১৯৭৭ সালের পূর্বে	৪	৪.১৬
১৯৭৭-৮২ সাল পর্যন্ত	৭৮	৮১.২৪
১৯৮৩-৮৭ সাল পর্যন্ত	১৪	১৪.৬০
১৯৮৭ সালের পর	নাই	নাই
সর্বমোট	২৬	

২২ ন ঐচ্ছাগাংয়ের ঐচ্ছাকৃতি

সানীৰ ক্ৰাৰেৰ পাখে যুক্ত ঐচ্ছা: শতকৰা ২৬.৮ ভাগ

ঐচ্ছাগাং বিলৈষণ কৰলে ঐচ্ছা: যাহ উত্তৰাধাতা ঐচ্ছাগাং শোলাইটি বেজিষ্টেশন আইনানুসাৰে বেজিষ্টিকৃত।

ঐচ্ছাগাংগুলিৰ মধ্যে শতকৰা ৩০.১ ভাগ কোন না কোন সাতনি—৩ ঐচ্ছা:—

সাতনি—২

ঐচ্ছাগাংয়ের ঐচ্ছাকৃতি

উত্তৰাধাতা ঐচ্ছাগাংয়ের সংখ্যা—৪১টি

ঐচ্ছাগাংয়ের ঐচ্ছাকৃতি	ঐচ্ছাগাংয়ের সংখ্যা	শতকৰা হিচাব
ক্ৰাংৰেৰ লকে যুক্ত	১৪	৩৪.১
বেজিষ্টিকৃত সংখ্যাৰ অধীন	১১	২৬.৮
ধৰ্মীয় ঐচ্ছাং	নাই	নাই
অন্তান্ত	৬	১৪.৬
উত্তৰ পাণ্ডৰা যাহ নি	১০	২৪.৪
সৰ্বমোট	৪১	

২২ খ ঐচ্ছাগাংৰ ভবন

আছে, ৩২.০২ ভাগ ঐচ্ছাগাং ভাড়া বাঢ়ীতে অবস্থিত,

যতগুলি ঐচ্ছাগাংৰে উপৰ সৰীক। ঢালানো হয় ১.৩১ ভাগ ঐচ্ছাগাং লাইসেন্সী হিচাবে কোন ঐচ্ছাকৃতি

ভাৰমৰো শতকৰা ৪০.২ ভাগ ঐচ্ছাগাংৰে নিজৰ বাঢ়ী বাঢ়ী অধিগ্রহণ কৰে আছে। সাতনি—৩ ঐচ্ছা:—

সাতনি—৩

ঐচ্ছাগাংৰ অধিগৃহীত গৃহেৰ ঐচ্ছাকৃতি

উত্তৰাধাতা ঐচ্ছাগাংয়ের সংখ্যা—৪১টি

গৃহেৰ ঐচ্ছাকৃতি	ঐচ্ছাগাংয়ের সংখ্যা	শতকৰা হিচাব
নিজৰ গৃহ	১৬	৩২.০২
ভাড়া গৃহ	১৮	৪৩.২
পিতৃপিতৃৰ ঐচ্ছাং	৩	৭.৩১
লাইসেন্সী হিচাবে অধিগৃহীত গৃহ	১	২.৪৩
উত্তৰ পাণ্ডৰা যাহ নি	৩	৭.৩১
সৰ্বমোট	৪১	

কিছ ঐচ্ছাগাংগুলিৰ অধিগৃহীত স্থানেৰ পৰিমাণ সমতা: নহ, কলকাতা শহৰেৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐচ্ছাকৃতি বিলৈষণ কৰলে ঐচ্ছা ঐচ্ছাকৃতিৰেই স্থান লক্ষ্যানেৰ সমতা। উত্তৰাধাতা ঐচ্ছাগাংগুলিৰ মধ্যে শতকৰা ৪০.৬ সমতা: রয়েছে। তবে এটা ঐচ্ছাগাংৰে নিজৰ কোন ভাগ ঐচ্ছাগাং ৪০০ বৰ্গফুটত কম আয়দাৰ অবস্থিত।

২১.৯ ভাগ এছাপার ৬০০—১০০০ বর্গফুটের মত জায়গায় উদ্দেশ্যে প্রেরণালায় ২টি প্রথম বাধা হয়েছিলো; অবশিষ্ট, তবে অবিকাল এছাপাদেরই অধিগৃহীত ঘরের (১) এছাপারটির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন ধরণের ব্যক্তি লংঘ্য মাত্র ১টি।

২২.৬ এছাপারের ইতিহাস

কলকাতার সরকার পোষিত সাধারণ এছাপারগুলির প্রাচীনতা ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা :—

সারণি—৪

এছাপার প্রতিষ্ঠার প্রকৃতি

উদ্ভবকাল এছাপার—২০

এছাপার প্রতিষ্ঠাতা	এছাপারের লংঘ্য
চাকুরীজীবী	১২
কর্মরতা মহিলা ও গৃহিণী	২
স্বাধীনতাবাদী	৩
স্বাধীনতা সংগ্রামী	২
অভ্যন্তরীণ	১
সর্বমোট	২০

২২.৬ লক্ষ্যসংখ্যা

কলকাতার মোট জনসংখ্যা ও সাধারণ এছাপারগুলির লক্ষ্য সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মোটামুটিভাবে মোট জন সংখ্যার শতকরা ১ভাগ এবং মোট শিক্ষিত জনসংখ্যার ১.৩৬ ভাগ সাধারণ এছাপারের লক্ষ্য।

কলকাতার সরকার পোষিত সাধারণ এছাপারগুলির লক্ষ্যসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ এই পাঁচ বছরে গড়শতকরা লক্ষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৪৭.৪ ভাগ। সারণি—৫

প্রতিবেদন :—

সারণি—৫

এছাপারের লব্ধ সংখ্যা

উক্তসহিত এছাপারের সংখ্যা

এছাপারের

এছাপারের সংখ্যা

লব্ধ সংখ্যা:	বাল	বাল	বাল	বাল	বাল
	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯
১—:০০	৭	৩		১	১
১০০—২০০	১৪	১২		৬	৬
২০০—৩০০	৪	২		১৫	১২
৩০০—৪০০	৪	৫		৩	৫
৪০০—৫০০	৩	৩		৪	৩
৫০০—৬০০	১	১		৩	৩
৬০০—৭০০	২			১	২
৭০০—৮০০				১	১
৮০০—৯০০				১	১
পাণ্ডুরা দায় নি					৮
এছাপারের গড় লব্ধ সংখ্যা					৩৪২
লব্ধকর গড় লব্ধ সংখ্যা					
বুদ্ধির দায়					

সাধারণ এছাপারে লব্ধ বিষয়ে আরো ব্যাপক অন্বেষণের প্রয়োজন। এছাপারের লব্ধকর লব্ধকর যে সব নবিশিত গ্রাণা হয়, তাহের মধ্যে বিশদ তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপর্যুক্ত তথ্যের অভাবে সাধারণ এছাপারের মোট লব্ধকর বয়স, শিক্ষা প্রকৃতি মানসিকতা বিতানন করা সম্ভব হয় নি। তবে এছাপার কর্মীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে এই সকল এছাপারের শিত লব্ধ সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই উৎসাহবাহক।

এছা (আধিন)—২

২২ ছ বৈদ্যঙ্গিন পার্টিকেল উপস্থিতি

এছাপারের লব্ধ সংখ্যা কিছু কোন একটি নির্দিষ্ট এছাপারে প্রতিদিন কতজন পার্টিক উপস্থিত হন সেই চিত্রটি আবারের শরনে উপস্থিত করতে পারে না। হুত্তরায় প্রতিদিন গড়ে কতজন পার্টিক এছাপার ব্যবহার করেন সেটি বিশ্লেষণ করলে কলকাতার সরকার পোষিত সাধারণ এছাপারগুলি কতখানি ব্যবহৃত হয় তা জানা যেতে পারে। পরবর্তী সারণির মধ্যে দ্বিগুণে সরকার পোষিত সাধারণ এছাপারগুলিতে বৈদ্যঙ্গিন পার্টিক উপস্থিতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সারণি—৩ অষ্টম:—

গ্রন্থাগারের পাঠকের বৈশিষ্ট্য উপস্থিতি

উক্তকর্তা গ্রন্থাগারের সংখ্যা—১১

বৈশিষ্ট্য উপস্থিতি

গ্রন্থাগারের সংখ্যা

	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮
১—২৫		২
২৫—৫০		১০
৫০—৭৫		৫
৭৫—১০০		৩
১০০—১২৫		৩
১২৫—১৫০		

উক্তর পাঠক। যার নি

গ্রন্থাগারে পাঠকের বৈশিষ্ট্য

উপস্থিতির গড়

৪১

৪৭

৪৮

পাঠকের গড় উপস্থিতি বৃদ্ধির হার

১০.৮%

১৪.৯%

২১.২%

সারণিটিতে দেখা যাচ্ছে ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৬-৬৭
এই চার বছরে বৈশিষ্ট্য পাঠক উপস্থিতির গড়শতকরা
বৃদ্ধির হার শতকরা ২১.৭২ ভাগ।

২২ জ গ্রন্থাগার কর্মী

কলকাতার সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি
দু'ধরনের; শহর গ্রন্থাগার (টাউন লাইব্রেরী) এবং
গ্রাম্য লাইব্রেরী (টাইল লাইব্রেরী)। শহর গ্রন্থাগারে পাঠ
কর্মী আছেন—গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার সহকারী,
হস্তী-কাম-বাইওয়ার ও হারোয়ান-কাম-বাইওয়ার।
গ্রাম্য লাইব্রেরীতে দু'ধরনের কর্মী আছেন।
গ্রন্থাগারিক ও লাইব্রেরিয়ান। কলকাতার সরকার
পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে শতকরা ৭৫.৬০ ভাগ
গ্রন্থাগারিক এবং ৫.১১ ভাগ লাইব্রেরিয়ান আছেন।
যারা তাদের পক্ষে অল্প প্রয়োজনের তুলনায় বেশী শিক্ষিত।
অধিক শিক্ষাগত যোগ্যতার যেমন গ্রন্থাগার পরিবেশের
ক্ষেত্রে কিছু স্থাপন আছে তেমনি অপরদিকে এটা কিছু

বছরেই গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে অলভ্যের সৃষ্টি করে।

২২ জ ১ গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে পারম্পরিক
সম্পর্ক

সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মীদের
পারম্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু মানবিক সমস্যা দেখা
যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক ও লাইব্রেরিয়ানের
সহযোগিতা জিরেছেও শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক যোগ্যতা এক
এবং এটি তাদের মধ্যে বিরোধের অন্ততম কারণ।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারিকরা স্থানীয় লোক নন,
অপরদিকে লাইব্রেরিয়ানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয়
অধিবাসী এবং বহুক্ষেত্রেই তারা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাতাদের
সঙ্গে একজন এবং পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারটি সহকারী
অধ্যক্ষের পদে যায়। লাইব্রেরিয়ান পক্ষে সহকারী
চাকরী লাভ করেন। কিন্তু অধ্যক্ষের পরিবর্তনের মাঝে
মাঝে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত না হওয়ার ফলে

গ্রন্থাগারিকদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে বিবোধের সূত্রপাত হয়। যদিও এটি একটি সাধারণ মানবিক সমস্যা কিন্তু গ্রন্থাগার পরিচালনার মাঝে যুক্ত মঙ্গল ব্যক্তির এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কর্মীদের পেশাগত উন্নতিও কিছু হযোগ সুবিধা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া তারা যাতে নতুন ধ্যানধারণার মাঝে পরিচিত হতে পারে তার ব্যবস্থাও করা দরকার।

২২ ক পাঠ্যবস্তু

সাধারণ গ্রন্থাগারের তথ্য তাত্ত্বিক দু'টি গুরুত্বপূর্ণ

উপাদান হলো পুস্তক ও দায়িত্বিক পত্র। কলকাতার সরকার শোহিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে ১৯৮৩-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত এই বছরে পুস্তকের গড়পড়তা বৃদ্ধির হার হোল শতকরা ৩৪.৪৪ ভাগ। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো পুস্তকের সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেলেও বৃদ্ধির হার ৮৩-৮৭ এবং ৮৮-৮৯ এ কমে গেছে। পরবর্তী সাংগঠনিক মধ্য দিয়ে কলকাতার সরকার শোহিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক সংগ্রহের চিত্রটি ভালো থাকা হচ্ছে।

সারণি-৭

গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভার

উত্তরকাতা গ্রন্থাগারের সংখ্যা-৪১

পাঠ্যবস্তু

গ্রন্থাগারের সংখ্যা

	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭
১-১০০০	৮	৩	৩
১০০০-২০০০	১৪	১৫	১০
২০০০-৩০০০	৬	২	১০
৩০০০-৪০০০			৩
৪০০০-৫০০০			৩
৫০০০-৬০০০			
৬০০০-৭০০০			
৭০০০-৮০০০			
৮০০০-৯০০০			
৯০০০-১০,০০০			
উত্তর পাওয়া যায় নি			
গ্রন্থাগারগুলির গড়পড়তা			
পুস্তক সংখ্যা	২৭৭০	২৯৯৪	৩৩০৬
গড় শতকরা বৃদ্ধির হার	১৩.৯২%	৬.১৭%	২.১৩%

হোল বর্গীকরণ। বর্তমান লম্বীকার উত্তরহাড়া গ্রন্থাগার-গুলির মধ্যে ৭৩৩০ তাগ গ্রন্থাগার এখনো কোন গ্রন্থাগার বর্গীকরণ প্রণালীর ভিত্তিতে বর্গীকরণ করে না। তাহা পরিশ্রম সংখ্যা অস্বাভাবী পুস্তক বিভাগ করে থাকে। ২৪.৩৯ তাগ গ্রন্থাগার ভিউই ইনস্টিটিউট বর্গীকরণ প্রণালীর দ্বিতীয় সারণি ব্যবহার করে থাকে এবং ২৪.৩৯ তাগ গ্রন্থাগার অন্য কোন ইনস্টিটিউট পদ্ধতিতে পুস্তক বিভাগ করে।

২২ টি অর্ধ নৈতিক অবস্থা

* গ্রন্থাগারের অর্ধ নৈতিক অবস্থা বলতে আর ও বার উল্লেখ করা হয়।

২২ টি ১ আর : কলকাতার সরকার পোষিত সার্বজন গ্রন্থাগারগুলির আয়ের দু'টি উল্লেখযোগ্য দিক হলো :—

(১) গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের বেতন সরকার থেকে দেওয়া হয়।

(২) গ্রন্থাগারগুলি কিছু নির্দিষ্ট সরকারী আর্থিক

সহায়তা পায়। আর মাঝে মাঝে কোম বিলব উদ্দেশ্যে কিছু আর্থিক সহায়তা পায়। এই গ্রন্থাগারগুলির আয়ের দু'টি উৎস আছে (১) সরকারী অর্থায়ন (২) গ্রন্থাগারের নিজস্ব সাহায্য। যেমন পাঠকদের কাছ থেকে টাকা বা দান আদায় করা, বৈদিক পত্রিকা বিক্রি, ইত্যাদি।

কলকাতার সরকার পোষিত সার্বজন গ্রন্থাগারের ৮৪-৮৫ থেকে ৮৬-৮৭ এই পাঁচ বছরে সরকারী আর্থিক সহায়তা গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬২.০২ তাগ এবং অন্যান্য উৎস থেকে আর গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫২.৮৭ তাগ। এই গ্রন্থাগারগুলির আর সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে সরকারী এবং অন্যান্য উৎস উভয় ক্ষেত্রেই আর প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু বৃদ্ধির হার অন্যান্য উৎসের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ কমে গেছে। পরবর্তী সারণির মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির আয়ের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি—৯

গ্রন্থাগারের আয়

উত্তরহাড়া গ্রন্থাগারের সংখ্যা—৪১

গ্রন্থাগারের আয় টাকা	গ্রন্থাগারের সংখ্যা			
	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮
১০,০০০—১৫,০০০	২	২		
১৫,০০০—২০,০০০	৩	১		
২০,০০০—২৫,০০০	৪	১	৩	
২৫,০০০—৩০,০০০	১২	১০	৯	১
৩০,০০০—৩৫,০০০	৪	১১	১১	৩
৩৫,০০০—৪০,০০০	২	৫	৫	২১
উত্তর পাণ্ডুয়া দায় নি	১৩	১১	১৩	১৬
গ্রন্থাগারগুলির গড় আয়	২৬,২৫০	২৯,৫০০	৩০,৭১৪	৩৬,৫০০
গড় আয় বৃদ্ধির হার	১৩.৬%	১২.৩%	৪.১১%	১৮.৮%

২২ টি ২ ব্যয় : সাধারণ এছাপারগুলির ব্যয় বলতে পূর্বের তুলনায় এছাপার কর্মীদের বেতন অনেক বৃদ্ধি বুঝায় কর্মীদের বেতন খাতে ব্যয়, পুঙ্ক খাতে ব্যয় পেয়েছে। উল্লিখিত পাঁচ বছরে বেতন খাতে এছাপারের এক অস্ত্র ব্যয়। '৮৫-'৮৬ থেকে '৮৮-'৮৯ পর্যন্ত এই ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬২.৬ তায়। এছাড়া পাঁচ বছরে সরকার শোষিত সাধারণ এছাপারগুলির ব্যয় এছাপারের আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খরচ হয় গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬৫.৫২। এছাপারের আয়ের বই ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য একটা বড় অংশ খরচ হয় কর্মীদের বেতন দিতে, কারণ

সারণী—১০

এছাপারের ব্যয়

উত্তরভাঙ্গা এছাপারের সংখ্যা

এছাপারের ব্যয় (টাকা)	এছাপারের সংখ্যা:		
	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮
১০,০০০—১৫,০০০	৫	১	
১৫,০০০—২০,০০০	৫	৬	৩
২০,০০০—২৫,০০০	১২	৫	৩
২৫,০০০—৩০,০০০	৩	১৩	১১
৩০,০০০—৩৫,০০০	১	৩	১৩
৩৫,০০০—৪০,০০০		১	২
উত্তর পাণ্ডা ব্যয় নি		১৩	১০
এছাপারগুলির গড় ব্যয়	২৫,৫৬৫	২৮,৪৬৭	
গড়ে ব্যয় বৃদ্ধির হার	১৮.৮২%	১৬.৩৬%	

২২ টি এছাপার পরিশেবা

পুঙ্ক এবং এছাপারকর্মী এই দু'টি হোল এছাপারের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যটি এছাপারকে অস্ত্র দরপাত্রের প্রতিষ্ঠান থেকে পুঙ্ক করে তা হলো পরিষেবা। কলকাতার সরকার শোষিত সাধারণ এছাপারগুলি নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি দিয়ে থাকে।

২২ টি ১ (ক) অস্থায়ী সেবা—কলকাতার সরকার শোষিত সাধারণ এছাপারগুলিতে অস্থায়ী সেবা বলতে বুঝায় পাঠককে কোন একটি নির্দিষ্ট বই বুঝে পেতে, কিনা এছাপার খুঁটা ব্যবহার করতে সাহায্য করা। কিনা

পঠনের ব্যাপারে পাঠককে কোনরকম পরামর্শ দান করা ইত্যাদি।

২২ টি ২ (খ) সঞ্চালন সেবা—সাধারণ এছাপার সাধারণের জন্য এই ধারণাটি সঠিকভাবে প্রতিফলন হয় এছাপারগুলির সঞ্চালন সেবার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিন পাঠকরা কতগুলি বই নিচ্ছেন তার খেতে আশ্রয় বুঝতে পারি নির্দিষ্ট একটি এছাপার কতখানি গতিসম্পন্ন। কলকাতার নতুন এছাপারগুলিতে গড়ে প্রতিদিন ২০ টি বই বই গ্রহণ করা হয় এবং প্রাইমারী ইউনিট এছাপারগুলি কেন্দ্রে শতকরা ৪২ ভাগ এছাপার প্রতিদিন

৫০টির বেশী, ৩১.২৫ জাগ প্রথাগারে প্রতিদিন ৩০ টির মত বই-গ্রন্থান করা হয়। তবে উত্তরহাভা প্রথাগারগুলির মধ্যে যে সকল প্রথাগারে উচ্চ কিংবা গড়িয়াভাষী পাঠকের সংখ্যা বেশী সেখানে বৈদিক গ্রন্থ গ্রন্থানের সংখ্যা ১০০এরও কম। এর কারণ হিসাবে প্রথাগারিকদের মত হলো! নিম্নলিখিতভাবে নতুন বইয়ের যোগান না থাকায় পাঠকদের প্রথাগারের ব্যাপারে উৎসাহ কম।

প্রথাগার পরিবেশার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো তথ্য সেবা। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ প্রথাগারগুলিতে তথ্য সেবা এখনো ততখানি অনুপ্রসন্নতা লাভ করেনি। পাঠকতার জাতির তথ্য পাঠার অধিকার সম্পর্কে লুচেন নন। জাতির প্রয়োজনে প্রথাগার ও প্রথাগারিকের উপর নির্ভর করতেও অসম্মত নন। কলকাতার সরকার পোষিত সাধারণ প্রথাগারগুলিতে প্রচলিত তথ্য পুস্তক-এর মধ্যে অভিধান বা প্রচলিত কোন ডিক্টরির ইত্যাদি দেখা যায় এবং এই সকল প্রথাগারে তথ্য সেবা পাঠককে নির্দেশদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবে কখনো কখনো পাঠকদের সাধারণ ছ'-একটি প্রশ্নের উত্তরও দিতে হয়।

২২ ঠ ৩ (গ) পাঠকক ব্যবস্থার—প্রতিটি সাধারণ প্রথাগারেই একটি পাঠকক প্রয়োজন যেখানে পাঠকরা এসে কয়েক এবং প্রয়োজন অনুসারে পড়াতানা করবেন। কলকাতার সরকার পোষিত সাধারণ প্রথাগারগুলির অনেকগুলিতেই পাঠকক রয়েছে এবং পাঠকদেরও পাঠকক ব্যবহার করতে দেখা যায়।

২২ ঠ ৪ (ঘ) শিশু ও কিশোর বিভাগ—কলকাতার সরকার পোষিত সাধারণ প্রথাগারগুলির সদস্যদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হলো শিশু বা কিশোর সদস্য। কলকাতার একটি প্রথাগার হয়েছে ভূবান্ধ শিশু ও কিশোরদের জন্য—দৌগত নৃত্তি প্রথাগার। অত্র প্রথাগারগুলিতে শিশু ও কিশোরদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিভাগ না থাকলেও প্রতিটি প্রথাগারেই শিশুদের জন্য আলাদা গ্রন্থাগার রয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও এই ব্যাপারে

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। কিন্তু গ্রন্থাগারের উপস্থিত বৃদ্ধির জন্য প্রথাগারগুলিকে যাকে যাকে সরকারী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়, যদিও অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অসুস্থ।

২২ ঠ ৫ (ঙ) প্রচারমূলক প্রথাগার সেবা—সাধারণ প্রথাগারে ব্যবহারিক জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উপস্থিত পথ হলো প্রচারমূলক প্রথাগার সেবা। কিন্তু কলকাতার সাধারণ প্রথাগারগুলিতে এই ধরনের পরিবেশা খুব একটা দেখা যায় না। এই উদ্দেশ্যে যে দু'টি কাজ প্রথাগারগুলি করে থাকে তা হলো কোন একটি উপলক্ষে পুস্তক গ্রন্থানের ব্যবস্থা করা, কিংবা প্রথাগারের শিশু সদস্যদের মধ্যে দেওয়াল পত্রিকা বার করা, তবে এই ধরনের প্রথাগারের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। তবে সাধারণ প্রথাগারগুলিকে এই ব্যাপারে আরো লুচেন করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশের প্রয়োজন যাতে আরো অধিক সংখ্যায় লোক প্রথাগারে আসে এবং বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করে। পাঠকদের আকর্ষণের জন্য প্রথাগারগুলি আধুনিক সাধ্যমগুলির সহায়তাও নিতে পারে, যেমন, টেলিভিশন, টেলিফোন, ভি. সি. আর. ইত্যাদি।

৩ সাধারণ প্রথাগার নিয়ে কিছু ভাবনা

ক) সাধারণ প্রথাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নীতি ছিল পুরানো প্রথাগারগুলিকে অধিগ্রহণ করা বা অধিগ্রহণ দেওয়া। কিন্তু বহু পুরানো প্রথাগার সরকারী অধিগ্রহণের আওতার আশ্রিতে অব্যবহার করা হওয়া সরকারের দৃষ্টি এগিয়ে আসা প্রথাগারগুলিকে অধিগ্রহণ দেওয়া বাতিল অন্য কোন উপায় ছিল না। যার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে “কলকাতা লোকাল লাইব্রেরী অস্বতী”র অব্যবহার ১০০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩২টি ওয়ার্ড আছে যেখানে গরিব বৈধ প্রথাগার আছে।

খ) পূর্বে বলা হয়েছে উত্তরহাভা প্রথাগারগুলির মধ্যে ৩৩.১ শতাংশ প্রথাগার কোন না কোন রূপের মাধ্যমে বৃদ্ধি। এই রূপ প্রথাগারগুলির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যা দেখা যায়। প্রথাগার কমিটির সদস্যরা ক্রায়েবও

দৃশ্য এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাহেরকে ঐশ্বর্যপার অপেক্ষা স্রাবের প্রতি বেশী মনোযোগী হতে দেখা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্রাব ও ঐশ্বর্যপার একই ধরে অবস্থানের ফলে উভয়ের কাজই বাহ্যত হয়। সুতরাং ভবিষ্যতে স্রাব ঐশ্বর্যপারগুলিকে অস্বাভাবিক দেবার ব্যাপারে আরও বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

গ) ঐশ্বর্যপার বিভ্রানের শক্তনীতির মধ্যে পক্ষ নীতিটি হলো "ঐশ্বর্যপার একটি ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান"। কিন্তু কলকাতার সাধারণ ঐশ্বর্যপারের বাস্তব চিত্রটির মধ্যে এই নীতির প্রতিফলন সব সময় দেখা যায় না। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ঐশ্বর্যপারের জন্ত ব্যবহৃত ধরটি একই ছোট যে ঐশ্বর্যপার কনট্রোল পরিবেশের জন্ত যথেষ্ট স্থান পান না। ভবিষ্যতে নতুন ঐশ্বর্যপারকে অস্বাভাবিক দেবার ব্যাপারে ঐশ্বর্যপারের ক্রমবর্ধমানতা এই বৈশিষ্ট্যটির প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

ঘ) সাধারণ ঐশ্বর্যপারগুলি সম্পর্কে একটি মত্ব যাতে থাকেই পোনা যায় যে ঐশ্বর্যপারগুলির উপস্থিতি ব্যবহার হচ্ছে না। কিংবা যে উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণ ঐশ্বর্যপার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঐশ্বর্যপারগুলি সেই উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত হয়নি। এর প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় আশ্রয়ের ঘোষে ঐশ্বর্যপার পরিবেশা এবং পাঠকদের চাহিদার মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপন করা যায় নি। সরকারী কর্মসূচী অস্বাভাবী আধুনিক সাধারণ ঐশ্বর্যপার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ট্রিকি কিছু ঐশ্বর্যপার পরিবেশার কর্মসূচী স্থির করার আগে পারিপার্শ্বিক লোকজনের চাহিদা যাচাই করার কোন চেষ্টা করা হয়নি। ঐশ্বর্যপার পরিবেশাকে কেবলমাত্র সেইসব লোকজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে যারা নাকি নিজেদের আগ্রহে ঐশ্বর্যপারে আসে। কিন্তু আশ্রয়ের এখনো অধিকাংশ লোকই সাধারণ ঐশ্বর্যপার সম্পর্কে সচেতন নন। তাই এখনো পূর্ব আশ্রয়ের ঘোষে সাধারণ ঐশ্বর্যপার ও পারিপার্শ্বিক জনগণ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বর্তমান যুগ হলো তথ্যের যুগ। সুতরাং বর্তমান পূর্ব সাধারণ ঐশ্বর্যপার তথ্য-কেন্দ্রিক না

হয়ে পুস্তক কেন্দ্রিক হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ঐশ্বর্যপার-গুলির পক্ষে সঠিক অর্থে সাধারণ ঐশ্বর্যপার হয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। এখন পূর্ব আশ্রয়ের ঘোষে জনগণ পুস্তককে বা তথ্যকে তাহের অস্তিত্বের জন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না। সুতরাং ঐশ্বর্যপারিকতা যদি কেবলমাত্র পাঠকদের আশ্রয় জন্ত অপেক্ষা করে থাকেন তাহলে তাহেরকে এখনো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে সাধারণ ঐশ্বর্যপার সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্ত। আরো বেশীভাবে জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্ত ঐশ্বর্যপার দেবার গতাহুগতিক রাগের কিছু পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। আশ্রয়ের ঘোষে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ এখনো অশিক্ষিত কিংবা অল্প শিক্ষিত, মুক্তি প্রাপ্ত থেকে আনন্দ উপভোগ করা তাহের পক্ষে সম্ভব নয়। এই লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছাতে হলে ঐশ্বর্যপারিকতার আশ্রয় সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। বর্তমান যুগ হলো প্রযুক্তির যুগ—এটি একটি সর্বজনবিস্তৃত পত্ন্য। নতুন নতুন আধুনিক যন্ত্রাতি গণমাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জীবন বীক্ষণ উপকরণ, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, দূরদর্শন, দূরভাষণ ইত্যাদি গণসংযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। কলকাতার সাধারণ ঐশ্বর্যপারগুলি এখনো জীবন-বীক্ষণ উপকরণ ব্যবহারের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। সাধারণ ঐশ্বর্যপার পরিচালনার মাধ্যমে যুক্ত সর্বস্তরের লোককেই এই নতুন মাধ্যমগুলিকে ঐশ্বর্যপারের কাজে লাগানোর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে হবে, তা না হলে সমস্যানুভাব্য প্রতিক্রিয়াগুলি ঐশ্বর্যপারের প্রতিফলন, হিসাবে উপস্থিত হবে। তবে এই নতুন উপকরণগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও জনগণের মধ্যে প্রশার লাভ করতে হলে সাধারণ ঐশ্বর্যপারগুলিকে আরো কিছু কাজকর্ম করতে হবে, যেমন বিভিন্ন ভাষা, আলোচনা, প্রশংসা, সাংস্কৃতিক অস্বাভাবী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। এই ধরনের কর্মসূচী হরতো চল্লি বা পঞ্চাশের দশকে ঐশ্বর্যপারের পক্ষে অগ্রপ্রাঙ্গণীয় মনে হতো কিন্তু বর্তমান যুগে জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্ত এগুলি অত্যন্ত কার্যকরী উপায় এবং বলা যায় জনগণের

পরিচালনায় মাঝে ফুট নকল ব্যক্তি সাধারণ গ্রন্থাগারের
কৃত্রিম নমুনা করে বেশী উৎসাহী হয়।

৪ বর্তমান সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান সমীক্ষাটি কলকাতার সরকার পোষিত সাধারণ
গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও তথ্য সংগ্রহে প্রাথমিক
পর্যবেক্ষণ। তবে উপর্যুক্ত তথ্যের অভাবে বহুক্ষেত্রে প্রাপ্ত
উত্তরগুলিকে ব্যাপক পরিসংখ্যানের কাজে ব্যবহার করা
যায়নি।

৫ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান সমীক্ষাটি বাস্তবপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার
ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে করা হয়েছিল।
সমীক্ষাটির কাজে সর্বপ্রকার সহায়তা করার জন্য আমি
কলকাতার সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের
কাজে কৃতজ্ঞ। তাদের সহায়তা ছাড়া সমীক্ষাটি চালানো
সম্ভব ছিল না। সমীক্ষাটির কাজে নানাতাবে অনুপ্রাণিত
করার জন্য আমি অব্যাপক শ্রীযুক্ত সাহার কাজে কৃতজ্ঞ।
পাঠশিল্পি লিখে সাহায্য করার জন্য আমি শ্রী পূনক করকে
আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া অন্যান্য ঋণী এই
কাজে আমাকে নানাতাবে সাহায্য করেছেন তাদের
দানের কাজে আমি কৃতজ্ঞ।

উদ্ধৃতিসূত্র

(১) প্রাইমাল ১ম বহু। বিংশ শতকে গ্রন্থাগার
আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙালী। (গ্রন্থাগার
২৪, ১৮৮১ এবং ২৪, ১৮৮২)

(২) কনিষ্ঠ রায় ও প্রবীর রায়চৌধুরী। পঞ্চম
পঞ্চাব্দিক পরিকল্পনার পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিকভাবে সাধারণ
গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। (গ্রন্থাগার, ২৪, ১০,
১৮৮১)

1. Library manual. Compiled by Anil
Dutta, assisted by Ananga Bhattacharya.
Calcutta, Ananya Prakashan, [n. d.]

2. Ohdedar, A. K. The Growth of the
library in modern India ; 1498-1836. 1966.

3. Roychowdhury, Prabir. Public library
development in West Bengal. (Librarian. 2,
1985, p 8)

4. West Bengal Library Directory ; revised
second edition. Calcutta, Bengal Library
Association, 1963,

কম্পিউটার ও প্রকাশনা

রক্তা বন্ধ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১ সূচনা:

• বিগত ষাট বৎসর থেকেই প্রকাশনার কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, directory বা নির্দেশিকা, নির্ধক্ট বা index এবং অন্তান্ত্র মুদ্রিত প্রকাশন (printed publication) প্রচলিত। ইলেকট্রনিক প্রকাশনার জন্মস্থচনাকারী এই কম্পিউটারের ব্যবহার অর্ধ ও সময় উভয়ই বক্ষা করে।

কম্পিউটারের সাহায্যে নির্দেশিকা বা নির্ধক্ট মুদ্রণে প্রথমে তথ্য কম্পিউটারের সাহায্যে সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় এবং পরে মুদ্রণ করা হয়। পরবর্তীকালে ফোব পেন যে উপযুক্ত software বা কম্পিউটার কার্যস্থচীর সাহায্যে মুদ্রণ ব্যক্তিরেকে সহজেই সংরক্ষিত তথ্যে সরাসরি অভিগমন বা অন্বেষণের সম্ভব। এই ধরনের সরাসরি কম্পিউটার (on line) সাহায্যে তথ্যে অভিগমন ক্ষতস্ত্র এবং স্থবিধাজনক। এই অভিভক্তাই কম্পিউটার উপাস্ত্রকোষের জয়ধাতা। এই ধরনের উপাস্ত্রকোষ বর্তমান মুগে প্রকাশন বা Publication হিসেবেও পরিগণিত হয়।

মুদ্রণ বঙ্গা যায় যে প্রকাশনার ক্ষেত্রে কম্পিউটারের দুইটি পৃথক ভূমিকা আছে। একটি ক্ষেত্রে প্রথাগত প্রথায মুদ্রিত প্রকাশন প্রস্ত্রভিত্তি এং অপংক্ষেত্র কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্য তথ্য কম্পিউটার database বা উপাস্ত্রকোষ সংরক্ষণ। যং কম্পিউটার ব্যক্তিরেকেই সাধারণের কাছে তথ্য সহজাত হয় তার ভক্ত কখনও কখনও কম্পিউটার উপাস্ত্রকোষে মুদ্রিত সম্ভরণ (printed publication) দেখা যায়।

২ প্রকাশনা ও কম্পিউটার:

ইলেকট্রনিক প্রকাশনা পঞ্চটি এখন বঙ্গ কার্যাবলী নির্দেশ করে। যথা গ্রন্থচনা, চিত্রিত করা, পৃষ্ঠা:বিভক্ত্র, টাইপবিভক্ত্র ও সম্পাদনা। পরবর্তী সাধে আসাধের আলাচিত্তি বিষয় হুনে database বা উপাস্ত্রকোষ ক্ষুদ্র ও মুদ্রণ। Desktop Publishing অক্ষি যন্ত্রপঞ্চিত্তি বা automation এ এক উল্লেখযোগ্য অবধান। সাধারণতঃ desktop publishing পঞ্চটি ব্যবক্ত্র হয় কোনো মুদ্রণতন সম্ভা বা অক্ষিদের আভাত্তরীণ যন্ত্রপঞ্চিত্তি প্রকাশনা প্রসঙ্গে। এই ধরনের প্রকাশনার micro-computer এবং তৎক্ষণিত্তি অক্ষিযান্ত্রিক—মুদ্রতঃ laser printer-এর ব্যবহার দেখা যায়। এই desktop publishing এ একাধারে micro computer মুদ্রণ পঞ্চ প্রকরণ (word processor) ও পৃষ্ঠা:নির্দেশকারী software এর ব্যবহার ও অন্ত্রক্ষে সম্ভাকোষের টাইপবিভক্ত্রকারী laser printer-এর ব্যবহার—এই দুইয়ের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথাগত প্রণালীতে টাইপবিভক্ত্র ও মুদ্রণ অপেক্ষা এই ধরনের প্রকাশনা অধিত্ত্র ও কমগ্রহ।

ইলেকট্রনিক প্রকাশনা mainframe অথবা mini-computer এ যন্ত্রসাকোষের টাইপবিভক্ত্র মুদ্রণ প্রকাশনক্ষেত্র ইক্তিত্ত করে। মুদ্রণকারী সাধারণতঃ এই ধরনের কম্পিউটারে টাইপের সাহায্যে, optical scanning-এর সাহায্যে diskette খেত্র অথবা দূর যোগাযোগের (telecommunications) সাহায্যে মুদ্রণার্থ অথবা প্রাক্ষিপ্ত্র প্রেরণ করে এবং অক্ষিযান্ত্রিক পঞ্চিত্তি পৃষ্ঠা নির্দেশিত্ত হয়ে থাকে।

সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত এমনই একটি পত্রিকা Newsweek (Newsweek, Inc. New York)। এই ধরনের পত্রিকার প্রতিবেদকের প্রতিবেদন প্রেমা, সম্পাদনা, পৃষ্ঠাভিজ্ঞান ও মুদ্রণ সবই কম্পিউটারের সাহায্যে হয়ে থাকে। আধুনিক প্রযুক্তি নবতম অবদান এই ধরনের লেখ্য পত্রিকা (archival journal)। এ প্রকার লেখক ও সম্পাদকের সরাসরি তথ্য বিনিময়ও সম্ভব।

কম্পিউটারের সাহায্যে টাইপ-বিজ্ঞান ও সম্পাদনা কাজকাল ভারতে প্রকাশিত বহুল প্রচলিত দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

৩. যন্ত্রপাঠ্য উপাত্ত কোষ :

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যন্ত্রপাঠ্য উপাত্ত database বা উপাত্ত কোষের যন্ত্রপাঠ্যতা অবদান অনস্বীকার্য। ব্যবহারকারীর পরিবেশাঙ্গুলক তথ্যসংগ্রহ বর্তমানে অতিক্রান্তভাবে ও ব্যাপকভাবে করা সম্ভব। গ্রন্থাগার পরিবেশাঙ্গুলক আন্তঃগ্রন্থাগার স্তর এখন অসিদ্ধহস্তের ও ফলস্রব্ধ।

সাধারণতঃ মূলতাবে ইলেকট্রনিক প্রকাশনা পদ্ধতি যন্ত্রপাঠ্য উপাত্ত কোষ বা machine readable database কে সোভায়। বর্তমানে প্রায় শতাধিক বিশ্বের ওপরে ডিন ইন্টারনেটের বেগে এই ধরনের উপাত্ত কোষ আছে। উপাত্ত কোষগুলির বিষয়বস্তু অস্থায়ী নির্দেশমূলক (reference database) অথবা উৎসমূলক (source database) এই দুইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। নির্দেশমূলক উপাত্ত কোষ ব্যবহারকারীকে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য উৎস নির্দেশ করে। নির্দেশমূলক উপাত্ত কোষকে দুইভাবে বিভক্ত করা যায়—পত্রের বা bibliographic এবং নির্দেশী বা referral উপাত্ত কোষ।

উৎসমূলক উপাত্ত কোষে তথ্যমূলক মূল পাঠ্য ভাষা হয়। উৎসমূলক উপাত্ত কোষকে ভাগ করা যায় পাঠ্যমূলক textual ও সংখ্যামূলক বা numeric ভাবে।

Bibliographic database বা পত্রীর উপাত্ত কোষ সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রবন্ধ, পুস্তক, প্রতিবেদন এবং অন্যান্য

প্রাথমিক উৎসমূলক তথ্য থাকে। যখনও কোনো নির্ধারিত প্রদেয়ের সাধারণ অস্বত্বুক্ত হয়। কোনো একটি বিষয়ের ওপর গ্রন্থপত্রী প্রস্তুতিতেও এই ধরনের উপাত্ত কোষ সাহায্য করে থাকে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীয় তথ্য-সমন্বয়ন পদ্ধতিগতাকারী কয়েকটি পত্রীর উপাত্ত কোষ—Information Science Abstracts, Library Literature, LISA। এই সাহায্য সেবাঙ্গুলক প্রদেয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানমূলক বিষয়ের ওপর পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্প্রীকিত তথ্য, সাহায্য ও পুস্তক পর্যালোচনার তথ্য নির্দেশ করে। এই যন্ত্রপাঠ্য উপাত্ত কোষগুলি পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

পত্রীর উপাত্ত কোষ পেশাধারী কক্ষে সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—পুস্তক আহরণ, হস্তাকরণ বা আন্তঃগ্রন্থাগার স্তর ব্যবহার সাহায্য করে থাকে।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় প্রস্তুত একাধিক গ্রন্থাগারের সংগ্রহমূলক পত্রীর উপাত্ত কোষ থাকতে পারে। Online Computer Library Centre, Inc. বা OCLC (Dublin, Ohio) ভারতিনে অস্থিত এমনই একটি সংস্থা সেটির সঙ্গে শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিশিষ্ট গ্রন্থাগারগুলি কম্পিউটার প্রত্যক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সাহায্যে যুক্ত। এর মূখ্য উদ্দেশ্য সমস্তরূপ ব্যবহারকারীর সম্পদবিনিময়কে সাহায্যে প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের ব্যবহার বাড়িয়ে তোলা। এই ধরনের আরও গ্রন্থাগার network ব্যবস্থা আছে। যেমন—ওয়াশিংটন লাইব্রেরী নেটওয়ার্ক, রিচার্চ লাইব্রেরী ইনকর্পোরেশন নেটওয়ার্ক ইত্যাদি। এই ধরনের ব্যবস্থা অঙ্গগ্রন্থপত্রী গ্রন্থাগারগুলি আহরণ, হস্তাকরণ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারমূলক স্থিতি পেতে থাকে। কলকাতার অবস্থিত উচ্চশিক্ষামূলক ও পবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে এইরূপ একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার (CALIBNET) এর কাজ এগিয়ে চলেছে।

নির্দেশী উপাত্ত কোষ বা referral database কোনো একটি বিষয়ের ওপর অপ্রকাশিত বা অস্বত্বুক্ত তথ্য উৎস যেমন বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তি বা প্রবন্ধীকরণ সাংগঠনিক

(audio visual) সন্ধান দেয়। On line Careers (Information intelligence, Inc.) এইরূপ একটি উপাত্তকোষ যা ব্যবহারকারীকে গ্রন্থাগার automation/computer কেন্দ্র চাকরীর সন্ধান দেয়।

মূলপাঠ উপাত্তকোষ (text database) সাধারণতঃ প্রাথমিক উৎস হিসাবে মূল পাঠের যে কোনো অংশে সন্ধান করা যেতে পারে। একটি বিরাট আকারে সংরক্ষিত তথ্যের বিশালতাকে উপেক্ষা করে যে কোনো অংশে আর সময়ে পাঠককে পৌঁছে দিতে পারে। এইরূপ উপাত্তকোষের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় VU/TEXT বা DATA TIMES I VU/TEXT, VU/TEXT INFORMATION SERVICES, INC. Philadelphia) আভীর স্তরে কম্পিউটারের মাধ্যমে সরাসরি তথ্য বিতরণ করে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আভীর এবং আঞ্চলিক পত্রিকার মূল পাঠ পাওয়া সম্ভব।

Numeric database বা সংখ্যামূলক উপাত্তকোষগুলি মূলতঃ পরিসংখ্যানমূলক ও সমীক্ষামূলক তথ্য পরিবেশন করে। যে সকল সংস্থাগুলি গ্রন্থাগারমূলক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে, তার মধ্যে A.L.A., Association of Research Libraries, R. R. Bowker & Co. ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাসহাবিক ভগ্নে এই ধরনের সংখ্যামূলক উপাত্তকোষগুলি গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছে সহজলভ্য নয়।

৪ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান এবং উপাত্তকোষ :

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে উৎসমূলক উপাত্তকোষ অপেক্ষা নির্ধেয়মূলক উপাত্তকোষের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে গ্রন্থাক্ষর কম্পিউটার যোগাযোগ বা On line এর মাধ্যমে উৎসমূলক উপাত্তকোষের ব্যবহার অল্প উপাত্তকোষ অপেক্ষা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ উৎসমূলক উপাত্তকোষ অপেক্ষাকৃত জটিল এবং এর প্রয়োগও ব্যয়সাপেক্ষ।

Numeric বা সংখ্যামূলক এবং textual numeric উপাত্তকোষের ব্যবহার তথ্যবিজ্ঞানে দুইই অল্প। মূলতঃ পরিসংখ্যানমূলক কাজে সমতা না থাকাই এর কারণ।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮৬ এই কারণে বছরে ইলেকট্রনিক উপাত্তকোষের সংখ্যা প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। On-line উপাত্তকোষ যোগানকারী উল্লেখযোগ্য vendor গুলি হলোঃ BRS, DIALOG Information Services, Inc, Mead Data Central, Inc. প্রভৃতি। Vendor-দের কাজ হলো database বা উপাত্তকোষ যোগান দেওয়া, Software অংশদান, সাহায্য করা। দূর যোগাযোগ ব্যবস্থার (telecommunication) মাধ্যমে উপাত্তকোষ-গুলির সঙ্গে অংশদানকারী যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। যেমন Library Association Publishing, LISA (Library and Information Science Abstract) প্রস্তুত করছে। কিন্তু এই উপাত্তকোষের সঙ্গে Online এ যোগাযোগ স্থাপিত হবে DIALOG বা Orbit Information Technologies ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিছু পেশার প্রচলন বা প্রস্তুতকারী আছে যারা তাদের নিজেদের উপাত্তকোষ নিজেদেরই বিতরণ করে থাকে। যেমন H. W. Wilson Co. Library Literature প্রস্তুত করে এবং এই সংস্থা তাদের Wilson line ব্যবস্থার মাধ্যমে এই database গুলির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে থাকে।

৫ তথ্যবিজ্ঞান ও তথ্যবিজ্ঞান :

ইলেকট্রনিক শিল্পে পরিবর্তন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

Disk storage বা ডিস্ক স্টোরেজ শিল্পে অন্তর্ভুক্ত অবদান Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM)। এই disk এর স্টোরেজ ধারণক্ষমতা বা storage capacity অনেক বেশী। এই disk বড় কম্পিউটার বা mainframe থেকে ছোট কম্পিউটারেও ব্যবহার করা যায়। এর পরিধি (diameter) 4.72 ইঞ্চি কিন্তু প্রায় ২০০,০০০ পাতায় তথ্য এখানে নথ্য করা সম্ভব। তথ্য laser দিয়ে

পাকাপাকিভাবে দেখা হয় এবং এর নামের কথা দিয়ে ইঙ্গিত দাখলে যে এখান থেকে তথ্য উদ্ধৃত্য লড়া যায়। বর্তমানে উপাত্তকোষ প্রস্তুতকারীদের (database producers) মধ্যে CD ROM মাধ্যমে উপাত্তকোষ বিতরণ করার দিকে যৌক দেখা যায়।

বর্তমান গবেষণার এক অগ্রতম দিক 'Expert system'। উদ্দেশ্য—কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে ব্যক্তি যলন্ত যুক্তিপর্য অস্তিত্বতার প্রয়োজন মেটানো। এই বিশেষ ব্যবহারের মধ্যে থাকে কোনো বিষয়ে knowledge বা বিশেষ ভাবে প্রস্তুত জ্ঞান ভাণ্ডার; সেই ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনমত জ্ঞানাবরণের কিছু নিয়মাবলী। চিকিৎসাশাস্ত্রে, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানে ও আইনশাস্ত্রে expert system এর কিছু ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে on-line উপাত্তকোষ ব্যবহারের অগ্রতম অম্বিধা ব্যবহারকাটির প্রম unstructured, non-standard ভাষার থাকলে তথ্যোদ্ধার সম্ভব হয় না। আশা করা যায় তবিত্তে Expert system এর মাধ্যমে এই অম্বিধা দূর করা সম্ভব।

ব্যবহারকাটির তার নিজস্ব কম্পিউটার ব্যক্তিবেকেই কম্পিউটার database ব উপাত্তকোষ তথ্যে অস্তিগমন করতে পারে television এর সাহায্যে। এই ধরণের ব্যবহারকে teletext বাবস্থা বলা হয়। এই ব্যবহার সাধারণ television অগ্রষ্ঠানবুটীর লক্ষে উপাত্তকোষের হাজার হাজার পৃষ্ঠার তথ্য পঠানো: (broadcast) হচ্ছে। Television সেট এই তথ্য ধরতে পারে একটি বিশেষ adapter এর সাহায্যে। ব্যবহারকাটির ছোট Control unit এর মাধ্যমে

পছন্দমত পৃষ্ঠা নির্বাচন করতে পারেন এবং T.V. screen ব; পর্দায় নির্বাচিত পৃষ্ঠা দেখতে পারেন এবং এই ভাবে পৃষ্ঠা বদল করতে পারেন। তারতম্যের মত উন্নয়নশীল মেগে, যেখানে প্রচুর কম্পিউটার মাধ্য লক্ষ্যব নর, তবিত্তে এই ধরণের ব্যবহা অস্তিত্ব কমগ্রহ হব।

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES :

- 1 Encyclopedia of information systems and services 9th ed. 1989.
- 2 Gopinath, M. A.
Impact of information technology on scientific and scholarly publishing (current trends in information sources and communication media. 1984, DRTC Refresher seminar ; 15)
- 3 Hunt, Roger & Shelley, John.
Computers and commonsense. 4th ed 1988.
- 4 Hunter, E. J. & Bakewell, K. G. B.
Cataloguing. 2nd ed. 1983
- 5 Lee, J. M., Whitely, W. P. & Hafner, A. W. Electronic publishing in library and information science (Lib. Trends, Spring 1988 ; 673. 693)

শতবর্ষে পদার্পিত বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী

শীঘ্র কান্তি সিংহ

চন্দনগর, হুগলী

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার স্থাপন প্রথমেই বাঁশবেড়িয়া এখানে- সেখানে ইতিহাসে আছে কিছু ব্যক্তি বাঁশবেড়িয়া প্রচেষ্টা ও বনী বাঁশবেড়িয়া বিদ্যায় পড়ে উঠেছিল কিছু গ্রন্থাগার। কিন্তু এই বাঁশবেড়িয়া বেনী বাঁশবেড়িয়া পাঠাগারই বনী-অর্থ, পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকের লগ্যার বনীমান হয়ে আসেতখনই থেকেছিল। কিন্তু লগ্যারের আদর্শ একটা পাঠাগারের চিত্র এটা হতে পারে না। পাঠাগার হয়ে লগ্যার বাঁশবেড়িয়া গ্রন্থাগার উদ্ভূত পত্রিকা উপাদান গৃহ। যেখানে বাঁশবেড়িয়া পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকের জ্ঞান ভাণ্ডারে নিবীড় অর্থের কবে, নিজেকে "বনের মধ্যে এক" করে তুলে মানব কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করার পথ পাঠে—বাঁশবেড়িয়া পাঠাগার লগ্যার এই উপলব্ধি বাঁশবেড়িয়া গ্রন্থাগার যে ক-জন বাঁশবেড়িয়া করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাঁশবেড়িয়া বাঁশবেড়িয়া পাঠাগারের স্থাপন মূল্যেই যে বাঁশবেড়িয়া, তিনকড়ি বস্ত্র ও অমূল্যবন স্থাপনাধ্যায় ছিলেন অন্ততম। এই তিন মূল্যবান অতি হয়ে পড়ে ওঠা বাঁশবেড়িয়া বাঁশবেড়িয়া পাঠাগার আজ শতবর্ষে পদার্পিত।

শতবর্ষের আলোকে এই পাঠাগার লগ্যার লিখতে বলে তার অতীত ইতিহাসের কথা বলতেই হবে। জন্ম-লগ্যার থেকেই এই পাঠাগারের এবং বছরের জীবনে এসেছে নানা ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান। নানা বছরতার পথ বেয়ে আজকের বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী।

সেটা ১৮৯১ লগ্যার। যাত্রা ১২ জন লগ্যার ও ১২০টা বই নিয়ে পাঠাগারের বাঁশবেড়িয়া স্থানীয় বাঁশবেড়িয়া গৃহে। বাঁশবেড়িয়া পাঠাগারের বাঁশবেড়িয়া গ্রন্থাগার ছিলেন জুয়েল মুখোপাধ্যায়, লগ্যার মুখোপাধ্যায় ও মূল্যেই যে বাঁশবেড়িয়া

মহাপ্রেরণের হাঃ। কিন্তু সে বাঁশবেড়িয়া বাঁশবেড়িয়া দেই লগ্যার বাঁশবেড়িয়া পাঠাগারের অর্থ-বিশেষতঃ মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর প্রতীক পত্র-বিশেষতঃ হাঃ ও একে বাঁশবেড়িয়া বাঁশবেড়িয়া উদ্ভোক্তাঃ ছিলেন পুত্র-প্রতিষ্ঠান। পাঠাগারের স্থাপন হয়ে গটেতে বাঁশবেড়িয়া হলেন। পাঠাগার বাঁশবেড়িয়া গৃহ থেকে পড়বাঁশবেড়িয়া বিভাগের উঠে এসে। কিন্তু সেখানেও বেনী-বিন পাঠাগার চালানো লগ্যার হইনি স্থানান্তরের লগ্যার। ১৯১১ লগ্যার পুনঃপ্রাথমিক গৃহে প্রত্যাবর্তন। পাঠাগার গ্রন্থাগার লগ্যার ও উদ্ভোক্তাঃ লগ্যার হয়ে পরিচালকবৃন্দ সামগ্রিকভাবে পাঠাগারের বই, পত্র-পত্রিকা বাঁশবেড়িয়া হাঃ ইংল্যান্ডী বিভাগের তত্ত্বাবধানে রেখে ছিলেন। কিন্তু এই সময়েই এক ঝাঁক উদ্ভোক্তাঃ হাঃ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটিলো। হাঃের অর্থঃ উদ্ভোক্তাঃ বিভাগের তত্ত্বাবধানেই চালু হল পাঠাগার। বেনী নতুন প্রাণের স্পর্শ। ঐ তরুণ উদ্ভোক্তাঃ হাঃের অন্ততম ছিলেন মূল্যেই বস্ত্র, তিনকড়ি বস্ত্র ও অমূল্যবন মুখোপাধ্যায়। ওনারাই পাঠাগারে নিয়ে এসেন স্থানীয় বাঁশবেড়িয়া লগ্যার, শিক্ষা-বস্ত্রী হাঃের মূল্যেই যে বাঁশবেড়িয়া। এর পর আর পাঠাগারকে পেছনের দিকে তাকাতে হয়নি। তিন মূল্যবান হাঃের ভগ্ন করে মূল্যবান পাঠাগারকে এগিয়ে নিয়ে চললেন বস্ত্র-বস্ত্রাবে। ১৯২০ লগ্যার পাঠাগার বেজিপ্রকৃত হল। মূল্যবান ইতিহাসেই স্থানীয় বাঁশবেড়িয়া হাঃের কাছে 'লাইব্রেরী-বাঁশবেড়িয়া' নামে পরিচিত হয়ে উঠলেন। সর্বত্র প্রচার করতে লাগলেন পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা। পাঠাগার চলে এসে লগ্যার হাঃের হাঃ। নিজের অজান্তেই তিনি হয়ে উঠলেন গ্রন্থাগার আলোদানের শীর্ষনেতা, অন্ততম জনক।

বাংলাদেশের বিধবৃত্তনীকনের সাহিত্য শেত সানীর মতগেয়া। একে একে এসেছেন পরংমুখ, জগদর সেন, গোপাল হালদার, তরোপকর, ক্ষিত্রমোহন সেন, জগদীশ, এল. আর. বসুনাথন প্রমুখ বিশিষ্ট জ্ঞেয়া।

১৯০১ সালে পাঠাগারের উন্মোকে লক্ষ্যহানাদী ববীক্স জন্ম পতবাবিতীর অগ্রহান এখনও অগ্রগীত হয়ে আছে এগাকার বাহুবের মাঝে। এই সময়ে 'কবি প্রণাম' নামে একটি মূল্যবান স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়ে পাঠাগারের কর্তব্যাক্রমে ছিলেন বিজয় কর্তব্য, অমিয় কুমার, লক্ষ্যনাথায়ন শেঠ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ববীক্সজন্মের কারণে এগাকার বাহুবরনের সন্তকর আর্থিক সাহায্যে পাঠাগার তখনের এক্সটেন্শন করা হয়।

এপের বাটের কনকের ব্যাক্যাক সন্মগ্রপশ্চিমবাংলার বাজেনৈতিক অগ্রিকতার প্রকোপ এই পাঠাগারেও এসে লাগে। পাঠাগারের অগ্রগতি তত্ত্ব হয়ে গেল, সঠিক পড়িচালনা, অর্থের অভাব ও অন্ত্রাত্ত বহুবির কারণে। পাঠক সংখ্যা, পত্র পড়িকার সংখ্যা কমতে লাগলো। বন্ধ হয়ে গেল সাংস্কৃতিক অগ্রহান, বন্ধনাবেশকের অভাবে বেশ কিছু ছাত্রাণা মূল্যবান ও পড়িকা নষ্ট ও চুরি হয়ে গেল। ঐতিহ্যের এই পাঠাগার মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌছলো। কিন্তু আদরের ধন এই পাঠাগার ব্যক্তির নিঃস্বাস-প্রশ্বাসে জড়িত, তাঁরা এসিয়ে এলেন পাঠাগারকে বাচাতে। এর মধ্যে পশ্চিমবাংলার বাজেনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন যাটেছে। বহুবিরের এককলীর কল্যাণী শালনের অবস্থান বটেছে। কমতার এসেছে প্রচুর জনসমর্থন নিয়ে বায়ক্রেট সরকার। বায়ক্রেট সরকার কমতার এসেই শিক্যকে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা ঘোষণা করলেন। তাইই মলক্ৰতি গ্রন্থাগার আইন। গ্রন্থাগারের জন্ত পুথক

মন্তব, পুথক মন্তব নিম্নোপ কুমার মুনীক্স কেশকায়ের মন্তব ব্যক্তবে কল নিল। মৃতপ্রায় পাঠাগারগুলো ঘেন এক কলক কথিণা হাওয়ার প্রাণ সিরে গেল। লককায়ের হাতে তুলে দেওয়া হল পাঠাগারকে। বাশনোড়িহা পারলিক লাইব্রেরী তার অভীত সৌরককে ব্যক্তির সাখার পথের লক্ষ্যন গেল। লককায়ী অগ্রিক্রহণের পথেই এককালীন ১ লক্ষ ২ হাজার টাকার অগ্রহান পাওয়া গেল।

ঘিটলে একটা বিশাল ঘর নির্মান করা হল। লক্ষ্যর হল পাঠাগারের জর্গি গৃহ। নতুন নতুন আদ্যাবশর আনা হল। পুথক লক্ষ্যর ক্ষুত্র বাড়তে লাগলো। বাড়তে লাগলো সদস্য সংখ্যা। নতুন করে লক্ষ্যনো হল শিক্তিবিশার। জনসংগিরে উঠলো এই পাঠাগার। আবার পাঠাগার হয়ে উঠলো সাহিত্য-লক্ষ্যতির চর্চাকেন্দ্র। সাংস্কৃতিক প্রজিযোশিতা, সাহিত্যলতা শুক কল নিরমিত। একে একে এলেন নারায়ণ সান্ত্বাল, নবনীতা দেবসেন, অভীত বক্ষোপাধ্যায়, সৌরাক ভৌমিক, লকীব চট্টোপাধ্যায়, হনীল লকোপাধ্যায়। এলেন ছাত্রা বেরা, প্রবীর, বায়কৌমুদী, কুমার হানসন্তর প্রমুখ।

১৯২০ সালের এই বে শুক হল পাঠাগারের সৌরকময় লকবধ উৎসাপন অগ্রহান। উৎসাবন করলেন জ্ঞ হারকেন মুখোপাধ্যায়। লকবর্কের অগ্রকরণ অগ্রকিত হল জ্ঞো বিজ্ঞান সেলা, জ্ঞো 'হাইক প্রজিযোশিতা এবং ১৯২০-২১ সালের জ্ঞো প্রথমগণ।

বে পাঠাগারের জন্ম হয়েছিল ১৮৯১ সালের এই বে একটি ছোট ঘরে ১২২ টা বই নিয়ে, সেই পাঠাগার আজ কুল-কলে পল্লবিত মরীকহ হয়ে কেশর গ্রন্থাগার আদ্যোলনের অগ্রকম লকহানে পরিণত।

ঐশ্ব্যাগারিক দিবস উদ্‌যাপন

অধ্যাপক শিৱাগী ৱাহাণুত ৱহনাথনের জন্মদিন

উপলক্ষ্যে ‘ঐশ্ব্যাগারিক দিবস’ এবাৰ পালিত হল বিগত ১৮ আগষ্ট, ১৯৯১ তারিখে ৱাহা ৱাহাৰন ৱাহ লাইৱেটী কাউণ্ডেশ্যানের কনফাৰেন্স ৱমে, বক্টাৰ ঐশ্ব্যাগাৰ পৱিষহ, ইশ্ব্যালিক ও কাউণ্ডেশ্যানের ঐশ্ব্য উত্তোণে অহুটিত এক ৱনোজ আলোচনাচক্ৰে ৱাধ্যাৰে। আলোচনাচক্ৰে বিষয় ছিল : “আজকের প্রেক্ষিতে ডঃ এন. আর. ৱহনাথন”। তাত্ৱিক ঐশ্ব্যাগাৰকৰ্ম্মীৰ অংগ্ৰহণে সৰ্ব্বত্ৰ ঐই আলোচনাচক্ৰে উত্ৰাধন অধিবেশনে সতাপতিত্ব করেন বক্টাৰ ঐশ্ব্যাগাৰ পৱিষহে সতাপতি প্রবীণ ঐশ্ব্যাগাৰিক ঐবিজ্ঞানাপ মুখোপাধ্যায়। আলোচনাচক্ৰে উত্ৰাধন করেন বিশিষ্ট ঐশ্ব্যাগাৰিক ঐ কণিভূষণ ৱাহ। সঙ্গঠকৰে পক্ষে ৱাহা ৱাহমোহন ৱাহ লাইৱেটী কাউণ্ডেশ্যানের অধিকতা ঐ বি. পি. ডুৱা ৱাগত তাৰণ ৱেন। ইশ্ব্যালিকেৰ সন্পাধক ঐ নৌৱেন্দ্ৰমোহন গুপ্তোপাধ্যায় ‘ঐশ্ব্যাগাৰিক দিবস’ পালনেৰ গুণৰ্ণ ৱাধ্যা করেন। সতাপতিত্ব সন্ধিষ্ট তাৰণে ঐবিজ্ঞানাপ মুখোপাধ্যায় ঐশ্ব্যাগাৰ বৃত্তিকে এক বৈজ্ঞানিক তিত্তিৰ তিত্তিৰ উপর প্রতিষ্ঠিত এক সামাজিক উশ্ব্যোগিতাৰ ৱে উৱীত কৱাৰ ক্ৰেত্ৰে, সাৱা ৱেনে ঐশ্ব্যাগাৰ আইন লগ্ৰণে সেক্ষত্ৰৱানে ও পন্তিৰকৰে ঐশ্ব্যাগাৰ আকোলনে ৱাধ্যাপক ৱহনাথনের বিশিষ্ট তুৰিকা ও শুকত্ৰপূৰ্ণ অৱদানেৰ ৱা উল্লেখ করেন। বক্টাৰ ঐশ্ব্যাগাৰ পৱিষহেৰ কৰ্ম্মচিৰ ঐগামত্ৰক সাহা সকলকে ৱহৰাধ জানান।

আলোচনাচক্ৰে দুটি অধিবেশনই পৱিচালনা করেন

ঐ এন. এম. তুলকানি।

প্রথম অধিবেশনের প্রথম বক্তা ঐইচ. এন. আনন্দৱাহ ছাত্ৰ ৱিচাৰে তাঁৰ অতিজ্ঞতাৰ নিৰিখে শ্ৰুতি চাৰণাৰ ৱাধ্যাৰে “শিক্ষক ৱহনাথন” বিষয়ে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় বক্তা ঐ কণিভূষণ ৱাহ ঐশ্ব্যাগাৰ বিজ্ঞানের শুকগত ক্ৰেত্ৰে, বিশেষতঃ ঐশ্ব্যগণীকরণে ডঃ ৱহনাথনের ৱিপুল অৱদানের উপর আলোচনা করেন এবং কোলন বক্টীকরণেৰ শ্ৰু ধাৰণা সমুহকে ৱাধ্যা ও বগ্টীকরণ তালিকা ৱিচাৰে কোলনের বিশিষ্ট সত্ৰাবনা আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথম বক্তা ঐ ৱহলপ্রাধ ৱিহেৰ আলোচ্য বিষয় ছিল “তথ্য ৱিহেৰণেৰ পৱিপ্রেক্ষিতে ঐশ্ব্যাগাৰ বিজ্ঞানের পকম স্তত্ৰেৰ প্রাদিক্ততা” এবং দ্বিতীয় বক্তা ঐবিজ্ঞানাপ মুখোপাধ্যায়েৰ আলোচ্য ছিল “ঐশ্ব্য স্তীকরণে ডঃ ৱহনাথনের অৱদান।” আলোচনাৰ অংগ্ৰহণ করেন সৰ্বঐ ৱিহল ৱ্যানাজী, স্ত্ৰীৰ সেন, সৌৱেন্দ্ৰ মোহন গুপ্তোপাধ্যায়, ৱিধান অধিকতা, অমনাং সেনগুপ্ত, কণিভূষণ ৱাহ, ঐইচ. এন. আনন্দৱাহ এবং প্রবীৰ ৱাহ-চৌধুৰী। আলোচনাচক্ৰে পৱিচালক ঐ এন. এম. তুলকানি তাঁৰ সন্মাপ্তি তাৰণে বলেন, ঐই অহুঠান বৰ্ধকালীন ৱিভিন্ন কৰ্ম্মহট্টাৰ স্ত্ৰনা এবং অধ্যাপক ৱহনাথনের চিত্তা ও আধৰ্ণ ত্ৰপাৰণে অনেক কৰ্ম্মণীৰ ৱয়েছে। দুটি অধিবেশনে প্রতিবেদক ছিলেন ৱহাক্ৰমে ঐী স্ত্ৰীৰ সেন ও ঐীপ্রবানল জানা। ঐী ৱিহণ স্ত্ৰাৰ হুত ৱহৰাধ জাপন করেন।

প্রতিবেদক : অজয় কুমার ঘোষ

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal regd. No. WB/CC-145
Regd. No. R. N. 2674-47

Volume 41 : No. 6

September-October 1991

Contents

Two issues : Problems, analysis, debate and Solution (Editorial)	11
Bhaswati Chattopadhyay Government sponsored Libraries in Calcutta : a survey	119
Ratna Bandyopadhyay Computer and Publication	134
Piyush Kanit Sinha Hundred years of Banskheria Public Library	138
Librarians Day	141

12 MAR 1992

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal
Library Association, P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466
at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor : Pinakinath Mukhopadhyay

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৭

সম্পাদক : সিনাকীনাম মুখোপাধ্যায়

১৩৮, কার্তিক

মুঠা

পৃষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা ১৯৯১-৯২ (সম্পাদকীয়)	142
প্রমীলচন্দ্র বসু	
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃত (১) প্যারীচাঁদ মিত্র	143
স্বয়ংকৃত মাদব কুলকারী ও মিতালী চট্টোপাধ্যায়	
ঐতিহাসিক রাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্র	145
মিঃ চক্রবর্তী	
রবীন্দ্রচিন্তায় গ্রন্থাগার	150
ব্রতেনকুমার দাস	
ছদ্মনামে প্রভাতকুমার	152
বিখজিং দে	
সুকুমার রায়ের গ্রন্থাগার ভাবনা	157
পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মসমিতি	
বিশেষ সাধারণ সভা	158
প্রবীর বৃথচৌধুরী	
পুস্তক পর্যালোচনা	160
বিজ্ঞানাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৯-৯০ এর পরীক্ষার কলাফল	161
বাকি ও ব্যক্তিগত	161
পরিষদ ও কর্মসমিতি কথা	162
গ্রন্থাগার সংবাদ	162

প্রজ্ঞা গার

वर्कोय अङ्गाभास भविष्यत्स एवभ

ବର୍ଷ ୫୬, ନମ୍ବର ୧

ਸੰਪਾਦਕ : ਜਿਲਾਕੀਸ਼ਾਖ ਮੁਖਿਆਲਾਇਕ

১৩২৮, কাউন্সিল

मन्त्राधिकार

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা—১৯৯১-১৯৯২

হাজা নরকারের গ্রন্থাগার হলুর প্রতি বছরের যতো
এ বছরেও হাজা গ্রন্থমেদার আয়োজন করেছেন। এ বছরের
উজ্জ্বলযোগা বইনা হ'ল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিবেশা নকশা
প্রতিষ্ঠানগুলির দখিত বৌধ প্রচেষ্টার গ্রন্থমেদা নগ্নপ্রতি
করা। বৌধা বিগত হু'জিন বছর হয়ে উপেক্ষা করা
হয়েছে, বার জ্ঞত নক্সিত প্রতিষ্ঠানগুলি আদালতের নরকা-
পর হয়েছিল। কথারা এই নয় যে, নরকার ব'দি যনে
কয়েক তবে কি কোন গ্রন্থমেদা নগ্নপ্রতি করতে পারেন
না? নরকার যনে কয়েকই যে কোন মেদা নগ্নপ্রতি
কমতে পারেন। তবে নরকারী ইচ্ছা যানে তো জুযায়
একজন হ'লী, সোটা ছুয়েক আদাল ও কয়েকজন কেশারী
ইচ্ছাই নয়। গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিবেশার নগ্ন
জ্ঞতপ্রচেষ্টায়ে জ্ঞিত ব্যাপক কয়েক হাজারের ইচ্ছাই
নরকারী নরকারের হাযানে প্রতিকণিত হ'লী উচিত
এক জননগ্নের, প্রতিষ্ঠানগুলির দখিত অংগ্রহণের
হাযানেই দখল হতে পারে। তা নাহলে হাযানের হাযারো
একটা মেদার হত বিকল হতে হাযা। বিগত হু'জিন বছর
জাই হয়েছে।

বাইহোক চতুর্থ বায়ফট পরকায় নির্বাচিত হবার পূর্বে
 গ্রন্থাগার সম্পদের ট্রাক নজেছে এবং তুল ভায়ে নিয়ে
 বায়ফটের খোঁজের দীর্ঘ অন্বেষণে বকীর গ্রন্থাগার
 পরিচয়, পন্ডিতবাবুর সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মসমিতি,
 প্রকাশক ও পুস্তক বাণিজ্যী সমিতি, পুস্তকাত্মিক সেবক
 ও কলাকৃতি সমিতি, বকীর শাকুণ্ডলা গ্রন্থাগার সমিতি,
 পন্ডিতবাবু বিজ্ঞানসক, ও ছাত্রা পরকায়ের ওপা ও জন-
 লযোগ ইত্যাদি সমিতিগুলি এ বছরে গ্রন্থসেবা অর্জন
 হতে চলেছে। নতুন বইসক পঠনের সময় আসবে। বসে
 ছিলাম বাগলক বাগানের বনে নতুন প্রোগ্রাম সফল
 হয়েছে, সেটা আবার একবার প্রকাশিত হল। আসবে এ
 প্রোগ্রামকে সাধারণ জানাই।

এবার আসে হাতিঘরে পাল। তুম্বার নান্দ্যর জানালোই
 তত প্রোভৌ ফলবর্তী হ'তে পারে না। চাই নক্সির অংগপ্রাণ
 ও হাতিঘর পালন। দলল গ্রন্থ ও গ্রন্থাঙ্গারপ্রৌ মাহন,
 গ্রন্থাঙ্গারকর্মী এবং গ্রন্থাঙ্গার আবেশনের অত্যন্ত পরিকল্পনা
 নক্সির অংগপ্রাণ এবং নিজ নিজ হাতিঘর পালনের মাধ্যমে
 এই গ্রন্থদোহকে দীর্ঘকাল করে তোলায় আস্তান জানাখি।

বঙ্গে প্রস্ফাগার আন্দোলনের পথিকৃত

(১) প্যারীচাঁদ মিত্র

প্রাচীন চন্দ্র বসু

হামনাধারণ মিত্রের পুত্র প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন গুরু মণাধের পার্শ্বালায় পড়াশুনা করার পর পায়সী ভাষা শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শিক্ষার এই ব্যবস্থা বেশীদিন চলেনি। প্যারীচাঁদ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে মকল পরীক্ষার স্থাতিতর সাথে উত্তীর্ণ হ'য়ে নানা পুস্তক ও বুদ্ধি লাভ করেন। নিজের চেষ্টার ইংরেজী শিখতে নিজের বাড়ীতে একটি অধৈতনিক শিক্ষার স্থলে পরীক্ষার বালকদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর সহাধ্যায়ী বন্ধুগণও একাধে তাঁর সহযোগী ছিলেন। বহাখা ভেঙিত হেয়ার এবং জিয়ার্মিও এই বিভাগলের পরিদর্শক ছিলেন।

কলেজের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবার পর তিনি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। লাইব্রেরিটি ঐ বছরেই স্থাপিত হ'য়েছিল। লাইব্রেরিটি কিছুদিন এগদ্রানোতে স্থির নামে একজন শাহেবের বাড়ীতে ছিল। তারপর কিছুদিনের জন্য কোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাড়ীতে উঠে যায়। পরবর্তীকালে চর চার্লস মেটাকল্‌সের স্থতিতবন নির্মিত হলে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে উঠে আসে। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম লক্ষতার জন্য প্যারীচাঁদ ডেপুটি লাইব্রেরিয়ানের পদ থেকে একাধিকমে লাইব্রেরিয়ান, সেক্রেটারী ও কিউরেটরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

লাইব্রেরিয়ানের পদ লাভ করার পর প্যারীচাঁদ নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ ক'রতে ক্রমে নানা বিষয়ে গবেষণা ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন, এবং সংবাদ পত্রাধিতে লিখে তাঁর লব্ধ জ্ঞান লাহারণের মধ্যে বিতরণ ক'রতে থাকলেন। প্রথমে তাঁর বন্ধু হালিক কৃষ্ণ মল্লিকের সাথে একযোগে "জ্ঞানামেঘ" নামে

একটি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা ক'রতেন। পরে "বেঙ্গল স্পেইটর" নামে একটি সংবাদপত্র বার হ'লে তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। এ ছাড়া "বেঙ্গল হরকরা," "ইংলিশম্যান," "ক্যালকাটা" প্রভৃতিতে নিয়মিত লিখতেন।

একটি বিশেষ কাজের জন্য প্যারীচাঁদ বঙ্গ সাহিত্যে চিরমহাবীর হ'য়ে আছেন। সংস্কৃত অনতিজ্ঞ দিকিত ব্যক্তিরের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর ও অক্ষরকুমার হস্তের সংস্কৃত বহল বাঙলাভাষা অস্বাভাবিক কঠিন ও দুর্বোধ্য মনে হত। ১৮৪৭ অবধা ১৮৪৮ সালে "হালিক পত্রিকা" নামে একটি ক্ষুদ্র কলেবরের সাময়িক পত্রিকা প্যারীচাঁদ ও হাণানান্দ শিকদারের যুগ সম্পাদনার মধ্যে ছিল। ইহা লোক-প্রচলিত সহজ বাঙলায় লেখা হ'ত। এর কিছুদিন পরে টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হ'ল। প্যারীচাঁদই ছিলেন এই টেকচাঁদ ঠাকুর। হুদিনাধ মজুমদার প্রণীত "বিজয়কান্তি" ও টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" বঙ্গ সাহিত্যে এক নবযুগের সৃষ্টি ক'রল, এবং এই যুগের ভাষার নাম "আলালী ভাষা" হল। এই "আলালী ভাষার" সৃষ্টি থেকে বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি কিংগে গেল। অতঃপর প্যারীচাঁদ "অন্তরী", "সংকীর্ণ", "বাসাবোদিনি", "কামগতিক", "অধ্যাত্তিতা" প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাঙলা প্রে প্রণয়ন করেন। কিন্তু ঐ সব প্রে "আলালী ভাষা" ব্যবহার করেন নি, বরং বাক্সী ভাষাই ব্যবহার ক'রেন।

তিনি ইংরেজীতে ভেঙিত হেয়ার, হামকমল পেন ও প্রাচীন শাহেবের জীবন চরিত প্রণয়ন করেন।

বিবর কথ্যেও প্যারীচাঁদের লক্ষ্য ছিল। লাইব্রেরিয়ান থাকাকালে বন্ধু তাহারচরণ চন্দ্রবর্তীর সাথে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত

হ'য়ে তিনি নানাবিধ প্রযোজ্য আয়তনী ও বণ্যনীর কাজ করতেন। এই কার্যবাহরে অতিশ্রুত হ'লেও ভয়ানক হননি। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় চক্রবর্তী হুজুর পর নিজে দুই পুত্রকে আনীতায় ক'রে নিজে কারবার চালাতে থাকেন, এবং কারবারের মধ্যে উন্নতি হয়।

প্যারীচাঁদের সাহুতা ও লভ্যপহারণতার প্রতি ক'লকাতার বহির্ক সম্মতিবাহরে এমন বিবাদ জন্মেছিল যে তিনি একাধিকবার অনেকগুলি কোম্পানীর ডাইরেক্টরের পরে বৃত্ত হয়েছিলেন।

* বংশের হিত মানন সন্থেও তিনি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। যোঁবনে বালা হুহর বামগোপাল, বামতহ প্রমুখের সাথে মিলিত হ'য়ে “স্বাধারণ জ্ঞানার্জন সভার” লভ্যরূপে উৎসাহের সাথে কাজ করেছেন। প্রৌঢ়াবস্থা-তেও স্নোভাল নামক আলোচনামণ্ডল, এগ্রিহুটকালচারাল সোসাইটি, লভ্যক্রম নিবাহনী সভা (Society for Prevention of Cruelty to Animals) প্রভৃতি বহু সভা ও প্রতিষ্ঠানের লভ্য ছিলেন। জু মাধারণ লভ্য ছিলেন না, এই লভ্য সভা ও লভ্যটির উদ্দেশ্য সিদ্ধির লভ্য কাজ ও পরিচর্যও করতেন।

১৮৬৮ সালে প্যারীচাঁদ বংশের বার্ষিক সভার লভ্য মনোনীত হন। ঐ পরে দু'বছরের লভ্য অধিষ্ঠিত থেকে বংশের লভ্য মাধনের লভ্য স্বাস্থ্য চেষ্টা করেছিলেন।

লভ্যমণীর হুজুর পরে তিনি লভ্যে অনেকটা নিলিভ হ'য়ে পড়েন, এবং প্রভুভব চর্চায় মনোনিবেশ করেন।

কারণতঃ যে বিষয়ে তিনি মনোনিবেশ করতেন তখন সে বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ লভ্যকরে কাজ করতেন। তাঁর বৈবাহিক শিবচক্র বংশের সাথে যৌথভাবে প্রভুভব লভ্যে একটি প্রমুখ গ্রন্থন করেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে লখন বাহার প্রভুভব ও কর্ণেল এলবার্ট এম্পে এসেছিলেন, তখন তিনি . তাঁদের স্থাপিত বিমোদিতকাল সোসাইটিতে যোগ দেন, এবং ঐ সভার লভ্যলভ্য শাখার প্রধান পূত্র হ'য়ে দাঁড়ান। তখন লভ্য আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনার তাঁর লভ্যকর লভ্য উৎসাহ দেখা য়েত।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নিম্নলিখিত উদাহী যোগে আক্রান্ত হ'য়ে কিছু দিন যোগ ভোগের পর ঐ বছর ২৩শে নভেম্বর লভ্য বছর বয়সে প্যারীচাঁদ পরলোক গমন করেন।

প্যারীচাঁদের হুজুর পর তাঁর বংশীয় ও বিদেশীয় লভ্যলগ্ন এক সভার মিলিত হয়ে তাঁর প্রতিভার লভ্য লভ্য বাবস্থা গ্রহণ করেন। এক বাবস্থায় তাঁর একটি প্রতি-ভুতি বাখার সিদ্ধান্ত হয় এবং উদাহী লভ্যকাতার স্টেটকাল হলে লভ্যিত হয়েছিল। লভ্য একটি বাবস্থায় তাঁর একটি প্রভুর নিমিত্ত আর্থিক লভ্য লভ্যকাতার টাউন হলে স্থাপিত হয়।

উল্লেখ লভ্য :

ঐ প্রভু রচনার শিবনাথ শাস্ত্রী ভুতিত “সামন্ত লাহিড়ী ও উৎকালীন লভ্য লভ্য” প্রভের লাহায্য লভ্য হ'য়েছে। উল্লিখিত প্রভের ১০৩; ১৩৩-৪০, ১৪১, ১৪২, এবং ১৪৩ পৃষ্ঠা ভুতিত।



ঐশ্ব্যাগারিক রাজ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ঐশ্ব্যকান্ত মাধব কুলকারী ও ঐশ্ব্যতী মিত্রাণী চট্টোপাধ্যায়

(ঐশ্ব্যটিক সোসাইটী)

প্রাচ্যবিজ্ঞানচর্চার পুরোধা পুরুষ

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে প্রাচ্য বিজ্ঞানচর্চার পুরোধা পুরুষ। বাংলার নবজাগরণ যদিও ইউরোপীয় রেনেসান্স-এর স্রাব বিকৃত পরিণতি ছিল না। কিন্তু পুংকোত্তিমযুক্ত গবেষণা যা ভারতের বিকৃত মহান ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ ও চর্চার দ্বারা 'বিশ্বের অপর নার ভারত'-এর (Wonder that was India) পুনরাবিষ্কার-এর মাধ্যমে রূপ পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক চিন্তাধারার নিপড় থেকে মুক্ত হয়ে ভারতীয় ধারাকে সংগঠিত করার মাধ্যমে ভারতীয় মনীষার বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠাত হন। এই মহান ব্রতসাধনে অন্ততম পুরোধাপুরুষ ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

শিশুকুল পরিচর

বেলেঘাটা অঞ্চলে রাজাবাহাদুর শীতাব্দে বাস করতেন। কান্ধি থেকে তিনি নানা দুঃস্বাপা পুঁথি সংগ্রহ করে নিজের বাড়ীতে এনেছিলেন। তাঁর ছেলে বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনের ছেলে অনবন্ধ্যর (১৯২৬-১৮৬০) রাজেন্দ্রলালের পিতা। অনবন্ধ্যরের লেখাপড়ার ও নানা বিষয়ে অহুত্যাগ ও পাতিভ্য ছিল।

প্রতিভুল ছাত্র জীবন

রাজেন্দ্রলালের জন্ম ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী। রাজেন্দ্রলাল তৃতীয় পুত্র। তিনি বাংলা ও কারদি বর্মালী আয়ত্ত করলেন। তারপর কলকাতায় বাংলা ভাষা শিখলেন ডিন বহর। আট বছর বয়সে ইংরেজি ভাষা শিখতে শুরু করেন। তিনি বাংলা, উর্দু, কারদি, ইংরাজী, সংস্কৃত ও কার্দিয়ভাষা শিখা করেন। রাজেন্দ্রলাল ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে

বেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন ও রূপোর মোস্তা ও পকাশ ঢাকা পুংকায় পান। যারকানাথ ঠাকুর নিজের খচচার চিকিৎসাশিক্ষা শেখার জন্য বিলেত পাঠাতে চাইলেও প্রাতি-হাত হওয়ার ভয়ে পিতা রাজেন্দ্রলালকে বিলেত যাওয়ার অহুতি দিলেন না। বেডিক্যাল কলেজে কিছু ছাত্র অষ্টার কাম করেছিলেন। রাজেন্দ্রলালকে মাঝা দিতে বলা হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল রাজী না হওয়ার কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন (১২ মে, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ)।

বেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে রাজেন্দ্রলাল আইনচর্চার মনোযোগী হলেন। আইন পরীক্ষার জন্য প্রচুর পরিচর করলেও প্রথম ফাস হয়ে যাওয়ার আইনপরীক্ষা বাতিল হয়ে গেল। পর পর দুবার পড়াশোনার বাধা পেয়ে তিনি আর পরীক্ষার বসলেন না।

ঐশ্ব্যটিক সোসাইটী ও রাজেন্দ্রলাল

ঐশ্ব্যটিক সোসাইটী ভারতবিজ্ঞান গবেষণাক্ষেত্রে প্রথম ও প্রাচীন গবেষণাসংস্থা (১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত)। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐশ্ব্যটিক সোসাইটীর প্রাথমিক রূপে তাঁর প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। প্রাথমিকরূপে তাঁর কর্মজীবন আলোচ্য বিষয়। তিনি ১৮৪৬-এর ৪ই নভেম্বর মাসিক ১০০ টাকা বেতনে প্রাথমিক ও সহ-মতি হিসাবে কাজ শুরু করেন ও ১৮৪৬-এর ৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। একাধারে বিজ্ঞান ও বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানে তাঁকে ভারতবিজ্ঞান জ্ঞানজাগারের উদ্যোগের ক্ষেত্রে ও সকল প্রাথমিক হতে সাহায্য করেছিল।

ঐশ্ব্যটিক সোসাইটীর প্রাথমিকের সবচেয়ে প্রাথমিক তাঁর প্রাচ্যবিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কাজে সহায়ক হয়েছিল।

ডিসিও অক্সফোর্ডের সেই সংগ্রহকে পুস্তক ও পুঁথি সংগ্রহের মাধ্যমে সম্বন্ধিত করেছিলেন। তিনি একাধারে গ্রন্থাগারের সংগ্রহক, রক্ষক, জ্ঞানের পরিবেশক ও উৎসাহী পাঠক ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এনিরাটিক সোসাইটীর প্রথম ভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন।

পুঁথি সংগ্রহক

সম্ভূত পুঁথি সংগ্রহে দ্রুতী হয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৩১৫৬ সংখ্যক পুঁথি সংগ্রহ ও পটীকা করতে লক্ষ্য করেছিলেন। ১৮৭০-৮০ সালে ২ খণ্ডে প্রকাশিত "Notice of Sanskrit Manuscripts"-এ তিনি এই পুঁথির বিবরণ দিয়েছেন। পুঁথি সংগ্রহ ও অপ্রকাশিত পুস্তক সম্পাদনাকার্যে তিনি পুরোধা পুরুষ। যাই যেনপরিবহন ব্যবহার পূর্ববর্তী যুগে এই কাজে দ্রুতী হয়ে পোশকটৌ দীর্ঘপথ অতিক্রম করা খুব সহজ কাজ ছিল না।

গ্রন্থতালিকা প্রকাশ ও মূল্যবান গ্রন্থাবির সংগ্রাহক

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এনিরাটিক সোসাইটীর ইউরোপীয় পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড গ্রন্থতালিকা (Catalogue) প্রস্তুত করেন যাতে ৭০০০-এর বেশী সংখ্যক পুস্তকের বীভিষ্মত তালিকা প্রকাশিত হয়। এই তৃতীয় খণ্ড পুস্তকসূচীতে প্রায় ৩০০০ পুস্তক বিত্তীয় খণ্ডের তালিকার সঙ্গে সংযোজিত হয়। তিনি কোনো গ্রন্থের লক্ষ্য খণ্ড সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি সোসাইটীর গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সম্পূর্ণ খণ্ডাবলী (Whole set of a book) সংগ্রহ করেছিলেন। তৎকালীন ইউরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাতভার লক্ষ্য সংগ্রহযোগ্য বিবরণ (Transactions of learned bodies) গ্রন্থাগারে একত্রিত করেছিলেন। তিনি বিজ্ঞান ও প্রাচ্যবিদ্যাদেশবৃত্তী উচ্চমানের আকরগ্রন্থের সংগ্রহে যত্ন দিয়েছিলেন। এইভাবে প্রায় ৭০,০০০ পুস্তক লক্ষ্য এই গ্রন্থসংগ্রহ লক্ষ্যভা: ভারতের মধ্যে অগ্রণী ব্যবহার হাবী

হাখত। রাজেন্দ্রলাল এই সংগ্রহের সম্পূর্ণ সূচী প্রস্তুত করণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এক্ষণে এই জাতীয় সূচী-ই সংগ্রহের সঙ্গে পাঠকের যোগাধান করে সহজলভ্য করে তুলতে পারে। তাই তিনি এই সূচী প্রস্তুতকরণের সময়সাধারণ ও দ্রুতহ কাজে নিয়োজিত গ্রন্থ করেছিলেন।

সম্ভূত পুঁথির একটি সম্বন্ধিত সূচী প্রস্তুতকরণের প্রস্তুতি পূর্বে অচ্যুত হওয়ার রাজেন্দ্রলালের পূর্বসূরী এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অবসর গ্রহণের সঙ্গে এই গুরুদায়িত্ব রাজেন্দ্রলালের কাছে আরোপিত হয় ও তিনি আগ্রহসহকারে এই কাজ শেষ করার যত্ন নেন। গ্রন্থাগারের সম্ভূত ব্যাকরণের লক্ষ্য পুঁথির বিস্তৃত সূচী (descriptive catalogue) রাজেন্দ্রলালের অক্সফোর্ডের শেষ হয়।

গ্রন্থপঞ্জী চেষ্টনা

তিনি সেই যুগেও গ্রন্থপঞ্জীর (Bibliography) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন যখন এই জাতীয় কাজ প্রকৃতই বিরল ছিল। কিন্তু অল্প কালে ব্যত ব্যাকর তিনি এই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেননি ও শেষ পর্যন্ত এই ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সারাগংশসহ গ্রন্থসূচীর পরিকল্পনা

এনিরাটিক সোসাইটী সেই সময়কার ভারতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর সারাগংশসহ (With abstract) সূচী প্রস্তুতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মূল্যবান পুস্তকের বিবরণ নির্দেশসহ, সেই পুস্তকের ক্ষেত্রে নির্দেশ করে উত্তরযোগ্য জ্ঞানের সারাগংশসহ ঐ পুস্তকের বিবরণ সম্পর্কিত অক্সফোর্ডের প্রস্তুতিও আলোচনাপাত করা হবে বিবরণ হয়। ইহাও বিবরণ হয় যে এই প্রসঙ্গে লেখকের সমকালীন ইতিহাসও আলোচিত হবে।

পুঁথি সূচীপ্রস্তুতিকল্পে পথিকৃত

পুঁথির সূচী প্রস্তুতকরণের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্বলক্ষ্য পুঁথি সূচীর জন্য লক্ষ্যকার বৈক অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল।

কিন্তু রাজেন্দ্রলাল এই কার্যক্রমের ভাব গ্রহণ করে এই দায়বদ্ধতাকে যেরকম ভিত্তি প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়েছিলেন। এই দায়বদ্ধতার প্রকৃত উপযোগিতা সাধনের জন্য তিনি আরও দুটি পদ্ধতি যোগ করতে চেয়েছিলেন। একটিতে পুঁথির প্রায় ভিত্তিক-নবায়ন ও আর একটিতে পুঁথির শেষের অংশ যাতে গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে। সংকৃত গ্রন্থের আখ্যায়িকার সমতা (যেখানে একই আখ্যায়িক দুটি ভিন্ন গ্রন্থ) দৃষ্ট করতে সক্ষম ছিল এই সংযোজন। তিনি এই সংযোজনের প্রতি দায়বদ্ধতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন যাতে এই গ্রন্থটী সার্বজনীনতা ও তথ্যের প্রতি আদৌকম্পাত করতে সক্ষম হয়। তিনি প্রথমে “ব্রাহ্মণ” পরে “উপনিষদ” ও “সূত্র”-এর সম্পাদনা করার পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাপটোইন যে অংশ পঞ্চাশ মহাভারতের সম্পাদনা করেছিলেন তার পর থেকে মহাভারত সম্পাদনা করতে চেয়েছিলেন।

তিনি সংকৃত পুঁথি সম্পাদনার ৬টি ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা বাছনীর বলে মনে করতেন। বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ—(১) বাক্য, (২) পদের অবস্থানগত অর্থ, বৈশিষ্ট্য (Juxtaposition of the terms), (৩) পদ, (৪) বানান, (৫) ব্যাকরণ সম্বন্ধ রূপ (Grammatical form), (৬) ছন্দ।

রাজেন্দ্রলাল বিদ্রোহ ভারতীয় বিবরণ পুঁথি সম্পাদনা ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive catalogue) প্রস্তুত করতে পুঁথির বলা হয়। সম্ভাব্য তথ্যসমূহকে ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত করে সূত্রায়িতভাবে সম্পাদনার কাজ তিনি যেভাবে পালন করেছেন তাতে গবেষকরা প্রকৃত পরিমানে লাভবান হয়েছেন। অসম্পাদিত গ্রন্থের প্রথম সম্পাদনার কৃত্রিম যদি কোনো ভ্রম থেকে থাকে তা পরীক্ষণযোগ্য ভাষার অপ্রভুততা থেকে ঘটেছে, কিন্তু তাঁর দেখানো পদ পরবর্তী গবেষকের সাহায্য করেছে। “Notices of Manuscript” গবেষকের কাছে অপ্রকাশিত পুঁথিতে প্রকাশিতভাবে সূত্রায়িত ছিল সেই রহস্য উন্মোচনের চাবিকাঠি ছিল। রাজেন্দ্রলাল গ্রন্থাগারিক হিসাবে

এই দায়বদ্ধ নিষ্ঠার দৃষ্টি পালন করেছিলেন।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রবন্ধ

রাজেন্দ্রলাল গবেষণামূলক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হয়েও সাধারণের গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। তিনি “গ্রামীণ গ্রন্থাগার” নামে প্রবন্ধ বিবিসার্ভ-সংগ্রহ মাসিকপত্রিকার ১ম খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এতে গ্রামের স্তরে তৃণমূলভিত্তিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবন্ধ রূপে তাঁকে চিনে নিতে ছুস হয় না। তিনি যে কোনো প্রকার তথ্যের আকর (Storage of information) রূপে বইকে চিহ্নিত করেছেন ও এই বই থেকে সকল জীবিকার সর্বস্তরের লোকই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে তা বলেছেন। অনেক উৎসাহ ব্যক্তি প্রয়োজনীয় বই-এর অভাবে ইতিহাস ও ভূগোল বা অন্যান্য জ্ঞানের পাখা অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকেন কিন্তু সকলের প্রচেষ্টায় যদি গ্রামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা যায় তাহলে এই অভাব দূর করা সম্ভব। গ্রামবাসী গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ পাঠ করে জ্ঞানের বৃত্তান্ত, সাহিত্যপাঠে মনের প্রসার, ইতিহাস, পঞ্চাশবিদ্যা পাঠ করে জ্ঞান-জ্যোতিতে জ্ঞানমান হতে পারেন ও তদুপরি স্বগ্রামের মঙ্গলোন্নতির উপায় এতদ্ব্যতিরিক্ত পরিচোধন চেষ্টা করতে পারেন। তিনি গ্রামবাসীকে আধুনিক তথ্যের বিষয়ে অবহিত (Current awareness) হতে বলেছেন। তৎকালীন ইংরাজ শাসনকর্তার সাধারণের বিচারের জন্য মধ্যে মধ্যে ভারী বিধি সকলের পাণ্ডুলেখ্য (Extract of the law to be formulated) প্রকাশ করতেন। তিনি সংবাদপত্রের সংকলন (Newspaper clipping) থেকে ঐ পাণ্ডুলেখ্য পাঠ করে ঐ সকল বিধির হিতাহিত বিচার করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। পাণ্ডুলেখ্যের বিধি গ্রামবাসীর অনিষ্টকর বোধ হলে রাজপুত্রবংশের নিকট তথ্যকে আবেদন করে নিবারণ-চেষ্টা করতে বলতেন। রাজেন্দ্রলালের এই সামগ্রিক দৃষ্টি গ্রন্থাগারিক রূপে তাঁকে লক্ষ্য করতে সাহায্য করেছে।

প্রাচ্যগানের অর্থনীতি

ভদ্রনাথ প্রাচ্যগান স্থাপনার প্রস্তাব দিয়ে কতক দিন, তিনি এই বিষয়ের অর্থনৈতিক দিকের কথাও চিন্তা করেছেন। তিনি বলেছেন প্রতি মাসে এক টাকা ব্যয় করলে পাঁচ বছরে একজন একপত্র গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেন। এক গ্রন্থের দ্রবণন বিবেচনাপূর্বক গ্রন্থ ক্রয় করলে এক শত গ্রন্থের মূল্যে উারা এক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। তিনি বলেছেন সাধারণ উপকারার্থে প্রতি গ্রন্থে প্রতি গ্রন্থ এক আনা করে প্রদান করলেও ভদ্রনাথের তত্ত্বাবধানে প্রাচ্যগান স্থাপন হ'তে পারে। এই প্রস্তাবে তিনি সাধারণের প্রচেষ্টায় কিভাবে প্রাচ্যগান স্থাপন হ'তে পারে সে বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যায়ছেন। এছাড়াও তিনি বলেছেন যে কোন কোন বঙ্গল ভাষা দ্বারা পত্রীগ্রন্থে মিথ্যা কথোপলক্ষে শত শত টাকার ব্যয়িত্য পোড়ানো হয়, সেই সব গ্রন্থে শতপুলকে সংগ্রহই প্রাচ্যগান নির্মাণ সম্ভব। এমন কি সামান্য গ্রন্থেও যেখানে পঞ্চাশিক গ্রন্থের বসতি আছে সেখানে দুই আনা করে টাকা নিয়ে ও অপর গ্রন্থের অধিকাংশের আনুসঙ্গে এক বিধা জমি ও প্রাচ্যগান নির্মাণ করা সম্ভব হলে প্রাচ্যগান চালু করা উচিত।

প্রাচ্যসমীক্ষা

প্রাচ্যগান স্থাপনার পর যাতে সাধারণ লোকের নৃজন গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করতে সক্ষম হন তার জন্য তিনি তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায় বাংলা প্রাচ্যগানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা (review of books) করতেন যাতে পাঠক সেই লক্ষ্য বই এর উপযোগিতা বুঝতে পারে।

দেশের উন্নতিতে প্রাচ্যগানের কুনিদা

তিনি এই প্রসঙ্গে বেঙ্গিলাহেব, লাম্বাহেব ও গোপাল লাল মিত্রের উদ্ভোগে মেঘিনীপুর, কৃষ্ণনগর, বীরভূমি, ঝোলাহাতি বঙ্গদেশের বাসিন্দাদের এইজন্য প্রাচ্যগান স্থাপনা হয়েছে—এ কথা জানিয়েছেন। তিনি দেশের প্রত্যন্ত

প্রদেশে প্রাচ্যগান স্থাপনার কর্মসূচী পরিচালনা করেছেন। তিনি জানতেন জনসাধারণের শিক্ষা প্রাচ্যগানের সাহায্যে বর্ধিত হ'লে দেশের অগ্রগতি হবে।

গবেষকের সাহায্যক প্রাচ্যগানিক

তৎকালীন ভারতে প্রাচ্যগানিকদের জন্য কোনোরূপ শিক্ষাক্রম চালু ছিল না। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল দত্ত (Index), গ্রন্থসূচী ও আধুনিক তথ্যসংগ্রহ পরিষেবার (Current contents service) দ্বারা তৎকালীন গবেষকদের সাহায্য করেছেন। তিনি "The Index of the Sanskrit works named in S. Bael's Buddhist Tripitaka" সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। এর দ্বারা বাংলা প্রাচ্যগানিক কিভাবে তাঁর মনোবাহার দ্বারা প্রাচ্যগানিকের দায়িত্ব পালন করে সেই মূলের অগ্রবর্তী যোগ্যত্বী কাজ করেছিলেন।

লেখক ও পুঁথি সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল

রাজেন্দ্রলাল নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মনোবী। অসংখ্য পরিচয় ও যত্নে তিনি বহু বিখ্যাত পুঁথি সাধারণের কাছে পরিচিত ও সম্পাদনার দ্বারা পঠনযোগ্য করে তুলেছিলেন। নতুন তথ্যের আবিষ্কার ও বিশ্লেষণের দ্বারা পরম্পরাগত ঐতিহাসিক তথ্যের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। বহু বিষয়ে তাঁর লেখা জ্ঞান ও বহুশতাব্দীর প্রমাণ দ্বারা, বহির্ ও মূলতঃ তিনি প্রাচীন বিষয়ের প্রবন্ধকর্তা ছিলেন। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই রাজেন্দ্রলাল কলকাতার পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বেও তিনি লম্বাহি হন ও বহু বিষয়তা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

প্রাচ্যগান আন্দোলনের সঙ্গীদ

বঙ্গদেশের রাজেন্দ্রলালকে 'সত্যসত্য' ও 'অজ্ঞান' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলাল প্রাচ্যগানিক রূপে সাধারণের প্রতি দায়িত্ব লব্ধে অবহিত হ'লে যে সব কাজে হাত দিয়েছিলেন তা পঞ্চবর্তী প্রজন্মের গবেষকদেরও

বিশারী হয়েছেন। এর বটীকরণ, সম্পাদনা, আধুনিক ভাষা
নবমে দৃষ্টি আকর্ষণ, প্রকাশিত বই-এর ভাষ্যপরিচয়,
এষণাসারের উন্নতির জন্য অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা তাঁর দৃষ্টি
এষণা দেয়। গ্রামীন এষণার সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা
এষণা করে তিনি ছিলেন উৎকালীন এষণার আলোকনের
(বা আধুনিক যুগের বর্তমানপূর্ণতা পাওয়া নি) প্রবন্ধ।

সহায়ক এষণা

1. Centenary Review of Asiatic Society.
Cal. Asiatic Society.

2. Chaudhury, Sibdas

Chronological references in the works of
Rajendralal Mitra. In Index to the publication
of the Asiatic Society 1788-1953. vol I part 1
p. 205-208, vol I, pt 2. p. 423-427. Calcutta.
Asiatic Society, 1956, 1959.

3. Kulkarni, S. M.

Raja Rajendralal Mitra : a profile. Calcutta,
Asiatic Society, 1991 (Contains short life
sketch and bibliography)

4. Mitra, Dilip Kumar

Rajendralal's contribution to language and
literature p. 70-98. In Rajendralal Mitra (150th

Anniversary lectures). Calcutta, Asiatic Society,
1975.

5. Mukherjee, B. N.

Rajendralal Mitra : India's man of
the nineteenth century In Rajendralal Mitra :
A centenary obit.—Calcutta, Indian Museum,
1991.

6. Proceedings and Journals of the
Asiatic Society. Calcutta, Asiatic Society,
1846-1891.

7. Ray, Alok

Rajendralal Mitra (1822—91) In Introduc-
tion (p. VII—XVIII) of Sanskrit Buddhist
Literature in Nepal by R. L. Mitra.—Calcutta,
Sanskrit Pustak Bhandar, 1971.

8. দত্ত, বিজিতকুমার

হাজেজলাল মিত্র। কলিকাতা, পত্রিকাবৎ বাংলা
একাদশী, ১৯৯১।

9. মিত্র, শিবকুমার

হাজেজলাল মিত্র। কলিকাতা, পত্রিকাবৎ লাইব্রেরী,
১৯৭৬।

10. হার, অলোক

হাজেজলাল মিত্র। কলিকাতা, বাগধা, ১৯৯১।

রবীন্দ্রচিন্তায় গ্ৰন্থাগার

মিতা চক্রবর্তী

ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতির আধুনিক ইতিহাসের সমস্ত পাতাই রবীন্দ্রনাথের ছোঁওয়া পেয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনও সেই পন্থা থেকে বহিত হয় নি। পৃথিবীর খুব কম মনোবোই রবীন্দ্রনাথের মত এমন সবরী দৃষ্টি নিয়ে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য, তার পদ্ধতিগত, পাঠ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভেবেছেন ও বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কিত চিন্তা তাঁর রচনার মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে এবং বিশেষভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে দুটি রচনায়। ১২২২ বঙ্গাব্দে লিখিত ‘লাইব্রেরী’ নামক এক প্রবন্ধে এবং ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে লিখিত বঙ্গ গ্রন্থাগার নামে লেখেন প্রথম সত্যপতির ভাষণে, যা ‘লাইব্রেরীর মূখ্য কর্তব্য’ নামে পুস্তিকাভারে প্রকাশিত। প্রবন্ধ দুটির বঙ্গ পত্রিতে গ্রন্থাগার কর্তব্য প্রায় মূল কথাই তিনি বলেছেন। পরবর্তীকালে ‘রচনাধর্মের পঞ্চনীতি’র (১২৩১ খ্রষ্টাব্দে প্রকাশিত) সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় এর প্রতিটি পর্বাংশেই তাঁর চিন্তাধারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সেই প্রথম মূল্যেই প্রকাশিত ছিল। গ্রন্থাগারের প্রকৃত রূপ ও লক্ষ্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— “মহাদেশের পদবংসরের কল্যাণ কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে দুরাইচা পড়া শিখিত হতো চূপ করিয়া থাকিত তবে সেই নীরব মহাদেশের লহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাবা চূপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, হানবত্যর অমর আলোক কল্যাণ অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কাছাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা লহনা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিরুত্তর ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া ছড় করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে, বিহাঙ্গের মাথায় উপর কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কতপত বস্তা বাঁধা আছে,

তেননি এই লাইব্রেরীর মধ্যে মানব-জীবনের বস্তাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।”

রচনাধর্মের ‘পঞ্চনীতি’র সপ্তদশিই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা এবং রচনায় মধ্যে সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে শুধু দুটি নীতির উল্লেখ সামান্য আলোচনা করা যাক।

প্রথম নীতিটি হল পুস্তক ব্যবহারের ক্ষেত্র সংস্কার হইবে (Books are for use)।

এই নীতিটি আলোচনা করলে দেখতে পাই যে, বই গ্রন্থাগারে কেবল সংগ্রহ করলেই চলবেনা, দেখতে হইবে তা যেন উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়।

এই নীতি অল্পখানি চলতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। (ক) গ্রন্থ রক্ষণাবেক্ষণ, (খ) গ্রন্থ সঠিক উপায়ে লাজানো, (গ) খোলামেলা স্থান সঙ্কলন, (ঘ) মুক্তমক ব্যবস্থা, (ঙ) মক নির্দেশ, হটাকরণ, (ছ) ব্যবহৃত হইবে না এমন পুস্তক সংগ্রহ এড়িয়ে চলা। পুস্তক লাজানোর ক্ষেত্রে বিষয়গ্রন্থ লাজানোর প্রয়োজনীয়তা বোঝা করে দেখা দেয়। পাঠকক অগ্রগত হইলে বা পাঠকের সঙ্গে পুস্তকের যোগাযোগ নিকট করা না গেলে পুস্তক ব্যবহারের বাইরে থেকে যেতে পারে। পাঠককটি আবার কোলাহল থেকে দূরে থাকি উচিত।

আমাদের দেশে অবিকার্য গ্রন্থাগারই গ্রন্থ-সংগ্রহ ও সতর্কপণে মূখ্য কর্তব্য করে নিচ্ছে। কিন্তু যে অবস্থা সম্পূর্ণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে হস্তিত তাতে গ্রন্থ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে কতখানি কার্যকরী হয় সে বিষয়ে খুব অল্প লক্ষ্যক লোকই চিন্তা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, “অধিকাংশ লাইব্রেরী সংগ্রহ বাস্তবিকপ্রায়। জায় বাসো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাসে না, ব্যবহারযোগ্য

অন্ত চার আনা বইকে এই অতিশীত গ্রন্থপুত্র কোণ-
ঠালা করে রাখে।”

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “লাইব্রেরীর নিজের একটা দায়
আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই
আছে সেই হেতু সেই বইগুলি ছড়িয়ে দিতে পারলেই সে
বৃত্ত হয়। সে সক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে
সে ভাক দিতে পারে। কেন না, “তরুণ্যের দায়িত্ব।”

বই ক্রমাগত পাঠকের হাতে ঘুরে বেড়াবে, তাতেই
গ্রন্থাগারের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“লাইব্রেরী
তার যে অংশে জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা
আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত
সেই অংশে তার সার্থকতা।”

“লাইব্রেরীকে ব্যবহার্য বোণা করতে গেলে লাইব্রেরীর
পরিচয় হুম্মার ও সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই।” রবীন্দ্রনাথের
এই উক্তিই বলা দিয়ে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ধরণের কর্তব্যশক্তি
সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই উক্তি বই-এর উপযুক্ত
ব্যবহারের জন্য-এই নীতিকেই সর্বমুখ করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, “আমাদের ভাব্যর যতগুলি শব্দ
আছে তার হৃদকমেয় আধার, এক অভিধান, আর এক
গাহিত্য। গণনা করলে দেখা যাবে যে, বড়ো অভিধানে
যতগুলি কথা জমা হয়েছে তার বেনীর ভাগেরই ব্যবহার
করা হয়। অর্থাৎ তাহের সক্রিয় হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু
গাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি সজীব, প্রত্যেকটি অপরিহার্য।
অভিধানের চেয়ে গাহিত্যের মূল্য বেনী একথা মানতেই
হয়।”

পুস্তক লিপ্যায় উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত গড়ে ওঠে
তার চেয়ে পাঠক লিপ্যায় ও পুস্তক ব্যবহারের আধিক্যের
উপর গড়ে ওঠা সম্ভাবন অনেক বেনী সে কথা রবীন্দ্রনাথ
অভিধান ও গাহিত্যের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে
ব্যোখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে এই ব্যবহারের হু
ও লম্বক ব্যবস্থা করাই গ্রন্থাগারের মূল্য কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নীতিটি হল প্রত্যেক পাঠকের জন্য
পুস্তক থাকবে। (Every reader his book)

পাঠকবর্গের দিক থেকে এই নীতিটি প্রধানতঃ বিবেচ্য।
গ্রন্থাগারের পাঠক যেহেতু সমাজবদ্ধ মানুষ; অতএব সমাজ
শাকলেই পাঠক থাকবেন, অবশ্য নিরক্ষরতা, লাক্ষ্যবতা
অবস্থার তারতম্য অস্বাভাব্য। অতএব পাঠকের পাঠ্যপুস্তকটি
কি তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহ করা
উচিত। গ্রন্থাগার চেষ্টা করবে প্রত্যেকটি পাঠককে পাঠ্য
চাহিদার যোগান দিতে। তাই পুস্তক নির্বাচন, তথা
সংগ্রহ, বিষয় বিভাগ, উপস্থাপন, ভরী বিভাগ ও গঠন
প্রকৃতি অস্বাভাব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নীতিটি টিকভাবে
প্রয়োগ করতে হলে গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন, বঙ্গীকরণ,
মুচীকরণ এবং সেগুলিকে অনুভূতভাবে সাজিয়ে শুদ্ধিয়ে
রাখতে হবে। গ্রন্থতালিকার চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ
বলেছেন,—“সাধারণ লাইব্রেরী বলে থাকে আমার গ্রন্থ-
তালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নাও, বেঁচে নাও। কিন্তু
তালিকার মধ্যে আসান নেই, পরিচয় নেই। তার উদ্যকে
কোন আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরীর মধ্যে তার নিজের
আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে এসে পাঠককে
অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি স্বাভাব্য—সেই হল বড়
লাইব্রেরী—আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে।”

গ্রন্থতালিকা প্রকৃতির আধুনিক ধারা ও পদ্ধতির মূল
কথাটাও বই কেবলমাত্র গ্রন্থবর্তী ও গ্রন্থের গভ্যত্বপূর্ণিক
তালিকা নয়, বিষয় তালিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিচয়
মূলক তালিকা রাখতে হয়। তালিকা ও মুচীকরণ
মূল্যবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখতে হয়, পুস্তকের ঘোষণা
করতে হয়, যাতে সংগ্রহীত পাঠকের মধ্যে এমনকি স্বাভাব্য
গ্রন্থাগারে আসে না তাহের মধ্যেও প্রচার লাভ করে।
রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাথমিক উক্তি এখানে মনে পড়ে।
তিনি বলেছেন—“যদি পাঠক লাইব্রেরীকে তৈরী করে
তা নয়, লাইব্রেরী পাঠককে তৈরী করে তোলে।” প্রতিটি
বই এর জন্য পাঠকদের আসান জানিয়ে গ্রন্থাগার পাঠক
তৈরী করে, পাঠক তার চাহিদা জানিয়ে গ্রন্থাগার তৈরী
করে।”

ছদ্মনামে প্রভাতকুমার

শ্রীরতন কুমার দাস

বাঙলা সাহিত্যের আকাশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ক্রকটাকার মতো অলঙ্ঘন করছেন এবং বাঙলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের তাঁর হলে টেনে নিয়ে বসুছেন—খবরদার এখানে কেউ প্রবেশের চেষ্টা কোতো না, এটা আমার রাজ্য। ঠিক এই সময় একজন শক্তিশালী লেখক বাঙলা সাহিত্যের আকাশে উভয় হলেন অন্যমনস্ক হৃদয়ে ও বেনামে। ছদ্মনামে লিখেছেন 'মন্দির' নামে একটি গল্প ও বেনামে লিখেছেন 'বড়বিহি' নামে একটি গল্প 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায়। এই গল্পটির জন্য বিশ্বকবির পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে বিতর্কে আরম্ভ হয়, কারণ গল্পে লেখক হিসাবে কোন নাম ছিল না। পাঠক-পাঠিকারা ভাবলেন এটা বিশ্বকবির লেখা। তৃতীয় দফায় যখন লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম দেখলেন তখন তাঁদের কৌতূহল মেটে। তিনি যখন খানামে দেখা দিলেন তখন দেখা গেল বিশ্বকবির পাঠক থেকে কিছু পাঠক তাঁর দিকে চলে এসেছে। তাছাড়া বহু পাঠক-পাঠিকা ছিলো যারা, বিশ্বকবির দিকে এগিয়ে যান নি, তারা এসে যোগ দিলেন বাঙলা সাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কথানিদ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দিকে। তখন দেখা গেল বিশ্বকবির পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা ও কথানিদ্রীর পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা প্রায় সমান সমান। বহু পাঠক-পাঠিকা বেঁটত হয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন আসল জমিরে বসেছেন, তখন এসে দেখা দিলেন বিখ্যাত ছোটগল্প লেখক বাঙলা সাহিত্যের যোগাঙ্গ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন কবি হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। প্রভাতকুমার ঠিক করলেন গল্প-উপন্যাস লিখবেন, কিন্তু সাহস করে লিখতে পারলেন না কারণ একদিকে বিশ্বকবি, অন্যদিকে কথানিদ্রী শরৎচন্দ্র

আদর জাকিরে বসে আছেন। তাঁর সাহস বা পাবার প্রধান কারণ বোধ হয় এই।

কবি বণঃপ্রার্থী হলেও তাঁর মন ক্রমশঃ প্রেরণ ও গল্প রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে তিনি স্মৃতি কথায় যা বলেছেন—“রবিবাবুর যাত্রা উন্মুক্ত হইয়াই আমি গল্প রচনার হাত দিই। তিনি আমার যখন পত্র লিখিতে অস্বযোগ করেন, আমি তাঁহাকে লিখিয়া ছিলাম—“কবিতার যা বাণ নাই, যা সুদী লিখিয়া যায়—কবিতা হয়। কিন্তু গল্প লিখিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। সে পাণ্ডিত্য আমার কই?”

তাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন ‘গল্প—রচনার জন্য প্রধান জিনিস হইতেছে রস। বীতিমত আয়োজন না করিয়া, কোমর না বাঁধিয়া, দমালোচনা হউক, প্রবন্ধ হউক, গল্প হউক, একটা কিছু লিখিয়া কেল বেবি।’ তাঁর ফলে ‘হালী’তে চিত্রার এক দমালোচনা লিখে পাঠাই, তাতে কোন নাম দিই নি; আর ‘গ্রন্থীণ’র জন্য ঐ গল্প রচনা করি। কিন্তু গল্পের কথা রবীন্দ্রবাবুকে আমি জানাই। সেই কথা ‘গ্রন্থীণ’ ‘ভারতী’তে দমালোচনা করে রবিবাবু (তিনি তখন ‘ভারতী’র সম্পাদক) আমার গল্পটির স্থাতি করে দিলেন।”

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলি কল্যাণী ছোট গল্পের সাথে তুলনা করেছেন কল্যাণী সাহিত্যের সুপণ্ডিত জ্যোতিবিনোদ ঠাকুর এক চিঠিতে—

পূর্বম কল্যাণশাস্ত্রে, শান্তিধার (ইং ১৯১০)

“তোমার গল্প আমার খুবই ভাল লাগে। বহু বহু কল্যাণী গল্প লেখকের গল্প অপেক্ষা তোমার গল্প

কোন অংশে হীন নহে। তোমার প্রতিভার বড় সাহিত্যের এক অংশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।...”

ভক্তাকাকী—

শ্রী য্যোতির্বিজ্ঞানাথ ঠাকুর

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে মৌপাসায় সাথের ভুলনা করেছিলেন ৮গ্রন্থ চৌধুরী। সাপ্তাহিক সমালোচকেরা তার জের টেনে চলেছেন। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য্য ‘প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প’ সম্পাদনা করার সময় লিখেছিলেন—“প্রভাত কুমার মৌপাসার মতই ছোট গল্পের রূপক শিল্পী। মৌপাসার মতই প্রভাত কুমারও জীবনের ভাব্যকার নন, উদ্বেগবাক্য। এতক দিনে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মৌপাসার সঙ্গেই তাঁর গল্পের গোত্র বর্ণের সমধিক সাদৃশ্য।”

সাহিত্যিক শৈশব মূলতঃ আলী ১৩৬২ সালের ৩১শে আষাঢ়ের ‘বেশ’ পত্রিকায় লিখেছিলেন,—বাক্সা সাহিত্যে মৌপাসার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প প্রভাত মুখোপাধ্যায়। মৌপাসার মত প্রভাতের ছিল সমাজের নানা শ্রেণী, নানা চরিত্র, নানা পরিহাসিত নিয়, নবীন নবীন গল্প গড়ে তোলার অসীম ক্ষমতা। মৌপাসার মত তিনিও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেখানেও ছদ্মনামে আত্মক বিন্দু। উপন্যাসিকরূপে মৌপাসা ক্রমান্বয়ে বিশেষ সম্মান পান নি, বাংলাদেশে প্রভাত মুখোপাধ্যায়েরও সেই অবস্থা।”

কবিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘ঘরের কথা’ গল্প-সংগ্রহের ভূমিকা লিখেছেন প্রভাতকুমার। এই ভূমিকার ছোট গল্পের লক্ষণ কি সে লম্বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত—“উপন্যাসের মত, ছোটগল্প জিনিষটাকেও আমরা পশ্চিম থেকে বঙ্গসাহিত্যে আমদানি করেছি। ছোটগল্পের জন্ম যুগে পশ্চিমে—আমেরিকায়। মার্কিনেরা বড় ব্যস্ত জাতি—তারের নিঃশাপ কেসবার অবকাশ নেই—তাই বোধ হয় সে দেশে ছোট গল্পের জন্ম হয়েছিল। আমেরিকা হতে ইউরোপে এবং সেখান থেকে এনে এখন তা মহাদেশী বঙ্গবাসীর চরণে নুহু বরুণ বিরাজিত, বহু যুগে শিকন-রবে কবীর পাঠকের চিত্ত বিনোদন করছে।”

...“ছোটগল্প বসতে আমরা যা বুজি, হ্রিস্তুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাপনই তা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন। দেবী বীণাপাদির উজ্জ্বলতম, মিষ্টতম যুগ্মগুলি তাঁরই প্রদত্ত।”

“ছোট গল্পের জন্ম আমেরিকায় হলেও ত থাকার সাহিত্যে এর তেমন ক্ষুদ্রি লাভ করে নি। প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্প লেখকের সংখ্যা আমেরিকায় অধিক নয়, বরঞ্চ ইংরাজী সাহিত্যে এর সমধিক বিকাশ দৃষ্ট হয়; আর সম্পূর্ণ বিকাশ করাশী সাহিত্যে। ইংরাজী ছোটগল্প ঘটনা প্রধান। করাশী ছোটগল্পে বসের প্রাধান্য পতিশ্রুট। বিষয়টা কিছুই নয়—ঘটনাটা তুচ্ছ বলেও হয়—কিন্তু পড়তে পড়তে পাঠকের হৃদয়ে বিভিন্ন ভাবের লহরী খেলতে থাকে।”

বিশ্ববির কথারত তিনি পত্রিকা সমালোচনা আরম্ভ করেন, ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসের ‘বাসী’তে ‘চিত্রা’র এক সমালোচনা লিখে পাঠান তাতে লেখক হিসাবে কোন নাম দেন নাই। বর্ষহুতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম ছিল ও গুল লিখতে আরম্ভ করলেন বনামে নর বনামে। তারও পরে ছদ্মনামে গুল লিখতে লাগলেন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই গল্পের লখন হৃদয় সমালোচনা করলেন তখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বনামে লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর গল্পের সংখ্যা ‘একশত আঠার’ এই সংখ্যাটা হুব কয় নয়।

অমূল্যচরণ বিভাভূষণকে সহযোগিতা গ্রহণ করে জগদ্বিজ্ঞানাথ রায় ‘মহাবাগী’ নামে সাহিত্য বিষয়ক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয়—১৩৫ই প্রাচীন ১৩২২ সালে। প্রভাতকুমার প্রকাশ হয়—১৩৫ই প্রাচীন ১৩২২ সালে। প্রভাতকুমার বনামে ও ছদ্মনামে নিরন্তরভাবে রচনা দিয়ে ‘মহাবাগী’কেও সাহায্য করেছিলেন। পরে প্রভাতকুমার এই পত্রিকাখানির লখন নতুন নাম হয় ‘মানসী ও মহাবাগী’ তখন তার সম্পাদক হন। ১৪ বৎসর কাল প্রভাত কুমার হুইভাবে পত্রিকাখানি পরিচালনা করেছিলেন। প্রভাতকুমার যে সব গল্প-নাটক ছদ্মনামে লিখেছিলেন, আমি সেইগুলোর

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'শ্রীবিলাসের দুর্লভ' নামে একটি গল্প লিখে ১৩০৪ সালের বৈশাখ মাসের 'প্রবীণে'।

‘ঈশ্বরী’ দ্বাধারিণী হৌ’। সম্পর্কে প্রস্তাবকৃষ্ণার
 হৃৎশাশ্বতায় বা বলেছেন—“এই কালকির নামটির একটু
 ইতিহাস আছে। তাহার পূর্বসংস্কৃত কৃত্তগীনের বাৎসরিক
 পুঙ্ককারের বিষয় ছিল ‘পূজার চিঠি’—তাই যেন প্রবাসী
 স্বামীকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিতেছে। এটা, ওটা।
 যিনিবের লিখিত এক বোতল কৃত্তগীনের আনিতেও অহরোহ
 করিতেছে—এইজন্য পত্র রচনা করিতে হইবে। ঈশ্বরী
 দ্বাধারিণী হৌ’র বেনারীতে আমি একখানি পত্র রচনা করিয়া
 পাঠাইয়াছিলাম; উহা প্রথম পুঙ্ককারপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য,
 এই নামটির উপর কেন্দ্র রাখ। হইয়া যায়; গল্পের ছন্দনাম
 স্বল্প উহাই ব্যবহার করি। কৃত্তগীনেলা কেন্দ্র করিয়া।
 আনিতে পাবেন, পত্রখানি আমার লেখা। সেই অবধি
 উহা পুঙ্ককার বোঝাবার সময় লিখিয়াছেন, কেহ আসল নাম
 গোপন করিয়া। ছন্দনাম ব্যবহার করিলে পুঙ্ককার
 পাইবেন না।...

অপন্যাস নেহেৰ

କଥା

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' লম্বে প্রভাত-
কুমার মুখোপাধ্যায় 'মানসী' নামে একটি কবিতা লেখেন
তাতে ছন্দস্বর হিসাবে "দ্বীপতী সৌধামিনী গুপ্তা" ব্যবহার
করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৮৯৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে
বিশ্বকবিএক একটি চিঠিতে লেখেন— "...আমি এক বৎসর
পূর্বে আপনাব মানসী লম্বেতে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম।
যে লাইনটার পোড়ায় ০ বাগ বহিয়াছে, ঐ লাইনটা হঠাৎ
কেমন করিয়া মাঝার আদিয়া দেখা দিল। তাহার পর
কবিতাটা লিখিলাম। ঐ লাইনটার অন্তর্গত, নীচে "দ্বীপতী
সৌধামিনী গুপ্তা" লিখি করিয়া উহা নব্যভারতে পাঠাইয়া-
ছিলাম। কিন্তু কিছু সম্প্রদায়ক মহাশয় সেটি পান নাই।
পতীকার পরে উহা সাহিত্যে পাঠাইব মনে করিতেছি। কি
জানি সাহিত্য লইবে কিনা। সম্প্রতি সাহিত্য সং (সম্পাদক)
আবার লেখক বহুর (অতুল, গুরুত্ব বোধের) আপনাব
"চিত্রাসুখ",র সমালোচনা শেষে দিচ্ছিলেন। লিখিয়াছেন—
"সমালোচনা ছাড়া অল্প কিছু মতপাঠা প্রথম পাঠাইবেন,"
কবি তাঁল এই :—

হালদী

বহুবার তনিরাছি বাসভার সালে
কোকিলের প্রেমসঙ্গীতি ; জ্যোৎস্না নিশাথে
পানিয়ার "শিউ কীহা নভঃ-নাট্যশালা ;

দূরপাত বীণার স্বকায়, বাহা ডিতে
অপূর্ব উন্নাদ মধু বেঁছিল ঢালিয়া,
রজনীতে শৈলশিখরে সেই গ্রীষ্মাবাসে
দুশীতল উপাধানে মস্তক রাখিয়া,
দূর কল্লোলিনী, দুহু শব্দ পূর্ণভাবে,
জনেছি ক্রন্দন করে "হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ !"

• প্রকৃতির বিপাক প্রাঙ্গণপতলে যা'রা
চালিতেছে স্বাভাবিক লগ্নীভের ধার,
শতবার জনেছি সে সকলের দূরে ।

• কিন্তু হম প্রিয়তম কঠোর ছাড়া,
আর কিছু তনি নাই অমন মধুর ।

'প্রিয়তমা কঠোর' লিখিলে, আমি নীচে নিম্নের নাম
হিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা হইলে বৃত্তাকবাবুহ মতে
দায় হিতে হয় ।"

প্রত্যভূমার মুখোপাধ্যায় ১০১০ সালের আষাঢ়
মাসের 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় একটি ছোটগল্প লেখেন
"দমালোচন খোয়াল" এতে তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করেন
"প্রত্যভূমার শর্মা"

প্রত্যভূমার মুখোপাধ্যায় ১০০০ সালের চৈত্র মাসের
'ভারতী'তে "সুত না চোর !" নামে ভাবান্তর হইতে গৃহীত
একটি ছোটগল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাতে তিনি

ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছিলেন 'শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী ।'
তার স্ত্রী এই সময় পরলোকগমন করেন, তাঁর স্ত্রীর নামই
ব্রজবালা দেবী । খুব দক্ষতর তাঁর নামটিকে সংগীত করে
স্বাক্ষর করতই ছদ্মনাম দিগবে এই নামটি ব্যবহার করেছেন ।

প্রত্যভূমার মুখোপাধ্যায় বিশ্বকবি জয়দেব উপলক্ষে
স্বল্পর একটি কবিতা লেখেন ১০০৬ সালের ২৫শে বৈশাখ ।
কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠাইয়াছেন ও কবিতার শেষে
নাম দিলাবে ছদ্মনাম ব্যবহার করেন 'শ্রী' । কবিতাটি
এই—'বলহেপের কাব্য আসর

আগো করিয়াছ রবি তাই ।

আজিকে তোমার জনম দিগলে

কি আশীষ কহি তাবি তাই ।

বহুর মুখে যিরে লগেল

শত্রুর মুখে যিরে ছাই,

দুখে লগলে উপত্যোগ কর

শত বংলর পরমাই ।

রবি রচি ষাও কবিতা সুন্দর ।

যোরা বলে বলে মধু খাই ।

কি আর লিখিব—ক্রমতা না না না

মিল আর নাহি খুঁজে পাই ।

২৫ বৈশাখ, ১০০৬ আলিপুর জেল,

—শ্রী—

প্রত্যভূমার মুখোপাধ্যায়ের মোট ছদ্মনামের সংখ্যা সাত
যথা—প্রত্যভূমার শর্মা, শশিভূষণ, শ্রী, শ্রীজানোয়ার
মোহন শর্মা, শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী, শ্রীমতী রাধামণি দেবী,
শ্রীমতী সৌভাগিনী গুপ্তা ।

সুকুমার রায়ের গ্রন্থাগার ভাবনা

বিশিষ্ট

প্রাথমিক, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেন্দ্র

১৮৮৭তে আগমন ও ১৯২৩ এ বিহারের মাঝে হাসির লেখক সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্য জগৎকে নতুন আঙ্গিকে সজ্জ্ব করে গেছেন। সুকুমারের বিভিন্ন রচনার প্রত্যক্ষ ছাড়া মেজাজের লেখার আড়ালে প্রচ্ছন্ন গভীর মনের খোঁজ পাওয়া যায়। ১৯১১ সনে ১০ই নভেম্বর 'হা'কে লেখা— চিঠিতে (North Book Society, 21 Cromwell Road) থেকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ব্যবহারের কথাও তাঁর চিঠিগুলি থেকে জানা যায়। সুকুমারের 'স্বাধীনতা ভাষণ', 'শাই শাই', 'অস্ত্র কবিতা', 'পাগলা হাত', 'হৃৎকল', 'নাটক ও বাক্য লেখাগুলিতে প্রায় ভিত্তিক বহু রচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্যভাবে 'চলচ্চিত্রকবি' নাটকে 'তবুলাল' চরিত্র গ্রন্থাগার ভাবনা বিস্তারিত। প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'স্বদেশের দেশ' রচনার ইন্টের 'পু' বি ও বাইবেলের উল্লেখ রয়েছে। 'আসিরিয়া' নামক লভ্যতার সাথে জানচর্চার যে পরিপূরক সম্পর্ক তা বর্ণনা করতে সুকুমার প্রাচীন লেখন সামগ্রীর উল্লেখ করেছেন, এগুলির সাথে গ্রন্থাগারের যে পৈতৃক সম্পর্ক তা সুকুমার ভাবনার উচ্ছল হয়ে উঠেছে 'লাইব্রেরী' নামক রচনায়।

লাইব্রেরীর অর্থ ব্যাখ্যা করতে সুকুমার নিজেকে ছড়াতো না পারলেও গ্রন্থাগার ভাবনা সম্পর্কে ও শিক্ষার সাথে গ্রন্থাগারের যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক তাকে প্রমাণ করতে এই প্রবন্ধে তিনি সন্তোষে সন্তোষিত হয়েছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন বড় গ্রন্থাগারের উল্লেখ করতে তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর কথা বলেছেন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসিরিয়ার প্রাচীন

সংগ্রহ, প্যাপিরাস ও ইজিপ্টের সংগ্রহ। এই প্রবন্ধে তিনি বিভিন্ন দেশের পাণ্ডিত্য ও প্রাচীন সংগ্রহ তালিকার ব্যাপকতা ছাড়াও তৎকালীন কাটালগ-এর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাও করেছেন।

অক্সফোর্ড এর বর্তমান লাইব্রেরীর সংগ্রহ, প্যারিসের জাতীয় লাইব্রেরী বিবিসিওথেক জাতীয় গ্রন্থাগার এবং সংগ্রহের কথা চমৎকার ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমেরিকার গ্রন্থাগার পদ্ধতির কথা বলতে তিনি ডায়ের ম্যানেজমেন্ট, কিনানিয়াল অর্গানাইজেশন এবং পরিবেশ ও চিহ্নিত্য পদ্ধতির কথাও আলোচনা করেছেন। কন্ট্রি লাইব্রেরী, আমেরিকান কংগ্রেস লাইব্রেরীর কথা স্মরণে ভাবনার অতি সহজভাবে, সোজা করে বলা হয়েছে। আসিরিয়া, ব্যাবিলনীয়, আসেলকজিয়া প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির কথা, তাহের শাস্ত্রঃগুণ প্রায় বিনিময়ের শর্ত ও পদ্ধতির মজাদার ঘটনার কথা সুকুমার রায়ের লেখার পাওয়া যায়।

প্যাপিরাস নির্ভর গোদামের সাথে গ্রীকদের বর্ণনামূলক পদ্ধতি বলে পার্চমেন্টের উৎপত্তির কথা তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়।

সুকুমার রায়ের এই বিশেষ ভাবনার বিকটী তাকে আরও আর্থিক ও বহুদলী চিন্তাজগতের ব্যক্তি বলে পরিগণিত করে। হাসির জগতের কবি ও লেখক সুকুমার রায়ের গভীর ভাবনাবোধ চেতনা ও চিন্তার কথা এটাই প্রমাণ করে যে 'শিক্ষার ভিত্তি গ্রন্থাগার'—এ চেতনা তাঁর জীবনবোধের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গ ছিল। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভিত্তিক লেখাগুলি তাকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান জগতের আলোচ্য করে তুলেছে।

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

বিশেষ সাধারণ সভা

মুগ্ধতঃ সমিতির নিজস্ব সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনার অন্তর্গত বিশেষ সাধারণ সভাটি আহ্বান করা হয়। এটি সমিতির সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব পেশ। সংশোধনী খণ্ডা প্রস্তাবটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক 'খ' (৩) সমিতির আদ্যোবন সদস্যগণ সংক্রান্ত (খ) "গ্রন্থাগার কর্মী" পত্রিকা সম্বন্ধে বাৎসরিক গুণের হার সংশোধন (গ) সদস্যগণ পুনরীকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি (ঘ) লাব্ধিভিন্যাস করে কমিটি গঠন এবং জেলা ও রাজ্যস্তরের কমিটিগুলির সময়সীমা বৃদ্ধি।

সভার কাজ শুরু হয় বেলা ১২ টার এক চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। সভার সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ কোলে, সভাপতিত্বের সভা পরিচালনার সাহায্যের অন্তর্গত তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রেসিডিয়াম গঠন করা হয়।

শোক প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সভার কাজ। সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ কোলে বলেন বিগত বার্ষিক সাধারণ সভা (লালবাগ-বুর্শিগাবাদ) অহুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশে/বিশ্বে যে সকল মহান ব্যক্তিত্বকে আমরা হারিয়েছি তাঁদের সন্মেলনের প্রতি এই সভা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। উপস্থিত বর্ষক প্রতিনিধিগণ উঠে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

শোকপ্রস্তাব গ্রহণের পর সভাপতি ইংরেজীতে লেখা খণ্ডা সংবিধান সংশোধনী বাংলায় ব্যাখ্যা করেন। এরপর সম্পাদক শ্রী তরুণ বর খণ্ডা প্রস্তাবের আলোচনার সূচনা করেন। শ্রী বর বলেন বিগত বছরগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যে অব্যবস্থা ও অসাম্যতা ঘটেছে তাই যে বৈধ মনোভাব চলছিল এবং তার অন্তর্গত গ্রন্থাগার আন্দোলন ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল নতুন গ্রন্থাগার মন্ত্রী আগাতে

তা দূর হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আশা করেন কর্মী সমিতি যে ভাষা দাবীও নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সংকল্পের কাছে দাঁড়ী করে আসছে, সে সম্পর্কে বর্তমান মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামসাময়িক ভাষা দূর করে দ্রুত সমাধান করা যায়, তা মন্ত্রীমহোদয়ের সহায়ত্বের দিকে বিবেচনা আশা করেন।

আগত প্রায় তিনশত প্রতিনিধির মধ্যে সভাপতি জন এই সংবিধান সংশোধন খণ্ডা প্রস্তাবের উপর আলোচনা অংশগ্রহণ করেন। তর্ক-বিতর্ক ও মূল্যবোধে সভার আলোচনা যথেষ্ট উত্তেজনাযুক্ত হয় ও অংশগ্রহণকারীদের যথেষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সচেতনতার পরিচয় প্রদর্শিত হয় যা বিশেষ মাত্রা যোগ করে এই সভায়।

আলোচনার, রাজ্য ও জেলাস্তরের আর্থিক বিলি-বন্টন ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার উপর অধিকাংশ বক্তা তাঁদের বক্তব্য রাখেন ও ট্রেড ইউনিয়নের আদ্যোবন সভাপতি অর্থোক্ত বলে মন্তব্য করেন। এ ছাড়া জেলা ও রাজ্যস্তরে প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধির দাবীও ওঠে।

অব্যবস্থা ভাষণে সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ কোলে বলেন সকল গ্রন্থাগার কর্মী, সহযোগী সকল গ্রন্থাগার সংগঠন ও গ্রন্থাগার কর্মী মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার গ্রন্থাগার আন্দোলন সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে পারবে। আন্দোলনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত করে সমাজের বৃহৎ শক্তির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একটি বিশেষ স্থান কয়ে নিতে পেরেছে—তবুও আন্তর্জাতিক অবকাশ না রেখে আগামী দিনে আরো আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে।

শ্রী উত্তম রায় বলেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির গঠনতন্ত্র অত্যন্ত ট্রেড ইউনিয়নের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব সংগঠনের আবেদন সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এবং এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকল আগত প্রতিনিধি বৃন্দকে আনুষ্ঠানিক স্বত্বস্বাক্ষর জানান। শ্রী রায় আরো বলেন কর্মীসমিতির সদস্যসভাকাল দুই বঙ্গবরের পূর্বিবর্তে দিন বঙ্গবর হলো প্রতি বঙ্গবর বাৎসরিক সম্মেলন অগ্রসর

হবে অক্টোবর-নভেম্বর মাস নাগাদ।

কলকাতা মহা বিত্তি জেলার গ্রন্থাগার কর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে শাক্ষংতা আন্দোলনকে এক বিশেষ কর্মযাজে রূপান্তরিত করায় তিনি (শ্রী রায়) সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অন্তঃপর সভাপতি শ্রী বিদ্যনাথ কোলে ধন্যবাদজ্ঞাপনের দ্বারা সভা শেষ বলে ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক : শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়

। বই পড়ুন ॥ বই পড়ুন ॥ গ্রন্থাগারে আসুন ॥

গ্রন্থাগার দিবসের

কেন্দ্রীয় জনসভা

স্থান : রাজ্য যুব কেন্দ্র। ২০শে ডিসেম্বর

বিকাল : সাড়ে চারটা

পুস্তক পর্যালোচনা

তবেশ মৈত্র/শিক্ষা প্রদত্ত কলিকাতা, স্ট্যান্ডার্ড বুক এজেন্সি, ১৯৯১ পৃষ্ঠা—১২৫

মূল্য—২৫.০০ টাকা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক তবেশ মৈত্র রচিত এই গ্রন্থটি শিক্ষাবিদগণের কয়েকটি গ্রন্থের সংকলন। অধ্যাপক তবেশ মৈত্র কর্তৃক রচিত একটি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যাপক এবং পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পঞ্চমের সত্যাপত্তি হিসেবে শুধু শিক্ষার তাত্ত্বিক দিক নয়, বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কেও বিপুল অভিজ্ঞতার অধিকারী। বামস্ট্রট সন্থকারের শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ চুম্বিকা পালন করে আসছেন। “বামস্ট্রটের শিক্ষানীতি প্রদর্শক” নাম দিয়ে অধ্যাপক মৈত্রের একটি প্রস্তুত সঙ্কলন স্ট্যান্ডার্ড বুক এজেন্সি প্রকাশ করে ১৯৮১ সালে। এই সঙ্কলনের মূলবস্তু লেখেন বামস্ট্রটের তৎকালীন চেয়ারম্যান কম্বরেড প্রফেসর দ্বানগুপ্ত। এই গ্রন্থের প্রবন্ধ সমূহ এবং আরো কয়েকটি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলোচিত সঙ্কলনটি, যার চুম্বিকা দিখেন বামস্ট্রটের বর্তমান চেয়ারম্যান কম্বরেড শৈলেন দ্বানগুপ্ত। এই সঙ্কলনের মোট ২৪টি প্রবন্ধ যে ডিগ্রি পরিক্ষায় পরিবেশিত হয়েছে তা হল শিক্ষাতত্ত্ব প্রদর্শক, বামস্ট্রটের শিক্ষানীতি প্রদর্শক, কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি প্রদর্শক।

শিক্ষার অধিকার রাষ্ট্রের জয়গত অধিকার। কিন্তু জাতির বিপর্যয় বাদীনেতা লাভের এত বছর পরেও শিক্ষার অধিকার লাভের রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে সব ব্যাবস্থা নেওয়া উচিত ছিল তা নেওয়া হয়নি। ভারতের বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর শিক্ষার অধিকার লম্বাঘের দুই একাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কুর্খা-অসহায়ের প্রতিচ্ছবি ভারতের শাসককূল কখনোই জনশিক্ষার প্রদায় প্রায়শ। শুধু শিক্ষার স্বযোগ

জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস নয়, কি শিক্ষা দেওয়া হবে, কিতাবে শিক্ষা দেওয়া হবে, শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম কি হবে এইসব প্রশ্নও রয়েছে অবজ্ঞা ও দর্শনীয় দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের সমাজে কুসংস্কার, ধর্মভিত্তিক, কুসংস্কার, বিজ্ঞান বিস্তারের যে প্রভাব দেখা যায় তার মূলও রয়েছে শিক্ষার অভাব। তাই শিক্ষার অধিকারকে সম্প্রসারিত করা, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার গণতান্ত্রিকরণ, শিক্ষার বিষয়বস্তুকে ধর্মভিত্তিক, কুসংস্কার ও জাতিবিষেব থেকে মুক্ত করা, শিক্ষার সাহায্যে রাষ্ট্রের বিজ্ঞানমনস্কতা এবং গণতান্ত্রিক ও সামাজিক চেতনা গড়ে তোলার আমাদের মতো একটি পঞ্চাশগণ দেশের শিক্ষানীতি হওয়া উচিত। ১৯৭৭ সালে কম্বর্তাদীন হওয়ার পর থেকে বামস্ট্রট সরকার একটি গণদ্বী শিক্ষানীতি অঙ্গুরণ করে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনে প্রয়াসী হয়েছে। অধ্যাপক মৈত্র এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে শিক্ষার এই সব দিক নিয়ে তাঁর হুচিহিত বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এই সঙ্কলনের বিষয়বস্তু মধ্যে একদিকে যেমন আছে মার্কসবারের আলোতে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা, তাবার দক্ষতা ও ব্যক্তিগত বিকাশ, শিক্ষার খেলাধুলা ও শরীরচর্চার স্থান, সাত্ত্বতাবার মাধ্যমে শিক্ষা, শাসকতা প্রদায়, ভারতীয় ক্ষত্রিয়ান শিক্ষার স্থান, দ্বীপ্রদায়ের শিক্ষা ভাবনা, সার্বজনীন শিক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকরণ, বামস্ট্রটের শিক্ষানীতি এবং এই প্রদর্শক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষর, পাঠ্যসূচী, শিক্ষার ভাষা, মেয়েদের শিক্ষা, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির প্রভুত স্বতন্ত্র ইত্যাদি। লক্ষ্যে লক্ষ্যতাবার এই তত্ত্বগুণ বিষয়গুলি ডিগ্রি সার্বকভাবে তুলে ধরেছেন।

এছাগার আন্দোলন যুবকর শিক্ষা আন্দোলনেরই অংশ। তাই প্রতিটি এছাগার কর্মীর উচিত এই বইটি লগ্নে করে পড়া, যাতে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁরা অবহিত হতে পারেন। পুঁথিগোষে আরো একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। এই লক্ষ্যে শিক্ষার দর্শনকে

এছাগারের ছুঁমিকা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ থাকা উচিত ছিল। আশাকরি এছাগার পরবর্তী সংস্করণে বিকল্প সংযোজন করবেন।

প্রবীর রায়চৌধুরী

বিভাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের

১৯৮৯-৯০ এর এম লিব আই এস সি পরীক্ষার ফলাফল

(ষেবাভিত্তিক)

১। প্রবেশের মণ্ডল	প্রথম শ্রেণী	২। স্থাপত্য দাস	দ্বিতীয় শ্রেণী
২। ভাষাশী দাসগুপ্ত	"	১। প্রক্লাদ বাগটী	"
৩। কল্যাণী বেরা	"	৮। নিবেদিতা দে	"
৪। লক্ষ্য চন্দ্র পাল	"	২। কালীপর চৌধুরী	"
৫। আরতি চোপার	"		

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব : এছাগার বিজ্ঞান ও পরিবেশ

অশোক বসু : সন্ততি বিভাগার বিশ্ববিদ্যালয়ে এছাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অশোক বসু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের জীন নির্বাচিত হয়েছেন।

শিবেন্দু দাস : পরিবেশের দর্শন, হাণ্ডা জেলার

এছাগার আন্দোলনের কর্মী শিবেন্দু দাস এ ৭২নং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি (আর্টস) লাভ করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল : The Cult of Candi- its development and socio ritual impact on folk life with reference to West Bengal.

পরিষদ ও কর্মীসমিতি কথা

মদীয়া

বর্ধমান

গত ১১ই সেপ্টেম্বর, '২১ নকীয়া জেলা গ্রন্থাগার
অধিকারিকের কাছে পঃ বঃ লিখারপের গ্রন্থাগার কর্মী
সমিতির জেলা লিখার পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবীসহ একটি
দুাবী পত্র পেশ করা হয়। দাবীগুলির মধ্যে অন্যতম
হল আগষ্ট, সেপ্টেম্বরের বেতন, পুঙ্খ বোনাস, বেতন বৃদ্ধি
বকেয়া দান; অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের অবসর- কালীন
সুযোগ সুবিধা দান, গ্রন্থাগার পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়বাহ্যিক
নিশ্চিত করা, পুস্তকাদি নিয়োগ, কর্মসংক্রান্ত অবস্থার দৃষ্টান্তানুসারে
চাহুরী প্রদত্তি। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বরেন
সমিক, হরকালি মারিক, রামকৃষ্ণ দে প্রমুখ।

গত ২৫শে আগষ্ট, '২১ বর্ধমান জেলা পরিষদ হলে
বর্ধমান গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ লিখারপের গ্রন্থাগার কর্মী
সমিতির উদ্দেশ্যে 'সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন' শীর্ষক
আলোচনা চক্র অহুত্বিত হয়। আলোচনার মূল বক্তা,
শিক্ষক আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক মল্লিক তটীচাঁদ ছাড়া
জেলা ১২ই জুলাই কমিটির নেতা ব্রজেন চক্রবর্তী বক্তব্য
রাখেন। সভায় প্রায় ষেড় পত্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিল।
সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীহরনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

উত্তর ২৪ পরগণা

বালুসাত পৌর গ্রন্থাগার : গত ১২শে জুলাই,
১৩২৮ জেলা সাক্ষরতা প্রদায় সমিতির কর্মসূচীতে লিখার
পৌরসভায় আলোচনা কক্ষে একটি বসে থাকে।
প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অহুত্বিত হয়। সভায়

পেশে সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভায়
পরিচালনা সমিতি পক্ষে শ্যামলেশ দাস ও সৌমেন দাস
বক্তব্য রাখেন।

কলকতা : অজুশ জুহার সরকার

“...ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্শ্ব বৃষ্টানকে এক
বিরাট চিন্তাক্ষেত্রে সভ্যসাধনার যন্ত্রে সমবেত করাই ভারতীয় বিচ্যায়তনের
প্রধান কাজ ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো,
সামান্য শেখানো নহে। লইবার জন্ম অঙ্গলিকে বাঁধিতে হয়, দিব্য
জন্মও, দশ আব্দুল কাক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না।
ভারতের চিন্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সভ্যভাবে লইতেও
পারিব, দিতেও পারিব।”

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৩৭৫০/৯১

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত পুস্তক

বিবিধবিজ্ঞা সংগ্রহ

- বাঙালীর সংস্কৃতি (২য় সংস্করণ) : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫ টাকা
- বাঙালীর ভাষা : শুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন ১৫ টাকা
- বাংলা গানের ইতিহাস : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৮ টাকা
- কলকাতা ত্রিশতক (২য় মুদ্রণ) : কৃষ্ণ ধর ১২ টাকা
- ভারতের কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ : গোতম সরকার ৮ টাকা

জীবনী গ্রন্থমালা

- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : শুকুমারী ভট্টাচার্য ৫ টাকা
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত ২ টাকা
- রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিজিতকুমার দত্ত ৮ টাকা
- সুনীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত ৩ টাকা
- শুকুমার : লীলা মজুমদার ১৪ টাকা
- বিহুতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : সরোজ দত্ত ১০ টাকা

সংকলনগ্রন্থ

- শুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত ৩০ টাকা
- প্রেমচন্দ্র গল্প সংগ্রহ ৪৫ টাকা
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ ৫০ টাকা

মুদ্রণ

- আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
- আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
- আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
- আকাদেমি পত্রিকা ৪ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

- আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র
১১১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০
- ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০৭০
- গ্রামনাথ বুক এক্সেলি, কলকাতা-৭০০০৭০
- মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা-৭০০০৭০
- দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০০৭০
- আকাদেমী গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্র নন্দর রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০০১০

আই সি এ ৩৭৫০/২১

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

বন্ধুগণ,

২০শে ডিসেম্বর দিবসটি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহ্যপূর্ণ দিবস। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ঐতিহাসিক দিনটি প্রতি বৎসর 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে পক্ষকাল ধরে বিভিন্ন কর্মসূচী, যথা জনসভা, আলোচনা চক্র, পদযাত্রা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা এবং জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারকর্মী ও দরদার প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অনুরোধ জানাচ্ছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে একটা অসুস্থ অবস্থার মধ্যে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হতে চলেছে। মৌলবাদী শক্তিকুলি ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেশের সংহতি, দেশবাসীর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের মূলে কুঠারঘাত করছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা তথা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষরা স্বাভাবিকভাবেই গভীর উদ্‌বিগ্ন। দেশ অস্থির হলে শিক্ষায়তন ও গ্রন্থাগার স্থিতির থাকতে পারে না। তাই পরিষদ গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষকে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মোদ্ধতা ও কুপমত্বকতার বিরুদ্ধে সচেতন করার আহ্বান জানাচ্ছে।

১৯২১ বর্ষটি প্রাচ্যমর্যাদী মনীষী বিভাসাগরের মহ্যুর শতবর্ষ। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শপথ নিতে হবে দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করতে। আর্থ-সামাজিক শোষণের ফলে আমাদের জনসংখ্যার বিপুল অংশ আজও নিরক্ষর। আমরা জ্ঞানী সাক্ষরতা আনে সক্ষমতা ও সচেতনতা। এই সাক্ষরতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণে আমরা শুধু সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ নই, সচল সাক্ষরদের অর্জিত শিক্ষা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা আছে। পরিষদ রাজ্যের প্রতিটি গ্রন্থাগারকে এ বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণে আহ্বান জানাচ্ছে।

এই বৎসর গ্রন্থাগার দিবসে প্রতিটি মানুষের কাছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন যে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মোদ্ধতা, কুপমত্বকতা ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সচেতন, সাক্ষর ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ে তুলতে গ্রন্থাগার ব্যবহার করুন।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৯১ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে

কেন্দ্রীয় জনসভা

স্থান : রাজ্য যুবকেন্দ্র (মৌলালী, কলিকাতা)

সময়—বেলা সাড়ে চারটা

দলে দলে যোগ দিন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচির রামকৃষ্ণ সাহা দ্বারা প্রচারিত ও ইন্ট্রেনসন সিণ্ডিকেট কর্তৃক মুদ্রিত

Annual Subscription : Rs.	36.00	Licensed to post without pre-payment
Single issue	Rs. 4.00	LICENCE No. WB/CC-CL-2
		Postal regd. No. WB/CC-145
		Regd. Nr. R. N. 2674-47

Volume 41 : No. 7

October—November 1991

Contents

	PAGE
West Bengal Book fair 1991-92 (Editorial)	145
Pramil Chandra Basu	
Pioneer in Bengal library movement	
(1) Pyarichand Mitra	148
Surya Kanta Madab Kulkari and Mitali Chatterpadhyay	
Librarian Raja Rajendralal Mitra	145
Mita Chakraborty	
Library in Rabindranath's thought	150
Ratan Kumar Das	
Prabhat Kumar in pseudonym	152
Biswajit De	
Sukumar Roy's library thinking	157
W. B. Public Library Employees Association	
Special annual general meeting	158
Prabir Roychowdhury	
Book Reviews	160
Vidyasagar University Examination result, 1989-90	161
Personality	161
BLA and PLEA news	162
Library news	162

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor : Pinakinath Mukhopadhyay

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৮

সম্পাদক : পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৯৮, অগ্রহায়ণ

মুদ্রা

	পৃষ্ঠা
ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পরিষেবা (সম্পাদকীয়)	163
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়	
‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকা প্রসঙ্গে (১ম পর্ব)	164
উদ্রভিৎ রায়	
কম্পিউটারভিত্তিক প্রকাশনা কি ও কেন ?	177
চিন্তারঞ্জন বেরা:	
চিঠিপত্র	179
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ	
মহীন্দ্রের সংগঠনা	181
মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর নিকট কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে আরকলিপি	183



গ্ৰন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুদ্রাপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৮

সম্পাদক : পিলাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৯৮, অগ্রহায়ণ

সম্পাদকীয়

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পরিবেশা

মুদ্রিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার অত্যন্ত উপকরণ
হ'ল ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিবেশা।

পদ্ধতিমবন্ধে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার বর্তমানে দেখা
যাচ্ছে যে, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পরিবেশার ব্যবস্থা আছে,
কিন্তু সঠিক ও সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে না,
এমনকি অপব্যবহার করা হচ্ছে ও অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে।
আমাদের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে একটি উপকরণ
যথাযথ ব্যবহার না করা, অপব্যবহার করা এবং অব্যবহৃত
হওয়া, মাহুষের মনে প্রশ্ন জাগায়।

বর্তমানে প্রায় সবকটি জেলা গ্রন্থাগারেই ভ্রাম্যমান
গ্রন্থাগার ব্যবহার উপকরণ মোটর গাড়ী অথবা ডান,
ড্রাইভার, অস্ত্রাস্ত্র নামগ্ৰী আছে। কিন্তু কার্যত দেখা
যাচ্ছে যে সঠিক ও সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা তো হুঁর
থাকুক, অপব্যবহার ও অব্যবহার করা হচ্ছে। কোন
কোন ক্ষেত্রে জেলার সরকারী হস্তগত বিভাগীয় প্রধানরা
ব্যবহার করছেন এবং ডি. এল. শুধা শুধুমাত্র ব্যবহার
করছেন। এ এক আশ্চর্যজনক অবস্থা।

আমরা সব সময়ই বলে থাকি সীমাবদ্ধ সংগতির কথা,
কিন্তু যে সম্পদ ও উপকরণ আছে তার ব্যবহার করছি
না। গাড়ী আছে, ড্রাইভার আছে, অর্থের সংকট আছে,
কিন্তু কোন কার্যক্রম নেই। নেই কোন পরিকল্পনা।
অথচ ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবহার মাধ্যমে পরিবেশা
প্রতিটি জেলার প্রত্যেক গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। অল্পতপতাবে
বলা যায় গ্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরী ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারে
'পাইকেল পিওন' আছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে লাইব্রেরল
আছে। কিন্তু যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে না বা
অপব্যবহার করা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে বিশদ অহুসন্ধান চালানো দরকার সঠিক
উদ্যোগের জন্ত। সঠিক তথ্য না থাকলে পরিকল্পনা
মাসিক কার্যক্রম নেয়া যাবে না।

আমাদের অহুতোষ জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক, গ্রন্থা
গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মাহুষের
নিকট, এ বিষয়ে গুরুত্ব দিও এবং ঐ উপকরণগুলির যথাযথ
ব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকা প্রসঙ্গে

(১ম পর্ব)

নির্বলেন্দু মুখোপাধ্যায়

• ভূমিকা :

০১ বেশ কিছুকাল ধরেই ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকা প্রসঙ্গে কিছু লেখার কথা মনে হচ্ছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত এই পত্রিকাটির বয়ঃক্রম এখন চল্লিশ বছর অতিক্রম করে গেছে। এই দীর্ঘকাল পত্রিকা প্রকাশের পথে বিভিন্ন সময় নানা বক্ররেখা সন্কট অবশ্যই দেখা দিয়েছে; গোড়ার যুগের উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে এখন পত্রিকা প্রকাশে হয়তো কিছুটা আন্তর্জাতিকতার ভাবও এলো গেছে। তবু এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রচার এবং রাজ্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রদায় পত্রিকাটির অবদান যে কম নয়, এ সম্পর্কে সন্দেহ অনেকেই হয়তো ভেতনভাবে মচতেন নই।

০১১ ১৯৮২-র ডিসেম্বর কি ১৯৮৬-র জাঞ্জিরাতীতে বর্তমানে লক্ষ্য থেকে প্রকাশিত ‘হেংকো অব লাইব্রেরী সার্ভিস’ পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক সুবিনাথ কাউন্সিলার পত্রিকার ‘গ্রন্থাগার ও ভাষা বিজ্ঞান সাহিত্য’ বিষয়ক রজত জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যার প্রকাশের জন্য আমাকে ‘বাংলার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সাহিত্য’ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেন। তাঁর এই অনুরোধ আমি স্বীকার করেছিলাম এবং প্রবন্ধটি বঙ্গদস্যের এই পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল।^১ মূলতঃ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে লেখা হলো এই প্রবন্ধের প্রারম্ভিকেরও বেশী ভাগ জুড়ে ছিল ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকা প্রসঙ্গ। এই প্রবন্ধ পত্রিকাত্তরে এবং ইংরেজী ভাষায় রচিত হওয়ায় এ লম্বা পুনরায় কিছু লেখা নিশ্চয়ই অদ্বন্দ্ব হতে না। তাছাড়া ভাড়াহাড়ার লেখা বলে এই প্রবন্ধে ‘গ্রন্থাগার’ প্রসঙ্গ কিছুটা অসম্পূর্ণও থেকে যায়।

১ ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য :

১১ ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার অবদানের কথা বিচার করতে গেলে প্রথমেই যেটা উল্লেখ করতে হয়, তা হল : এই পত্রিকা মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চায় পথ হ্রদ ও প্রশস্ত করে দিয়েছে। এই পত্রিকার লিখতে গিয়ে এর লেখকরা নতুন নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন এবং অল্প ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। যে কালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম সেটা ইংরাজিভাষার দুগ্ন হলেও তখন দেশাত্মবোধ ও মাতৃভাষার প্রতি অহাঙ্গের একটি ধারাও তার পাশাপাশি চলেছিল।

১২ এই শতকের ডিরিগের দশকে মুনীন্দ্রেরায় মহাপ্রাণ, মুনীন্দ্র কুমার ঘোষ, তিনকড়ি রত্ন এবং এ রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্তর্গত বিশিষ্ট নেতৃত্বদ্বন্দ্ব মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চায় গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের কেউ কেউ উদ্ভোগী হয়ে বাংলা ভাষায় ‘গ্রন্থাগার বিজ্ঞান’ ‘গ্রন্থাগার আন্দোলন’ ‘বেশ বিধেপের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা’ প্রভৃতি বিষয়ে বইও লিখেছিলেন। তখন এরকম কয়েকটি বই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এঁদের কেউ কেউ তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাবলিও লিখেছিলেন। লার্ভাপরি পরিষদের নৃপপত্রকে এতদ্বারা পত্রিকা প্রকাশেরও তাঁরা প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তবে এই পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল অনেক পরে।

১২১ পরিষদের বিজ্ঞানিক (ইংরেজী ও বাংলা) মূলপত্র ‘বুলেটিন অব দি বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন’ ১৯৩৭ সাল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৫১ সালে ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকা প্রকাশের পরও কিছুদিন এই বুলেটিন অনিয়মিত

ভাবে প্রকাশিত হয়। 'এছাণ্ডার' প্রকাশের পূর্বে ও পরে অবশ্য বাংলা ভাষার এছাণ্ডার ও এছাণ্ডার বিজ্ঞান সঙ্কলন কল্পকল্পিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পাঠাগার' (১৯৪১), 'এছাণ্ডার'... (১৯৪৪-৪৬), জয়নগর থেকে প্রকাশিত 'প্রজ্ঞা' বীরভূম থেকে প্রকাশিত 'পাঠাগার' দ্বিতীয়া থেকে প্রকাশিত 'এছাণ্ডার' এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের এছাণ্ডার কর্মীদের মুখপত্র 'এছাণ্ডার কর্মীদের নাম কথ' যায়। যেহেতু পত্রিকাটি বাবে অল্প নব পত্রিকাটি বঙ্গকাল দ্বারা হয়েছিল। 'এছাণ্ডার' পত্রিকাটির মধ্যে এসে পত্রিকার কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সেটা শুধু যে এছাণ্ডার পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে বলে দেওয়া নয়; পত্রিকাটির এই বৈশিষ্ট্য এর প্রথম সংখ্যা থেকেই ছিল দৃষ্ট আকর্ষণ করার মত। অবশ্য প্রকাশন-ব্যয়ের উগ্রপ্রান্তের উগ্রভিত্তির মধ্যেও যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে চলেছে এটাও কম কথা নয়।

১০ 'এছাণ্ডার' কে পরিবর্তনের 'মুখপত্র' বলে ঘোষণা করা হলেও একে ঠিক পরিবর্তনের 'মুখপত্র' বলা যায় কিনা, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। কারণ 'পরিবর্তন কথা' নামে এই পত্রিকার পরিবর্তন সঙ্কলন বঙ্গসাম্রাজ্য যে সংবাদ ছাপা হয় তাতে পরিবর্তনের মুখপত্র এটিকে বলা যায় না। পত্রিকার বেনার ভাগ অংশে জুড়ে থাকত এছাণ্ডার বিজ্ঞান, এছাণ্ডার আন্দোলন অথবা বৃত্তিমূলক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে ব্যক্তিগত লেখকের রচনা। একে বিজ্ঞান সমিতির পত্রিকা বলাই দ্রুত। গোড়ার যুগে আবার পত্রিকায় শুধু যে পরিবর্তনের লক্ষ্যসমূহ লিখতেন এমন নয়। পরিবর্তনের সত্ত্ব নর এমন অনেকের লিখতেন। লেখকরা যে শুধু পরিবর্তনের দৃষ্টান্তই থেকেই লিখতেন তা নয়, অনেকেরই ব্যক্তিগত রত্নরতও প্রকাশ করতেন। বর্তমানে যদিও প্রধানতঃ পরিবর্তনের দৃষ্টান্তই এই পত্রিকার লিখে থাকেন এবং অবশ্যইও অনেক পরিবর্তন হয়েছে তবু একটি বিজ্ঞান সমিতির ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে এই পত্রিকার ক্ষেত্রেও তেমন লেখকদের রচনার রত্নরত ব্যক্তিগত।

১১ 'এছাণ্ডার' এর শুরুতে এটি বন্ধীর এছাণ্ডার পরিবর্তন

বর্ধক প্রকাশিত বলে। এই পত্রিকাটি দীর্ঘকাল ধরে অল্পম মৌলিক ও অনুবর্তিত রচনা, আলোচনা-সমালোচনা ও পুন-বিচার-মূলক প্রবন্ধাদিই শুধু প্রকাশ করেনি, এ ছাড়াও তথা লম্বা তারতের ও বিপ্লবের এছাণ্ডার, এছাণ্ডার আন্দোলন ও এছাণ্ডার বাবদ্য এবং অল্পম বৃত্তিগত বিবরণ, 'লক্ষ্যবর্তী' 'সংবাদ' 'এছাণ্ডার সমালোচনা' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে পাঠক-পাঠিকারের ওয়াস্তিবিহীন রেখেছে। এই পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বাংলাভাষার এছাণ্ডার বিজ্ঞান চর্চার আদর্শ স্থাপন করেছে। ফলে নতুন লেখকদেরও বাংলাভাষার এছাণ্ডার বিজ্ঞান সম্পর্কে পোড়ার পথ হৃদয় হয়েছে।

১২ গোড়ার যুগে পত্রিকার ধারা লিখতেন তাঁদের অনেকের যেমন পরিবর্তনের সত্ত্ব ছিলেন না তেমনই পেশাও এছাণ্ডারিক ছিলেন না। পত্রিকার অন্তরত এই বৈশিষ্ট্য হ'ল পরিবর্তনের সত্ত্ব বৈচিত্র্যেরই প্রতিকলন। গোড়ার যুগে এছাণ্ডার আন্দোলনে ধারা এগিয়েছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই কিন্তু পেশাদার এছাণ্ডারিক ছিলেন না। 'এছাণ্ডার' প্রতিষ্ঠানটি যদি দর্শনাধারের এবং এছাণ্ডার বাবদ্যবর্তীয়ে লক্ষ্য হয়, তবে তাঁদের নিশ্চয়ই এছাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। পরিবর্তনের পত্রিকা যদি বৃত্তিধারীয়ে হয়েই দীর্ঘাবধি থাকে তবে গোড়ার পত্রিকা প্রকাশের যে, উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে এছাণ্ডার সম্পর্কে প্রচার করা, তা আর কার্যকরী করা যাবে না। অবশ্য এছাণ্ডার বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বৃত্তিগত ভটিগত বৃত্তির লক্ষ্য বর্তমানে এই পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধাদিই অবিকাদিই আর সাধারণ পাঠকের লক্ষ্য দেখা হচ্ছে না। এটা অব্যাহতিক কিছু নয়। লেখক জনসাধারণের মধ্যে এছাণ্ডার সম্পর্কে প্রচারের লক্ষ্য এখন অবশ্যই অল্প পথ অবলম্বন করতে হবে।

১৩ পত্রিকাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য যা কেই গোড়ার যুগে লক্ষ্য করা যায় তা হল, এর প্রকাশনা পরিপাট্যের স্বিকটি। দুঃখের বিষয়, বর্তমান সময়ে পত্রিকাটি তাঁর পূর্বের সেই উজ্জ্বল ধরে, রাখতে পাবেনি। একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই বুঝ যায় দিয়ে পত্রিকা ছাপা হচ্ছিল। আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ লক্ষ্যে চমকবার কান্ডে বকককে

নিজস্ব ছাশা ছিল পত্রিকার অন্ততম বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ বাংলাভাষার প্রকাশিত অসংখ্য পত্র-পত্রিকা যেহেতু যেমন-তেন্নন করে ছাশা হয়ে থাকে এটি ছিল তার মধ্যে ব্যতিক্রম। পত্রিকাটির 'এই উন্নত মানের ছাশার পেছনে যে মঙ্গল কারণ ছিল তার একটি হল, পত্রিকা প্রথম ছাশা শুক ধর ধর্মভার 'অনোবেল প্রিন্টার্স' অ্যাণ্ড পাবলিশার্স'-এর সম্বাহিকারী হুয়েশ চন্দ্র হাস মহাপনের তত্ত্বাবধানে। সম্পাদক তো বটেই, তাছাড়া পরিষদের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বও এমন সম্ভাব্য দৃষ্টি ছিল যে পত্রিকার ছাশাটি তুল বেখলেই তাঁরা দেখিকে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। বর্তমানে অবশ্য পত্রিকার প্রাতি পৃষ্ঠার অক্ষয় তুল ছাশা হলেও কেউ কিছু মনে করেন না। অবশ্য উপযুক্ত কারণ ছাড়াও পত্রিকার পূর্বের উচ্ছল্য হারিয়ে কেনার আরও অনেক কারণই আছে। মূহুণ ব্যয় বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রেস পরিবর্তন, অক্ষয় ছাশা, লেখার অভাব ইত্যাদিও উল্লেখ করা যায়। 'অনোবেল প্রিন্টার্স' অ্যাণ্ড পাবলিশার্স'র পর পত্রিকাটি দীর্ঘ দুই দশক ধরে 'বঙ্গ প্রেস ও 'পরিবেশক প্রেসে' ছাশা হত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে 'ঐশ্বর্যগার' 'স্বাধীনতা প্রেস' 'মুহুরী', 'বঙ্গবাসী' পুনরায় 'বঙ্গ প্রেস' 'মানভে প্রেস' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রেসে ছাশা হয়ে ৩৫ বর্ষ (১৩২২) থেকে 'স্ট্রেন্সন সিটিকেট'-এ ছাশা হচ্ছে।

২ 'ঐশ্বর্যগার'-এর সূচনা : ত্রৈমাসিক পর্ব :

২১ বাংলা ১৩৫৮ (ইং ১৯৫১) সালে প্রবীলচন্দ্র বহু সম্পাদনার ত্রৈমাসিক 'ঐশ্বর্যগার' আশুপ্রকাশ করে। পত্রিকার সহকারী সম্পাদকত্ব হলেন মনোজ নিতৌপী ও কাশাখ্যাপ্রদাধ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষদের কর্মদণ্ডিৰ অনাধ-বদ্ধ হস্ত পত্রিকার কর্মদণ্ডিৰ হলেন।

২২ প্রবীলচন্দ্র পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১৩৬১ (ইং ১৯৫৪) পর্যন্ত। পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে পরিষদের কর্মদণ্ডিৰ, সভাপতি, সহ-সভাপতি, শিক্ষণ উপদণ্ডিৰ অধ্যক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন পদে ছিলেন। তার

দশকব্যাপী তাঁর বহু লেখা পত্রিকার ছাশা হয়েছে। কর্মদণ্ডিৰ থেকে অবসর গ্রহণ করার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত তিনি পরিষদে এসেছেন। অনীতিপার প্রবীলচন্দ্রের মৃত্যুতাল 'ইউক্ততঃ' হালে দীর্ঘকাল ধরে 'ঐশ্বর্যগার'-এ প্রকাশিত হয়েছে (বর্ষ ৩৫ : সংখ্যা ৬-৭, আশ্বিন-কান্তিক ১৩২২ থেকে বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ পর্যন্ত)।

২৩ অনাধবদ্ধ হস্তের জীবনাবসান হয়েছে কয়েক বছর আগে। তিনিও পরিষদের কর্মদণ্ডিৰ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি পদে ছিলেন। পচাত্তর বছর বয়সেও ইনি মাঝে মাঝে পরিষদে তবনে এসে হাজির হতেন। কর্মজীবনে ইনি ছিলেন গোয়েন্দা কলেজের অধ্যাপক। 'ঐশ্বর্যগার' পত্রিকার অবশ্য খুব বেশী লেখেন নি। বাংলা ১৩৮২ সালে তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর 'পত্রিকাধ্যক্ষ' হয়েছিলেন।

২৪ লক্ষ্য করার বিষয়, পরিষদের তখনকার যিনের নেতৃত্বগুণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাহিত্য মনঃ। স্থলীল কুমার ঘোষ, ডিমকড়ি দত্ত, অনাধবদ্ধ হস্ত প্রভৃতি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্য লেখা 'হরিবাসর' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' প্রভৃতির দপ্তর। প্রবীলচন্দ্র, শুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখও যে যথেষ্ট সাহিত্য মনঃ ছিলেন তা তাঁদের লেখা থেকে বেশ বোঝা যায়।

২৫ প্রবীলচন্দ্রের পরে পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন যথাক্রমে প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬১-৬২) ও পল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬২)। পরবর্তী সম্পাদক গৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনকালেই (১৩৬৫) ত্রৈমাসিক পত্রিকা মাসিকে রূপান্তরিত হয়।

৩ 'ঐশ্বর্যগার' এর অব পর্যায় : মাসিকে রূপান্তর

৩১ পূর্বেই বলা হয়েছে যে গৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকালে পত্রিকাটি মাসিকে পরিণত হয়। এর পেছনে ছিলেন পরিষদে সে সময়ে নবাগত কিছু তরুণ কর্মী। সে সময়ে ত্রৈমাসিক পত্রিকাটিই নিম্নমিত প্রকাশিত হচ্ছিল না। প্রবীলচন্দ্রের সাবধান বানী...নতুন

উপা একে মাসিকে পরিবর্তিত করেন। এই প্রসঙ্গের
 বোঝানোর মূল কিন্তু খাড়াপ হারনি। সৌভাগ্যবশত হীর্ষ-
 কাল অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন।
 তাঁর সম্পাদনাকালে পত্রিকাটির গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়ন
 হিকেই প্রত্যুত উন্নতি হয়েছিল। তিনি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার
 সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে অনেকদিন পর্যন্ত
 তাঁকে 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক ছাড়া অন্য কিছু তাবা মনে
 ছিল। পরবর্তীকালে রায়কৃষ্ণ সাহা ছাড়া এত হীর্ষকাল
 আর কেউই এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না। সৌভাগ্য
 বশত পরবর্তীকালে সম্পাদক অরুণ কান্তি হালদার তাই তাঁর
 প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যথার্থই স্বয়ং করেছিলেন :
 "গ্রন্থাগার"র পাঠক-পাঠিকাবর্গ লক্ষ্য করে থাকবেন যে
 হীর্ষকাল যাবত অবিচলিত নির্ভর সঙ্গে নবপত্রিকার
 নিয়মিত এবং উন্নত 'গ্রন্থাগার' সম্পাদনার হারিষ্য ধার
 গুণগত ছিল এই কথা থেকে তিনি সেই প্রত্যক্ষ হারিষ্য
 থেকে মুক্ত হয়েছেন। গ্রন্থাগারিকদের কাছে "সৌভাগ্য
 বশত সম্পাদনা এবং 'গ্রন্থাগার' নাম দুটি এই স্বয়ং
 বঙ্গের প্রায় সমার্থবোধক হয়ে উঠেছে।"

৪ চার দশকের 'গ্রন্থাগার' পর্যালোচনা :

৪১ বিগত চার দশকব্যাপী পত্রিকার সম্পাদনা,
 প্রকাশন, লেখক, বিষয়, আঙ্গিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গে
 আলোচনার সুবিধার জন্য চল্লিশ বছরকে চারটি দশকে ভাগ
 করে বিষয় বিশ্লেষণ করা হল (ইংরাজি সালের হিসেবে
 মোটামুটি 'দশক'ের দশক থেকে ১৯১০ পর্যন্ত)। চার
 দশকের সময়কাল নীচে বোঝানো হল :

প্রথম দশক : ১ম খণ্ড—১০ খণ্ড (১৯৪৮—১৯৫৮) ;
 দ্বিতীয় দশক : ১১ম খণ্ড—২০ম খণ্ড (১৯৫৯—১৯৬৮) ;
 তৃতীয় দশক : ২১ম খণ্ড—৩০ম খণ্ড (১৯৬৯—১৯৭৮) ;
 চতুর্থ দশক : ৩১ম খণ্ড—৪০ম খণ্ড (১৯৭৯—১৯৮৮)।

৪১১ সম্পাদকের কার্যকাল :

৪১১১ পত্রিকা-সম্পাদকের কার্যকাল নীচে দেওয়া

হল :

ঐতিহাসিক

প্রথম বর্ষ—চতুর্থ বর্ষ (১৯৪৮—১৯৫১) প্রথম দশক স্বয়ং
 চতুর্থ বর্ষ—পঞ্চম বর্ষ (১৯৫১—১৯৫২) প্রথম দশক
 বন্দোপাধায়।

পঞ্চম বর্ষ, (১৯৫২ শেষ সংখ্যা) - পঞ্চদশ বন্দোপাধায়
 মাসিক

ষষ্ঠ বর্ষ বৈশাখ, ১৯৫৩—১২ম বর্ষ, কা্তিক, ১৯৫৩

সৌভাগ্যবশত সম্পাদনা

দ্বাদশ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৯৫৩ - চতুর্থ বর্ষ ভাদ্র ১৯৭১
 অরুণ কান্তি হালদার

চতুর্থ বর্ষ, আশ্বিন ১৯৭১ - পঞ্চদশ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৯৭২

চতুর্থ বর্ষের শেষ

পঞ্চদশ বর্ষ, আষাঢ় ১৯৭২—উনিবিংশ বর্ষ, বৈশাখ ১৯৭৬

নির্বাসন সুখোপাধ্যায়

উনিবিংশ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৯৭৬—ত্রয়োবিংশ বর্ষ চৈত্র ১৯৮০

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৪ বর্ষ বৈশাখ ১৯৮০—২৫ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৯৮২

রায়কৃষ্ণ সাহা

২৫ বর্ষ আষাঢ়-শ্রাবণ (২৪ ও ৩৫ সংখ্যা), ১৯৮২

রায়কৃষ্ণ সাহা/দত্তারত সেন

২৫ বর্ষ ভাদ্র ১৯৮২—২৬ বর্ষ কা্তিক ১৯৮৩ দত্তারত
 সেন

২৬ বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৯৮৩—২৬ বর্ষ চৈত্র ১৯৮৩
 রায়কৃষ্ণ সাহা

২৭ বর্ষ বৈশাখ ১৯৮৪—২৮ বর্ষ শ্রাবণ ১৯৮৫

প্রদীপ চৌধুরী

২৮ বর্ষ ভাদ্র ১৯৮৫—২৯ বর্ষ আশ্বিন ১৯৮৬

অরুণ হার

২৯ বর্ষ কা্তিক ১৯৮৬—৩০ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৯৮৭

প্রদীপ চৌধুরী

৩০ বর্ষ আষাঢ় ১৯৮৭—৩০ বর্ষ ভাদ্র ১৯৮৭ অরুণ হার

৩০ বর্ষ আশ্বিন ১৯৮৭—৩১ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৯৮৮

প্রদীপ চৌধুরী

৩১ বর্ষ আঘাট ১৩৮৮—৩৩ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০
হুশেন্দু ছুৎপ বশ্যোপাধায়

৩৩ বর্ষ আঘাট ১৩২০—৪০ বর্ষ চৈত্র ১৩২৭
রামকৃষ্ণ সাধা

[বর্ষভঙ্গি পত্রিকায় যেভাবে দেওয়া হয়েছে এখানেও
সেরকম ভাবেই দেওয়া হল, শুধু চতুর্দশ বর্ষের বানান পত্রিকায়
১৪শ ও চতুর্দশ হ্রস্বকর ভাবেই দেওয়া হয়েছে]

উপরের এই তালিকার ত্রৈমাসিক পূর্বের সম্পাদকদের
পূর্বে একবার উল্লেখ করলেও একত্রে দেখানোর জন্য অন্ত্যস্ত
সম্পাদকদের সঙ্গে এগুলাও বোপ করা হল। এই তালিকায়
কিছু তুলনুক থাকে সম্ভব। বিশেষ করে ২৩ বর্ষ (১৮৮০)
থেকে এত ঘনঘন সম্পাদকদের পালাবল হয়েছে যে প্রতি
সংখ্যা হয়ে হয়ে হিসেব করতে হয়। হাতের কাছে সব
খণ্ডগুলি নেই। টুকে আনা কাগজপত্রের নিছক লম্বা লম্বা
কংসার জাগলে মিলিয়ে দেখারও উপায় নেই। ২৪ বর্ষ
অর ও ৪র্থ (আঘাট-প্রাণ দায়) সংখ্যাটি ক্ষুণ্ণভাবে সম্পাদনা
করেন রামকৃষ্ণ সাধা ও সত্যব্রত সেন। এটা যথিত সম্ভব
হতে পারে কিন্তু এর কোন প্রয়োজন ছিল না। যে কোন
একজনের নাম দিলেই চলত। এ ছাড়া ঐ বর্ষ থেকে ২৩
বর্ষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ সাধা, সত্যব্রত সেন, আবার রামকৃষ্ণ সাধা,
প্রদীপ চৌধুরী, অরুণ রায়, পুনরায় প্রদীপ চৌধুরী, পুনরায়
অরুণ রায়—সব কেমন জট পাকিয়ে পেল। ৩০ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ
মাস পর্যন্ত (১৩৮৭) সম্পাদনা করেন প্রদীপ চৌধুরী, আঘাট-
তাস মাস অরুণ রায় এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র প্রদীপ রায়
চৌধুরী। মাত্র ২/৩ মাসের জন্য এক একজন কি সম্পাদক
নির্বাচিত হয়েছিলেন?

৪১৩১ বিগত চার দশকের কোন কোন সময়ে
'ঐশ্ব্যপার' এর কয়েকজন সহ-সম্পাদকও ছিলেন। লিখিত
ভাবে এঁদের নাম পত্রিকায় পাওয়া যায়। এছাড়াও বিভিন্ন
সময়ের সম্পাদকদের অলিখিত সহকারীর সংখ্যাও বোধ
হয় কম ছিল না। প্রথমেই যে দুজন সহকারী সম্পাদকের
নাম পাওয়া যায় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। পরিবর্তন গঠনস্তর
অস্থায়ী সম্পাদকদের যেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত

হতে হয় সহ-সম্পাদকের জন্য বোধ হয় অস্বস্তিকর কোন ব্যবস্থা
নেই। কাউন্সিল বা কার্যকরী সমিতির অগ্রদূতদেরই
হয়তো এই নিযুক্তি হত।

৪১৩২ চার দশকের মধ্যে প্রথম দশক ছাড়া বিভিন্ন
ও তৃতীয় দশকে বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকাল
থেকে অরুণ রায়ের কার্যকাল পর্যন্ত যে সব সহ-সম্পাদকের
নাম পাওয়া যায় তা নীচে দেওয়া হল:

১৩শ খণ্ড—১৩শ খণ্ড (১৩৭৬—১৩৭৮) গীতা মিত্র
২২শ খণ্ড (১৩৭২) অরুণ ঘোষ
২৩শ খণ্ড—২৪শ খণ্ড (১৩৮০—১৩৮১) হুবীর বোথ
২৪শ খণ্ড (১৩৮২ মিনতি চক্রবর্তী
২৬শ খণ্ড—২৭শ খণ্ড (১৩৮৩—১৩৮৪) অচিন্তা মল্লিক
২৭শ খণ্ড—২৮শ খণ্ড (১৩৮৪—১৩৮৫) মসিতা হাল

৫ লেখক, বিবর, আঙ্গিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

৫১ চারদশকের এই বিপুল তথ্য অধুনা প্রচলিত বিদ্যিও
মেক্ট্রস পদ্ধতিতে সারবি সহযোগে প্রদর্শন করে বিশ্লেষণ
করলে অল্প পরিশরে অনেক তথ্য পরিবেশন করা যেত।
কিন্তু চল্লিশ বছরের ঐশ্ব্যপার হাতের কাছে না থাকায়
একটা করার বেশ অস্বীয়া আছে। হুতরায় এই
আমদানিগত কাজের ত বটি পরবর্তী মন্ত করাও ওপরে
সমর্পণ করে আমি আবার নিজস্ব পদ্ধতিতেই এই পর্যালোচনা
করিছি।

৫১১ চল্লিশ বছরের ক্রমচয়িত নির্বর্তি থাকলে এমনি
কাজ সহজে করা যেত। ক্রমচয়িত নির্বর্তি করার কথাও
অনেকবার হল, ব্যক্তিগত উচ্চাঙ্গে কেউ কেউ এটা করতে
উচ্চাঙ্গীও হয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় নাই।
ক্রমচয়িত নির্বর্তি দূরের কথা, অনেক বছরের বাবিক খুচাপত্র
আবার ক্রটিপূর্ণ।

৫১২ ত্রৈমাসিক পূর্বের খণ্ডগুলির হিসেবে যেমন
গোলমাল আছে তেমনই চতুর্থ দশকে ধাত্যবাহিক পৃষ্ঠা
সংখ্যা না করে অনেক বছর প্রতিটি সংখ্যার আলোচনা আলোচনা
পৃষ্ঠা সংখ্যা করা হয়েছে। ১৩৮৮ থেকে ১৩৯২ পর্যন্ত

দৈনন্দিক 'গ্রন্থাগার'-এর খণ্ডগুলির হিসাব মেলে না। প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা কাতিক-পৌষ ১৩৪৮; দ্বিতীয় ও তৃতীয়-চতুর্থ (বৃহৎ) সংখ্যা দুটির প্রকাশকাল ১৩৪৯; দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় (বৃহৎ) সংখ্যা দুটির প্রকাশকাল ১৩৫০। ১৩৫১তে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাটিকে যদি দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যা ধরা হয় তবে ১৩৫১-৬২তে প্রকাশিত আর দুটি মাত্র সংখ্যাকে তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত করা উচিত। যখন হয়, দৈনন্দিক পত্রিকার প্রকাশকাল পাঁচ বছরে পাঁচ খণ্ড ধরে নিয়ে নবপর্ষদের মাসিকের শুরু হয় ষষ্ঠ বর্ষ থেকে।

১৩ দৈনন্দিক 'গ্রন্থাগার' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (কাতিক-পৌষ, ১৩৪৮) ডঃ নীহার রতন রায়ের ভূমিকা ছাড়া ডঃ যতীন্দ্র বিহল চৌধুরীর 'প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগার', কণীক্ষনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সম্পাদক 'প্রবন্ধ' 'গ্রন্থাগার ও লাইব্রেরি', বীবেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কব: সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি', কামাখ্যা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমেদিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ৭৫ বৎসর', প্রমোদ কুমার মাক্তালের 'শিশু সাহিত্য'। এছাড়া নিখিলবক নামদ্বিক পত্র সংঘের অধিবেশনে প্রদত্ত ডঃ রতনাধরের বক্তৃতাও অহংকার, 'পরিবর্তনবাদ' এবং একটি কবিতাও ছাপা হয়।

১৪ প্রথম বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ (বৃহৎ) সংখ্যায় (১৩৪৯), দ্বিতীয় বর্ষের সংখ্যাগুলি (১৩৫০-৫১) এবং দৈনন্দিক পত্রের অন্তর্গত খণ্ডগুলিতে লিখেছিলেন বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত, অরবিন্দ ভূষণ সেনগুপ্ত, গোবিন্দ ভূষণ ঘোষ, কেন্দ্র ভট্টাচার্য, বিহল কুমার বসু, যতীন্দ্রমোহন বসু, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমীল চন্দ্র বসু, কণিকূষণ রায়, লক্ষ্মীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আদিত্যকুমার গুহবোম্বা, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, মমত রায়, বশিষ্ঠরঞ্জন বসু, বলিগাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতি। দু'একজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বা অন্তর্গত শৈশব লোক বাদে এরা সকলেই ছিলেন তখনকার দিনের বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক। এদের অনেকেই একাধিক সংখ্যায় লিখেছিলেন এবং পরবর্তীকালেও

দীর্ঘকাল লিখে গেছেন।

১৫ প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই 'বাংলা পত্র' পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধের নিষ্পত্তি প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'পুস্তক সমালোচনা', 'গ্রন্থাগার সংবাদ', 'পরিবর্তনবাদ' প্রকৃতি কয়েকটি নিবন্ধিত বিভাগও এই সংখ্যা থেকে শুরু করা হয়।

১৬ দৈনন্দিক পত্রের লেখকদের মধ্যে কিছু ছিল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে; যেমন বর্ণনিকরণ, পুস্তকরূপ, রেফারেন্স ওয়ার্ক, গ্রন্থাগার পরিচালনা প্রকৃতি; দেশের ও বিদেশের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত, সমাজ শিক্ষা ও বয়স শিক্ষার গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার বহা, স্থল ও কলঙ্ক গ্রন্থাগার, শিশু গ্রন্থাগার, আত্মীয় গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার প্রকৃতি অবলম্বনে। এছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিচালনা, স্থানিকরণে এনীর নাম ও ভারতীয় নামের সমতায় হস্ত প্রাপ্তও বিবেচনায় আনা ছিল।

১৭ নবপর্ষদের মাসিক গ্রন্থাগারের ষষ্ঠ খণ্ড বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (১৩৬৩) কাঁবি সম্মেলনের প্রবন্ধটি এবং সম্মেলন অধিবেশনের বিবরণ নিয়ে গঠিত করা হয়। অবশ্য প্রথম সংখ্যায় একটি অন্তর্গত ধরনের রচনাও ছিল; গোষ্ঠী বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের 'হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘের জামানামা বিভাগের পরিচালনা ব্যবস্থা'। আবার সংখ্যায় একটি মাত্রই প্রবন্ধ ছিল যেটি লিখেছিলেন সম্পাদক বসু। প্রবন্ধটির নাম 'লম্বা শিক্ষার গ্রন্থাগারে ভূমিকা'। লম্বা সংখ্যায় ছিল দুটি প্রবন্ধ--একটি লডাকমের 'কলিকাতার শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনার ভূমিকা' ও অন্তর্গত বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সাংবাদিক সমাজ বিবরণ পত্রিকা'। নবপর্ষদের মাসিক পত্রিকার দুইনং ষষ্ঠ বর্ষে' লম্বা হাতে প্রবন্ধ নিয়ে সম্পাদককে 'বহু'র দেন বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। এই বছরে তাঁর অন্তর্গত: পাঁচটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। এই বর্ষের পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও তাঁর এক বা একাধিক লেখা দেখা যায়। এছাড়া দৈনন্দিক পত্রের অন্তর্গত বেশবিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক লিখেছিলেন তাঁদের

অনেকেই পরবর্তীকালে রাসিক পূর্বেও লিখেছিলেন। এদের কেউ কেউ তো চার দশক ব্যাপীই 'গ্রন্থাগার'-এ লিখছেন। প্রমীলচন্দ্র বহুর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাসিক পূর্বে এই দশকে তার লেখা ছিল 'অষ্টম ও নবম খণ্ড'। এছাড়া গত চার দশক ধরে অতাববি 'গ্রন্থাগার' এর পৃষ্ঠায় বার্ষিক লেখা দেখা যাচ্ছে যাতে তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম রয়েছে হর ভঃ আশিতা কুমার ও গুরুদেব ও রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের। ডঃ গুরুদেবের বই 'ব' অগ্রহারণ সংখ্যায় লিখেছিলেন 'গ্রন্থবিচার চুবি'। এর থেকেই 'রচনা হয় তাঁর 'গ্রন্থবিচার' নামে লিখিত বইটির। বইটি বনৌর ভাগ অংশই গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্ছে, এ চারোই যে সব গ্রন্থকার গত চার দশকে ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তকবিধি রচনা করেছেন তাঁদের অনেকেই 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় লিখেছেন।

৩০১ দশ বৎসর ঐ অগ্রহারণ সংখ্যাই লিখেছিলেন রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 'গ্রন্থাগার' ও 'স্যানি'। এর পর থেকে তিনি সনামে ও বনামে অসংখ্য প্রবন্ধ লেখেন 'গ্রন্থাগার' এর পৃষ্ঠায় এবং জীবনের আট দশক অতিক্রম করে এখনও লিখছেন। এই সংখ্যায় ডঃ বিমল কুমার দত্তও লিখেছিলেন, 'গ্রন্থাগারিকের মান-স্বর্ধা'। তিনিই লভ্য প্রথম এমন একটি বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন যা পরবর্তীকালে বাহ্যিক গ্রন্থাগারিকের কাছে একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। পরে প্রবীর রায়চৌধুরীও এ বিষয়ে লেখেন। অবশ্য রায়চৌধুরী পুস্তকদী ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। যে বিষয়ের উপস্থাপনা তিনি পঠিতাবে করেছিলেন এবং পুথ্যপুথ্য চর্চা করেছিলেন তা আসলে ছিল 'গ্রন্থাগারিকের বেতন ও পদস্বর্ধা'। তাঁর প্রবন্ধ দুটির নাম 'বৃত্তিহীন গ্রন্থাগার কর্মীদের ভবিষ্যৎ' (৩য় বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৫) এবং 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' (২য় বর্ষ দসেম্বর সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৬)। পেশান্ত প্রবন্ধটি ১৩৬০ সালের এপ্রিল মাসে ইছাপুর-নবাবগঞ্জে (২৫ পরগণা) অচলিত চতুর্থ বর্ষীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে

উপস্থাপিত হয়।

৩০২ এই দশক অর্থাৎ মোটামুটি পঞ্চাশের দশকে রাসিক পূর্বে খণ্ডগুলিতে ত্রৈমাসিক পূর্বে অন্ত্য লেখক হলেন চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১ষ্ঠ, দশম, নবম), সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় (১ষ্ঠ), বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত (দশম, নবম, দশম), অরবিন্দ ভূষণ সেনগুপ্ত (দশম) প্রভৃতি। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন অনেক নবীন ও প্রবীণ লেখক অতঃ কুমার সরকার (১ষ্ঠ ও দশম), অতঃ কান্তি দাসগুপ্ত (দশম ও দশম) ইন্দ্রনাথ মহন্তরায় (দশম ও দশম), চৈতালী সেন (১ষ্ঠ ও নবম), মহারী ঘোষ (দশম ও অষ্টম), প্রবীণ কুমার গুপ্ত (অষ্টম), চকল কুমার সেন (নবম ও দশম), বীজেন্দ্র চন্দ্র কল্যাণাধ্যায় (দশম), প্রমোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দশম), বিমলেন্দু মহন্তরায়, বানী বহু, গণেশ ভট্টাচার্য, লজ্জা বহু, নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী, নির্দলচন্দ্র চৌধুরী, অজয়কেন চক্রবর্তী (দশম), এবং আরো অনেকে।

৩০৩ এছাড়া প্রাচ্যবর্গীকরণ-খ্যাত সত্যেন্দ্র গুহাকুরতার প্রবন্ধ 'পুস্তকের জাত বিভাগ' (দশম), বর্ষীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হুদায় কুমার ঘোষের 'বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সোড়ার কথা' (১ষ্ঠ), 'প্রতিষ্ঠা দিবসের স্তোত্র', 'প্রাচ্য বর্গীকরণের উদ্ভাবক সত্যেন্দ্র গুহ' (দশম) এবং তিনকড়ি হস্তের 'ডঃ মহালী-হামায়ত রক্তনাম' (১ষ্ঠ), 'অক্ষনিধি হরিপদোত্তম রাও' (দশম) এই দশকের বিশিষ্ট রচনা বলে উল্লেখের দাবী রাখে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে 'গ্রন্থাগার'-এ হুদায় কুমার ঘোষের আরও দুটি লেখা ছাপা হয়েছে, দেখা যায় 'লাইব্রেরী আন্দোলন' (উনবিংশ) ও 'গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিশিষ্ট (বাংলা)। লেখা দুটি লভ্য বর্তমান পূর্ব প্রকাশিত রচনা থেকে ছাপা হয়েছে।

৩০৪ রক্তনাম

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, প্রখ্যাত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী এবং ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাণপুত্র ডঃ রক্তনাম কিশোর 'গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠায় প্রথম বৎসর প্রথম সংখ্যা থেকেই উপস্থিত। গত চার দশকে তাঁকে এই পত্রিকায় দেখা

গেছে নানাভাবে ব্যবহারই, কখনো বা নিজের লেখা বা বক্তৃতার অন্তর্ভুক্ত, কখনো বা তাঁর সম্পর্কে বা তাঁর কোন চিন্তাধারা নিয়ে অপরদের লেখার। এই ধরকে বঙ্গনাথনের লেখা 'গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক' (৪ষ্ঠ), 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইনের খসড়া', 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ : ভারতবর্ষ ও বিশ্ব' (অষ্টম), 'সুভার মূল্যের দ্রব্য বার মধ্যমের বক্তৃতাভিত্তিক 'অনুদ্রব' (নবম) এবং 'পঞ্চাংগ' (ধারণাবাহিক রচনা : দশম), বঙ্গনাথন সম্পাদিত রচনা লিখেছেন তিনকড়ি দত্ত (৪ষ্ঠ), অরুণ দাসগুপ্ত, প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দশম) প্রমুখ। 'গ্রন্থাগার'-এর পৃষ্ঠা ভর্তি লেখা যাবে যে পরবর্তী ধরকগুলিতেও এবং বহু লেখাই প্রকাশিত হয়েছে।

৪৪১ গ্রামীণ গ্রন্থাগার তথা সাধারণের গ্রন্থাগার

পদ্ম গ্রন্থাগার তথা সাধারণের গ্রন্থাগার ও তার সমতাবলী এখন থেকেই গ্রন্থাগার পত্রিকার শুরু পেয়ে এসেছে। তবে পত্রিকার ধরকে এই প্রসঙ্গে যা সবচেয়ে আলোচিত হত তা হল, 'সমাজশিক্ষা ও গ্রন্থাগার', 'বহু-শিক্ষা ও গ্রন্থাগার' এবং অন্তর্ভুক্ত সাক্ষরতা সম্পর্কেও। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি লেখা দেখা যায় এই ধরকের পত্রিকায়। ত্রৈমাসিক পর্বে 'সমাজশিক্ষা ও গ্রন্থাগার' (১৯৬০) এবং মাসিক পর্বে 'সম্মত সাক্ষরদের বই' (৪ষ্ঠ), 'পদ্ম অকালে গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা' (দশম) লিখেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহঃ মুখ্য সমাজশিক্ষা আধিকারিক মনোজ দাস। ঐ বিভাগেরই মুখ্য পরিদর্শক নিখিলরঞ্জন দাস লিখেছিলেন 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা' (৪ম)। পরবর্তী ধরকগুলিতে এ'রা ছাড়াও ঐ সকল বিভাগের আরও কোন কোন অফিসার যেমন গদাধর নিয়োগী (২৪ পরগণার সমাজশিক্ষা আধিকারিক), সুস্মার ভট্টাচার্য প্রভৃতিও এই পত্রিকায় লিখেছেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে একমুখ বিষয়ের সম্বন্ধে যোগ দাকার এ'রা সমতাবলীর ভাবিত হয়ে একসময়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। গ্রন্থাগার পরিদর্শকের সভাপতি—সম্মতন এ'দের প্রায়ই অংশগ্রহণ

করতে দেখা যেত। সময়ের পরিবর্তন হয়েছে তাই আশ্চর্য্যের অসমর্থ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে একটি আলোচ্য গ্রন্থাগার মূল্য হয়েছে। এই মূল্যের সঙ্গে পরিদর্শকের সম্পর্কও যে কখনো তিক্ত হয়ে উঠতে পারে এটা কি কখনো ভাবা গিয়েছিল।

এই ধরকেই দেখি বিখ্যাত মনীষী ও 'বিবিসি'র স-গ্রন্থ' পত্রের সম্পাদক রাতেন্দ্রলাল মিত্রের একটি লেখা 'গ্রাম্য গ্রন্থাগার' 'গ্রন্থাগার'-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। পরবর্তী ধরকগুলিতেও গ্রামীণ গ্রন্থাগার তথা সাধারণের গ্রন্থাগার আরও শুরু হয়েছে এবং এ সম্পর্কে বহু লেখা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থাগার সম্মতনগুলিতেও এ প্রসঙ্গ বারবার আলোচিত হওয়ায় ঐ উপলক্ষে রচিত বহু প্রবন্ধও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

৪৪২ অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের লেখা

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে বর্তমান গ্রন্থাগার সম্মতনের বিবরণী অর্থাৎ সম্মতনের মূলপ্রবন্ধ ও অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, সম্মতনের সভাপতি, সভাপতি, সভাপতি প্রভৃতির ভাষণাদি অথবা সম্মতনের স্থান সম্পর্কে পরিচয় জ্ঞাপক প্রবন্ধাদি দিয়ে একটি 'সম্মতন সংখ্যা' প্রকাশের রীতি চল আসছে। এছাড়াও পরবর্তী ধরকগুলিতে এই পত্রিকার আরও অনেক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। যথাযথানে তার আলোচনা করছি। এখন প্রথম ধরকের পত্রিকার আর আর যে সকল বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছিল তার মধ্যে আছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, যেমন, 'গ্রন্থ প্রদর্শন', 'অবস্থা অধিগম্য ব্যবস্থা', 'গ্রন্থ প্রদর্শন' (প্রদর্শন), প্রভৃতি 'গ্রন্থ প্রদর্শনের বিষয়', 'মুদ্রণ', 'ছাপাখানা', 'মুদ্রকের আর্থিক বিভাগ', 'গ্রন্থপত্রী' প্রভৃতি 'গ্রন্থবিদ্যার বিষয়', 'মুদ্রক নির্বাচন', 'মুদ্রকরণ, বগীকরণ, রেকর্ডের ওয়ার্ক প্রভৃতি। শেষোক্ত বিষয়ে ত্রৈমাসিক পর্বে বিশলকুমার দত্তের লেখা (১৯৬০) এবং মাসিক পর্বে পারিজাত দাস চৌধুরীর 'সুন্দরান' (৪ষ্ঠ) রয়েছে। রেকর্ডের ওয়ার্কের পরিভাষা এখন ব্যবহার হত 'সুন্দরান', পরে এটাকে

‘অল্পসংসার’ বলা হত; পরবর্তীকালে এটাও আর যথার্থ পরিভাষা বলে স্বীকৃত হয়না। পাঠ ‘পাঠকতি’, ‘পাঠাত্ম্যল’ ‘পাঠ উপকরণ’ প্রভৃতি নিম্নেও এই দশকে কিছু গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। প্রখ্যাত ব্যক্তি সাহিত্য-পত্র সম্পাদক বীণেন্দ্র সূতার সাক্ষ্যে লিখেছিলেন ‘পাঠকের হাতি’ (৪৭৪)।

৪৪০ ‘গ্রন্থাগার’-এর লেখিকা

ত্ৰৈলোক্যিক ‘গ্রন্থাগার’-এ কোন লেখিকার নাম দেখা যায় না। তবে আনু. ১৮৬০র একটি গ্রন্থ সমালোচনায় ‘স্বীমতী বাণী বোস’ এই নামটি পাওয়া যায়। বার্ষিক পূর্বের চৈতালী সেন, পারিজাত রায়চৌধুরী, বিজলী বার এইরূপ লব্ধের মহিলাদের পরিচয় না পাওয়ায় সন্দেহ হয়েছিল হয়তো। দ্বিতীয় ছন্দেই পুস্তকটি এই লিখেছিলেন। সৌভাগ্যবশত গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানা গেল, ‘চৈতালী সেন’ এবং ‘পারিজাত রায়চৌধুরী’ এ ছুটি ছন্দেই তিনিই লিখেছিলেন। ঐ দশকে আরও একটি ছন্দেই তিনি লিখেছিলেন সেটা হল ‘দিবাক্ষর রহমান’। এই বকম বই ছন্দেই ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার লেখকরা সত্য চার দশক ধরেই ব্যবহার করেছেন। সে প্রশ্ন পরে আলোচনা করব।

৪৪৪ মনে হত, এক এক অবিভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের যে মহিলা গ্রন্থাগারিক গ্রন্থকাল ধরেছিলেন এবং পরিবর্তনের কাজে কর্মেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি বাণী বসু। ‘তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের বাংলা বিভাগের টেকনিক্যাল অ্যানিস্টাট ছিলেন স্মীমতী বসু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দশকে পঞ্চাশের দশকে মৃত হয়েছিলেন এবং ১৮৭০-এর জাহ্নবীরীতে দৃগদোপা। ক্যাননসার গোপে মুদ্রার কিছুকাল, আগে পর্যন্তও পরিষদ ভবনে এসেছেন। বার্ষিক পূর্ব ‘বাংলায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গ্রন্থ’ (৪৭৪) তাঁর এই লেখাটি দেখি। পরে অবশ্য তাঁর আরও কিছু লেখা ‘গ্রন্থাগার’-এ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ অবশ্যই ‘বাংলা শিষ্ট-সাহিত্য: গ্রন্থপত্রী’। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক বইটি ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। এই একটি মাত্র কাজই তাঁকে অগণ্য রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

তবে বাণী বসুর আগে ‘বিজলী বার’ নামে তিনি লিখেছিলেন তিনি সত্যিই মহিলা। তিনি ছিলেন পরিষদের তৎকালীন এক কর্মী মুদ্রার চক্রবর্তী তরী। যদিও তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন তবে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার বিভাগ শিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন না। অল্প কিছুকাল মাত্র তৎকালীন সম্পাদকের কাছে সহায়তা করেছিলেন।

৪৪৪ পরবর্তীকালে ‘গ্রন্থাগার’-এর লেখিকা এবং পরিষদের কর্মীরূপে বহু মহিলা এসেছেন। তাঁদের অনেকেই গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার বিভাগ শিক্ষণ প্রাপ্ত। এঁদের মধ্যে গীতা চট্টোপাধ্যায় (মিত্র), শ্রীতি মিত্র, অমিতা বার চৌধুরী (মিত্র), হুতিকা গঙ্গোপাধ্যায় (বোস), সত্যভামা বিশ্বাস, ডঃ দ্বিতী বোস (বার), কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা দত্ত, অমিতা বার, দ্বিতী বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রন্থাগার), বৃন্দা চট্টোপাধ্যায়, শিখা বোস (পরিচয় জানা যায়নি), স্মৃতি চক্রবর্তী, বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, হলেখা গুপ্ত, (বসু বার), অমিতা চট্টোপাধ্যায় (বসু), চৈতালী দত্ত, মারা ভট্টাচার্য, অঞ্জলি বার, শ্রীতি চৌধুরী, গীতা চক্র, অমিতা ভট্টাচার্য, বৃন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় (বার), আফিকা রহমান (বাংলাদেশ) প্রভৃতির নাম কতটা যায়।

৬ ‘গ্রন্থাগার’-এর নিয়মিত বিভাগ

৬১ এই পত্রিকার প্রবন্ধটি ছাড়া যে সব নিয়মিত বিভাগ থাকে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্ৰৈলোক্যিক পূর্ব যেনব বিভাগ চালু করা হয়েছিল বার্ষিক পূর্ব এসে এর দশকে আরো কয়েকটি বিভাগ যোগ করে বিভাগগুলি ঠাঁড়াল এই বকম : ‘সাধারণ সংবাদ’, ‘গ্রন্থাগার সংবাদ’, ‘অন্তান্ত সাম্প্রদায়িক খবর’, ‘পরিষদ কথা’, ‘বিবিধ বার্তা’, ‘গ্রন্থ-সমালোচনা’ ও ‘সম্পাদকীয়’। পরবর্তী দশকগুলির বিভিন্ন সময়ে অনেকবার বিভাগগুলির অঙ্গল বদল হলেও মোটামুটি কয়েকটি বিভাগ বরাবরই রয়েছে। ‘চিঠিপত্র’ বিভাগ নাম দিয়ে থাকে মধ্যে কিছু কিছু চিঠিপত্রও ছাপা হয়েছে। কখনো বা ‘গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য পুস্তক’ বা ‘দাম্পত্যিক প্রকাশিত বাংলা বইয়ের তালিকা’ জাতীয় কোন

কোন বিভাগ যোগ হয়েছে, কখনো বা অনেক বিভাগই বাধ পড়ে গেছে। এই বিভাগগুলিতে প্রাদুর্ভিত্তি যেমন লব্ধ হয়েছে তদ্বিত্তি হয় নাই, তেমনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিও সময়ে সময়ে লক্ষ্য করা যায়। 'পরিবহন' কথা নামে 'প্রদর্শন সংস্থা' ছাড়া হয়েছে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। তবে এই বিভাগগুলি খুঁটিয়ে পড়লে সেই সময়েও অনেক ইতিহাসের উপস্থান যে পাওয়া যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৬২২ পত্রিকার আঙ্গিক ও অন্তর্ভুক্তি

• প্রথম দশকের তুলনায় পরের দশকগুলিতে পত্রিকাটি কাগজ, ছাপা, প্রচ্ছদ প্রভৃতি দিক দিয়ে তার পূর্বতন উচ্ছল্যে যে দাঁড়িয়ে ফেলেছিল একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পত্রিকার কলেবরও কখনো কখনো অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। ত্রৈমাসিক পর্বের প্রথম তিন বছর পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রতি বছরে ১৫০-র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরের দু'বছর এটা দাঁড়ায় বছরে ৩০০-তে। বার্ষিক পর্বের প্রথম দু'বছর পৃষ্ঠাসংখ্যা বছরে ৩০০। প্রথম দশকের শেষ তিন বছর অর্থাৎ ১৩৬৪, ১৩৬৬ ও ১৩৬৭ পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৩৬, ৪৪২ এবং ৪৪৪। দ্বিতীয় দশকে পৃষ্ঠাসংখ্যা বছরে গড়ে ৪৬০, সর্বনিম্ন ৩০৪ (১৩৭০) এবং সর্বোচ্চ ৪৮০ (১৩৬৮)। তৃতীয় দশকে বছরে গড়ে ৩৬০, সর্বনিম্ন ১২৮ (১৩৭৮) এবং সর্বোচ্চ ৭২৭ (১৩৮৫)। চতুর্থ দশকে বছরে গড়ে ৫০২; সর্বনিম্ন ১৭৮ (১৩৯০) এবং সর্বোচ্চ ৩৫০ (১৩৮৮)।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চতুর্থ দশকের কোন কোন বছরে পৃষ্ঠাসংখ্যার ব্যবস্থাবিকৃততা রক্ষা না করে প্রতিটি সংখ্যার আলাদা আলাদা পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। ক্রোড়পত্রগুলিতে এক একবার এক এক বছর পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, কখনো বা একেবারেই দেওয়া হয়নি।

পত্রিকার সাইজ অনেকদিন পর্যন্ত ছিল বর্গাকার আকারে; পরে ঐ সাইজের কাগজের অভাব দেখা দেওয়ায় ঐ সাইজ বর্জন করে ২৪ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

থেকে পত্রিকার সাইজ হয় ২৪ X ১৮ সি.এম.।

প্রতি সংখ্যার কটা প্রবন্ধ, নিম্নমিত বিভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং বিভাগগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রতি দশকে এগুলি কেমন ছিল দেখাতে পারলে হয়তো ভাল হত কিন্তু বিস্তারিত হিসাবের মধ্যে না গিয়ে মোটামুটি বলা যায় প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে মতলেন ও অন্তর্ভুক্ত বিশেষ সংখ্যা বাবে সর্বোচ্চ ৪/৫টি এবং সর্বনিম্ন ২/৩টি প্রবন্ধ প্রতি সংখ্যায় স্থান পেত। তবে চতুর্থ দশকে অনেক সংখ্যাই এগুটি বা দুটি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যাগুলিতে নিম্নমিত বিভাগগুলিও স্থান পায়নি। এগুলিতে ক্রোড়পত্র হিসেবে স্থান পেয়েছে অনেক সরকারী আদেশনামা, অর্থকল্পি, নানা কমিটি, কমিশনের রিপোর্ট ইত্যাদি। এগুলির প্রয়োজনীয়তা ছিল ঠিকই, তবে নিম্নমিত বিভাগগুলিও একেবারে অপ্রয়োজন ছিল না কোন কালেই।

পত্রিকার অন্তর্ভুক্তি অর্থমূল্য :

ত্রৈমাসিক পর্ব পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য কত ছিল সেটা উল্লেখ করা না গেলেও বর্ষ বর্ষে বার্ষিক পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল পাঁচ আনা মাত্র। এটা বাড়িয়ে প্রথমে ৩৭ নয়া পয়সা এবং পরে ৪০ পয়সা করা হয় প্রথম দশকেই। দ্বিতীয় দশকের পুরোপুরি এবং তৃতীয় দশকের প্রথম বছর অর্থাৎ (২১ বর্ষ; ১৩৭৮) পর্যন্ত প্রতি সংখ্যার মূল্য ৪০ পয়সাই ছিল। তবে দশত ঠাণ্ডা ব্যক্তিগত ও টাকা থেকে ৪ টাকা এবং প্রতিষ্ঠানগত ৪ টাকা থেকে ৫ টাকা করা হয়েছিল দ্বিতীয় দশকের গোড়োতেই। তৃতীয় দশকের গোড়োতেই এটা বেড়ে হয়েছিল ৫ টাকা এবং ৭ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্যও পরে ৪০ পয়সা থেকে ৭৫ পয়সা, ১ টাকা; ১.৫০ পয়সা; ২ টাকা এবং চতুর্থ দশকে এসে ৪ টাকার দাঁড়িয়েছে। প্রথম দশকে পত্রিকার মতাক বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা থেকে ৬ টাকা এবং পরে ক্রমান্বয়ে ৭ টাকা, ১০ টাকা, ১৫ টাকা, ২৪ টাকা এবং বর্তমানে ৩৬ টাকা হয়েছে। তেমনি আত্মকর্ম দশকটির ৭৫ টাকা থেকে বেড়ে ১৫০

টাকা এবং বর্ডমানে ২৫০ টাকা হয়েছে। বর্ডমানে সপ্ত চার ব্যক্তিগত ২৫ টাকা এবং প্রতিষ্ঠানগত ৩৫ টাকা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী সপ্ত চারের দ্বারা, বিজ্ঞাপনের দ্বারা ইত্যাদি প্রথম দিকের সংখ্যাগুলিতে যেমন সহজলভ্য ছিল পরের দিকে কিছুটা স্মরণ ছিল না। পত্রিকার স্থানান্তর, সপ্ত চারের বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞাপনের দ্বারা বৃদ্ধি কোন কোন সময়ে হয়েছিল এবং তখন পত্রিকা থেকে কীভাবে বার করা সহজ নয়। চতুর্থ দশকের শেষ দিক থেকে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ সংখ্যায়ই মলাটের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পৃষ্ঠা কীকা থাকে অথচ এসব তথ্য ছাপানো হয় না।

বিজ্ঞাপন প্রদত্ত :

একবারে গোড়ায় পত্রিকার বেশ কিছু বিজ্ঞাপন ছাপা

হত। প্রথম দশকের নিম্নবিত্ত বিজ্ঞাপনভাষাগুলোর মধ্যে ছিলেন 'অনারেল প্রিন্টার' অ্যান্ড 'পাবলিশার' 'বিজ্ঞাপন' 'লাইব্রেরী', 'বেঙ্গল পাবলিশার', 'বিশ্বভারতী', 'স্টার্ট ইউনিয়ন', 'ন্যাশনাল বুক এন্ড', 'বিজ্ঞাপন', 'সাহিত্য সংসদ', 'ওরিয়েন্টাল লাইব্রারী', 'মুকটাকা এন্ড এজেন্সি' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন কোন বিভাগ।

দশকে দশকে এই বিজ্ঞাপনের হেরফের হয়েছে অনেকবার। কখনো হয়তো বেশ কিছু বিজ্ঞাপন মিলেছে কখনো বা একবারেই মিলে নাই। তবে গত চার দশকে বিজ্ঞাপনের দ্বারা বহিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কয়েকবার। দশক অনুযায়ী বহিষ্ঠিত দ্বারা নীচে দেওয়া হল :

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মলাটের তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মলাটের চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা
প্রথম দশক ৩০ টাকা	৫০ টাকা	৪০ টাকা	৬০ টাকা
দ্বিতীয় " (সহস্রাব্দ) ৫০ টাকা	৭৫ টাকা	৬০ টাকা	১০০ টাকা
তৃতীয় " ৮০ টাকা	১৫০ টাকা	১৫০ টাকা	২০০ টাকা
চতুর্থ " ১০০ টাকা	৪৫০ টাকা	৪৫০ টাকা	৫০০ টাকা

চার দশক গ্রন্থাগার বৃত্তির ওপর প্রভাব

গত চার দশক ধরে বহু মূল্যবান লেখাই 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে। এরকম একটি পত্রিকার দ্বারা জীবনে উত্থান-পতন তো থাকবেই। বিশেষতঃ যেখানে কাজকর্ম চলে বেচ্ছাসেবী কর্মীদের দ্বারা। গ্রন্থাগার বৃত্তির লোকেরাও গত চার দশকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। পত্রিকাটির চরিত্র বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন বৃত্তির লোকের চাহিদা এ পত্রিকা কতটা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। গত চার দশকে এই পত্রিকা গ্রন্থাগার বৃত্তির লোক তথা বৃত্তির বাইরের লোকের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। সময়ে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকাকেও মূল্যবোধগী করে তোলা হয়েছে কিবা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমাদের দেখা প্রয়োজন গত চার দশক ধরে এই পত্রিকার কার্য

লিখেছেন এবং কি লিখেছেন এবং এই সব লেখার সম্ভাব্য পাঠকই বা কারা ছিলেন। আমাদের অনেকের মধ্যেই একটা ভাষা-ভাষা ধারণা রয়েছে যে পুণ্যবো মূগের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মান খুব উঁচু ছিল, এটা ধাপে ধাপে ক্রমশঃ নীচু হয়ে গেছে। এ ধারণা কিন্তু সর্বোপরি সত্য নয়। পত্রিকার এই মান নীচু হওয়াটা কিছু অনেকটাই বহিঃস্থ গত; বিষয়বস্তুগত নয়। পরবর্তী দশকগুলির পত্রিকা ভালো করে দেখলে একবার গভীরতর উপলব্ধি করা যাবে। যে লবল অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের লেখা দিয়ে এই পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁদের অনেকেই পরবর্তী দশক গুলিতেও লিখেছেন। তাঁরা শুধু অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকই ছিলেন না, লেখালেখির ব্যাপারেও তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন। বৃত্তিমূলক তথ্য ও তাঁরা ব্যবহারিক প্রয়োজন লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে তাঁরা

এতদূর লক্ষ্য হয়েছিলেন যে গ্রন্থাগার বিভাগ ছাত্র ও শিক্ষক কর্মসূত্রে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার পরিবহণের সম্ভবতা ও বা অস্ত্রাশ্রয় পাঠক লেখকগণি শত্রে এ সম্বন্ধে কিছুটা জানলাত করতে পারতেন। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও নতুন লেখক এসেছেন—তাঁদের অনেকে আবার নতুন গ্রন্থায়েব। এঁদের মধ্যে যেহন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চ-শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম লিও এম সি, ডি আর টি সি ও ইনসত্যক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের হেইং প্রাপ্ত, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে কর্মসূত্রে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক, ইত্যাদি রয়েছেন তেহনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রাপ্ত পৰ্যায়ের গ্রামীন, বহুত্বা, জেলা ও স্তাত্ত সাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও রয়েছেন। পরবর্তী লেখকদের মধ্যেও এখন অনেকে আছেন ঐরা 'গ্রন্থাগার' বিজ্ঞানের গ্রন্থাি এবং গ্রন্থাি লিখে নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণের ভট্টাচার্য, মুহম্মদলাল চক্রবর্তী, ডঃ কৃষ্ণাল সিং, ডঃ জে.কৃতবাহন রায়, ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ডঃ কুমারের চক্রবর্তী, ভবানী কুমার ঘোষ, হীপক কুমার রায়, সত্যজিত সেন, অনিল কুমার রত, অনিত্যজ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যায়।

বিভীত্ব বশত একাধিক বর্ষ এবং বাহুল্য বর্ষের কাতিক সংখ্যা (১৩৬২) পূর্বত পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন সৌভেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। এই বশকের একাধিক খণ্ডটিই তাঁর সম্পাদনাকালের চরমোৎকর্ষের নিরূপন এবং তাঁর সম্পাদনাকালেই অবাং বাহুল্য বর্ষের কাতিক সংখ্যা থেকেই ওগাকবিত্ত 'নিরূপণী' হানের সূচনা। এ সময়ে চীন-ভারত মুহম্মদ পরিপ্রেক্ষিতে হোলে জরুরী অবস্থা জারীর ফলে পরিবহণে-আর্থিক অনটনের আশঙ্কার ব্যয় লকোচের প্রায় ওঠে এবং পত্রিকার প্রাক্কর বর্জনের সিদ্ধান্ত হয়। পত্রিকার এই প্রাক্করবীন কীণ নব কলেবরের কারণ বিবৃত হয়েছিল ঐ সংখ্যার সম্পাদকীয় ভুক্ত্রে।

একাধিক বর্ষের পত্রিকার সংখ্যাগুলি যেহন নতুন নতুন লেখকের লেখার এবং বিবরণবস্ত্র বৈচিত্র্যে উল্লেখযোগ্য

তেহনি এই বহুরূপের প্রতিটি সংখ্যা অত্যন্ত সুশীকল্পিত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল। এ বহুরূপে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছিল। এ বহুরূপে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ছাড়া বেশ কয়েকটি সংখ্যায় একই বিষয়ে বেশ বহুরূপের লেখকের লেখা এক একটি সংখ্যায় হিরে বিশেষ সংখ্যার আকার বেওয়া হয়েছিল। বিশেষগুলি ছিল, 'গ্রামাযণ গ্রন্থাগার', 'শিত গ্রন্থাগার', 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগার' 'গ্রন্থ সন্ধান', 'গ্রন্থাগার ভবন' ইত্যাদি। সৌভেন্দ্র মোহন তাঁর সময়ে অনেক নতুন লেখককে হিরেই পত্রিকায় লিখিয়েছিলেন। তাঁদের সহায় যে পরবর্তীকালে লিখেছেন এখন নয়। হু'একজন পরে অস্ত্র ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত ও পুত্রকাহি সূচনা করে খ্যাতিমান হয়েছেন।

পরবর্তী সম্পাদক অরুণ হাশকপ্তের সম্পাদনাকালে পত্রিকাটি কিছুদিন প্রাক্করবীন এবং কীণ কলেবর থাকলেও লেখার হানের অবনয়ন হয়েছিল একথা বলা যায় না। বিশেষ গ্রন্থাগারে কর্মসূত্রে স্রীহাশকপ্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে যেহন ভাল রপে চলতে স্তাত্ত ছিলেন তেহনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা থেকে গ্রন্থাি অহুবাধ করিয়ে 'গ্রন্থাগার'-এ ছাপতেন। তিনি একটি নতুন বিভাগ চালু করেন, 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক'। একই বৃষ্টির হেখলে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার সঙ্গে পূর্ববর্তী সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা বাবে। সৌভেন্দ্র মোহনের কইই তিনিও নিজে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন পত্রিকায়। এর মধ্যে 'কোলন বর্দীকরণ প্রসঙ্গে' (ধারাবাহিক), 'জোয়াগ্রাকী', 'জানবিজ্ঞানের পত্র পত্রিকার আদিক' ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। কর্মসূত্রে কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তিনি আর 'গ্রন্থাগার'-এ লেখেন নি।

এই বশকের স্তাত্ত পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন চকল কুমার সেন, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ও বিমলাচর চট্টোপাধ্যায়। চকল কুমার পুরো একবহুরূপ সম্পাদক ছিলেন না। যদিও তিনি সম্পাদক হবার আগে, সম্পাদনা কালে এবং তাঁর পরেও নিজের গ্রন্থ লিখেছিলেন 'গ্রন্থাগার'

এর ক্ষমতা। বিরলচন্দ্র সম্পর্কেও মোটামুটি একথা বলা যায়। চরম ক্রমের পরবর্তী দুজন সম্পাদকেরই কার্যকাল বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়েছিল। বিরলচন্দ্র তৃতীয় বর্ষকেই তিনটি বর্ষ (একবিংশ; ১৩৭৮ ও দ্বাবিংশ; ১৩৭৯ ও ত্রয়োবিংশ ১৩৮০) সম্পাদনা করেন। বিরলচন্দ্রের পরে সম্পাদক হন রায়চন্দ্র সাহা। তৃতীয় বর্ষকে অন্ত্যস্ত যাত্রা পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন তাঁরা হলেন সত্যজিত সেন, প্রদীপ চৌধুরী, অরুণ রায় ও প্রবীর রায় চৌধুরী। এই বর্ষকে সম্পাদকদের ঘন ঘন পালাবদল ও পুনঃপুনঃনবনয়ন কথা পূর্বের উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে রায়চন্দ্র সাহা তৃতীয় বর্ষকে তিন বৎসর এক চতুর্থ বর্ষকে সাত বছর মোট বর্ষ পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। চতুর্থ বর্ষকে প্রবীর রায় চৌধুরীর পরে দ্বিটি বর্ষের (৩১ বর্ষ: ১৩৮৮ ও ৩২ বর্ষ) সম্পাদনা করেছিলেন হৃদেঙ্গুচূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর কার্যকাল দুবছরই, কারণ ৩১ বর্ষ আবার সংখ্যা থেকে শুরু করে তিনি ৩০ বর্ষ জ্যেষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। এই সব সম্পাদকদের মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনার কে কতখানি সাক্ষ্য অর্জন করেছিলেন সে বিচারে না দিয়েও বলা চলে ঐক্য প্রত্যেকই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন বলেই পত্রিকাটি চারদিক দার করে আজ পর্যন্ত বর্ষকে পড়েছে। যশাল ঘোড়ে অংশগ্রহণকারী যেমন একজনের হাত থেকে মশাল নিয়ে ঘোড়ে গিয়ে আর একজনের হাতে সন্নিবেশ করেন এবং তাঁর পরবর্তীরাও, তাই করেন তেমনই এই সম্পাদকরাও পূর্ববর্তী সম্পাদকের হাত থেকে কার্যভার নিয়ে নিজ কার্য সম্পন্ন করে তা পরবর্তী হাতে সন্নিবেশ করেছেন। সুতরাং পত্রিকা চার বর্ষক অতিক্রম করার দৌঁদর দলসেরই। আরও একটি কথা, পত্রিকা সম্পাদকদের পেছনে সব সময় ছিল পরিষদ। পত্রিকা সম্পাদকদের একক প্রচেষ্টার কথাটা পত্রিকা চলে নাই—পত্রিকার চালিকা শক্তি পরিষদই; তা প্রত্যক্ষভাবে অথবা

পরোক্ষভাবে ঘাই হোক না কেন। চার বর্ষকের এই দীর্ঘ সময়ে এই এতজন সম্পাদকের একজন থেকে আর একজন মেঝামে, দৃষ্টান্তসিদ্ধ এবং কালে কর্মে হয়তো খালাস, কিন্তু তাঁদের মধ্যে একটি যোগসূত্র অবশ্যই আছে তা হল এরা প্রত্যেকেই ছিলেন পরিষদের কর্মী। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই শুধু 'ঐশ্ব্যগার'-এর সম্পাদক ছিলেন না—বিভিন্ন সময়ে পরিষদের বিভিন্ন পদাধিকারীর পদেও ছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের সম্পাদকদের মধ্যে রায়চন্দ্র সাহা, সত্যজিত সেন এবং প্রবীর রায় চৌধুরী তাঁদের সম্পাদনাকালে এবং তার আগে ও পরে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন পত্রিকায়। প্রদীপ চৌধুরী, অরুণ রায় এবং হৃদেঙ্গু চূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ লেখেন নাই। অবশ্য এখানে প্রবন্ধের কথাই বলা হচ্ছে সম্পাদকীয় বা ঐ প্রকার অন্ত্যস্ত লেখাগুলি ধরা হচ্ছে না। প্রদীপ চৌধুরী এক অরুণ রায়ের ছ'একটি লেখা তবু নম্বরে এসেছে, কিন্তু হৃদেঙ্গু চূষণের তেরজন কোন লেখা নম্বরে আসেনি।

বিশেষ সংখ্যা, বিশেষ প্রবন্ধ, বিশেষ বক্তৃতা ও বক্তৃতা-মালা:

বিশেষ সংখ্যা: পূর্বের উল্লেখ করা হয়েছে ত্রৈমাসিক পূর্ব থেকেই একটি সম্মেলন সংখ্যার সম্মেলনের কার্যবিবরণী ও সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধাবলী ছাপিয়ে বার করার রীতি চলে আসছে। এই প্রাতি বছরের সম্মেলনের আয়োজ্য বিষয় বস্তু একটি তালিকা করলে তা অন্ত্যস্ত দীর্ঘ হয়ে দাঁড়াবে। এ প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুও উল্লেখ করতে চাই যে সম্মেলন উপলক্ষে প্রবন্ধ রচনা করে অনেক নতুন লেখক এসেছেন পত্রিকায়। সম্মেলন সংখ্যা ছাড়া পত্রিকায় আর যেসব বিশেষ সংখ্যা গত চার বর্ষকে প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(ক্রমণ:)

কম্পিউটার-ভিত্তিক প্রকাশনা : কি ও কেন ?

ইন্ট্রজিং রায়

কেন্দ্রীয় রেশন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরগুণাপুর

[প্রোগ্রামিং ও প্রকাশনা এক অপরের সাথে অকাঙ্কিতাবে জড়িত। দুয়েই মূল উদ্দেশ্য পরিবেশ। প্রোগ্রামিংয়ের প্রয়োজনেই প্রকাশনার বিভিন্ন ধিকের ধ্যায়ন শ্যায়ন জরুরী। এই পটভূমিতেই “কম্পিউটার-ভিত্তিক প্রকাশনা : কি ও কেন?” “উত্তরী”।]

আপনি কি প্রকাশনার কাজে মূক্ত? আপনার কি নিজস্ব প্রেস আছে? অথবা গ্রাফিক্স ডিজাইনার? টাইপোগ্রাফিতে জ্ঞান? না থাকলেও ক্ষতি নেই—আপনি হতে পারেন নতুন যুগের এক অগ্রণী প্রকাশক, টাইপোগ্রাফিক্স ডিজাইনার অথবা নিজস্ব পত্রিকার মালিক। আর এতে আপনার প্রাথমিক খরচ মাত্র লাখ দুয়েক টাকা। অথাক হচ্ছেন! অথাক হওয়ারই কথা; কিন্তু এ যন্ত্র লভ্য আয়কের হিনে যন্ত্রনক বা কম্পিউটারের দোপতে।

আজ থেকে মাত্র এক লক্ষ আগেও তাহতে কোন উচ্চ মানের পত্রিকা প্রকাশনের কথা চিন্তা করতে প্রারম্ভিক মূলধন স্বরকার হত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা; আর আজ আপনি উচ্চ মানের প্রকাশনার (সে বই বা সাময়িক পত্রিকা, যাই হোক না কেন) কাজ শুরু করতে পারেন কেবলমাত্র একটা মাকারী যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় Software আর প্রিন্টার নিয়েই। আপনার প্রয়োজন হবে না নানান আকারের টাইপ ফন্ট, টাইপ কেস, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, অথবা সে-আউট আর্টিস্টের, নিজস্ব ইন্ডিও বা ডিজিটাল প্রিন্ট মেশিনের। আপনার মূল্য আদান প্রকাশনার কম্পিউটারের প্রয়োগধর্মী ব্যবহারে।

কম্পিউটারের প্রয়োগ প্রকাশনার কাজে নিয়ে এসেছে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। শুটেনবার্গের আবিষ্কারের হত

প্রকাশনা জগৎ আজ নতুন এক যুগের হৃদনার অপেক্ষমান।

সে আজ ছাড়পত্র পেয়েছে নতুন যুগে প্রবেশের—আর এ কাজে তার বিশ্বস্ত সঙ্গী কম্পিউটার বা যন্ত্রপাতি।

কম্পিউটার প্রকাশনার কাজে কি তাতে সাহায্য করে?

শক্তি কথা বলতে কি কম্পিউটার আজ প্রকাশনার কাজে বহুলাংশে সহায়তা করে থাকে। কম্পিউটারের কাজ এক্ষেত্রে তিন ধরনের—

১) তথ্য সংরক্ষণ ও সম্পাদনা,

২) formatting—টাইপ বিভাগ, চিত্রণ, কলর ও পৃষ্ঠাবিন্যাস ইত্যাদি, এবং

৩) মুদ্রণ

প্রথমত: তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার তার জয়গার থেকেই কাজ করে আসছে। বিভিন্ন পেশক, প্রতিবেদকের প্রতিবেদন গ্রহণ ও সংরক্ষণ এমনকি লেখক/প্রতিবেদক, সম্পাদকের মধ্যে সংসদ্রি তথ্য বিনিময়ও কম্পিউটার করে থাকে। দূরসংকারী নানা ব্যবহার বিভিন্ন তথ্য যোগানকারী সংস্থার মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যের আদান প্রদান কম্পিউটার মাধ্যমেই দ্রুততার সাথে করা হয়ে থাকে। ব্যবহারিক দিক থেকে এ মাধ্যম সুবিধাজনকও বটে।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির নিজস্ব ব্যবহারিক কোষ বানান, Syntax ইত্যাদির ভুল ব্যবহার দ্রুততার সঙ্গে ধরতে এবং প্রয়োজনীয় শব্দিক প্রয়োগ দেখাতে সক্ষম। সম্পাদনার এ কাজের শুরু অসীম। এছাড়াও সাংখ্য ও প্রয়োগ কম্পিউটারের গণনা দ্রুততার হওয়াতে সম্পাদনার বিশেষত: গণিত ও পরিমলখ্যানগত প্রয়োগে কম্পিউটার একবেবাখিতীয়ম।

বিতরণ, formatting বা বিভাগ কৌশলই প্রকাশনার কম্পিউটার প্রোগ্রামের আসল কারণ। সাধারণ কিছু Software ব্যবহারে 4 থেকে 127 points এর টাইপ ফেস্ট, তাদের বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন চেহারা, (এমনকি নিজে তৈরি টাইপ ফেস্ট), ছবি, ম্যাপ, গ্রাফ ইত্যাদি আনুমানিক চিত্র অনায়াসে বিস্তৃত করা সম্ভব। নির্দিষ্ট মান অঙ্কনকারী কলম বিভাগ, লাইন সংখ্যা, পৃষ্ঠাসংখ্যা, ক্রমাঙ্কনকারী তালিকা প্রভৃতি ইত্যাদি কাজে যন্ত্রসমূহের আধিপত্য প্রযোজ্য। এবং এক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার অনেক বাড়ান প্রকাশককে অনায়াসে টেকা দিতে পারে।

তৃতীয়তঃ মুদ্রণ। মুদ্রণ প্রকাশনার ক্ষেত্রে স্বীকার্য উপাস্ত হলো একমাত্র নয়। কম্পিউটার মুদ্রণ ব্যতিরেকেও জন্ম অভিজ্ঞতা ও আদর্শে লক্ষ্য। অধিকন্তু মুদ্রণের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের প্রিন্টার এবং আনুমানিক Software প্রোগ্রামের resolution এ (300 থেকে 1000 বিন্দু/প্রতি ইঞ্চিতে) মুদ্রণ সম্ভব। এবং এক্ষেত্রে মুদ্রণ ক্ষমতাও নিত্য বৃদ্ধি পায়; কিছু লগ্নিতে ৮ থেকে ৮৮ পৃষ্ঠা প্রতি মিনিটে

মুদ্রণ সম্ভব। দক্ষীণ ছাপাই এর কাজে দক্ষীণ প্রিন্টারের (4, 096 টি বিভিন্ন বর্ণসমূহ) ব্যবহারও আছে।

ছবি ছাপার কাজে ফটো ক্যান্সারের ব্যবহার প্রকাশনার কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তাকে নিশ্চিত করেছে। যে কোন photo বিন্দু অঙ্কনকারী নিম্নতর Half tone এ পরিবর্তন করে তা ক্ষুদ্রতর সাথে ছাপাই একমাত্র কম্পিউটারের মাধ্যমেই সম্ভব।

কম্পিউটার আজকের প্রকাশনা জগতে তাই নিত্যসঙ্গী। কারণ প্রস্তুত থেকে কালি তৈরী, টাইপ নির্বাচন ও বিভাগ, প্রেট তৈরী, ছাপাই এমনকি বাধাই এর কাজেও আজ Automation এর একাধিপত্য। প্রকাশিত বইয়ের বাইরেও কম্পিউটার প্রকাশনা জগতে নিয়ে আসছে পরিবর্তনের ঢেউ; Home printing এর যুগে Teletext, facsimile transmission, Xerox, Photo-type-setting (PTS) Viewdata, Videotext, Desk-top-publishing (DTP) ইত্যাদি আর নতুন কথা নয়—নতুন যুগের প্রকাশনার কম্পিউটারের অবস্থানের নব নব স্বাক্ষর।

চিঠিপত্র

চিত্তরঞ্জন বেরা

মাননীয় সম্পাদক দমোদেব,
গ্রন্থাগার পত্রিকা।
মহাশয়,

গ্রন্থাগার পত্রিকার গত বৈশাখ, ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখক শ্রী হর্ষদেব চাকী মহাশয় প্রবন্ধটি পড়ে তান লাগল। তার এই চিন্তাধারাকে হস্তব্যব জানাই। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীগণের প্রশিক্ষণ কালের প্রান্তে বা পরে কোন কোন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করা উত্তর দিক থেকে সমর্থন ও প্রোত্সাহ মনে করি। এতে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ যেমন তাদের অর্থ খাচা কাজ করিয়ে নিতে পারবেন, তেমন অন্তর্দিক থেকে ছাত্র ছাত্রীরা তাদের অজিত বিভ্রান্তি কাটিয়ে নিতে পারবেন বা কুল কঠি সংশোধন করে নিতে পারবেন আর একবার; বা ইতিমধ্যে কোন নতুন পদ্ধতি চালু হলে তা জেনে নিতে পারবেন।

অর্থাৎ আমি এ ব্যাপারে পৃথকভাবে বিবরণ কিছু বলতে চাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বর্তমানে ভাষ্কারী পাশ করা ছাত্ররা পাশ করে এলে নবাগত ভাষ্কার হিন্দাবে হাঁদপাতালে যুক্ত থেকে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন করেন; এই শিক্ষানবিশ কাণ্ড শেষ হলে তারা পূর্ণ ভাষ্কার হিন্দাবে কাজে যোগ দেন। তারা এই শিক্ষণ কালে কিছু কিছু Stipend পান। B. Ed. ছাত্র ছাত্রীগণও শিক্ষণ শেষে practice teaching শেষ করতে হয়। এদের শেষে হাঁদপাতাল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু কিছু কাজ করিয়ে দেন—এটা আবশ্যিক প্রায় প্রত্যেকেই জানি। তেমন গ্রন্থাগারিকগণও নতুন শিক্ষণ শেষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বা অন্তর প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে স্বল্পসময় কাজ করতে পারেন। বিনিময়ে কিছু অর্থ 'পারিশ্রমিক' গ্রন্থাঃ (অগ্রহায়ণ) — ৩

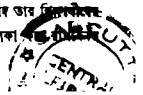
হিসাবে পেতে পারেন। পূর্ণ চাকরী না পাওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে পারে। কেউ কেউ বলতে পারেন এ এক ধরনের 'বেকার ভাতা'।

এতে অনেকসময় পুরা সময়ের কাজ পেয়ে যাচ্ছেন অথচ পুরা চাকরীর মাইনে দিতে হচ্ছে না। বা অন্তর হযোগও দিতে হচ্ছে না। অন্তর্দিকে নতুন শিক্ষার্থীকে একদম বলে থেকে কাজ বুঝে যেতে হচ্ছে না, বা তাকে চাকরীর জন্য হস্তান্তর টাইপ করতে, তার খরচ জোগাড় করতে, বা ইন্টারভিউ দিতে খরচ জোগাড় করতে পরিবারের অন্তর কারো উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। হস্তান্তর হুঁকিম থেকেই সুবিধা আছে। শিক্ষার্থী শিক্ষার শেষে 'সার্টিফিকেট' শেষে যাচ্ছেন যা তার পরবর্তী আবেদন পত্রের সঙ্গে অভিজ্ঞতার পটভূমি বহন করবে।

আমি এ বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ/শিক্ষা দপ্তরকে উক্ত শিক্ষা দপ্তর/গ্রন্থাগার দপ্তর/সঙ্গে কথা বলতে অনুরোধ করি। এমন কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানান যেতে পারে।

কলেজ লাইব্রেরীর ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ পড়ে থাকে। তাছাড়া U.G.C. নতুন বই-এর কাজ করার জন্য Extra লোকের অনুরোধ মেন। অতএব কলেজ কর্তৃপক্ষ U.G.C. অনুরোধ পাওয়ার সময় প্রতি পাঁচ বছরে একবার করে এইরূপ শিক্ষার্থী (শিক্ষণ প্রাপ্ত) সাহায্যে কলেজ গ্রন্থাগারের বাড়তি কাজ করিয়ে নিতে পারবেন। তাকে U.G.C. অনুরোধ থেকে Stipend দেন বা কলেজের ৩০% এর থেকে অধ্যক্ষ মহাশয় ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। আর এটা ৩ দু মাস। ছয় মাস। বা এক বছরের ব্যাপার।

সরকার Rate করে দেবেন। পরিষদ তার সিদ্ধান্তের কথা থেকে "ইচ্ছুক" শিক্ষার্থীদের তালিকা



কলেজ ; স্থপ ; অস্ত্রাঙ্ক ঐশ্বর্যগার কর্তৃক পত্রিকাকে জানালে
 পত্রিকার লেখনে ঐ তালিকা থেকে লোক পাঠাবেন ।
 তবে অস্ত্রাঙ্ক নিয়ম কাছন লংগিটে প্রতিষ্ঠানের যা যা আছে
 তা অবগত পালনীয় হবে । পত্রিকার এক্ষেত্রে নাম রেজিস্ট্রেশন
 কি কিছু নিতে পারেন । এ বিষয়ে আমি ঐশ্বর্যগার
 পত্রিকাকে বিশেষভাবে ভেবে দেখতে অহুতোষ করি ।
 তাহলে আংশিক সময়ের কর্ম দৃষ্টি হবে । এই পরিকল্পনা
 কিছু কিছু পোষক উপকৃত হতে পারেন বলে মনে করি ।

সুতরাং আপনার ঐশ্বর্যগার পত্রিকার আশাও এই
 চিঠিটি প্রকাশের অন্ত অহুতোষ জানাই ।

নিবেদন, ইতি

কিনীত

তাং—২৪/১০/২১

চিন্তনরত্ন বেরা

ঐশ্বর্যগারিক

নবগ্রাম হীরালাল পাণ কলেজ ।

নবগ্রাম/হুগলী ।

মন্ত্রীদের সম্বন্ধে

বিশত ২৭ আগষ্ট, ১৯২১ তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের প্রাদেশিক কর্মী সমিতির যৌথ উদ্দেশ্যে বৌদালীতে রাজ্য হ্র কের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ বামফ্রন্ট মন্ত্রিত্ব শিক্ষা ও প্রাদেশিক কর্মসূচি প্রস্তাবসমূহের মন্ত্রীদের সম্বন্ধে জানাবার ব্যবস্থা করা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অগ্রতম সভাপতি অধ্যাপক প্রবীর চার্যচৌধুরী।

প্রাথমিক ভাবে প্রিয়চর্যচৌধুরী বলেন যে বামফ্রন্টের লক্ষ্যের অগ্রতম কারণ জনস্বার্থ শিক্ষার প্রতি বামফ্রন্টের দৃষ্টিভঙ্গী ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা, যার দ্বারা রাজ্যের প্রাদেশিক আন্দোলনের কর্মসূচি। তিনি বলেন, চুক্তিবদ্ধ হলেও এ সভা উল্লেখ করা প্রকার যে প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রাদেশিক ব্যবস্থার উন্নয়নে যে উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী গ্রহীত হয়েছিল, তৃতীয় বামে সেখানে বর্ধাষ ভূমিকার ব্যাপ্তি ছিল; তাই নতুন প্রাদেশিকমন্ত্রীর দ্বারা আন্দোলনের পাণ্ডাশি একথা জানাতে চাই যে শিক্ষা-সংস্কার হ্র বিকাশে অপরিসীম প্রাদেশিকব্যবস্থা প্রদান-করে তিনি দৃঢ় পরব্রহ্ম প্রব কমন, রাজ্যের প্রাদেশিক আন্দোলনের কর্মসূচি তার পাশে থাকবে। তখন মন্ত্রী বঙ্গোপাশ্রয় চৌধুরী কারিগরী শিক্ষা প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার লক্ষ্যে প্রকাশ করে তিনি বলেন যে আমরা আশা করি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাদেশিক সম্পর্কে তিনি ইতিবাচক ভূমিকা নেবেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও হাইস্কুল প্রস্তাবের রাষ্ট্রস্বামী আদর্শের রূপ গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রাদেশিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বর্ধাষ স্থাপন করে তিনি প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ব্যবস্থার প্রদান ঘটাবেন। পরিশেষে তিনি উপস্থিত বিপুলসংখ্যক প্রাদেশিক কর্মী ও

দরদারের প্রতি সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও বামফ্রন্টের শিক্ষা ও প্রাদেশিকের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর পাণ্ডাশি প্রাদেশিক কর্মী ও দক্ষিণ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণে পাশ্চাত্য প্রাদেশিকতার দিকে দৃষ্টি রাখতে অগ্রতম জানান।

উপস্থিত মন্ত্রীদের মধ্যে থেকে দুটি দলগঠনের পক্ষ থেকে পুস্তকবদ্ধ অর্পণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের প্রাদেশিক কর্মীসমিতির বঙ্গচিহ্ন সীতল রায় তাঁর দায়িত্বভারে বলেন বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক আন্দোলনে এক ইতিবাচক অবস্থার সূচনা হয় এবং তার প্রকাশ হয় প্রাদেশিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। লক্ষ্যের আন্দোলনে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ন্যায় উপলব্ধি প্রাদেশিক কর্মীদের আছে এবং তাঁরা তাঁদের ভূমিকা পালনে আগ্রহী একথা জানিয়ে তিনি বলেন যে চুক্তির বিষয় বৈশিষ্ট্য কল্যাণ করত গিয়ে কর্মসূচি বৈশিষ্ট্য সমস্তের সম্মুখীন হচ্ছেন, বিশেষ তিন-চার বছর বয়ে ব্যবস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও সেগুলি সম্পর্কে কথাবার্তা বলাবোলা বেগুনা হয়নি এবং কর্মসূচি আশা করেন যে নতুন মন্ত্রী এ বিষয়ে নব্বয় যাবেন।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও হাইস্কুল শিক্ষা প্রস্তাবের তারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রস্বামী প্রিয়চর্যচৌধুরী গ্রহণ করেন যে শিক্ষার বর্ধাষ প্রাদেশিকতার দৃষ্টি স্থাপন এবং মানবসম্পদের গ্রহণ ব্যবস্থার এখনও হচ্ছে না; দায়িত্ব গ্রহণের বিপুল অংশ কল্যাণ, অশিক্ষা ইত্যাদি দায়িত্বের আবেদন এবং নানা ঘটনা ঘটছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রদানে আমরা যে বা কল্যাণ ইচ্ছা, সীমিত সাধার প্রস্তাব তা লক্ষ্য হচ্ছে না; এই বিপুল কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভূমিকা নেওয়া উচিত, তাও দৃষ্টান্তসম্মতভাবে অগ্রসর। তিনি শেষের লক্ষ্য বলেন, এখনই দক্ষিণ অশিক্ষার দিকে আলোচনা হয়, রাইনে, শেনলন ইত্যাদি প্রসঙ্গ বহু

হয়ে ওঠে, কিন্তু শিক্ষা কতদূর এগোন, তার মূল্যায়ন হয় না। তিনি গ্রন্থাগারকর্মীদেরকেও আত্মদম্বালোচনার আহ্বান জানিয়ে বলেন যে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, বই—সব থাকলেও কি অনেক বেশী সংখ্যক বাস্তবকে আপনাতা সেগুলি ব্যবহারে উৎসাহ করতে পারছেন? পরিশেষে তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরা তাঁদের ভূমিকায় ভাস্বর হবেন।

১-কারিগরী শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীংশু গোপাল চৌধুরী বলেন যে এই সফরনা ব্যক্তি-মরীচের নম, এ সফরনা বায়ব্রট দরকারের প্রতি-জনমুখী শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি। তিনি সতর্ক করে বলেন যে প্রচার সাধারণের সারকত সরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকর্ম সম্পর্কে ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরে ব্যক্তিমালিকানার গুণগণন প্রচারের চেষ্টা চলছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার চলছে—উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্ষেত্রে বায়ব্রটের ইভিভিচক ভূমিকাকে নস্যাৎ করা। তিনি বলেন, এর সঠিক উত্তর দেওয়ার একমাত্র পথ সকলকে লক্ষ্য নিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আমাদের যে অস্বীকার তাকে সফল করার একনিষ্ঠভাবে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া এবং এই কাজে উপস্থিত সকলের, ইয়া এই আন্দোলনের পবিত্র, সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী তপন রায়

সফরনার উত্তরে বলেন যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের দৈনন্দিকের সামনে কিছু বলতে যাওয়া হয়তো ঝুটকা হবে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন শুধুমাত্র আর্থিক দাবীদাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সামগ্রিক সামাজিক প্রয়োজনে নিঃসৃত গ্রন্থাগার ব্যবহার এই আন্দোলনের লক্ষ্য। কিন্তু এটাও বাস্তব যে গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মী-বহুরের আর্থিক কিছু সমস্যাও আছে, সেগুলির প্রতিও নজর দেওয়া প্রয়োজন। সাক্ষরতা কর্মসূচীতে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকার মূল্যায়নের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, গভ/নবলক্ষ সাক্ষরতা টি'কিয়ে রাখতে যে সাহায্যের প্রয়োজন তা গ্রন্থাগারই দিতে পারে, কাজেই এ'দের জন্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি সংগ্রহের দিকে নজর দেওয়া দরকার। সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বাধাযধ রূপায়ণে সকলের সহযোগিতার সফল দণ্ডার দৃঢ় আশা জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সভার গ্রন্থাগারকর্মী ও দরহীষের বিপুল অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্যনীয়। সভার প্রারম্ভে উপস্থিত মরীচের পরিচয় করিয়ে যাগত জানান বরী গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচি ব্রীচামক্ষ সাহা ও সর্বশেষে দত্তবাহ জাপন করেন অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী।

প্রতিবেদক : অজয় দ্বৈ।

মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর নিকট কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে স্মারকলিপি

To

Sri Satyasadhan Chakravorty
Minister-in-Charge,
Higher Education Department
Government of West Bengal,
Writers' Buildings
Calcutta-700001

Memorandum Submitted To Prof. Satyasadhan Chakravorty, Minister-In-Charge, Higher Education, Govt. of West Bengal, By the Bengal Library Association on Pay, Status and Recruitment of College Library Staff.

Sub ; Revised pay scales of Librarians and Asst. Librarians of colleges, their status and future recruitment and other related matters of College Library Service

At the outset we express our sincerest thanks to you for giving us an opportunity to place our views on following issues for consideration of the State Govt.

(A) Withdrawal of the G O. No. 889-Edn (CS) dated 11-6-1991. which debar the benefits of revised UGC pay scales to Librarians on or before 31-12-1972

The genesis of the above-mentioned order is the G. O. No 819 Edn (CS) dt. 4-5-1981 which extended the benefit of revised UGC pay scale of Rs. 550-900 with effect from 1-1-73 to those college Librarians (including Deputy/Asstt. Librarians) who were in position on or after 1-4-66 and did not possess the qualifications prescribed by the UGC at that time "or condition that they would obtain the qualifications prescribed for the UGC scale within 5 years from the date of issue of this order failing which they will not be able to earn further increments"

The G. O. under reference (i.e, G.O.no.889-Edn (CS) dt. 11-6-1991) is unjustifiable and therefore should be withdrawn for following reasons :

The order under reference (i.e, G.O.no. 889 (CS) dt. 11-6-1991 is against the spirit and words of the order no. F.2.3/- 84-4.1 dt. 16th January, 1987, issued by the Ministry of Human Resources Development (Department of Education) of the Govt. of India. Following representations from different organisations, the Ministry of Human Resource

Development (Department of Education) in consultation with the University Grants Commission, decided "that the existing incumbents of the posts of Librarians in colleges who have been appointed to these posts on or before 31-12-1972 may be sanctioned the upgraded scale of Rs. 700-1600 in relaxation of the qualifications prescribed in Annexure-I (of G.O. no 2.3/32-UI. dt 16-12-82) without insisting on a First or second class in the Degree or Diploma or other prescribed qualifications. This relaxation is however subject to the condition that the University/College concerned is satisfied that their experience and quality of work justify their being placed in the upgraded salary scale"

It is clear from the foregoing paragraph that the UGC most liberally waived the requisite qualifications clause in favour of those college Librarians who were in position on or before 31.12.72 in consideration of their long experience and quality of service.

(B) The State Govt. also by its G O. no.417-Edn(CS) dt.3.4.90. accepted the directives of the Govt. of India and decided to extend the benefit of the revised pay scale of Rs. 700-1600 to the Librarians and Asst. Librarians of non-Govt. colleges who were in position on or before 31.12.1972 and do not possess the prescribed UGC qualifications.

(C) The Librarians and Asst. Librarians of Govt Colleges are already enjoying the revised pay scale of Rs. 700-1600 irrespective of their qualifications. Librarians and Asst. Librarians of non-Govt. Colleges, therefore, should not be debarred from the same benefit as enjoyed by Librarians and Asst. Librarian of Govt. Colleges.

The Bengal Library Association, therefore, suggests that :

The G. O. no. 889 Edn (CS) dt. 11-6-1991 be withdrawn and all Librarians and Asst. Librarians of non-Govt. colleges who were in position on or before 31.12.1972 and enjoying the pay scale of Rs. 550-900 be given the benefit of the revised pay scale of Rs. 700-1600 and also the benefit of the subsequent revised pay scale of Rs. 2200-4000.

(B) Fixation of pay scales of Librarians and Asst. Librarians in Revised pay scales.

Large number of cases of fixation of pay scales of Librarians and Asst Librarians in the revised pay scales are yet to be settled. Immediate steps may kindly be taken :

(i) to settle all fixation cases of Librarians and Asst. Librarians in the revised scale of Rs. 700-1600.

(ii) to finalise fixation cases of those Librarians and Assistant Librarian who are already enjoying the scale of Rs. 700-1600 in the scale of Rs. 2200-4000.

(C) Status of Librarians and Asst. Librarians of Colleges

The academic nature of job of librarians, their recruitment qualifications and pay scales suggest that the status of Librarians should be equivalent to teachers. As per statutes of different Universities the Librarians and Assistant Librarians of Colleges are neither teaching or non-teaching staff. In University Acts college Librarians have been treated as a separate category and they are entitled to elect one representative to the University Senate/Court.

Though Asst. Librarians are not covered by the 'definition' for Librarians, they have been permitted to cast their votes in the University elections along with Librarians. In the elections of Managing Committees of Colleges, the Librarians have been included in the teachers' category, but Asst. Librarians have not been included in any category. Librarians and Asst Librarians are not members of the Teachers' council, though their membership to this body is essential for effective development of library services in colleges. The Bengal Library Association has been urging upon the University authorities and the State Govt. that the Librarians and Asst. Librarians of colleges be given teachers' status. Recently the Calcutta University Syndicate has adopted a resolution declaring that the status of Librarians be equivalent to those of teachers and they be treated as non-vacational academic staff. Vidyasagar University has also adopted similar resolutions and suggested changes in University statutes. This issue has become more pertinent in the light of the recommendations of the Mehrotra Committee, which recommended similar pay scales and career advancement programmes as suggested in case of teachers. To give effective shape to these resolutions and recommendations, the state Govt and the University authorities will have to come forward for amendment of the University Acts & Statutes.

(D) Selection of College Librarians by the College Service Commission

At present Librarian, and Asst. Librarians of Non-Govt. Colleges are selected by panel constituted by DPI, where as Librarians of Govt. Colleges are selected by the Public Service Commission. The Bengal Library Association is of the opinion that the selection of Librarians and Asst. Librarians of non Govt. Colleges be entrusted to responsible body like the college service commission for uniform and better standard of selection. Necessary amendment of the CSC Act may be made for this purpose.

(E) Change of recruitment qualifications and designation of Library Clerks

There is a post of library clerk in college library, the recruitment qualification for

which has been fixed as S.F.Pass. As they do not have any professional qualification, they can not render services up to the expectation. For better and efficient utilization of their services, the recruitment qualifications should be changed to S.F. Pass+Certificate in Library Science. Their designation should also be changed to library Assistant from library clerk. It may be mentioned there that in all govt. departmental Libraries and also in govt. controlled and sponsored public libraries the designation and recruitment qualifications of such cadre is what we have suggested.

(F) Clarification regarding Master of Library Science

The latest UGC circular has stipulated that the recruitment qualifications of Librarians and Asst. Librarians of colleges be either Master Degree in Library Science or Master Degree in any subject plus Bachelor of Library Science.

These degrees are conferred by the Universities alone. Now in different Universities of India (more then fifty) with exception to the Calcutta University, the M.Lib. Sc. course is of one year duration after B. Lib. Sc. course which is also of one year duration. A student has to undergo training for two years after graduation for obtaining M. Lib. Sc. degree, the first year leading to B. Lib. Sc. degree and the second year leading to M. Lib. Sc. Only in Calcutta University the M. Lib. Sc. is of two years duration. The UGC circular simply states M. Lib Sc without specifying one year or two year. It is unfortunate that the office of DPI is raising the questions about duration of the M. Lib Sc course and its equivalence to other master degrees. This is nothing but harassment to the candidates having Master of Library Science. It may be mentioned that the Librarians of Govt. Colleges are enjoying the revised pay scale of Rs. 700-1600 on the basis of M. Lib. Sc. Degree, irrespective of duration of the course. It is not understandable how two different sections of the same department can act differently. We urge upon the Govt. to make necessary clarification on this issue so that M. Lib. Sc. degree holders get the benefit of revised pay scale, as mentioned in the orders of UGC.

Yours sincerely,
(Ramkrishna Saha)
General Secretary

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal regd. No. WB/CC-145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

Volume 41 No. 8

November- December 1991

Contents



Mobile Library Service (Editorial)	
Nirmalendu Mukhopadhyay	
On 'Granthagar'	164
Indrajeet Roy	
Computerized Publication What and Why ?	177
Chittranjan Bera	
Letter	179
Bengal Library Association	
Receptions to the Ministers	181
Memorandum to Higher Education Minister for College Librarians	183

12 MAR 1992

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone: 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor : Pinakinath Mukhopadhyay

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মূল্যপত্র

বর্ষ ৪১, সংখ্যা ১২

সম্পাদক : পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৯৮, চৈত্র

সূচী

সালভামাই (সম্পাদকীয়)	পৃষ্ঠা 259
কৃষ্ণপদ মজুমদার উনসপেক	261
ডে. বি. এস. কলম্বেন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান : পরিবেশনের সমস্যা	266
শ্রীদীপকুমার সরকার উৎসালকের অষ্টাদশ বর্ষভারতীয় সম্মেলন	270
Memorandum submitted to the Education Commission...	272

গ্ৰন্থাগাৰ

বঙ্গীয় গ্ৰন্থাগাৰ পত্ৰিকাৰ মূল্যপত্ৰ

বৰ্ষ ৪১, সংখ্যা ১২

সম্পাদক : পিলাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৩৮, চৈত্ৰ

সম্পাদকীয়

সালতামাষি

চৈত্ৰে বৰ্ষ শেষ হ'লে গৈলে সমস্ত বৎসৰেৰ কাৰ্য্যকৰণ হিসাব-নিকাশ কৰাৰ প্ৰথা আছে। চৈত্ৰ মাহেৰ 'গ্ৰন্থাগাৰ' এই পত্ৰিকা পিছলৈ পড়ে। নিৰ্বাচিত সম্পাদক হঠাতো গল্প' বছৰেৰ শেষ সংখ্যা। এওঁটি বছৰ পত্ৰিকাৰ প্ৰতিভাশেৰ সজাৰ নিজে সমস্ত তথ্য পাঠক পাঠিকাদেৱ দৰবাৰে হাজিৰ হৈছে; যদিও অনিশ্চিতভাৱে। বৈশাখে আঁবাৰ নতুন বছৰেৰ 'গ্ৰন্থাগাৰ'-এৰ নতুন সংখ্যা ঘূৰে সদস্যদেৱ কাকৈ। আঁবাৰ হঠাতো এমনি বছৰ ঘূৰে আসবে। এমনিই তো বছৰেৰ পৰ বছৰ আসে এবং চলেও যায়।

কিন্তু আমবা যদি কালৈও হিসাব নিতে ঘাই তাহলে কি দেখি? 'গ্ৰন্থাগাৰ' বঙ্গীয় গ্ৰন্থাগাৰ পৰিষদেৰ মূলপত্ৰ। স্বভাবতই পৰিষদেৰ কাৰ্য্যকৰণেৰ প্ৰতিফলন এবং হিসাব-নিকাশও থাকবে এতে। এই কাজেৰ হিসাবেৰ মধ্যে বঙ্গীয় গ্ৰন্থাগাৰ পৰিষদেৰ সাফল্য-অসাফল্যেৰ হিসাব-নিকাশও এসে যায়। পৰিষদেৰ কাৰ্য্যকৰণেৰ হিসাব অবস্ত বাৰ্ষিক বিবৰণীৰূপে মুদ্ৰিত হয় এবং বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ উপস্থিত কৰা হয়। এই বাৰ্ষিক বিবৰণ দেওৱা হয় এপ্ৰিল বেকে পৰবৰ্তী বছৰেৰ মাৰ্চ মাহ পৰ্যন্ত। বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা সাধাৰণতঃ বছৰেৰ মধ্যভাগে হৈ থাকে।

'গ্ৰন্থাগাৰ'-এৰ প্ৰকাশ যেমন প্ৰায়শঃই বিলম্বিত হয়, তেমন পৰিষদেৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাও বিলম্বিত হয়। কেন এমন হয়? পত্ৰিকাৰ প্ৰকাশ এবং বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ অনুষ্ঠান ঘোষিত কৰাৰ বাৰা কোথায়?

মূলতঃ বেচ্ছামূলক প্ৰতিষ্ঠানগুলিৰ কাৰ্য্যকৰণ ঘূৰাই চিলে-ঢালাভাৱে হবাৰ দৰুণ এখানে কাৰ্য্যকৰণ স্বভাবতই বিলম্বিত হৈ থাকে।

'গ্ৰন্থাগাৰ' পত্ৰিকাৰ কথাই ধৰা যাক। অনেক মনয়েই হিসাব-নিকাশ কৰাৰ প্ৰথা আছে। এই পত্ৰিকা পিছলৈ পড়ে। নিৰ্বাচিত সম্পাদক হঠাতো গল্প' বছৰেৰ শেষ সংখ্যা। এওঁটি বছৰ পত্ৰিকাৰ প্ৰতিভাশেৰ সজাৰ নিজে সমস্ত তথ্য পাঠক পাঠিকাদেৱ দৰবাৰে হাজিৰ হৈছে; যদিও অনিশ্চিতভাৱে। বৈশাখে আঁবাৰ নতুন বছৰেৰ 'গ্ৰন্থাগাৰ'-এৰ নতুন সংখ্যা ঘূৰে সদস্যদেৱ কাকৈ। আঁবাৰ হঠাতো এমনি বছৰ ঘূৰে আসবে। এমনিই তো বছৰেৰ পৰ বছৰ আসে এবং চলেও যায়।

আৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা যে কাৰণে প্ৰধানত বিলম্বিত হয় তা হ'ল বাৰ্ষিক সভাৰ বাৰ্ষিক আৰ-ব্যয়ৰ হিসাব অনুসন্ধানৰ প্ৰয়োজন হয়। এই হিসাব চ'ৰ্টাৰ্ড অ্যাকাউণ্টাণ্ট দ্বাৰা অতিষ্ঠ কৰানো অবস্তই দ্ৰুত। এখন এই অতিষ্ঠ কাৰ্য্যগুলি সাধাৰণ দক্ষিণাৰ বিনিময়ে এই অতিষ্ঠেৰ কাৰ্য্য কৰে যেন বলে তাঁরা তাঁদেৰ সময় মত এই অতিষ্ঠ বিপোৰ্ট দিয়ে থাকেন। অনেক সময় পৰিষদেৰ হিসাব-নিকাশেৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত হিসাবৰক্ষক কিংবা নিৰ্বাচিত কোষাধ্যক্ষ সময় হিতে পাবেন না বলেও হিসাবপত্ৰ বিলম্বিত হয়।

এছাড়া আৰও অনেক কাৰণে বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা, দ্বিবাৰ্ষিক নিৰ্বাচন প্ৰভৃতিৰ বিলম্ব হৈ থাকে।

তাহলে এদৰ কাৰ্য্যকৰণ ঘোষিত কৰাৰ উপায় কি? বেচ্ছামূলক প্ৰতিষ্ঠানে এককম হৰেই বলে ধৰে নিজে ঠিক হৰে না। বেতনভূক কৰ্মীৰাই কি ঠিক সময় ঠিক কাৰ্য্যকৰণ কৰতে পাৰছেন? প্ৰয়োজন হ'লে সংকল্পেৰ দৃঢ়তা। কাৰ্য্যগুলি ঠিকভাবে কৰব বলে আমবা যদি আমাদেৰ সংকল্পে দৃঢ় হ'ই জবে এটা কথা যায়।

বঙ্গীয় গ্ৰন্থাগাৰ পৰিষদে যে কোনদিন সভাৰ উপস্থিত

হলে দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীসহ অসংখ্য কর্মী দেখানো হাজিরা বেন। এদের অধিকাংশই কোন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নন। অনেক হাতির হলেও, দুঃখের বিষয়, কর্মী তৈরী হচ্ছে না। যেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হলেও পরিষদের বিভিন্ন কাজে কর্মী হ্রাস কর্মীর একান্ত প্রয়োজন। এখন, হ্রাস কর্মী তখনই তৈরী হবে যখন বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁদের যাচাই করা হবে। এই কাজটি কিন্তু অত্যন্ত জরুরী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঐতিহ্য অমূল্যীয় কর্মী নির্বাচন কিন্তু এভাবেই বহাবার হয়ে এসেছে।

পরিষদ যদি গভ্যগতিকতার শ্রোত গা তাসিয়ে দেয় তবে তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে ব্যাহত। গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি হবে স্বল্প। স্বভাবতই দীর্ঘকাল ধরে যারা পরিষদে যেচ্ছাসেবা দিয়ে চলেছেন এক সময়ে তাঁদের মধ্যে একটা গভ্যগতিকতা ও আত্মসম্মতির ভাব এসে যায়। এমনই কর্মচারীর নতুন জীবনীশক্তি দিতে নতুন রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

পরিষদের সাংগঠনিক যে সকল ক্রটি-বিচ্ছাদিত দেখা যায় তার প্রধান কারণই এই। জেলা শাখাগুলি টিক তারে কাজ করতে পারছে না। জেলা সম্মেলনগুলিও সমন্বয়ত হয় না। সর্বত্রই এই চিলেচালা ভাব। সর্বত্রই যেন আমরা আমাদের সংকল্পের দৃঢ়তা হারিয়ে বসেছি।

অথচ গ্রন্থাগার আন্দোলনে বর্তমানে নতুন জোয়ার আসার কথা। এক দশকেরও বেশী হ্রাস পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে বইমেলা এবং দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে ব্যাপক অভিযান চলেছে তাতে গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও তার সমস্ত জেলা শাখা যদি ঠিকভাবে তাঁদের সার্বিক পালন না করতে পারেন তাহলে বর্তমানে তাঁদের সামনে যে স্বযোগ উপস্থিত হয়েছে তার

স্বাধিকার উদার করতে পারবেন না। তাছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ব্যাপক ও জনপ্রিয় করে তুলতে হলে জেলায় জেলায় বিভিন্ন গণসংগঠনের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের যে আন্দোলনের পবিত্রতা আছে তাকে সুরক্ষিত করতে হলে সাংগঠনিক শক্তিকে ত্রিকমতো তার প্রয়োগ করাও প্রয়োজন।

সম্ভবতঃ আমাদের আন্দোলনের এই নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ১লা আগস্ট রাইটঃপী বিন্দিং অভিমুখে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৌন মিছিল দিয়ে। আমাদের যুক্ত আন্দোলনে শরিক হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সাংসদগণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি বহুকাল পূর্ব থেকেই। তাঁরা তো বটেই আরো বহু গণসংগঠন বিভিন্ন সময়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু তবু বলব আমাদের অনেক কাজই এখনো বাকি আছে। আমাদের আরো অনেকদূর যেতে হবে। ফুটো নৌকো নিয়ে যেমন পরপারে পৌঁছানো যায় না, তেমনি চিলেচালা সংগঠন নিয়েও আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। শুধুমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ, গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় সভা এবং কলকাতার বই মেলা করাই যদি আমরা মনে আত্মসম্মতির ভাব দেখাই যথেষ্ট করেছি বলে, তবে আমরা যেখানে আছি সেখানেই থেকে যাব।

পুণ্যনো বছরের সালসাহায্যিতে এতটুকু আত্ম-সমালোচনার প্রয়োজন আছে, যাতে আমরা নতুন বছরে আমাদের দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি। পরিষদের বিভিন্ন কাজকর্ম কি করে আরও সুদৃঢ়ভাবে করা যায় এবং আরও অধিক কার্যোগ্যযোগী করণীয় গ্রহণ করা যায় এটা সংশ্লিষ্ট সকলকেই ভাবতে হবে।

ইনস্পেক

কৃষ্ণপথ মজুমদার

বায়বপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়

১. সূচনা

একটি তথ্যব্যবহার মাধ্যমে তথ্য পরিবেশন করার প্রচেষ্টা মূলতঃ শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে। বিশেষ করে এটা অনিবার্য হয়ে উঠল যখন দেখা গেল সারা বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাহিত্যের প্রকাশনার হার ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। পাশাপাশি, এইসময়ে ডিউইং বর্ণনিক বর্ণীকরণ, কাটারের Expansive Classification এবং সাংগঠনিক বণীকরণের আবির্ভাবের ফলে গ্রন্থাগার ভগ্নতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো।

প্রথমে একটি নির্দিষ্ট ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র (Documentation Centre) থেকে যাবতীয় বিষয়ে ডকুমেন্টেশন সেবা (Documentation Service) দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হলো। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই যোঝা গেল যে এইভাবে ডকুমেন্টেশন সেবা দেওয়া অসম্ভব। কারণ, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নানা ভাষায় প্রকাশিত, বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য নিম্নমিত ভাবে সংগ্রহ করা, বিশ্লেষণ করা এবং পরিবেশন করা খুবই কঠিন কাজ। ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে ডকুমেন্টেশন সেবা দেওয়ার প্রচেষ্টা বন্ধ হলো।

এরপর এক একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা তথ্য ব্যবস্থা গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হলো। কিন্তু তথ্য বিস্তারনের কালে এক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করে কায়িকভাবে বিশ্লেষণ করা এবং পরিবেশন করাও অসম্ভব হয়ে উঠল। পরবর্তীকালে কম্পিউটারের আবির্ভাব এবং তা এই ধরনের কাজে প্রয়োগের ফলে অদম্যব কাল সম্ভব হলো।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে আশে পঁচাত্তর আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন বিষয়ের বেশ কয়েকটি তথ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তাদেরই একটি হচ্ছে 'ইনস্পেক'। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে পৃথিবীতে

যতগুলি বড় বড় তথ্য ব্যবস্থা আছে 'ইনস্পেক' তার মধ্যে অন্যতম।

২ উৎপত্তি ও বিকাশ

Information Services in Physics, Electro-technology, Computers and Control কে সংক্ষেপে বলা হয় 'ইনস্পেক'। ১৯৬৭ সাল থেকে 'ইনস্পেক' নামকরণের মাধ্যমে এই কম্পিউটার নির্ভর তথ্য ব্যবস্থার কাজ নতুন ভাবে শুরু হয়েছে। এই তথ্য ব্যবস্থা Institute of Electrical Engineers-এর অংশ, যে সংস্থা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন গণ্যনীয় প্রকাশনার দ্বারা বিখ্যাত।

ইনস্পেকের জন্মস্রোতে নাম ছিল 'Science Abstracts' যা ১৮৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালে 'Science Abstracts' চ'ত্রে ভাগ হয়ে Physics Abstracts এবং Electrical Engineering Abstracts নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে Electrical Engineering Abstracts-এর নাম পরিবর্তন হয়ে Electrical and Electronics নামকরণ হয়েছে। ১৯৬৬ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে Computer and Control Abstracts।

১৯৭৫ সাল থেকে নিম্নমিতভাবে 'ইনস্পেক' থেকে কয়েকটি সাম্প্রতিক তথ্যপরিবেশক পত্রিকা (Current Awareness Journal) প্রকাশিত হচ্ছে।

৩ বিষয় ব্যাপ্তি

ইনস্পেক হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান, ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কন্ট্রোল ইনজিনিয়ারিং, তথ্য প্রযুক্তি ও অক্সিডেন্টেশন বিষয়ের বিষয়ের অন্তর্গত কম্পিউটার নির্ভর তথ্য ব্যবস্থা।

উপরোক্ত বিষয় সমূহের পত্রিকা, মনোগ্রাফ, রিপোর্ট, থিসিস, শেটেট এবং সম্মেলনের কার্যবিবরণ সমূহ থেকে

ইনস্পেক্‌র উপাত্তকোষে (Database) তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৪ ভাষা ব্যাখ্যা

ইনস্পেক্‌র শুধু ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় না, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানা ভাষায় প্রকাশিত তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু ইনস্পেক্‌র থেকে বিভিন্ন ভাবে যে তথ্য পরিবেশন করা হয় তা ইংরেজী ভাষায়।

৫ ব্যবহারকারী

ইনস্পেক্‌র মূল ব্যবহারকারী হচ্ছেন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কার্যনির্বাহকগণ। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ের গবেষকগণও ইনস্পেক্‌র ব্যবহারকারী। পৃথিবীর প্রায় ৮০টি দেশের ব্যবহারকারীদের মধ্যে শতকরা ৪৬ জন হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

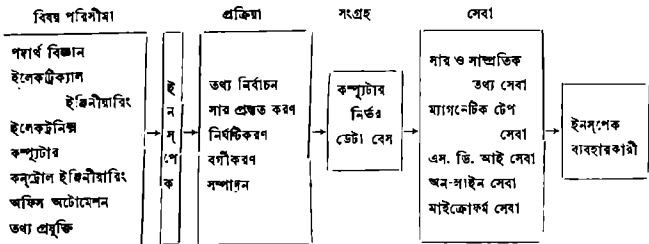
চার হাজার বিজ্ঞানের পত্রিকা এক হাজার সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণী, অসংখ্য বই, রিপোর্ট এবং থিসিস রয়েছে।

একালে বিষয় বিশেষজ্ঞ এই সংগৃহীত তথ্য পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুলি নির্বাচন করেন। নির্বাচিত প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটির জন্য একটি করে শার (Abstract) প্রস্তুত করা হয়। সেগুলির বগীকরণ করে এবং নির্ধারিত তৈরী করে কম্পিউটার ফাইলে জমা রাখা হয়।

এই কাজে বিষয় বিশেষজ্ঞগণ ছাড়াও ৫০ জন পূর্ণ সময়ের জন্য হার্মিডপ্রাপ্ত তথ্যবিজ্ঞানী, ৪০০ শত বহিরাগত শার প্রস্তুতকারী নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন।

৭ পরিষেবা

ইনস্পেক্‌র কেন্দ্রীয় উপাত্তকোষ (Central Database) থেকে নিম্নমিতভাবে সারসেবা (Abstracts services), সাম্প্রতিক তথ্যপরিবেশক সেবা (Current awareness services), ম্যাগনেটিক টেপ সেবা, নির্বাচিত



৬ তথ্য সংগ্রহ ও লক্ষ্য ব্যবস্থা

পার্থক্যবিজ্ঞান, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং তথ্য প্রযুক্তি ও অফিস অটোমেশন বিষয়ে সারা বিশ্বে প্রকাশিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া প্রতি বছর ইনস্পেক্‌র উপাত্তকোষে (Database) দুই লক্ষ বিশ হাজারেরও বেশি তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে

তথ্য পরিবেশন (SDI), অন-লাইন সেবা মাইক্রোফর্ম সেবা (Microform services) এবং অন্যান্য সেবার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের তথ্য পরিবেশন করা হয়।

৭১ সারসেবা

Physics Abstracts, Electrical and Electronics Abstracts এবং Computer and Control Abstracts পত্রিকার মাধ্যমে পার্থক্যবিজ্ঞান, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনি-

হারিং, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কন্ট্রোল ইন-জিনিয়ারিং বিষয়ের সার প্রকাশিত হয়। এছাড়া T Focus পত্রিকার মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ও অনিশ্চিত অটোমেশন বিষয়ে সার দেওয়া দেওয়া হয়।

৭.২ সাম্প্রতিক তথ্যপরিবেশনা

সারসেবা ছাড়াও সাম্প্রতিক তথ্যপরিবেশক সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই সেবা দু'ভাবে দেওয়া হয় (ক) সাম্প্রতিক পত্রিকা গ্রন্থমালা (Current papers series) এবং (ক) মুখ্যসার গ্রন্থমালা (Key abstracts series) নামে। সাম্প্রতিক পত্রিকাতে (current papers) প্রবন্ধের নাম এবং প্রবন্ধের তথ্যসূত্র সম্পর্কে যাবতীয় নির্দেশ (References) থাকে।

অপরদিকে মুখ্যসারের ক্ষেত্রে আলোচ্য শাখাটি বিষয়ের অতি প্রয়োজনীয় পত্রিকা এবং সংশ্লিষ্ট কার্য-বিবরণী থেকে তথ্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত তথ্যগুলির প্রত্যেকটি সংক্ষিপ্ত সার প্রস্তুত করা হয় এবং সেগুলি প্রতি মাসে মুখ্যসার-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

৭.৩ ম্যাগনেটিক টেপ সেবা

যে সকল সংস্থার নিজস্ব কম্পিউটার নির্ভর তথ্য ব্যবস্থা আছে সে সকল সংস্থা ম্যাগনেটিক টেপ সেবার গ্রাহক হতে পারে, যেমন—বড় বড় শিল্প সরকারী সংস্থা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্র এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান কেন্দ্র। ইনস্পেক থেকে ইনস্পেক ১ এবং ইনস্পেক ২ নামে দুই বকম ম্যাগনেটিক টেপ সেবা দেওয়া হয়।

৭.৩.১ ইনস্পেক ১

চারটি সার পত্রিকার যে সার প্রকাশিত হয়, সেগুলি এবং তার পূর্ণ প্রবেশ্য বিবরণ (Document Description) ইনস্পেক ১ থেকে চারটি আলাদা বিভাগে পাওয়া যায়।

৭.৩.২ ইনস্পেক ২

ইনস্পেক ১ থেকে কি কি বকমের তথ্য পাওয়া যাবে তা ইনস্পেক ২ থেকে পূর্বেই জানা যায় এবং এই সম্পর্কে

তথ্যের পত্রীয় নির্দেশ (Bibliographic reference), বর্ণমালা এবং বিষয় নির্ধারিত ইনস্পেক ২ তে প্রকাশিত হয়।

৭.৪ নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন সেবা (SDI)

নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন সেবার ক্ষেত্রে ইনস্পেকের উপাত্ত কোরে প্রতি সপ্তাহে যে নতুন তথ্য যুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে গ্রাহক প্রোফাইল (User profile) মিলিয়ে দেখা হয়। এই সেবার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিরন্তর feed-back-র সুবিধা, ফলে গ্রাহকগণ তাঁর নির্দেশের প্রোফাইল থেকে সনদ প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক গ্রাহক নির্বাচিত একসেট Notification Card পেয়ে থাকেন, এই Card-এ তাঁর প্রোফাইলের সঙ্গে মিলছে এমন নথি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকে। এ ছাড়া, Notification Card-এ Index terms, truncated abstract, full abstract থাকে, প্রত্যেক গ্রাহক এর মধ্যে যে কোনটি তাঁর প্রয়োজনে পছন্দ করতে পারেন।

৭.৫ অন-লাইন সেবা

ইনস্পেক থেকে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অন-লাইন সেবা গ্রহণ করে। এই অন-লাইন সেবা পাওয়া যায় অনেকগুলি On-line retrieval service-এর মাধ্যমে, যেমন DIALOG, ORBIT Search Service, CAN/OLE, Data-Star, STN International, BRS ইত্যাদি। এ ছাড়া বর্তমানে কয়েকটি নতুন অন-লাইন দেওয়া হচ্ছে, যেমন ইনকো-লাইন।

অন-লাইন সেবার মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো—লেখকের নাম, লেখকের পরিচয়, আখ্যা, ইনস্পেক বর্ণমালা, বিষয় শিরোনাম, author treatment code এবং সার।

৭.৬ মাইক্রোফর্ম সেবা

ইনস্পেক থেকে প্রকাশিত সার পত্রিকাগুলির পুরো পৃষ্ঠা কপি মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিচের মাধ্যমে পাওয়া যায়। Physics Abstracts ১৮২৮ সাল থেকে

বর্তমান সময় পর্যন্ত, Electrical and Electronics Abstracts ১৮২৮ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এবং Computer and Control Abstracts ১৯৬৬ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মাইক্রোফিল্ম হিসাবে পাওয়া যায়। প্রতিটি সার পত্রিকার মাইক্রোকিন পাওয়া যায় ১৯৭৪ সাল থেকে।

৭৭ অন্তর্ভুক্তি সেবা

যে সেবাগুলি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি ছাড়াও ইনস্পেক থেকে কয়েকটি সেবা দানের ব্যবস্থা আছে, বহিরাগত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সার সেবা ও নির্ধক সেবা (Abstracting and Indexing services) দেওয়া হয়, কম্পিউটারের কার্যকরী (software) সম্পর্কে নানা রকম সেবা দেওয়া হয় এবং ইনস্পেক উপাত্তকোষ সম্পর্কে মাঝে মাঝে কর্মশালা (workshop) ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

৮ ইনস্পেকের প্রকাশনা

ইনস্পেক থেকে প্রতিবৎসর নিম্নমিতভাবে নিম্নলিখিত বিভিন্ন সার পত্রিকা, সাম্প্রতিক তথ্য পরিবেশক পত্রিকা এবং অন্তর্ভুক্তি বিবরণ সম্পর্কিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

(ক) Physics Abstracts :—এটি একটি পাস্কিক সার পত্রিকা। ১৯০৩ সাল থেকে নিম্নমিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। যদিও ১৮৯৮ সাল থেকে পদার্থবিজ্ঞানের সার 'Science Abstracts' পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। প্রতি বৎসর ১৮০০ বিষয় গিরোনায়ের অধীনে পদার্থ বিজ্ঞান ও তার সম্পর্কিত বিষয় সমূহের ১,৪৫,০০ 'আইটেম' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

(খ) Electrical and Electronics Abstracts :—এটি একটি মাসিক সার পত্রিকা। ১৯০৩ সাল থেকে নিম্নমিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি বৎসর ৪৫০ বিষয় গিরোনায়ের অধীনে ৭২,০০০ 'আইটেম' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

(গ) Computer and Control Abstracts :—এটিও একটি মাসিক সার পত্রিকা। ১৯৬৬ সাল থেকে

নিম্নমিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি বৎসর ২৫০ বিষয় গিরোনায়ের অধীনে ৬৪,০০০ 'আইটেম' এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই সার পত্রিকাগুলিতে প্রত্যেকটি নিবন্ধের অধীনে একটি করে সার ও তার পূর্ণ পঞ্জীয়ন উৎস নিবন্ধ (Bibliographical Citation) থাকে।

(ঘ) I T Focus :—এটি একটি মাসিক সার পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় তথ্য প্রযুক্তি ও অফিস অটোমেশন বিষয়ের প্রায় ৩০০ সার প্রকাশিত হয়।

(ঙ) Current Papers in Physics, (চ) Current papers in Electrical and Electronics Engineering, (ছ) Current papers on Computer and Control :এই তিনটি 'সাম্প্রতিক তথ্য পরিবেশক পত্রিকা' প্রতি মাসে আলাদা আলাদা ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি পত্রিকায় ৮-৮ বিষয়ের যে প্রবন্ধগুলি থেকে সার প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই প্রবন্ধগুলির নাম এবং তার বিস্তারিত পঞ্জীয়ন বিবরণ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলির নাম বিষয়বস্তুগতভাবে সাজানো হয়।

(জ) Key Abstracts :—এটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ের ১৮টি মাসিক পত্রিকার একটি গ্রন্থমালা (Series)। এই গ্রন্থমালায় প্রত্যেকটি পত্রিকায়, ৮-৮ বিষয়ের অতি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ ও সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর প্রায় ২০০ সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশিত হয়।

(ঝ) INSPEC Matters :—এটি একটি ত্রৈমাসিক সংবাদপত্রিকা (News letter)। গ্রাহকগণ ইনস্পেকের সেবার যে কোন রকম পরিবর্তন ও উন্নতি সম্পর্কে তথ্য এই পত্রিকার মাধ্যমে পান। এই পত্রিকাটি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

(ঞ) INSPEC User Manual :—এই গারগ্রন্থ (Manual) ইনস্পেক তথ্যব্যবহার বিষয়-বাস্তি, তথ্য-নির্বাচন পদ্ধতি, নির্ধকীকরণ ও বর্গীকরণ পদ্ধতি এবং অন-লাইন Searching পদ্ধতির বর্ণনা থাকে।

(ট) INSPEC Thesaurus :—এই থেসাউস

ইনস্পেকের যে বিভিন্ন শিরোনাম ব্যবহার করা হয় তার পূর্ণ তালিকা থাকে।

- (১) INSPEC Classification, (২) Alphabetical Subject Guide to the INSPEC Classification, (৩) INSPEC List of Journals and other Serial Sources.

৯. উপসংহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইনস্পেকের সেবারও উন্নতি ঘটেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্থা অধুনা বিভিন্ন ইনস্পেকের সেবা গ্রহণ করছে। এই সুটিপ তথ্য ব্যবহার অধিকাংশ ব্যবহারকারীরা হচ্ছে আর্থিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলির অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকার। পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির খুব অল্প সংখ্যক সংস্থা ইনস্পেকের গ্রাহক, কারণ আর্থিক সমস্যা। বর্তমানে

আমাদের দেশে ডি. এল. টি. ইউ. জি. সি. ইলেকট্রনিক কমিশন এবং National Informatics Centre ইনস্পেকের ব্যবহারকারী।

তথ্যসূত্র

1. Burkett, Jack : Library and information networks in the United Kingdom. 1979, 110-12
2. Encyclopaedia of information systems and services. 9th ed. 1989, 3565-3566.
3. Handbook of libraries, archives and information centres in India. 1986. V. 3 p 220-222.
4. INSPEC matters. No. 69, March 1992.
5. Kumar, Krishan. Reference service. 2nd rev. ed. 1978, 336-337.
6. Rowley, J.E. Computers for libraries. 1980, 121-122.

271 পৃষ্ঠার শেখাংশ :

হিসাবে UNIMARC, CCF প্রভৃতি আধুনিক 'Standard' গ্রন্থাগারে প্রয়োগ করা দরকার।

৫। Micrographic, Electronic, Optical imaging ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য পরিচালনার সহজত্ব দ্বারা উদ্ভাবন করা দরকার।

৬। তথ্য সংগ্রহের মূল্যায়ন ও আর্থিক দক্ষতি অত্রযায়ী গ্রন্থাগারে তথ্য পরিচালনার বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রয়োগ করা দরকার।

ইন্টারন্যাশনাল সর্বভারতীয় সম্মেলন ও জাতীয় সেমিনারে গ্রুপ ফটো তোলা একটি বিশেষ অঙ্গ। তিসেখরের কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে কুক্কেরে ব্রহ্মসংঘের বয় ধারে সম্মেলনের ব্যবস্থাপক সমিতির সদস্যগণসহ যোগদানকারী প্রতিনিধিরা একত্র তোলা গ্রুপ ফটো সম্মেলনের স্মৃতি বহন করে রেখেছিল। এছাড়া ব্যবস্থাপক সমিতি সম্মেলনের সকল

ইন্টারন্যাশনাল সর্বভারতীয় সম্মেলন

অঙ্গসমূহকে ভিত্তিও ফটোগ্রাফের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন যাতে ভবিষ্যতে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করা যাবে।

প্রতিবছর সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে যে গ্রন্থাগার যুগ্মিতর পেশায় নিযুক্ত প্রতিনিধিদের পুনর্মিলন ঘটে তার গুরুত্ব অনেকখানি। পর্বতীয় সম্মেলন বা সেমিনার পর্যন্ত এই পুনর্মিলনের জন্য অনেকেই আগ্রহ সহকারে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এর মধ্যে কিছু প্রবীণের প্রস্থান ও নবীনদের আগমন ঘটে থাকে প্রায়ই। এমনভাবে চাল প্রতিবছর ইন্টারন্যাশনাল ও সর্বভারতীয় সম্মেলন কিংবা জাতীয় সেমিনার। পালক্রমে একবছর অন্তর সেমিনার ও সম্মেলন অগ্রসর হয়। ওঠির মধ্যে পার্থক্য হল সম্মেলনে দ্বিবার্ষিক নিষাচন অঙ্গীকৃত হয়।

প্রতিবেদক : প্রদীপ কুমার সরকার

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান : পরিবেশনের সমস্যা

ডে. বি. এল. হলভেন (১৮৯২—১৯৬৪)

(৪টিশ জীববিজ্ঞানবিদ জন হারভেন স্যাত্তারগন হলভেন ইটন ও অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন শেষ করে কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রিচার (১৯২২-৩২), লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনেটিক্সের অধ্যাপক (১৯৩০-৩৭), ইউনিভার্সিটি কলেজে (লণ্ডন) বাসোকেমিস্ট্রির অধ্যাপক (১৯৩৭-৪৭) প্রভৃতি পদে কাজ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে দেশত্যাগ করেন। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন বিজ্ঞানের একজন নিত্যবান গবেষক, অন্যদিকে একজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী পণ্ডিত। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি বেশ কয়েকটি পুস্তক ও বহু সংখ্যক গবেষণামূলক প্রবন্ধের লেখক। পম্বল ওয়ার্ড (১৯২৭), অ্যানিমালা বায়ো-নমি : ডে. এল. হার্ডলির সঙ্গে যুগ্মভাবে লিখিত (১৯২৭), সার্বেন্স এণ্ড এথিক্স (১৯২৮), এনজাইমস (১৯৩০), দি ইনইকোস্যানিটি অব ম্যান (১৯৩২), কলেজ অব ইতোলিইশন (১৯৩৩), ফাঙ্কি অ্যাণ্ড ফেইথ (১৯৩৪), হেরিডিটি অ্যাণ্ড পলিটিক্স (১৯৩৮), দি মাল্টিট ক্লিনলফি অ্যাণ্ড সার্বেন্স (১৯৩৯) প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান : পরিবেশনের সমস্যা (Scientific Knowledge : Problem of Dissemination) অংশটি তাঁর Science and Indian Culture বই থেকে বাংলায় অনূদিত করা হয়েছে। অনূদিত করেছেন ঐকল্য রায়। উল্লেখযোগ্য, এছাড়া হলভেনের জন্ম শতাব্দিকী। তিনি দলন আগে দেখা তাঁর এই লেখাটি এখনোও খুবই প্রাণবন্ত। তিনি ছিলেন বিভিন্ন ও বহুস্থি প্রতিভার অধিকারী; প্রবন্ধট থেকে তাঁর অসংখ্য সংগ্রহ মনেও পরিচয় পাওয়া যায়।)

এই প্রবন্ধের অধিকাংশ পাঠকই তাঁদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছই ভাবে আহরণ করেছেন। হয় তাঁরা পরীক্ষা পাসের উদ্দেশ্যে কিছু বই পড়েছেন অথবা কয়েকটি বক্তৃতা শুনেছেন। তাঁরা এই নিবন্ধের মত কিছু সাধারণ্যে বোধগম্য নিবন্ধ পড়েছেন, কিছু প্রশংসনীয় পরিদর্শন করেছেন। খুব অল্প লোকই মনেশীল বই বা কোন বৈজ্ঞানিক পত্রিকা নিয়মিত পড়েন, ফলে তাঁরা প্রকৃত জ্ঞানের উৎস থেকে অনেক দূরে থাকেন, এবং প্রায়শই অজ্ঞাতাৎহেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যাপ্তি কি করে ঘটে তা সন্মাক উপলব্ধি করতে পারেন না।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিবেশনের প্রথম অধ্যায় শুরু হয় বীক্ষণাগার বা কার্যক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট মন্তব্য বা টিকা ও টিপ্পনীর সাহায্যে। টিকা টিপ্পনীগণি প্রাথমিক পর্ব হলেও অভ্যন্তরীণ হওয়া উচিত, নতুবা বহু বৎসর পরে পূর্বোক্ত প্রতিশর হতে পারে। এই পর্যবেক্ষণ অক্রম (Random) অর্থাৎ যথেষ্ট হতে পারে—যেমন “১৯২৬-৩০, ১৪.৫০ মি: ডে. বি. এল. এইচ ভিনটি Catopsis Pyranthe (এক জাতীয় প্রজাপতি) ১২ নং বীক্ষণ পথ দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছেন।” অথবা কোন পূর্বপরিকল্পিত অমূল্যজন পর্বের টিকা টিপ্পনীর হতে পারে—“১৯১২-১৩, ১২ডি এর কাঁচা ধানের ওজন ২৪৭৩ তোলা।” খুব কম সময়েই এই সমস্ত টিকা মূল গবেষণা পুস্তকে সংগে সংগে তোলা যায়।

দ্বিতীয়ত: এই টিকাতুলি তালিকা আকারে শ্রেণী বিভাজন করা হয়। যদি ৪৮ নং ভূমি খণ্ডের ধান ওজন করা হয়—এই খণ্ডের ও প্রকার ধানের চারা লাগান ছিল। ১২টি বিভিন্ন ধানের ক্ষেতের মধ্যে ৪টি সার খেওয়া হয়নি, এবং অন্য ৮টিতে বিভিন্ন পরিমাণ অ্যামোনিয়াম সালফেট

দেওয়া ছিল। তাই যদি হয় তবে তিন সার বিশিষ্ট চা-
ষভের একটি সারবিন্দি তৈরী করা বাঞ্ছনীয়। এর ফলে
কতটুকু ammonium sulphate এর ক্ষয় কতটুকু ফলন
বাড়ানো বা কমানো তা সহজেই জানা যাবে। কি ঘটছে
তা জানার জন্য গবেষকের পক্ষে এই সময় চিত্রলেখ
(Graph) খুবই ফলপ্রসূ হবে।

গবেষণার তৃতীয় স্তর হবে অত্যন্ত অভিনিবেশ
সহকারে এর ফল ফল পরীক্ষা। ধরা যাক বিশেষ কোন
একটি প্রকরণের কালে রক্তনী পাগল ধানের উৎপাদন
বাড়ানো ২৭%। কিন্তু এই ফল লাভ নিশ্চিত হোলোনা।
হলো মাত্র ৭% সত্ত্বাধীন নিয়ে। সুতরাং সিদ্ধান্তে আসার
আগে আরও বেশি করে ক'বংসর এই পরীক্ষা চালিয়ে
যাওয়া উচিত।

চতুর্থ স্তর আসছে ফলাফল প্রকাশনার বিষয়। প্রাথমিক
পর্যায়ের দেখা Nature, Current science, Science
and Culture এর মত পত্রিকা বা আরও বিস্তারিত ও
দীর্ঘ প্রবন্ধ যারা প্রকাশ করেন যেমন Proceedings
of the National Institute of Sciences of India
অথবা Journal of Agricultural Research ইত্যাদি
পত্রিকায় ছাপান যায়। প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক
ফলাফল সহকারী নৃষিতে প্রকাশিত হওয়াই কাম্য।
এই সমস্ত নথি প্রায়শই একই বিষয়ে গবেষণারত বিদেশী
বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে অলভ্য হয় যদি না গ্রন্থাগারগুলি
এদের গ্রাহক হয়।

আমি Journal of Genetics সম্পাদনা করি। এই
পত্রিকায় মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ সমূহই প্রকাশিত
হয়। কিছু সংখ্যক লেখা আসে যেগুলি ছাপানো অযোগ্য।
প্রায় দশ পাতার একটি প্রবন্ধ বাধ দিতে বাধ্য হয়েছি
কারণ লেখকেরা বিভিন্ন ছাতির ছিট চাড়া গাছ সংমিশ্রিত
করেও কোন শক্তিতে সর্ব্ব হননি। বোধহয় পরাগ
সন্নিবেশ সঠিক হয়নি। হস্তত্যা অপূর্ত কল হয়ে ছিল,
কিন্তু তা পাঠকের বলা হয়নি। অল্প অনেক লেখাই
অযোগ্য। আবার আমার মনে হয় যে আমি বুকি কিন্তু

অধিকাংশ পাঠকই এক্সলি মহাশয়ন করতে পারবেন না।
অনেকেই তাঁদের প্রবন্ধে একই কথা বার বার বলেন এবং
লেখচিত্র ও সারণির সাহায্যেও সেই একই বক্তব্য
উপস্থিত করেন। যখন আমি রচনাগুলির মধ্যে হ্রাস
করতে চাই, তখন লেখক আমাকে হিংস্রক মনে করেন।
প্রকৃতপক্ষে বিশেষ মূল্যবান না হলে পাঠকবর্গ দীর্ঘ প্রবন্ধ
পড়তে খুব উৎসাহিত হন না।

আমি বিশ্বাস করি Journal of genetics-এর জন্য
লেখা কোন প্রবন্ধই আমি শুধুমাত্র লেখকের মহত্ব সংগে
হেলেনো এই কারণে বাণ দিইনি। কিছু লেখা আমি
বাধ দিতে বাধ্য হয়েছি কারণ লেখকগণ যে উপসংহার
টেনেছেন- তার সংগে প্রামাণ্য বিষয়ের মিল নেই। কিন্তু
একজন বৈজ্ঞানিক সম্পাদককে উপলব্ধি করতে হবে, যে
নিবন্ধ তিনি কিছু নয় বলে বাধ দিচ্ছেন তা হয়ত তাঁর
জ্ঞানের পরিমাপের বাইরে। শুধু এই কারণেই শিক্ষক,
ছাত্র বা সাংবাদিক কাগসেরই তাবা টিক নয় যেহেতু একটা
খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পত্রিকার প্রবন্ধটি আছে, ইতরাং
শুধু এর প্রতিপাত্ত বিষয়ই অস্বাভাবিক।

লগনে যখন অধ্যাপক হিগাম তখন আমি শিক্ষক
হিসাবে ছিট দায়িত্বের কথা চিন্তা করতাম। প্রথমতঃ
আমি যে বিষয় পড়াতাম তা প্রথম বাৎসরিক ছাত্রদের
বোঝাবার চেষ্টা করতাম। দ্বিতীয়তঃ আগ্রগামী ছাত্রদের
অত্যন্ত আধুনিক গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত
বিবরণ দেবার চেষ্টা করতাম যেগুলি প্রায়শই কোন
আধুনিক পাঠ্য পুস্তকেও সন্নিবেশ করা হয়নি। যদি
বুঝতাম বিষয়টি কোন পুস্তকে বিস্তারিত আলোচিত
হয়েছে তবে ছাত্রছাত্রীদের ঐটি পড়তে বলতাম। কিন্তু
সাধারণতঃ পাঠ্য পুস্তকগুলি পাঁচ থেকে দশ বৎসর
আসেকার চিন্তাধারার ভিত্তিতে লিখিত হয় আর কোন
আধুনিকতা সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এইসব বইয়ের উপর
নির্ভর করে পাঠ্যক্রম নির্বাচন করা উচিত নয়।

পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞান পুস্তক আছে
তার অনেকগুলি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর রচিত।

আমার রচিত Enzymes ও Biochemical Genetics. এই সমস্ত বইগুলিতে আমি এইসব ক্ষেত্রে যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার সবগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিই নাই, কেবলমাত্র সেইগুলিরই উল্লেখ করেছি যা আমার কাছে মূল্যবান মনে হয়েছে। অল্প অনেক সময়ই আমি বিচারে ভুল করেছি। এই সমস্ত বইগুলি প্রধানতঃ পেশাদার বিজ্ঞানীরাই পড়েন। সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞের দল বাংলা লিখিত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ গ্রন্থ (Monograph) লতাকী পরেও মূল্যবান থাকতে পারে। যদিও পরিমার্জন সাপেক্ষ, তবুও ১৮৭২ ও ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত The Flora of British India একটি প্রশংসনীয় পুস্তক। স্বাধীন ভারতের সামনে একটি অল্পতম কর্তব্য গুল্মগাছটির আধুনিক বিবরণ রচনা। এই ধরনের বইগুলি সাধারণতঃ ১০ বৎসর বা অল্পতম সময়ের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ছাত্রদের সব সময়ই বিজ্ঞানের বইগুলি পড়ার আগে প্রকাশকালের দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

বৈজ্ঞানিক বইয়ের মধ্যে যেগুলি যেটাসুটি পরিমার্জিত সেগুলি হল Kaye ও Laby's Physical Tables এর মত সারণির বই। এগুলির প্রচুর চাহিদা আছে তাই এই বইগুলি ঘন ঘন পরিমার্জনের যোগ্য। সেসিম আদীর প্রণয়নীয় Book of Indian Birds এর বেলাতেও দেখা যায় পরবর্তী সংস্করণের চেয়ে উন্নত আধুনিক বইয়ের মধ্যে Penguin ও অল্পতম কয়েকটি সিবিএস বই দামে বেশী সস্তা। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আমার মতে ভারউইনবার্গের উপর লেখা John Maynard Smith এর The Theory of Evolution শ্রেষ্ঠ বই। এই জাতীয় বই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেই রাখা কর্তব্য। কিন্তু এই কর্তব্য প্রায়ই পালন করা হয়না।

অনেক জনপ্রিয় বিজ্ঞানপুস্তকই প্রায় নিঃশেষ পর্যায়ের, কিন্তু অল্প সমালোচকের বোলতে প্রায়ই প্রচুর প্রীতিভূত হয়। অল্পগুলিও হ্রস্ত গুল্পন নয় কিন্তু বিচার করা খুব কঠিন। সব বইই খারাপ নয়। সব শেষে বলা চলে কল্পবিজ্ঞান বা বিজ্ঞানভিত্তিক উপকল্পগুলি কখনো

কখনো বা কখনো বিজ্ঞানের সমুদ্রতে পৌছতে পারে।

ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবহার একটি অল্পতম প্রধান অঙ্গ। শিক্ষাবীণা জানে কিতাবে বই পেতে হয় আর কিতাবে পড়া পড়িকা কাজে লাগানো যায়। যদি ওরা শুধু কিছু নির্দেশিত পুস্তকের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাগুলিতেই তাদের পড়া সীমাবদ্ধ রাখে তবে সামান্যই জ্ঞান তারা আহরণ করতে পারে। তাদের প্রত্যেককেই বই দেখতে দেখা উচিত। আমার নিজের গ্রন্থাগার বই বঙ্গের ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত (Open access) ছিল, কিন্তু ইংল্যান্ডে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার তখন। প্রতি বঙ্গের লগুনের জুগলার অনেক কম বই আমি এখানে হারিয়েছি। এই হারানো বইগুলি তালিকা ছিল কামশাস্ত্র ও অনঙ্গবর্ণ বই দুটির অঙ্গবাদ। আমার মনে হয় চোর কিছু প্রথম বইটি কেনার চেয়ে চুরি করা কম হাজার বিবরণ বলে মনে করেছিল—যদিও দ্বিতীয় বইটি অপেক্ষা প্রথমটি জ্ঞানার্জনের পক্ষে একটি অত্যন্ত মূল্যবান পুস্তক। লক্ষ্য সত্যই এক গিচিরা আবেগ!

ইংলও ও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আমি আর একটি পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। যখন আমি লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতাম—তখন দেখানো একজন দূরচেতা ছাত্র বন্ধক ছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ ভাবে পরীক্ষা করে দেখতেন বইগুলি আমি সঠিক মূল্যে কিনে নিয়েছি কিনা। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে আমি একজন অধ্যাপক। তিনি এও জানতেন যে অধ্যাপকরা অসাধারণ হলেও অনেক সময় অল্পতম বাক্যে। অল্পতম: দুইবার আমি একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে মূল্য না করে বই নিয়েছি। যদি একবার এই নিয়ম উপাচার্য বা মহোদয়ের দস্তাবেজ ভাঙে তবে গ্রন্থাগারের বই হারানোর মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে যাবে।

কোন একজন লোকের পক্ষে কোন গ্রন্থাগারের সব বই নির্বাচন সম্ভব। এয়োজন বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে প্রণয়ন করি। তাও অনেক সময় ভুল হয়ে থাকে।

কোন দৃষ্টিকোণে পরিচালিত মহাবিজ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণতঃ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই গ্রন্থাগার কমিটির সভ্য হন। ডিম্বাণু ও অস্ত্রাণু বিষয় সমূহে সাধারণতঃ অপর্যাপ্তত্ব কম বুদ্ধিজীবীরাই নির্বাচিত হন। গ্রন্থাগারিক অতি অবস্থাই তাঁর বিচক্ষণ মত কার্যকর করবেন। সংস্কৃতির অধ্যাপক হযত Joashirian B এর (একটি প্রাচীন আর্ধ্য ভাষা) এর উপর একটি মনোগ্রাফ চাইছেন, আর প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক চাইছেন Crustaceans (বট্টিন আবরণের জীব সমূহের অন্তর্ভুক্ত) এর উপর একটি মনোগ্রাফ। কিন্তু গ্রন্থাগারিককে সন্ধানিত হবে যে এই বই দুটি কেনা হলে আর বেডে এ বই পড়বে কিনা। যদি তা না হয় তবে বই দুটি বাপ দেয়াই হবে বুদ্ধি সংগত। অপর পক্ষে কোন অধ্যাপক ছাত্রদের উপযোগী কিন্তু তাঁর নিজের পড়ার মত তেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ নয় এমন গ্রন্থ কিছু নির্বাচন করতে চান এসব ক্ষেত্রে একটি ভাল লাইব্রেরী কমিটি কতক পরিমানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু গ্রন্থাগারিককে নিম্নের জ্ঞানী ও দূরচেতা হতে হবে।

আমি ভারতের বেশ কয়েকটি মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার দেখেছি। এগুলির অধিকাংশেই কোন কোন বিষয়ের উপর ভাল ভাল সংগ্রহ আছে। আবার কতকগুলি বিভাজিত সংগ্রহ এত ধারালু যে এঁগুলিতে শুধু অর্থের অপচয়ই হয়েছে। আমেরিকায় এবং

কতকগুলো ইউরোপেও Microfilm service প্রচলিত হয়েছে। যদি কেউ প্রবন্ধটি বা পুস্তকটির নামও জানেন তবে তিনি তার Microfilm টি পেতে পারেন।

আমি বোধহয় কিছু পরিমানে পুরানো, বন্ধপটল মনোভাবের লোক তবুও আমি ভারতে Microfilm ব্যবহারের জন্য প্রচুর প্রচেষ্টার বিরোধী। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ বিস্তৃত বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ নন। অবশ্য তাদের পড়ার যোগে এও কম যে এতে অসুবিধা হবার কিছু নেই। হতবাক এষ্ট বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট বই ও পত্র পত্রিকা পড়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

এই নিবন্ধটি লেখার মূল কারণ এই যে অনেক ভারতীয়েরই ধারণা পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে বিজ্ঞান যথার্থভাবে বিস্তারিত করতে পারে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। আমি লওনে কনিষ্ঠদের বক্তৃতাছাড়া পোনদিন genetics (উৎপত্তি ও প্রজনন বিদ্যা) এর কোন বক্তৃতামাত্র শুনিনি।

পাঠ্যপুস্তকে আমার একমাত্র আগ্রহের বিষয় হল, কোন বই আমার ছাত্রদের প্রয়োজনে আসবে কিনা জানা। আমার বহু লক্ষ দেশবাসীর নিকট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তরণ করতে পারি। শুধু এ জগৎই আমাদের একটি মাত্র পথের কথা না তবে সম্ভাব্য সমস্ত প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে এই জ্ঞান বিস্তারের জন্য।

(এই অগ্রদূতটি ১৯৬৪ সালে ডে. বি. এস. হসভেনের মৃত্যুর অব্যবহিত পয়েই “গ্রন্থাগার” পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে দেওয়া হয়েছিল। কোন অজ্ঞাত কারণে সে সময় এটি ছাপা হয়নি।)

বিজ্ঞাপ্তি চাঁদা পরিশোধের আবেদন

পরিষদের সমস্ত সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রতি বছর অনেক সদস্যের চাঁদা বাকী থাকে। নিয়মাবলীতে বাৎসরিক চাঁদা অগ্রিম অর্থৎ বছরের শুরুতে দেওয়া কথা। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে বহু সদস্যের চাঁদা বাকী আছে। এঁদের আমরা “গ্রন্থাগার” পত্রিকা পাঠিয়েছি। পরিষদ বর্তমানে আর্থিক অনটনে রয়েছে। তাই সদস্যদের বর্তমান বৎসরের চাঁদা এবং বাকী চাঁদা পরিশোধ করা অতীব জরুরী।

ইতি—রাষ্ট্রকবি সাহা
কর্মসচিব

ইয়াসলিকের অষ্টাদশ সর্বভারতীয় সম্মেলন

কুরুক্ষেত্র : ১৯৯১

ইতিহাসের বহুগুণাধার স্মৃতি বিজড়িত কুরুক্ষেত্রে ইতিহাস। পাইত্রেরী আ্যোদ্যনিয়েশনের অভিজ্ঞেয়তা গড ২৬-২৭ ডিসেম্বর ১৯৯১ ইয়াসলিকের অষ্টাদশ সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দেশের বিভিন্ন তরুণ থেকে দুইশতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী ডিসেম্বরের তীব্র শৈতাপ্রবাহ উপেক্ষা করে সম্মেলনে যোগদান করেন।

২৬ ডিসেম্বর অপরাক্ষে সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশন শুরু হয়। মাসলিক সভ্যত্বের পর সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডঃ নরেন্দ্র কুমার শর্মা প্রতিনিধি ও অভ্যাগতদের স্বাগত জানান। তাঁর ভাষণে তিনি তথ্য সংরক্ষণ ও পরিবেশার উপর গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকার গুরুত্ব স্বরণ করিয়ে দেন এবং পাঠকের প্রয়োজনীয় তথ্যকে সহজে ব্যবহারের উপর গুরুত্বের কথা মনে রেখে তথ্য-ভাণ্ডারকে সুবিস্তৃতভাবে রাখা ও গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। শ্রী সিদ্ধান্ত কুমার "Information society in India" শীর্ষক সভাপতির মূদ্রিত ভাষণে ভারতে তথ্য বিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতি ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বর্তমান বিশ্বে তথ্য বিক্ষোভের ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য গ্রন্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানীদের উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান। কম্পিউটার ও দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে তিনি গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পরিবেশার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া গ্রন্থাগার পরিচালনা পদ্ধতির পরিকল্পনা রূপায়ণে যে সকল সমস্যা আছে তার সমাধানের উপায়গুলি তাঁর মূদ্রিত ভাষণে সবিস্তারে পাওয়া যায়।

ইনস্টিটুটের অধিকর্তা অধ্যাপক টি, বিনোদন তাঁর ভাষণে তথ্য ব্যবস্থাপনার (Information management)

বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তিনি গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পরিবেশার জন্য তথ্য পরিচালনার মৌলিক নীতিগুলি রূপায়নে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার বেঁধে প্রয়োজন বলে মনে করেন। ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পরিবেশার সর্বাধিক সুবিধা হবে। পরিবেশার ক্ষেত্রে পাঠকের বিকাশযোগ্যতা স্রষ্টা গ্রন্থাগার পরিচালনার বিচার্য হিসাবে মান নির্ধারক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া তিনি এম্ব্রেরের ক্ষেত্রে আর্থিক অনটনের কথা মনে রেখে তথ্য আশান-প্রদানের জন্য তথ্য-প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

২৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টার সম্মেলনের বিষয়সূচ্য প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল— "Information management in library and information centres in India"। বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান কেন্দ্রের ৩১ জন প্রবন্ধকার তাঁদের প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেন। ইয়াসলিক সম্মেলনের আলোচ্য প্রবন্ধাবলি বরাবরই প্রথা অনুযায়ী পুস্তক আকারে সম্মেলনের আগে প্রকাশিত হয়। এবারও যথারীতি সম্মেলনের প্রবন্ধাদি নিয়ে "IASLIC Special Publication No. 31" প্রকাশিত হয়। মোট ১৩টি সম্পূর্ণ প্রবন্ধ এবং ১৮টি প্রবন্ধের সার প্রকাশিত, উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছিল। কলকাতার ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-এর গ্রন্থাগারিক ঐচ্ছনোক মুখোপাধ্যায় বিষয়সূচ্য ৫টি অধিবেশন পরিচালনা করেন। কলিকতা সেন্ট্রাল বিল্ডিং ফিল্টার ইন্সটিটিউট-এর তথ্যবিজ্ঞানী ঐ এম, ঐনিবাসন মুখ্য প্রতিবেদক ছিলেন। প্রস্তোত্তর ব্যাখ্যা ও আলোচনা খুবই প্রাণবন্ত হয়েছিল। মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিষয়সূচ্য দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়।

সম্মেলনের কর্মসূচী অনুযায়ী ২৮ ডিসেম্বর Special

Interest Group (SIG)-এর চারটি বিভাগ যথাক্রমে Computer Application, Social Science, Humanities এবং Industrial Information-এর উপর আলোচনা সভা হয়েছিল। কিন্তু SIG-Computer application-এ যাতে সকল প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করতে পারেন সেজন্য অসম্ভব গ্রুপ থেকে আলাদা করে Computer application-এর উপর পুরো এক বেলায় আলোচনা হয় ২৮ ডিসেম্বর সকালে। প্রায় সকল প্রতিনিধিই এই আলোচনাতে যোগদান করেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর SIG-Social Science, Humanities এবং Industrial Information-এর পৃথক পৃথক আলোচনা সভা যুগল একসঙ্গে অঙ্কিত হয়েছিল। বিভিন্ন গ্রুপের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উৎসাহী প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সন্ধ্যার পর সভাস্থলে পরিবর্তে একটি পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে বেশ কয়েকটি পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা দ্বারা উদ্বোধন গ্রন্থ প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলেন। সন্ধ্যার শেষে সন্ধ্যার উদ্ভোজনা ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে ছিলেন। এছাড়া তাঁরা উৎসাহী প্রতিনিধিদের নিকটবর্তী করে একটি দর্শনীর দ্বায়ে পরিদর্শনের দলও ব্যবস্থা করেন।

২৭ ডিসেম্বর অপরাত্রে চাপানের বিবর্তির পর বহা-রীতি বার্ষিক সাধারণ সভায় বিস্তারিত বহুধর কার্যবিবরণ ও পরীক্ষিত হিসাবগণ উপস্থাপিত ও অনুমোদিত হয়। এখানে বিধাবিধি ১৯৯২ এবং ১৯৯০ সালের দল সংসদ (council)-এর দল ও কার্যকর্তৃ নিবাচনে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের ক্যালকুলেশন করা হয়। এই সভায় ইয়াসনিকের সহ-সভাপতি শ্রী এস. কে. কাপুয় সভাপতিত্ব করেন। ইয়াসনিকের সদস্য সভায় অধ্যাপক ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রামারিক ও প্রোগ্রামার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান শ্রীমতী এস. হরিহার প্রতিনিধি হিসাবে এই প্রোগ্রামারের কর্মী শ্রী বিশ্বনাথ আগামী ১৯৯২ সালে

ইয়াসনিকের জাতীয় সেমিনার অধ্যাপক হিসাবে (কাজে) অধ্যাপকের আমন্ত্রণ জানান। সংসদ সভায় তাঁর প্রস্তাব উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়। শ্রী বিশ্বনাথ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁর স্থানে শ্রী এস. এন. নাগরাজের মাধ্যমে অধ্যাপক হিসাবে আমন্ত্রণটি ঘোষিত হয়। সেমিনারের বিষয় স্থির হয়— "Information Retrieval : models and techniques"। এছাড়া সংসদের সভায় আগামী ১৯৯০ সালে ইয়াসনিকের ১৯তম সর্বাঙ্গীয় সম্মেলনের অধ্যাপকের দায়িত্ব গ্রহণের দল রীতির বিধান হস্তনির্ভর এক টেকনোলজির প্রোগ্রামারিক শ্রী এ. সি. সিং আমন্ত্রণ জানান। সভায় এই প্রস্তাব সংক্ষেপে গৃহীত হয়। সম্মেলনের বিষয় স্থির হয়— "Industrial Information : Systems and Services"। সংসদ সভার আলোচনার পরবর্তী সম্মেলন বা সেমিনারে যাতে SIG Informatics-এর আলোচনা করা যায় সেজন্য ইন্দ্রজিত শ্রী বিমলকান্তি সেন প্রস্তাব রাখেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে শ্রী এস. এম. কুলকানী সভাপতিত্ব করেন। মধ্য প্রতিক্রিয়া শ্রী এস. শ্রীনিবাসন সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলির উপর আলোচনার তিথিতে কয়েকটি কড়া প্রস্তাব বিবেচনার দল সমাপ্তি অধিবেশনে গণন করেন। কিন্তু আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

১। দীর্ঘিত আর্থিক দলভিষ মধ্যে তথ্য ব্যবহার-কারীর প্রয়োজনের নিকট লক্ষ্য রেখে তথ্য সম্পদের উন্নয়ন করা হরকার।

২। তথ্য পরিবেশার পরিচালন পদ্ধতিয় মূল অঙ্গ হিসাবে তথ্য প্রযুক্তির সচাবহার করা হরকার।

৩। তথ্য প্রযুক্তিকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে যেমন তথ্য আদান-প্রদান, নেটওয়ার্ক ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করে সংসৃষ্ট তথ্য-সম্পদের চাহার সচাবহার করা হরকার।

৪। তথ্যের আদান-প্রদান সংলগ্ন পদ্ধতিতে সকল প্রোগ্রামারের মধ্যে পূর্ণপঠন করে তথ্য ব্যবহারের দায়ন পরবর্তী অংশ 265 পৃষ্ঠায়

MEMORANDUM SUBMITTED TO THE EDUCATION COMMISSION : WEST BENGAL

BY

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

PART - I

A PUBLIC LIBRARIES : OBJECTIVES AND RESPONSIBILITIES

The UNESCO Public Library Manifesto proclaims that the public library is a living force for education, culture and information. The manifesto further states that "the public library is a practical demonstration of democracy's faith in universal education as a continuing and lifelong process, in the appreciation of the achievement of humanity in knowledge and culture..... To fulfil its purpose, the public library must be readily accessible, and its door open for free and equal use by all members of the community regardless of race, colour, nationality, age, sex, religion, language, status and educational attainment".

The Committee on National Policy on Library and Information System of the Department of Culture of the Ministry of Human Resource Development of the Govt. of India recommends that "the most important task before the govt is to establish, maintain and strengthen the free public libraries in the country and enable them to work as a system".

B PUBLIC LIBRARIES IN WEST BENGAL

The growth of public library in undivided India in general and Bengal in particular was influenced by the Public Library development in Western countries. The public libraries came into existence in the 19th century in undivided Bengal on the initiative of a section of educated class. Acquisition of knowledge and recreation through reading were the main purposes behind such initiative. In the 20th century these libraries were utilized for developing spirit of national awakening among the people. For obvious reasons these public libraries which were instrumental for growth of social and political awareness among the people received no patronage from the then foreign rulers. After independence the Union Govt appointed the Advisory Committee for Libraries to suggest measures for development and improvement of library service in the country. The Committee submitted its report in 1958. Though the major recommendations of the said Committee were not implemented, both the Union and State Govts took some initiative for development of public libraries in the country from the second five year plan period onwards. However no serious attempt was made to develop a free public library system in the country.

C DEVELOPMENT OF PUBLIC LIBRARIES IN WEST BENGAL SINCE 1977

The State Govt, as part of its programme for mass education, took a serious initiative for development of public libraries in West Bengal. Some of the outstanding achievements of the Left Front Govt in the field of public libraries are : (a) Enactment of W.B Public Library Act, 1979 with its subsequent amendments; (b) Increased budgetary allocation for public library service; (c) Increased financial assistance to libraries to meet maintenance cost for staff, books, furniture, contingency expenditure, etc.(d) Creation of the Directorate of Library Service and its district offices;(e) Organizing book fairs at the state and district levels;(f) Improved pay and status for library employees.

At present the state of West Bengal has a very favourable environment for creation of public library system for following reasons. (a) Already a structure of Public Library System has developed in the state under the initiative of the state government; (b) the State govt's programme and activities for spread of primary and secondary education and mass literacy activities have created large number of potential users for public library service;(c) with the emphasis for different developmental work, such as, cottage and small scale industries,agricultural activities,panchayat system,health programmes,etc.need for information is gradually developing among the people. A well integrated public library system can provide information for such developmental work.

D THRUST AREAS FOR PUBLIC LIBRARY DEVELOPMENT IN WEST BENGAL: SUGGESTIONS FOR CONSIDERATION OF THE EDUCATION COMMISSION

Though there has been remarkable development of public libraries in West Bengal,the entire population of the state is not covered by the public library service. The State Government should develop a plan for improvement and expansion of public library service in all parts of the state. More libraries need to be established and isolated population cluster should be covered by Mobile Library Service and Book Delivery Centres. In the subsequent sections,we are suggesting some guidelines for improvement and expansion of public library service in West Bengal.

(1) PUBLIC LIBRARY SERVICE SHOULD BE FREE TO ALL

Throughout the world the public library is considered as a free social institution, providing reading materials and information to all sections of the people. It is considered as a dynamic community centre, not a passive store house. In West Bengal, till now the benefits of public libraries have been enjoyed by a section of educated class. To sustain universal education and to feed the neo-literates with reading materials so that they do not lapse into illiteracy, to rouse social and cultural consciousness among the people, to provide information to the people for their life, livelihood and environment the public libraries should be developed as free resource centres for learning, recreation and information.

(2) LINK SHOULD BE ESTABLISHED BETWEEN MASS LITERACY ACTIVITIES AND PUBLIC LIBRARY SERVICE

Public Library alone can sustain literacy. It has the advantage of permanency and flow of reading materials which is essential for continuing education. At the Post-literacy stage, the public libraries should play vital roles for retaining newly acquired literacy. For this purpose following programmes should be undertaken :- (a) creation of an agency to provide literature for neo-literates, related to their life, livelihood and social environment; (b) All public libraries should be provided with literature for neo-literates; (c) At least 10 percent of grant for purchase of reading materials should be spent for purchase of documents for neo-literates; (d) Mass literacy centres should be linked with nearby public libraries so that libraries can undertake follow up works of post-literacy; (e) At the govt level mass education and library service should be brought under one minister, one department and one directorate for co-ordinated programmes.

(3) PUBLIC LIBRARIES SHOULD BE DEVELOPED AS INFORMATION CENTRES

Information Services are vital for all sectors of national activity. The availability of information, expeditiously and pinpointedly, supports all decision making processes at all levels. Relevant information accelerates the pace of economic development. Public libraries at all levels besides having reading services for learning and recreation, should provide information to users, both literates, neo-literates and non-literates, related to their life and livelihood. To achieve this target following programmes may be undertaken : (a) Orientation programme for librarians of public libraries regarding information services to be undertaken; (b) Availability of all govt documents in public libraries to provide information to the people; (c) Preparation of information files on the information requirements of the locality; (d) User's survey to assess their information requirements; (e) Co-ordination with different relevant agencies to provide information services to the users.

(4) DEVELOPMENT OF READING HABITS AMONG CHILDREN

To counteract the recent trend of apathy for reading, a concerted move should be taken to develop reading habit among the children. Each public library should have a section for children and in addition, separate libraries for children with attractive books and audio-visual supporting materials should be established wherever possible. At least 20% of annual grant for purchase of reading materials should be spent for purchase of books for children.

(5) PROPER UTILIZATION OF GRANT FOR PURCHASE OF READING MATERIALS

At present the State Govt gives an annual grant to each library for purchase of reading materials, though not upto the requirement. For proper use of this grant and to meet

the requirements of all types of users, this grant should be utilized under following heads :-

- (a) Documents for Neo-Literates - At Least 10 percent of the grant.
- (b) Documents for children - At least 20 percent of the grant.
- (c) Documents on Subjects - At least 20 percent of the grant
- (d) Other documents (including recreational materials and periodicals) - Not more than 50% of the grant.

(6) USE OF AUDIO-VISUAL MATERIALS

Both for dissemination of information and to attract people towards library and information service, audio-visual packages should be used in all public libraries for the benefit of literates, neo-literates and non-literates.

• (7) NETWORK OF PUBLIC LIBRARIES FOR RESOURCE SHARING

At present there is no integrated public library service in the State. These libraries do not have link with each other. For effective resource sharing activities among libraries, all the libraries within the State should form part of a network extending from the Rural Library at the village level through the District Library and the Town Library at the intermediary levels to the State Central Library at the Apex. The District Library at the district levels and the State Central Library at the state level should play crucial roles in this network.

The State Central Library has to perform as the co-ordinating agency for all types of public libraries in the State and it should also provide atleast following services :

- (a) State Information Centre to provide all possible information related to the development of the state;
- (b) State Conservation Centre to provide services for conservation of rare and old reading materials, including manuscripts;
- (c) State Bibliographical Centre for bibliographical control of different documents available in the state and to provide different kinds of bibliographical services;
- (d) State Central Braille Library for blind people.
- (e) State Reprographic Centre to provide reprographic services.

The District Library should serve as an apex library for each district with public libraries at town and village levels constituting important components in the district library system.

(8) IMPORTANCE OF RURAL LIBRARIES

The main thrust in the public library development should go to the Rural Public Library. Here the development works should be two-folds : (a) Services of existing Rural Libraries should be consolidated and improved; (b) A village or a village cluster with an adequate population but not having a library should have a Rural Library. These libraries will have three fold functions: (i) Learning Resource Centre; (ii) Recreational Reading Centre; (iii) Information Centre. Resources of different agencies engaged in rural development

such as, agriculture, cottage & small industries, public health, mass education, panchayat system etc should be pooled to build up this information centre.

(9) FINANCIAL RESPONSIBILITY OF THE STATE

Throughout the world, the State takes the financial responsibility for public library development. In West Bengal since the enactment of the W. B. Public Libraries Act in 1979, the State Govt bears the financial responsibilities for management of public libraries in the State. But the amount allocated for this purpose is not enough. The National Policy on Library and Information System, formulated by a Committee appointed by the Dept. of Culture of the MHRD recommends that "The National as well as State Govts should provide for an expenditure of 6-10% of their education budgets for the libraries". This recommendation requires serious consideration by the state for effective development of public library service. *

(10) INFRA-STRUCTURAL FACILITIES FOR MANAGEMENT OF PUBLIC LIBRARIES IN WEST BENGAL

Lack of adequate infra-structural facilities at the state, and district levels is one of the constraints for effective development and management of public library service in the State. Public libraries should be properly monitored, inspected and guided. But these works are not done for want of administrative machinery. The Directorate of Library Service is not adequately staffed. At the district levels there is no infra-structural facilities to administer the public library system. It may be mentioned here that the staff of the Social Education Dept. are not properly utilized after creation of two separate directorates, namely, Directorate of Adult Education and Directorate of Library Service. The staff of the Social Education Dept were associated with library activities since the inception of the govt-sponsored public libraries. Their services may be utilized for smooth running of the public library system in the State immediately.

PART -II

SCHOOL LIBRARY SERVICE

A SCHOOL LIBRARIES-IMPORTANCE OF

It is a well-known fact that if reading habit is not developed at early stage of life, it is hardly possible to develop it in later stages. School-going boys and girls should be introduced to the pleasure of reading and importance of books at an early age. If a library-oriented education system is introduced, the students can be freed from cramming. A well-organized school library can perform following functions :-

- (1) To inculcate among the children the reading habit which is awfully lacking among them inspite of the fact that they are very curious about new things.

- (2) To train them in the art of self-education so as to replace the spoon-feeding habit which is very harmful for the intellectual growth of the child
- (3) To supplement the knowledge of students which they acquire from their teachers.
- (4) To help them in the development of the habit of pursuing useful hobbies .
- (5) To provide information and recreation to the students and to encourage life-long education through the use of library resources.
- (6) To ensure proper co-ordination between the school work and the library use.
- (7) To develop in students skill and resourcefulness in their use of library resources and to encourage the habit of personal investigation.
- (8) To encourage social attitudes and provide experience in social and democratic living.

B RECOMMENDATION OF THE SECONDARY EDUCATION COMMISSION (1952-53).

The Secondary Education Commission (1952-53) in its report discussed "The Place of the Library in Schools" in detail. Some of its recommendations are :-

- (1) Individual work, the pursuit of group projects, many academic hobbies and co-curricular activities postulate the existence of a good, efficiently functioning library. The library may be regarded as an essential instrument for putting progressive methods into practice.
- (2) The Library must be made the most attractive place in the school so that students will be naturally drawn to it. It should be housed in a spacious well-lit hall or room..... The furniture: book shelves, chairs, reading desks should be carefully designed with an eye to artistic effect as well as functional efficiency. As far as possible, the open shelf system should be introduced so that students may have free access to books, may learn to handle them and browse them at their leisure.
- (3) The success of the library depends largely on the proper selection of books, journals and periodicals. This should be the function of a small committee of teachers who have a genuine love for books. In the choosing of books, some senior students who are interested in reading should be associated.
- (4) The library being attractively arranged and adequately supplied with suitable books, the next important thing is an efficient service. In most schools, as we have pointed out, there is no conception of such service. It would require the

services of a highly qualified and trained librarian who should be on a par with other senior teachers in pay and status and we definitely recommend that there should be, in every secondary school, a full-time Librarian of this type.

C PRESENT POSITION OF SCHOOL LIBRARIES IN WEST BENGAL

We would like to state at the outset that in most of the secondary schools there are at present no libraries worth the name. One or two closed almirahs, packed with specimen copies of textbooks and some outdated, unsuitable books in mutilated conditions, kept either in the Headmaster's room or in the teachers' room are shown as "school library". It may be mentioned here that the observation made by the Secondary Education Commission regarding position of school libraries is applicable even today. The Secondary Education Commission states- "There is nothing like an imaginative and well-planned library service which could inspire students to read and cultivate in them a sincere love of books. What makes this situation particularly difficult is the fact that most teachers and headmasters and even the educational administrators and authorities do not realize how unsatisfactory this position is and, therefore, they have no sense of urgency in the matter". Only in Govt schools and in English medium and Missionary schools some sort of school library service exist.

Since 1977 onwards, the state govt took a decision to introduce school library service at the higher secondary schools. At present some of the higher secondary schools have school library service under a trained librarian. Some of the defects and lacunae in these school libraries are :-

- (1) Only Higher Secondary Schools having 750 or more students and a collection of 2000 books are entitled to get a post of full-time trained Librarian.
- (2) In spite of govt order, all higher secondary schools fulfilling the conditions have not yet recruited a full-time trained Librarian.
- (3) The rooms provided for the school libraries, in many cases, are neither adequate nor attractive, not to speak of "well-lit Hall or room" as recommended by the Secondary Education Commission.
- (4) There is no regular annual grant for purchase of reading materials & furniture and for binding of books, periodicals, etc.
- (5) In some schools, there is no provision of library work in the class routine.
- (6) In some schools, librarians are engaged in administrative and teaching works, neglecting library works.
- (7) The pay and status and other privileges of librarians are not at par with those of teaching community.

(8) Librarian is the only staff for the school library. There is no group D staff to assist him.

(9) Lastly, the traditional instructional programmes in schools which discourage library-oriented activities, are hindrances for growth of reading habit and library awareness among students.

D SUGGESTIONS FOR CONSIDERATION OF THE EDUCATION COMMISSION

(1) No school should be established or given recognition without a library having minimum physical facilities, suitable collection of reading materials and a properly qualified full-time librarian.

(2) All the existing Higher and Secondary schools should be provided with the posts of full-time trained Librarians.

(3) All schools be instructed to provide proper space for school libraries. The ideal position (considering future growth) will be : reading room space for 50 students and 10 teachers, stacking space for 10,000 books, space for circulation counter, library catalogue, audio-visual materials and staff etc.

(4) Librarian should be engaged and responsible for library works only.

(5) A system of annual grant, as done in case of public libraries, should be introduced for purchase of reading and audio-visual materials, furniture and for library binding.

(6) Library Hours must be mentioned for all classes in the class routine.

(7) The Librarian be given pay and status of teachers as per qualifications.

(8) A close link between class room teaching and use of libraries be established. Library oriented instructional programmes be introduced for development reading habit among students and for effective use of library resources.

(9) Directorate of School Education should prepare detailed instructions and guidelines regarding maintenance and use of school libraries, as done by the Delhi Administration in case of School Libraries of Delhi.

PART - III

COLLEGE AND UNIVERSITY LIBRARY SERVICE

COLLEGE AND UNIVERSITY LIBRARIES IN WEST BENGAL

College and University libraries in West Bengal are not in satisfactory condition. Services of these libraries are confined to reading and lending services only, that too not upto the

expectation of users. Major constraints for development of academic library system in West Bengal are: acute shortage of space, staff and financial resources to purchase reading and audio-visual materials. We would, therefore, request the Commission to suggest the Government to constitute an Expert Committee to examine their problems and to suggest measures for improvement of College and University Library services in West Bengal. We are, however, placing following proposals for consideration of the Education Commission :-

1 IMPORTANCE OF ACADEMIC LIBRARY SYSTEM MUST BE PROPERLY STRESSED

Library and Information Services are vital for all academic activities. If we want to improve intellectual level of the students and if we want to free our students from cramming, then we have to organize instructional activities round the library resources of the educational institutions. Students should be motivated to use different kinds of documents for education, information and recreation.

2 PROPER STATUS FOR LIBRARY PROFESSIONALS

In view of the rapidly expanding library and information services, and the fast changing character of library and information science, the role of professional manpower is becoming vital. The UGC, the Union and State Govts have already given pay scales of teachers to the Librarians, Deputy Librarians and Assistant Librarians of Colleges and Universities. But the status of a Librarian in an academic institution is yet to be settled. In this regard, we suggest the following:

(a) The Librarians (including Deputy and Asst. Librarians) should be regarded as a full member of the academic community and they may be given status of teachers. Relevant Acts and Statutes may be amended for this purpose.

(b) In view of the challenging and dynamic situation in the library and information science profession, the Librarians (including Deputy and Asst. Librarians) be given every facility to refresh his/her expertise, so as to keep abreast of advancing knowledge by planned development of continuing education programmes in the field.

(c) The Librarians (including Deputy and Asst. Librarians) be given all facilities under Career Advancement Programmes as given to the teachers.

3 NEW AREAS OF LIBRARY AND INFORMATION SERVICE

In addition to the usual lending and reading room services, the University and College Libraries should lay more and more emphasis on reference and bibliographic services. At the university level special emphasis be given to SDI (Selective Dissemination of Information) and CAS (Current Awareness Service), Reprographic Service and modernization of library operations and services in the context of advances in information technology and computer

technology. Users' education programme should also be introduced to enhance the information handling capacity of the students.

4 RESOURCE SHARING PROGRAMMES

As far as possible, university and college libraries in a particular area, should establish linkages among themselves and share their resources. In this process, it may also be possible to devise common acquisition and processing programmes. Compilation of union catalogue should be undertaken to facilitate inter-library loan. Resource sharing programmes, if undertaken, may reveal the extent of duplication and under utilisation of resources in academic libraries and may help to undertake co-operative acquisition programmes.

5 WITHDRAWAL OF STAFF PATTERN

- The State Govt has introduced an unscientific pattern of staff for college libraries, basing on strength of books only. Fixing staff pattern on the strength of books alone is unheard of in the field of library service. In deciding staff pattern following factors are taken into consideration: annual addition of reading materials, stating their varieties, number of members and users and their nature of requirements, annual issue of documents, no of visitors to the reading rooms, working hours, etc. In the said staff pattern, a college library having collection upto the strength of 5000 will have an Asst. Librarian, but not a Librarian. There is a provision of Library Clerk, but no provisions for Semi-Professional Staff, such as, Library Assistant, Library Sorter, etc. In our opinion, this staff pattern should be replaced by a staff pattern basing on scientific principles.

6 REGULAR SYSTEM OF FINANCIAL GRANT SHOULD BE INTRODUCED

College libraries do not get regular financial assistance from the State Govt for purchase of reading materials. Sometimes they get some ad-hoc grants at the end of the financial year. Moreover, due to spiralling rise of cost of documents and for devaluation of rupees, libraries have been severely affected. We would urge upon the Commission to recommend to the State Govt to introduce annual recurring grant to the college libraries for purchase of documents, furniture and for binding, basing on subject streams and student-staff strength.

PART-IV

MEDICAL AND POLYTECHNIC LIBRARIES

Medical & Polytechnic libraries play very important roles in our academic system. These academic libraries are highly specialised in nature. They serve specialist clientele. They are expected to render services for teaching and research. Recently the State Government has created a separate Directorate for Medical Education and is considering a plan for improvement and expansion of medical education. The State Govt has also taken a programme for modernization and expansion of polytechnic education.

To make all the programmes successful, library services of polytechnic and medical colleges must be improved in the light of modern information technology. We, therefore, urge upon the Commission to recommend to the respective departments of the State Govt responsible for medical and polytechnic education to constitute two expert committees to examine the problems of medical college and polytechnic libraries and to suggest measures for modernization and improvement of library and information services in these fields.

In this connection, we like to draw the attention of the Commission towards deplorable conditions of pay and status of librarians and Assistant Librarians of medical colleges and polytechnics. While Librarians and Assistant Librarians of Govt and non-govt college of this State get the benefits of revised pay scales and career advancement facilities as given to the teachers of colleges, the librarians and Assistant Librarians of medical colleges and polytechnics have been deprived from these benefits. This discriminatory treatment has created a depressing situation among library professional in these libraries which may affect the quality and level of services in the long run. We urge upon the Commission to recommend to the State Govt to remove these anomalies so that Librarians and Assistant Librarians of these institutions may get proper justice.

We also suggest that these specialised academic libraries, in addition to conventional library services, should offer various information services, such as, Consolidation and repackaging of information, Selective Dissemination of Information (SDI), Current Awareness Services (CAS), Referral services and Audio-visual services for teaching and research.

We further suggest that to assist and promote medical education and research, State Medical Science Information System with databanks should be developed.

Annual Subscription : Rs. 48.00
Single Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC.CL-2
Postal regd. No WB/CC-145
Regd. No. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Vol. 41 : No. 12

March-April 1992

Contents

Annual Review (Editorial)	259
Krishnapada Majumder	
INSPEC	261
J B S Haldane	
Scientific Knowledge : Problem of dissemination	266
Prodipkumar Sarkar	
18th IASLIC Conference : a Report	270
Memorandum submitted to the Education Commission...	272

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal
Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta-700 073,
General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 44-6866
at Ava Press, 6B Guri Para Road, Calcutta-70 0015
Editor : Pinakinath Mukhopadhyay

